THOUGHTS AND IDEAS
OF
GREAT EDUCATORS

BA

Fifth Semester

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Taraknath Pan

Ex. Professor, Biswabharati University, Department of Education

Author: Dr. Jayanta Mete, Professor, Head of the Department of Education, Kalyani University

Copyright © Reserved, 2018

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বইম্যাপিং
প্রথম একক :	**একক -১**
বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ	পৃষ্ঠা (1 - 51)
দ্বিতীয় একক :	**একক - ২**
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহত্মা গান্ধী	পৃষ্ঠা (52 - 142)
তৃতীয় একক :	**একক - ৩**
রুশো ও ফ্রয়েবেল	পৃষ্ঠা (143 - 184)
চতুর্থ একক :	**একক - ৪**
ডিউই এবং মন্তেসরি	পৃষ্ঠা (185 - 217)

সূচীপত্র

প্রথম একক : **(পৃষ্ঠা 1 - 51)**

বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ

১.০. সূচনা

১.২. ইউনিটের উদ্দেশ্য

১.২. স্বামী বিবেকানন্দ

১.২.১. স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর তত্ত্ব সমূহ

১.২.২. স্বামী বিবেকানন্দ এর দার্শনিক চিন্তাভাবনা

১.৩. শ্রী অরবিন্দ

১.৩.১. গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার উপর অরবিন্দর দৃষ্টিভঙ্গি

১.৩.২. শ্রী অরবিন্দর দার্শনিক চিন্দাভাবনা

১.৪. সারসংক্ষেপ

১.৫. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

দ্বিতীয় একক : **(পৃষ্ঠা 53 - 142)**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী

2.0 ভূমিকা

2.1 ইউনিট উদ্দেশ্য

2.2 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2.2.1 ঠাকুর ও শিক্ষা

2.3 মহাত্মা গান্ধী

2.3.1 এম. কে. গান্ধী : জীবনাদর্শ ও কার্যকলাপ

2.3.2 গান্ধীবাদ : ধারণা এবং আদর্শ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

2.3.3 গান্ধী ও অর্থনীতি
2.3.4 মানব ঐক্যের জীবনধারায় গান্ধী দর্শন
2.3.5 শিক্ষার উপর গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি
2.4 সারসংক্ষেপ
2.5 প্রশ্ন এবং অনুশীলনী

তৃতীয় একক : **(পৃষ্ঠা 143 - 184)**

রুশো এবং ফ্রয়েবেল

3.0 ভূমিকা
3.1 ইউনিট উদ্দেশ্য
3.2 জ্যান-জ্যাক রুশো
3.2.1 কারণ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
3.2.2 রুশো এবং শিক্ষা
3.3 ফ্রীড্রিক উইলহেল্ম আগস্ট ফ্রোয়েবেল
3.3.1 শিক্ষার ফরোয়েবেল এর দর্শনশাস্ত্র
3.4 সারসংক্ষেপ
3.5 প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

চতুর্থ একক : **(পৃষ্ঠা 185 - 217)**

ডিউই এবং মন্তেসরী

4.0 ভূমিকা
4.1 ইউনিট উদ্দেশ্য
4.2 জন ডিউই
4.2.1 শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ডিউই -এর দৃষ্টিভঙ্গি
4.2.2 শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারা এবং ডিউই এর অবদান

4.3 ম্যাডাম মারিয়া মন্তেসরি

4.3.1 তার দর্শনশাস্ত্র অন্তর্গত শিক্ষাগত নীতিসমূহ

4.3.2 মন্তেসরি মেথটস ও তাঁর পদ্ধতি

4.3.3 সমতাবিন্দু: মন্তেসরি এবং ফ্রয়েবেল

4.4 সংক্ষিপ্তসার

4.5 প্রশ্ন এবং অনুশীলনী

টিপ্পনী

ভূমিকা

টিপ্পনী

একটি দেশের প্রত্যেক ব্যাক্তির ব্যাক্তিত্বর পুষ্টিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান হল দর্শন ও শিক্ষার সমন্বয়। দর্শন আমাদের ক্ষমতা ও কাজকর্মের উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে তাই, দার্শনিকগণ ইতিহাসের পাতায় অনেক / প্রচুর নির্ভর যোগ্যতা ও সম্মান অর্জন করেছেন।

বিখ্যাত চিন্তাবিদগন যেমন, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জেন জ্যাকুইস রুশো, ম্যাডাম মারিয়া মন্তেসরি এবং আরো অনেকে তাঁদের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে ও দৃষ্টিকোন দিয়ে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি গুলিকে আকৃতি প্রদান করেছেন।

তণাঁদের দর্শন তত্ত্ব এর বিষয় সমূহ যেমন, স্বাধীনতা, বিচার / ন্যয়, অধিকার, কর্তৃত্ব এবং শিক্ষার হস্তক্ষেপ মাঝে মাঝে সমগ্র বিশ্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। বেশিরভাগ রাজনৈতিক আদর্শবাদ সারা বিশ্বে এই চিন্তাবিদদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে।

দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য, লক্ষ এবং উদ্দেশ্যর মাধ্যমে শিক্ষার সূত্রপাত করে। শিক্ষা একটি বিষয় হিসাবে অতি মূল্যবান কারণ এর প্রভাব থাকে দর্শন, সমাজ এবং অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু ওপর। সমসাময়িক কালে অন্তরবর্তি প্রক্রিয়া এই দিকগুলির মধ্যে একটি অন্তরবর্তি সংযোগ সাধন করেছে, যেগুলি শিক্ষা অনুসরণ করে। যার উপর ভিত্তই করে শিক্ষা ব্যবস্থা অলংকৃত হয়ে চলেছে তাকে এটি নির্দেশনা মূলক এবং মূল্য দিয়েচে সময়ে সময়ে। এটি মনে করা হয় যে অধিবিদ্যার জ্ঞান এবং নৈতিক চিন্তাভাবনাগুলি শিক্ষাকে সঠিক উদ্দেশ্য প্রদান করতে একজন শিক্ষাবিদকে সাহায্য করে। দার্শনিক ভিত্তি শিক্ষাকে আরও বেশি উদ্দেশ্যমূলক করে তোলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যর দিকে যেগুলি প্রাথমিক ভাবে ভালো।এইভাবে দর্শন ব্যাতিত শিক্ষা অপূর্ণ হয়ে থাকে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য এ ইতিবাচক হবে যদি তারা রাজনৈতিক, দার্শনিকতার শিক্ষনীয় তত্ত্বগুলিকে উদ্ভাবন করে। বিশেষ করে শিক্ষামূলক বিষয়ে চিন্তাভাবনার সময়ে যে কোন পরিস্থিতিতে এর অনুসন্ধান করা হয়েছিল চিন্তাবিদ ডিউই , রুশো ও ফ্রোয়েবেল এর সহযোগীতায়।

'Thoughts and Ideas of Great Educators' এই বইটিতে, বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব সমূহ কে আলোচনা করাহয়েছে যা ডিউই রুশো, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধি

এবং মন্তেষরী দ্বারা প্রসূত। এই বইটিকে চারটি ইউনিট বা খন্ডে বিভক্ত করে ইউনিট অবজেকটিভস পর্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই বইতে অতি বোধগম্য ভাষায় বিষয়বস্তু গুলিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

টিপ্পনী

একক- ১ : বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ

টিপ্পনী

গঠন:

1.0.সূচনা

1.1. ইউনিটের উদ্দেশ্য

1.2. স্বামী বিবেকানন্দ

1.2.1. স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর তত্ত্ব সমূহ

1.2.2. স্বামী বিবেকানন্দ এর দার্শনিক চিন্তাভাবনা

1.3. শ্রী অরবিন্দ

1.3.1. গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার উপর অরবিন্দর দৃষ্টিভঙ্গি

1.3.2. শ্রী অরবিন্দর দার্শনিক চিন্দাভাবনা

1.4. সারসংক্ষেপ

1.5. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

1.0 সূচনা

এই ইউনিটে, আপনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন, যিনি পশ্চিমা বিশ্বের হিন্দু দর্শনের প্রবর্তনে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত, এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নাম অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে জানবেন।

বিবেকানন্দের দর্শন এবং মতাদর্শ সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি জাতীয়তাবাদের ধারণা উত্থাপন করেন। তাঁর মতে, একক ধর্মের স্বীকৃতির মাধ্যমেই জাতীয় ঐক্য অর্জন করা সম্ভব। জাতীয়তাবাদের তাঁর ধারণা সাধারণ আধ্যাত্মিকতাকে অতিক্রম করে । তিনি বলেছিলেন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হচ্ছে স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা যা জীবনের সকল প্রকারের জন্য বিদ্যমান। তিনি সমাজতান্ত্রিক হিসেবে নিজেকে মনোনীত প্রথম

ভারতীয় ছিলেন। বিবেকানন্দের মানবতাবাদের তত্ত্বটি উৎসাহ দেয় যে একজন ব্যক্তি নিজেই নয় বরং প্রকৃতির দ্বারাও ঐশ্বরিক। জাতীয় জাগরণে তিনি 1897 সালে রামকৃষ্ণ মিশন শুরু করেন।

টিপ্পনী

শ্রী অরর্বিন্দ ঘোষ একজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একজন দার্শনিক ছিলেন। তিনি একটি বিশিষ্ট চরম চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর দেশের পূর্ণ স্বরাজের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বার্তাবাহক হিসাবে গণ্য করা হয়। অরবিন্দ এর জন্য, জাতীয়তাবাদ জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল না, ধর্মের জন্য জোরালোভাবে অনুসৃত হওয়ার ছিলেন। তিনি মানুষের অগ্রগতির মূল উপকরণ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি ছিল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি। অরবিন্দ একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র বা একটি বিশ্ব-সাম্রাজ্যের পরিবর্তে একটি মুক্ত বিশ্ব সংস্থার পক্ষে প্রচার করেছিলেন। তিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে মানবতাবাদের উপ-পণ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। একটি উৎসাহী জাতীয়তাবাদী ছাড়াও, অরবিন্দ একজন মহান মানবতাবাদী এবং আন্তর্জাতিকবাদীও ছিলেন। মানবতার প্রতি তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান মানব আত্মার ভিতরের স্বাধীনতার ধারণা।

1.1 ইউনিট উদ্দেশ্য :

এই ইউনিট মাধ্যমে যাওয়ার পরে, আপনি করতে সক্ষম হবে:

- স্বামী বিবেকানন্দ রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ এবং গণতন্ত্রের তার ধারণা আলোচনা।
- রামকৃষ্ণ মিশন গঠনের বর্ণনা ।
- বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের ব্যাখ্যা।
- মানব তৈরি শিক্ষাসম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণার বিষয়ে আলোচনা।
- শ্রী অরবিন্দ ঘোষের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা।
- শ্রী অরবিন্দ ঘোষের দর্শনের বিশ্লেষণ।
- অবিচ্ছেদ্য শিক্ষা এবং শিক্ষার তার নীতির বিষয়ে অরবিন্দের মতামত নিয়ে আলোচনা

1.2 স্বামী বিবেকানন্দ :

স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিলেন। একটি শিশু হিসাবে তিনি সঙ্গীতে অসাধারন এবং চমৎকার স্বাদ উন্নত এবং দক্ষ ক্রীড়া প্রেমী ও উপকারী ছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের শিক্ষায় অধীন সংস্কৃতির সমূহের দক্ষতা অর্জন করেন। বিবেকানন্দ এক অসাধারন স্মৃতির অধিকারী ছিলেন । এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে একটি শব্দভিত্তিক পরিচিতি প্রদর্শন করতে গিয়ে রেভ.ডাব্লিউ. হস্টি, একবার মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'নরেন্দ্রনাথ সত্যিই একজন প্রতিভাধর। আমি অনেক দূরে ভ্রমণ করেছি কিন্তু আমি এখনও তার প্রতিভা এবং সম্ভাবনার একটি ও ছেলে খুঁজে পায়নি, এমনকি দার্শনিক ছাত্রদের মধ্যে, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও। এবং এটি হস্টি থেকে এসেছে যে তিনি প্রথমবারের মতো বিখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা শ্রী রামকৃষ্ণের কথা শুনেছিলেন। 18 বছর বয়সে, ঐশ্বরিক জ্ঞানের জন্য তার তৃষ্ণা তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি প্রথমে শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন।এই সময় তিনি একটি আধ্যাত্মিক রূপান্তর অর্জন করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ হিসাবে আবির্ভূত হন।

1886 সালে শ্রী রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভুর শিষ্যকে সুখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশনে রূপায়িত করেন। তিনি ঐক্য এবং সহনশীলতায় তার সর্বজনীন বার্তা যোগাযোগ করার জন্য তার তীব্র জীবনের শেষ পনেরো বছরের অধিকাংশ সময় দান করেন। তাঁর গতিশীল ব্যক্তিত্ব এবং উজ্জ্বল বক্তব্যের প্রভাব তাঁর পূর্ণ আন্তরিকতা এবং অনানুষ্ঠানিকতা দ্বারা উন্নত ছিল। তিনি ভারতের সকল কোণে ভ্রমণ করেন এবং তিনি ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার কথা বলেছিলেন, তিনি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। তিনি প্রাচ্যের এশিয়া, ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ ভ্রমণ করেন। এটি 1893 সালে ধর্মসভাতে শিকাগোতে যোগ দেন, তিনি প্রথমে আন্তর্জাতিক মনোযোগ লাভ করেছিলেন।

1.2.1 স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর তত্ত্ব

এই বিভাগে স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন তত্ত্ব ও বিশ্বাসের কথা আলোচনা করেছেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় তত্ত্ব :

স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ধারণার একটি ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে প্রস্তাব করেছেন যা তিনি আধ্যাত্মিকতা একটি রূপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। অধ্যাত্মবাদ তাঁর মতে ধর্মীয় রীতিনীতি, সামাজিক ধর্মগ্রন্থ, গণতান্ত্রিক গঠন ও অপ্রচলিত কাস্টমসকে অতিক্রম করে।

আধ্যাত্মিকতার অনুধাবন কেবলমাত্র ভারতের জীবনধারাকে সংজ্ঞায়িত করেনি তবে বিদেশেও বাড়ীতে তার আরও গতিশীলতাকে ও তৈরি করছে । ভারতের আধ্যাত্মিকতা বেদ ও উপনিষদগুলির ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে, যা জাতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনগণের বিশ্বাসকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। এটি একটি কারণ কারণ স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে জাতীয় ও পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চরিত্রের জন্য জোর দিয়েছেন । জাতীয়তাবাদের তার ধারণাটি তার ধর্মীয় দর্শনের সাথে গভীরভাবে অন্তর্নিহিত কারণ তিনি একজন আধ্যাত্মিক মানুষ ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, জাতীয় ঐক্য কেবল একটি সাধারণ ধর্মের স্বীকৃতির মাধ্যমেই পাওয়া যায় যা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাধারণ সাধারণ নীতিমালা গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি 'ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কে এবং বৌদ্ধের হৃদয়, ইসলামি সংগঠন ও বেদান্ত মস্তিষ্ক ও ভারতের ধর্মের সাথে ইউরোপীয় সমাজ' এর মধ্যে ঐক্য বিস্তারের মাধ্যমে জাতিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। অন্য কথায়, তিনি বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা শেখানো গুণাবলীগুলির সংশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি সার্বজনীন ধর্মের ধারণাকে ধারণ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ ঐক্যমত্যের সর্বাধিক গুরুত্ব এবং সকল ধর্মের সংমিশ্রণকে এক সর্বজনীন সভ্যতার মধ্যে সংযোজন করেন, কারণ ধর্ম মানুষের প্রকৃতির গঠন করে এবং তার সহকর্মীদের কাছে তাকে একত্রিত করে। একটি ধর্মের আধ্যাত্মিকতা জাতীয়তা বাড়ে যে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিকে উন্নতও করে । বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত জাতীয়তাবাদের ধারণার একটি সাধারণ ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাধারণ আধ্যাত্মিকতার এক অবিচ্ছেদ্য দিক। এই কারণে, জাতীয়তাবাদের বিবেকানন্দের ধারণাকে জাতীয়তাবাদের একটি ধর্মীয় তত্ত্ব বলা হয়। এটি আরও অনেক বেশি, যেহেতু এটি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ ধারণা :

জাতীয়তাবাদের বিবেকানন্দের ধারণা একটি সাধারণ আধ্যাত্মিকতার ধারণার বাইরে যায়। এ কারণেই জাতীয়তাবাদ সর্বজনীনতার পরিপূরক তাই তিনি মনে করেন যে আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সমগ্র মানবতাকে আলিঙ্গন করা।

টিপ্পনী

সার্বভৌমত্ব, বিবেকানন্দ অনুসারে, সমগ্র বিশ্বে একক সত্তা হিসাবে বিদ্যমান । অতএব, বিভিন্ন জাতীয়তার কারণে প্রদর্শিত বিভিন্নতা জ্ঞানের বিনিময় এবং পাশাপাশি পারস্পরিক যোগাযোগসমূহ সহজতর করবে। পরিবারগুলি গোত্রগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, জাতিগুলির মধ্যে ঘোড়দৌড়, জাতির মধ্যে জাতিসমূহ, জাতিসমূহ মানবতার মধ্যে এবং এই মানবতার সকল অংশ তাদের সার্বজনীন অস্তিত্বের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক একতা তৈরি করতে পারে। এই পরিস্থিতিতেই ভারত বিশ্বের জন্য আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে।

আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব মানবজাতির আধ্যাত্মিক একতা মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব । বৈদান্ত যা সর্বজনীন দৃষ্টিকোণকে সমর্থন করে এবং সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে তেমন আধ্যাত্মিকতা ও নিয়ে আসতে পারে। বিবেকানন্দের সর্বজনীনতা জাতীয়তাবাদের কোন অধস্তনতা বা অগ্রাধিকার ছাড়াই আধ্যাত্মিক একতার ভিত্তিতে জাতিগুলির পরিচয় নির্ধারণ করতে চায়। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে পৃথিবী বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তিগুলিকে একত্রিত করবে।

স্বাধীনতার ধারণা :

রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে স্বাধীনতার ধারায় বিবেকানন্দ বহুমূল্য অবদান রেখেছেন। তিনি বলেন যে মানুষ মুক্ত জন্মায় কিন্তু জীবন তার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা তাকে দমন করে। এটা তাকে একটি বিভাজিত ও, বিচ্ছিন্ন 'পৃথক' করে তোলে যার একমাত্র স্বার্থ ইচ্ছার অকপট অভিযান এবং লক্ষ্য। এই লক্ষ্য স্বাধীনতার সমতুল্যতা নিয়ে আসে। যদিও তাদের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য ব্যক্তিত্বের গুণাবলী অপরিহার্য এবং, সামাজিক প্রকৃতির সাথে আধ্যাত্মিক আত্মের সারাংশকে বের করা প্রয়োজন।

টিপ্পনী

এই অর্থে এই যে বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা শ্রেণীভুক্ত করেছেন:

আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা:

এটি জীবনের সব ধরনের অস্তিত্বের জন্য অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা। এটি অভ্যন্তরীণ জীবন এবং বহিরাগত প্রকৃতির মধ্যে সংগ্রামের একটি পণ্য । বিবেকানন্দ স্বাধীনতা পরম এবং অসীম, অপরিবর্তনীয় এবং মান-কম, আত্মপ্রত্যয়ী এবং সর্বজনীন হতে বিবেচনা করেন । তিনি ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনতার অযোগ্যতা বিশ্বাস করেন। তবে, স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক ধারণা ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক স্বাধীনতা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে পরমার্থের ধারনাকে গ্রহণ করে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা:

এটি সকল ব্যক্তির প্রাকৃতিক অধিকার। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি মুক্ত শরীর, মন এবং আত্মা হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মতানুযায়ী, ব্যক্তিরা নিখরচায় অভিনয় করে এবং নিখুঁত ব্যক্তি আদর্শ সমাজ দ্বারা নিজেকে নিখুঁত করে। এই কারণে, তিনি কোনও বহিরাগত চাপ জন্মগ্রহণ পৃথক স্বাধীনতার কোনও বিধিনিষেধর বিরোধিতা করেছেন।

সামাজিক স্বাধীনতা:

এটি পৃথক স্বাধীনতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিবেকানন্দ সেই ব্যক্তিগত সামাজিক বাধা বিরোধিতা করেন যা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করে এবং সামাজিক বিকাশকে ব্যাহত করে । তিনি সামাজিক অনুষঙ্গের সাথে সামাজিক স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন করে সামাজিক উত্তরাধিকারী অর্জন করতে অনুভব করেন। তিনি একে অপরের প্রতি স্বাধীনতা ও সমতার প্রশংসা করেন এবং এভাবে তিনি সমৃদ্ধ ও বুদ্ধিমানের চেয়ে দরিদ্রদের শিক্ষার উপর সমাজকে আরো ব্যয় করতে চেয়েছিলেন।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:

এটি প্রয়োজনীয় কারণ অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ব্যক্তিকে স্বাধীনতায় বাধা দেয়। বিবেকানন্দ বস্তুগত স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র সুখের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তির স্বার্থের অধিকার। যদিও

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা তার ব্যক্তিত্বের শোষণশীল ও আকৃষ্ট প্রবৃত্তি ভিত্তিক নয়।

সমতা ধারণা :

স্বাধীনতার ধারণা বিবেকানন্দের সমতার তার ধারণার দিকে পরিচালিত করে, যেমনটি তিনি জোর দিয়েছেন যে সমতাটি স্বাধীনতার চিহ্নহিসাবে। তার মতে, কোন পুরুষ বা জাতি সমানতা থেকে আসে শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা ছাড়াই স্বাধীনতা অর্জনের আশা করতে পারে। তিনি সমান অধিকার এবং সুযোগের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন এবং কোনও সুবিধা বা যে কোনও ধরনের বৈষম্যের বিরোধিতা করেছিলেন। বস্তুত, সমতার তাঁর ধারণাটি তাঁর বেদান্ত দর্শনের প্রতিফলন করে, যা ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়।

টিপ্পনী

সমাজতন্ত্রের ধারণা :

বিবেকানন্দ নিজে একজন সমাজতান্ত্রিক হিসেবে প্রথম ভারতীয় ছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছিলেন। বস্তুত, একতার বেদান্তিক ধারণাটি স্বাধীনতা ও সমতার প্রকাশ করে, যা তাকে সমাজতন্ত্রের ধারণার প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ন্যায়বিচার-সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-নীতিমালা তাঁকে সমাজতান্ত্রিক হিসেবে নিজেকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

তিনি সমাজতন্ত্রকে জনগণের মুক্তির আন্দোলন এবং স্বাধীনতা ও সমতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি দেশের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে বর্ণিত বর্ণ প্রথার মতো যে কোনো কঠোর সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি সামাজিক সমতা ও দেশের সকল বাসিন্দার জন্য সমান সুযোগ তৈরির সমর্থন করেন এবং তিনি সমাজতন্ত্রের অর্জনের জন্য সহিংসতা কে ও অনুমোদন করেননি।

সামাজিক কাঠামোর ধারণা :

বিবেকানন্দের মতে, বর্ণ একটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যা ভারতীয় সমাজের ভিত্তি গঠন করে। তিনি ঐক্যের নীতির একটি পরিষ্কার অনুবাদ জাতি ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এটি সমাজ ও অর্থনৈতিক সমন্বয় নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ

টিপ্পনী

করে এবং জাতিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর নয়। এই বিষয়ে তার চিন্তাভাবনা সামাজিক সুশৃঙ্খল ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে সামাজিক সাম্য ও সাদৃশ্যের সাথে ব্যক্তিগত সুখের সমন্বয় সাধন করে। অতএব, তিনি প্রকৃতির ব্যক্তিত্বের মত জাতিতত্ত্বকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে। ব্যক্তিত্বশীল কারণ এটি দলের স্বাধীনতাকে নিজেদের নিজস্ব বিষয় ও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের জন্য উৎসাহ দেয় এবং প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদেরকে সমাজের একটি অংশ হিসেবে মনে করে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য অন্যান্য দলের সাথে সহযোগিতা করে।

তিনি পশ্চিমের শ্রেণী ব্যবস্থার সাথে বর্ণ সিস্টেমের তুলনা করেন। পশ্চিমে ভিন্ন, এখানে বর্ণবৈষম্য একটি বংশগত বর্ণের মধ্যে বিভাজিত হয়েছে, যা সামাজিক একচেটিয়া উদ্দীপনা করেছে এবং সামাজিক অগ্রগতি রোধ করেছে। তথাপি, সমৃদ্ধি, সামাজিক সমতা ও আধ্যাত্মিক একতা বিকাশের জন্য জাতিগত ব্যবস্থা অপরিহার্য। তিনি বর্ণবাদবিরোধী প্রথাগুলি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করার পরিবর্তে অস্পৃশ্যতার প্রথা হিসাবে জাল পদ্ধতিতে বিলোপের প্রস্তাব করেন।

গণতন্ত্রের ধারণা :

বিবেকানন্দের মতে, গণতন্ত্র শান্তি প্রদান করে, যেহেতু তাদের সামাজিক অবস্থানের সত্ত্বেও সবাই তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। তিনি গণতন্ত্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, যা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে :-

জীবনের একটি উপায় হিসাবে:

বিবেকানন্দ মতে, গণতন্ত্র হচ্ছে জীবনধারার একটি উপায় যা এটি স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং ইউনিয়নের জন্য। এটি ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং অধিকারগুলিও নিশ্চিত করে যেহেতু এটি ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং স্বাধীনতাকে সহায়তা করে। তিনি সমাজে নিবেদিত স্বার্থগুলিকে নিন্দা করেন যা জনসাধারণকে তাদের বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

সরকার একটি রুপ হিসাবে:

বিবেকানন্দ জন্য, সরকার একটি রুপ যা গঠন হিসাবে গণতন্ত্র মানুষ তাদের উন্নয়নের এবং তাদের ভবিষ্যতে উজ্জ্বল করার জন্য একটি সুযোগ প্রদান করতে

পারে, এটি মানুষের সরকার এবং মানুষের দ্বারা হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হিসাবে:

সরকারের সঠিক মূল্যের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন, যা গণতন্ত্রের একটি গুণগত পরিবর্তনের দিকে অবদান রাখবে। তিনি চাইতেন ব্যক্তিরা সরকারের কার্য সম্পাদন করুক যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া তাদের প্রতিনিধিত্বকারী লোকেদের কাছে স্বচ্ছ ও জবাবদায়ক হতে পারে।

টিপ্পনী

প্রতিরোধের তত্ত্ব :

বিরোধের তত্ত্বে বিবেকানন্দ অবদান রাখেন। এই তত্ত্বের মধ্যে, তিনি শিক্ষা ও ধর্মীয়তার মাধ্যমে জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার পরামর্শ দেন, যা জনগণকে শক্তিশালী করবে। এটি নিপীড়িত শাসকের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে শক্তিশালী করবে এবং সত্যিকার অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। সুতরাং, তিনি খোলাখুলিভাবে ভারতের স্বাধীনতার কারণকে সমর্থন না করলেওআভ্যন্তরীন সমর্থন ও ঐচ্ছিক সমর্থন প্রদান করেছিলেন।

মানবতার তত্ত্ব :

বিবেকানন্দের মানবতাবাদের তত্ত্বটি উৎসাহ দেয় যে একজন ব্যক্তি নিজেই নয় বরং প্রকৃতির দ্বারাও ঐশ্বরিক। তিনি একজন মহান মানবতাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন যে মানব প্রকৃতির গৌরব ও বিশুদ্ধতার জন্য মানুষকে দেবত্বের প্রকাশ বলে গণ্য করা উচিত। তিনি মানবিক অদ্বৈততার ধারণাকে সমর্থন করেন, যা মানবতার সাথে দেবত্বকে চিহ্নিত করে। তিনি মানুষকে ঈশ্বর বলে মনে করতেন, সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে নিন্দা করেন এবং ব্যক্তিকে বিশ্বাস ও শক্তি বজায় রাখার উপর জোর দেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক মানুষকে তিনি যা দেখেন তা নয়।

বিবেকানন্দ সামাজিক কর্মের উপর জোর দেন এবং ধর্মীয় সমাজতন্ত্রের ধারণা দেন। এর আগে 1893 সালে তিনি শিকাগোতে ধর্মসভার পার্লামেন্টে যোগ দিয়েছিলেন, এবং বিশ্বের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর বক্তব্য তার তাৎপর্যতা ও যুক্তিগুলির কারণে সবাইকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বলেন যে, পশ্চিমের একজন ব্যক্তির লক্ষ্য স্বাধীনতা ছিল, তার ভাষা ছিল অর্থ তৈরি, এবং তার শিক্ষা রাজনীতির মাধ্যম ছিল। কিন্তু ভারতে, একজন ব্যক্তির লক্ষ্য ছিল মুখ্যতা বা স্ব-উপলব্ধি, ভাষা ছিল বেদ এবং অর্থ আত্মত্যাগ।

টিপ্পনী

বিবেকানন্দ সকল ধর্মের অপরিহার্য একত্বকে জোর দিয়েছিলেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে কোনও সংকীর্ণতার নিন্দা করেছিলেন। একই সময়ে, তিনি ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতর উপায়ে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজেই বেদান্তের সাবস্ক্রাইব করেছিলেন, যা তিনি একটি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি বলে ঘোষণা করেছেন।

বিবেকানন্দ বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা হারিয়ে স্পর্শ করার জন্য ভারতীয়দের সমালোচনা করেন এবং স্থির হয়ে ওঠে এবং শুভকামনা রইল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতে বিজ্ঞানের প্রকৃত প্রয়োজন ছিল। তিনি এমনকি জাগতিক পদ্ধতির নিন্দাও করেছিলেন এবং ঐতিহ্য, অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের উপর বর্তমান হিন্দু জোর তিনি জনগণকে স্বাধীনতা, সমতা ও স্বাধীন চিন্তাধারার আত্মপ্রকাশ করতে আহ্বান জানান। বিবেকানন্দও একজন মহান মানবতাবাদী ছিলেন। দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য, দুঃখ ও যন্ত্রণা দ্বারা প্রভাবিত, তিনি শিক্ষিত ভারতীয়দের বলেন, 'যতদিন লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধা ও অজ্ঞতা বেঁচে থাকে, আমি প্রত্যেককে একজন বিশ্বাসঘাতককে ধরে রাখি, যিনি তাদের খরচে শিক্ষিত হয়েছেন অন্তত তাদের প্রয়োজন নেই।'

রামকৃষ্ণ মিশন দেশের বিভিন্ন অংশে অনেক শাখা রয়েছে এবং স্কুল, হাসপাতাল, অনাথ, লাইব্রেরি ইত্যাদি খোলার মাধ্যমে সামাজিক সেবা বহন করে।

1.2.2 স্বামী বিবেকানন্দ এর দর্শনশাস্ত্র :

এই বিভাগে স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন দর্শনের আলোচনা।

ঐক্যতা ও শান্তি :

1893 সালে শিকাগোতে ধর্মসভাতে তাঁর বিখ্যাত বক্তব্যে তিনি তাঁর বার্তা ও দর্শনের সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, প্রত্যেক ধর্মের ব্যানারের উপর

অবিলম্বে প্রতিরোধ, 'সাহায্য এবং যুদ্ধ না', 'অ্যাসিমিউনিশন এবং না বিধ্বংস', 'সাদৃশ্য এবং শান্তি এবং বিচ্ছিন্নতা না' সত্ত্বেও, লিখিতভাবে লিখতে হবে। তিনি বলেন, 'সমস্ত ধর্মের মৌলিক উপাদানগুলি, সমস্ত বিশেষ ধরন এবং নামগুলি বিলোপ করে, সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে গণ্য হয়। বিশ্বের ধর্মগুলি একত্রীভূত নয় কিন্তু তারা এক শাশ্বত ধর্মের বিভিন্ন পর্যায়। আমি অতীতের যে সব ধর্মগুলি স্বীকার করি এবং তাদের সব উপাসনা করি। আমি কেবল এগুলিই করব না কিন্তু ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার জন্য আমি আমার হৃদয়কে

উন্মুক্ত রাখব। অতীতের সকল নবীদের প্রতি সালাম, বর্তমানের সকলের কাছে এবং ভবিষ্যতে আসার জন্য সকলের প্রতি সভ্যতা। 'স্বামীজী আরও বলেছিলেন,' আমার আদর্শকে অবশ্যই কয়েকটি শব্দে ঢুকানো যেতে পারে এবং তা হলো: প্রচার করা মানবজাতি তাদের দেবত্ব এবং এটি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রকাশ করতে কিভাবে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শেষকালে মানব বৈষম্য এবং দ্বন্দ্বের পুনর্মিলন, এবং মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। বিশ্বকে তিনি সর্বজনীন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন যা প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেবত্বকে স্বীকার করে এবং মানবজাতিকে তার নিজের সত্য, ঐশ্বরিক প্রকৃতি উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, 'এটা মানুষের মনস্তত্ত্ব যা আমরা চাই; এটি মানুষের তৈরি তত্ত্ব যা আমরা চাই; এটা মানুষের তৈরি শিক্ষাকে আমরা যেভাবে চাইছি তা-ই হয়। 'তিনি দরিদ্রের আকারে ঐশ্বরিক দেখেছিলেন যার নাম তিনি দরিদ্র নারায়ণ।

ঈশ্বরের সর্বজনীন বাস্তবতা হিসাবে - বেদান্তিক দর্শনশাস্ত্র এবং এর প্রতিচ্ছবি :

বিবেকানন্দের দর্শনের এবং ধর্মের বিষয়ে তার মতামতগুলি শব্দগুলিতে সংক্ষেপিত করা যেতে পারে ডা. ভি. কে., আর.ভি. রাও একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ তাঁর মতে -

'ঈশ্বর এক বাস্তবতা যা বিশ্বজগতের মধ্যে বিদ্যমান এবং তিনি সর্বজনীন বাস্তব। সমস্ত ঘটনা, প্রাণবন্ত এবং নির্দোষ, মানুষ এবং পশু, শরীর, মন এবং আত্মা, তার সব প্রকাশ। অতএব, মানুষ এবং মানুষের মধ্যে তার মৌলিক সূত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং এটিকে প্রত্যেক পুরুষের অনুভূতি এবং একে অপরের সাথে আচরণ করা উচিত কারণ তারা নিজের নিজের নিজের সাথে কাজ করে। মানুষের বাস্তব প্রকৃতির এই বোঝার, মহাবিশ্ব এবং ঈশ্বর, যদিও, মায়া দ্বারা পর্দার ঢালের কারণে মানুষ থেকে লুকানো; এবং এই পর্দা ছিঁড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে "বেদান্ত" এর উদ্দেশ্য এবং মানুষকে নিজের চোখে দেখতে দেওয়া। এবং এই "জ্ঞান যোগ" বা "রাজা যোগ" অধ্যয়ন এবং অনুশীলন মাধ্যমে করা সম্ভব। তবে, বেদান্ত শুধুমাত্র অদ্বৈত মতবাদের প্রবর্তন করে না। এটি ব্যক্তিগত ঈশ্বর বা "ইশতা যোগ" এর পূজা দ্বারা ঈশ্বরের দ্বৈতবাদকে এগিয়ে নিয়ে যায় কারণ এটি মানুষের নিকটতম এবং প্রেয়সী প্রেমের জন্য মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতির উপর ভিত্তি করে। এবং এটি করার জন্য, তিনি একজন গুরু খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি আধ্যাত্মিকতা প্রেরণ করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। একই সময়ে, তিনি নিজেকে এই সংক্রমণ দ্বারা অনুপ্রাণিত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এবং পেতে ফিট হতে হবে। যখন একজন মানুষ এই পর্যায়ে পৌছবে তখন তিনি আল্লাহ এবং মহাবিশ্বের জন্য অসাধারণ ভালবাসার সাথে পরিপূর্ণ হয়ে যাবেন যা তিনি ঈশ্বরের সাথে ছড়িয়ে দেবেন, এবং যাদের তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাদের সকলের জন্য কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বরের প্রকাশ। তাঁর ধর্ম এইভাবে তাকে সমস্ত মানুষকে ভালবাসে এবং তাঁর সেবায় তাঁর উপাসনা করার জন্য ঈশ্বরের উপাসনা খোঁজে৷ একের অহংকারের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের একটি তৃতীয় পদ্ধতি এবং ঈশ্বর-চেতনা পৌঁছানো এবং এই কর্মফল যোগ, সংযুক্তি ছাড়া কাজ গসপেল, স্বার্থপরতা ছাড়া এবং এক এর সহকর্মীদের সেবা জন্য। এমনকি যদি কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তবে কর্মফল যোগের পথ অনুসরণ করতে পারেন এবং বুদ্ধ দ্বারা দেখানো সব বোঝার পাশাপাশি শান্তি, স্বাধীনতা, সাদৃশ্য এবং শান্তি লাভ করতে পারেন। এগুলি তিনি বুদ্ধ, খ্রিস্ট ও মোহাম্মদের শিক্ষাকে সমবেদনা, সেবা ও সমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যোগ করেন। এবং সে এক কথা বলার দ্বারা পরিশেষে, তিনি অনুভব করেছিলেন বাস্তব জীবনে নিখুঁত উদাহরণ তিনি যে সমস্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন - শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস।'

ধর্ম বোঝার অর্থ :

বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম শুধু বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়৷ 'ধর্ম', তিনি বলেন, 'উপলব্ধি, কথা বলা বা মতবাদ বা মতবাদ বা তত্ত্ব না হলেও তারা সুন্দর হতে পারে৷ এটা হচ্ছে এবং হয়ে উঠছে; শ্রবণ এবং স্বীকার করে না৷ এটা সমগ্র আত্মা এটি বিশ্বাস করে কি পরিবর্তন হয়ে উঠছে৷ এটা ধর্ম৷ যদি ধর্মের অর্থ বুঝানো হয় এবং সামাজিক বাস্তবতার কল্যাণ গ্রহণ করা উচিত তবে অনুশীলনটি অনুশীলন করতে হবে৷ '1894 সালের 27 শে অক্টোবর ওয়াশিংটন থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তার অবস্থান খুব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন৷ তিনি লিখেছিলেন, 'আমি এমন একটি ঈশ্বর বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাস করি না যা বিধবাদের কান্না মুছে ফেলতে পারে বা অনাথের মুখে রুটি টুকরো আনতে পারে না৷ যাইহোক, তত্ত্বগুলি উৎকৃষ্ট, তবে সুবিবেচনা দর্শনের হতে পারে, আমি যতদিন ধর্মগ্রন্থ বই এবং গোঁড়ামির সাথে সংযুক্ত থাকি, ততদিন আমি ধর্মকে কল করি না৷ চোখ কপাল মধ্যে এবং না পিছনে৷ আপনার ধর্মকে কল করার জন্য আপনি যে গর্বিত হন তা নিয়ে এগিয়ে যান এবং ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন৷'

ধর্মের উপর বিবেকানন্দের শিক্ষার সূত্র ছিল ঈশ্বরের সর্বজনীনতা এবং তাঁর ফর্মহীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা, মানুষের দেবত্ব, সকল ধর্মের সম্মান ও বুদ্ধি, পুরুষদের সমতা

ও ভ্রাতৃত্ব, সমবেদনার সর্বোচ্চ গুণ, সংযুক্তি ছাড়া কাজ , ব্যক্তিগত অহংহীনতা ছাড়াই ভক্তি, এবং বিশেষত যারা দরিদ্র বা নিপীড়িত বা অশিক্ষিত বা ছিল সব পুরুষদের সেবা, এই বিশ্বের দরীদ্র নারায়ন।

নীতিশাস্ত্র এবং নৈতিকতা-জীবনের প্রকৃত ভিত্তি :

টিপ্পনী

সমস্ত সিস্টেমের ভিত্তি, সামাজিক বা রাজনৈতিক, মানুষের ধার্মিকতা উপর নির্ভর করে কোন জাতি মহান বা ভাল কারণ সংসদ নির্দিষ্ট আইন মেনে চলে, কিন্তু তার পুরুষদের মহান এবং ভাল কারণ। মানুষ প্রায়ই একই সমাপ্তি জন্য কাজ কিন্তু যে সত্য সনাক্ত করতে ব্যর্থ। এক অবশ্যই আইন, সরকার, রাজনীতি এমন পর্যায়গুলি স্বীকার করতে হবে যা কোনও চূড়ান্ত নয়। সেখানে তাদের একটি লক্ষ্য আছে যেখানে আইন প্রয়োজন নেই। সব মহান মাস্টার একই জিনিস শেখান। খ্রীষ্ট দেখেছেন যে ভিত্তি আইন নয়, নৈতিকতা এবং বিশুদ্ধতা একমাত্র শক্তি।

ভালবাসা এবং ত্যাগ - মহাজাগতিক শক্তি বিবেকানন্দ মনে করেন, 'সব নৈতিক নিয়মের ঘোষণাপত্র কী? "না আমি, কিন্তু তুমি", এবং এই "আমি" অসীম ভিতরের ফলাফল যা বাইরের জগতে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে এই সামান্য "আমি" ফলাফল, এবং এটি ফিরে যান এবং অসীম, তার নিজস্ব প্রকৃতি যোগদান করতে হবে। প্রত্যেক সময় আপনি বলবেন, "আমি না, আমার ভাই, কিন্তু আপনি" আপনি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, এবং প্রত্যেকবার আপনি "আমি" বলি, আপনি না, আপনি এই অর্থে মাধ্যমে অসীম প্রকাশ করার চেষ্টা করার ভুল পদক্ষেপ নিতে - দুনিয়া। যে বিশ্বের মধ্যে সংগ্রাম এবং অসত্য আগত, কিন্তু একটি সময় অবতরণ পরে অবশ্যই-শাশ্বত ত্যাগ আসা আবশ্যক। সামান্য "আমি" মৃত এবং চলে গেছে এই সামান্য জীবনের জন্য এত যত্ন কেন? জীবিত এবং এই জীবন উপভোগের এই সব অবাধ্য ইচ্ছা, এখানে বা অন্য কোন জায়গায়, মৃত্যু আনতে।'

'আমরা পশু থেকে নিকৃষ্ট হয়েছি, এবং এখন এই দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমরা কখনো এখানে অসীমকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হব না। আমরা কঠোর সংগ্রাম করা হইবে, কিন্তু এমন সময় আসবে যখন আমরা দেখব যে এটি এখানে নিখুঁত হতে অসম্ভব, আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা আবদ্ধ হয়, যখন। এবং তারপর আমাদের মূল আধিপত্য ফিরে আসতে হবে শব্দ হবে।'

টিপ্পনী

'এই সন্ন্যাসী হয় আমাদের যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা পেয়েছিলাম সেই প্রক্রিয়াটি পুনরায় উল্টাতে আমাদের অসুবিধা হতে হবে, এবং তারপর নৈতিকতা ও দাতব্যতা শুরু হবে।'

বিবেকানন্দ দর্শনশাস্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য :

বিবেকানন্দ দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

1. বেদান্ত মানবজাতির সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সূত্র গঠন করে।

2. উপনিষদদের শিক্ষা আমাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট শক্তি।

3. মানুষের ঈশ্বর ঈশ্বরের অবতার হয়।

4. সমস্ত ধর্মের অপরিহার্য একই অংশ।

5. আত্মা সত্য বাস্তবতা।

6. আত্মশাসন ও স্ব-উপলব্ধি অর্জনের জন্য কর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়।

7. মানবজাতির সেবা ধর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

8. ঈশ্বরের উপাসনা জন্য সেরা ইমেজ একটি মানুষের যে প্রত্যেক মানুষের হৃদয় মধ্যে বসবাস করে।

বিবেকানন্দ শিক্ষাগত দর্শন :

তাঁর শিক্ষাগত দর্শনের এই দশটি শব্দগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, 'শিক্ষানুযায়ী মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণতা প্রকাশ।' সমস্ত জ্ঞান, ধর্ম নিরপেক্ষ বা আধ্যাত্মিক, মানুষের মনের মধ্যে। মানুষ জ্ঞান প্রফুল্লিত, এবং নিজের মধ্যে এটি আবিষ্কার, যা ঘুরে অনন্তকাল থেকে প্রাক-বিদ্যমান। আমরা কি ক্ষমতা বলি, প্রকৃতির রহস্য এবং শক্তি সব মধ্যে। চক্কর একটি টুকরা আগুন মত, জ্ঞান মনের মধ্যে বিদ্যমান; প্রস্তাবনাটি ঘর্ষণ যা তা রোধ করে। স্বামী বিবেকানন্দ এই ব্যাখ্যা করেছেন, 'জ্ঞান মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত, কোন জ্ঞান বাইরের থেকে আসে না, এটি সবই অভ্যন্তরে। আমরা কি একজন মানুষকে "জানে" বলতে পারি, কঠোর মনস্তাত্ত্বিক ভাষায়, তিনি "আবিষ্কার" বা "উন্মোচন করেন" হতে হবে। কি একটি মানুষ "শিখতে" সত্যিই তার নিজের আত্মা বন্ধ কভার গ্রহণ করে

তিনি "আবিষ্কার" যা, অসীম জ্ঞান একটি খনি হয়। আমরা বলি নিউটন মহাকর্ষ আবিষ্কার করেছেন। কোথাও কোথাও কি তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ? এটা তার নিজের মনের মধ্যে ছিল; সময় আসে এবং তিনি এটি খুঁজে পাওয়া যায় নি। পৃথিবী যে সব জ্ঞান অর্জন করেছে তা সবই মন থেকে এসেছে; মহাবিশ্বের অসীম গ্রন্থাগার আপনার নিজস্ব মন। বাহ্যিক দুনিয়া শুধুমাত্র পরামর্শ, অনুষ্ঠান, যা আপনাকে নিজের মনকে অধ্যয়ন করতে দেয়। একটি আপেলের পতন নিউটনকে পরামর্শ দেয়, এবং তিনি নিজের মনের কথা অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর মনকে চিন্তার সমস্ত পূর্ববর্তী লেনদেনের পুনর্গঠন করেন এবং তাদের মধ্যে একটি নতুন সংযোগ আবিষ্কার করেন, যা আমরা মহাকর্ষের আইন বলি। এটা আপেল বা পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন কিছুই ছিল না।'

টিপ্পনী

নির্মিত শিক্ষা :

বিবেকানন্দ শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। জনসাধারণের পতন ঘটেছে এমন অবনতি দেখতে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন কারণ সাক্ষরতা এবং শিক্ষা অস্বীকার তিনি পাশ্চাত্যের পক্ষপাতিত্ব এবং তার ছাত্রদের মধ্যে মানসিক ক্ষমতা ও নৈতিক চরিত্রের বিকাশের লক্ষ্যে মনোযোগের অভাব নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যন্ত সমালোচনা করেছিলেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্বিন্যাস চান। তিনি ঘোষণা করেন, 'আমাদের অবশ্যই জীবননির্ভর, মনুষ্যসৃষ্ট, চরিত্র তৈরির ধারণাগুলির আকৃষ্ট হওয়া উচিত। যদি শিক্ষা তথ্য সমান হয় তবে গ্রন্থাগারগুলি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি এবং বিশ্বে খ্রিস্টীয় জ্ঞানের প্রতীক। 'তিনি একটি পুরাতন সংস্কৃত বাক্য' ইহার খরাসচন্দ্রব্বরভাভী ভারতী তাঁত না টু চন্দণ্য 'উদ্ধৃত করেছেন, যার অর্থ' গাধাটি চন্দন কাঠের ভার বহন করে শুধুমাত্র ওজন এবং চন্দন কাঠের মূল্য জানেন না। 'শিক্ষার ব্যবস্থা ও মেমরি প্রশিক্ষণ বই শিক্ষার গুরুত্ব প্রদানে গুরুত্ব দেওয়ার বিবেকানন্দ ভীতু। 'শিক্ষা', তিনি বলেন, 'আপনার মস্তিষ্কে তথ্য সরবরাহ করা হয় না, সেখানে দাঙ্গা চালানো হয়, আপনার জীবনকে অচল করে দেওয়া হয়।' স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'আমরা যে শিক্ষা দিয়ে চরিত্র গঠন করেছি, তা হলো মনের শক্তি। বৃদ্ধি, বুদ্ধি প্রসারিত এবং যার দ্বারা নিজের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।'

চরিত্র পরিচয় :

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন, 'যদি আপনি সত্যিই মানুষের চরিত্রটি বিচার করতে চান তবে তার মহান পারফরম্যান্সের দিকে তাকান না। একজন মানুষ তার সবচেয়ে

টিপ্পনী

সাধারণ কর্মগুলি দেখুন। যারা প্রকৃতপক্ষে মহান মানুষটির প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে আপনাকে বলে দেবে। মহান অনুষ্ঠানগুলোও মানবজাতির সর্বনিম্ন মহিমা বাড়াতে পারে, তবে তিনি একা মহান, যার চরিত্রটি সর্বদা একইই মহান। 'তাঁর মতে' বুদ্ধিমত্তা 'সর্বোচ্চ ভাল নয়। 'নৈতিকতা' এবং 'আধ্যাত্মিকতা' আমরা যা করার জন্য সংগ্রাম করি। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমাদের নারীরা তাই শিখেছে না, তবে তারা আরও বিশুদ্ধ।' তিনি যদি কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ভাল বক্তৃতা প্রদান করেন তবে তিনি একজন শিক্ষিত হিসেবে বিবেচিত হন না। সব ব্যবস্থা, সামাজিক বা রাজনৈতিক ভিত্তিতে, মানুষের ধার্মিকতা উপর নির্ভর করে।

হৃদয় নির্মাণ :

'এটি হৃদয়', তিনি বলেন, 'যা সর্বোচ্চ সমুদ্রের এক লাগে, যা বুদ্ধি কখনো পৌঁছাতে পারে না। সর্বদা হৃদয় উদ্দীপিত। তিনি সর্বদা সাধারণ মানুষের জন্য সমবেদনা এবং সহকর্মী-অনুভূতি উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব সংযুক্ত। বস্তুত, তার ভেদান্তিক দর্শন তাঁকে বিশ্বাস করে যে, শিক্ষাকে মানবতার বাকি অংশে বিশেষ করে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার মধ্যে তাদের চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থার সাথে ছাত্রকে তার পরিচয় আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিবেকানন্দ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জাতি কুটিরতে বসবাস করছে, এবং তাই প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের কর্তব্য ছিল জনগণকে তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে, তাদের দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে ও তাদের পরামর্শ দিতে কিভাবে তাদের নিজেদের উন্নতি করতে হয় দুঃখজনক অনেক সামাজিক অবিচারের অসহায় শিকারের অস্থির জীবনযাত্রা শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে পুনঃস্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, 'আমি তাকে একটি মহাত্মা বলি, যিনি দরিদ্রের জন্য অনুভব করেন। এই লোকরা আপনার ঈশ্বর হোন, তাদের চিন্তা করুন, তাদের জন্য কাজ করুন, তাদের জন্য প্রার্থনা করুন অবিরাম - প্রভু আপনাকে পথ দেখান।'

শিক্ষার লক্ষ্য :

স্বামী বিবেকানন্দ নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি নিরূপণ করেছেন:

1. চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষা
2. জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য শিক্ষা

3. আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের জন্য শিক্ষা

4. মানবতার সেবা করার জন্য শিক্ষা

5. ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি বিকাশের জন্য শিক্ষা

6. রত্নের আত্মা উন্নয়ন করার জন্য শিক্ষা

7. স্ব-স্বত্ব অর্জনের জন্য শিক্ষা

8. শারীরিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা

শিক্ষকের কাজ :

শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর বিবেকানন্দ গুরুত্বপূর্ণভাবে বক্তব্য রাখেন- 'গুরু গ্রীবভস'। কেউ তার বাল্যকাল থেকে জীবিত থাকবেন, যার চরিত্র আগুনে জ্বলছে, এবং তার সামনে উচ্চতর শিক্ষার একটি জীবন্ত উদাহরণ থাকতে হবে। শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় প্রথম শর্ত হল পাপহীনতা। একটি প্রশ্ন প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়: 'কেন আমরা শিক্ষকের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের দিকে নজর দেওয়া উচিত?' এটা ঠিক নয়। যে সাইন নিজের জন্য সত্য অর্জন না করে, বা অন্যদের প্রদান করার জন্য, হৃদয় ও আত্মার পবিত্রতা। তিনি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং তারপর শুধুমাত্র তার শব্দ মান আসে।

একজন শিক্ষকের জন্য দ্বিতীয় শর্ত প্রয়োজন যে তিনি অবশ্যই ধর্মগ্রন্থের আত্মা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তিনি বলেন, 'সমগ্র বিশ্ব বাইবেল, বেদ ও কোরান পাঠ করে; কিন্তু তারা কেবল শব্দ, সিনট্যাক্স, বিন্যাস, ভাষাতত্ত্ব-ধর্মের শুকনো হাড়। শিক্ষক যারা শব্দের খুব বেশি কিছু করেন এবং মনকে শব্দগুলির বাহুর দ্বারা বহন করতে অনুমতি দেয় আত্মা হারায়। এটা সত্যিকারের শিক্ষক গঠন করে এমন শাস্ত্রের আত্মার জ্ঞান।'

তৃতীয় শর্ত উদ্দেশ্য বিষয়ে হয়। শিক্ষক মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র মাধ্যম যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেরণ করা যায় সেটি প্রেম।

চতুর্থ শর্ত হলো শিক্ষককে মনে করা উচিত নয় যে তিনি সন্তানকে বড় করে তুলবেন। তিনি বলেন, 'আপনি সন্তানকে বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা দিতে পারেন না,' আপনি কেবলমাত্র সাহায্য করতে পারেন। একটি শিশু নিজেকে শেখায় বাহ্যিক শিক্ষক কেবল প্রস্তাব দেয় যা অভ্যন্তরীণ শিক্ষককে বিষয়গুলি বোঝাতে কাজ করে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্বামী বিবেকানন্দ নিম্নস্তরের গুণাবলীর উপর জোর দিয়েছেন যে একজন শিক্ষক থাকবেন:-

1. প্রথম শর্ত হল তিনি পাপী হতে হবে।

2. দ্বিতীয় শর্ত হল তিনি পবিত্র শাস্ত্রের আত্মা বুঝতে হবে।

3. তৃতীয় শর্ত হল শিক্ষকের আধ্যাত্মিক বল ছাত্রদের প্রতি প্রেমের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

4. চতুর্থ শর্ত হল শিক্ষককে মনে করা উচিত যে তিনি শুধুমাত্র সন্তানকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছেন । তিনি বাহ্যিক শিক্ষক এবং তিনি প্রস্তাব দেন যা অভ্যন্তরীণ শিক্ষককে উত্থাপন করে, যেমন, শিশুটির মন।

5. পঞ্চম শর্ত হল একজনের শিক্ষক দ্বারা সেট করা উদাহরণ, যা শিক্ষার্থীদের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজি বলছেন, 'শব্দ, এমনকি চিন্তাধারা, ছাপার মধ্যে মানুষের এক তৃতীয়াংশের প্রভাবকে সমর্থন করে- মানুষ দ্বিদলসমূহ।'

6. ষষ্ঠ অবস্থায় ইতিবাচক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে। বিবেকানন্দ বলছেন, 'আমাদের ইতিবাচক ধারণাগুলি দেওয়া উচিত। নেতিবাচক ধারনা শুধুমাত্র পুরুষদের দুর্বল। যদি আপনি তাদের সাথে সুন্দর কথা বলেন এবং তাদের উৎসাহিত করেন, তবে তারা সময়ের মধ্যে উন্নতি করতে বাধ্য।'

শিক্ষার গুণাবলি :

একজন শিক্ষার্থীকে থাকা উচিত গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলি নিম্নরূপ:

(i) জ্ঞানের ধনভাণ্ডারের একমাত্র চাবি হচ্ছে ঘনত্বের ক্ষমতা।

(ii) শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি বিশুদ্ধতা, জ্ঞান এবং অধ্যবসায় জন্য একটি প্রকৃত তৃষ্ণা।

(iii) ঘটনাগুলি আত্মসমর্পণ করা উচিত এবং স্মরণ করা উচিত নয়।

শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি :

স্বামী বিবেকানন্দ নিম্নলিখিত উপর জোর দিয়েছেন:

1. একটি শিশু নিজে শেখে আমাদের শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য এত কিছু করতে হবে যে তারা তাদের নিজস্ব হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাদি ব্যবহারে নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ

করতে শিখতে পারে এবং অবশেষে সবকিছুই সহজ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'এক টুকরো আগুনের মতো আগুনের মত জ্ঞান রয়েছে। পরামর্শটি ঘর্ষণ যা এটিকে বের করে দেয়।'

2. মন তার সম্পূর্ণ উন্নয়ন অর্জন বিভিন্ন পর্যায়ে মাধ্যমে কাজ করে। প্রথমত, এটি কংক্রিটের ধরে রাখে, এবং কেবল ধীরে ধীরে এবিসট্যাকশনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

3. ছাত্রদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদানকে অবশ্যই পরিবর্তন করা উচিত। একজন সত্যিকারের শিক্ষক এমন একজন, যিনি অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীর স্তরের নিচে নামতে পারেন এবং তার আত্মাকে ছাত্রের আত্মার কাছে হস্তান্তর করতে পারেন এবং তার মনের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারেন এবং বুঝতে পারেন।

4. কেন্দ্রীকরণ হল সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং জ্ঞানের ধনভাণ্ডারের মূল। বিবেকানন্দ মনে করেন, 'আমার কাছে শিক্ষার মৌলিক বিষয় হলো মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, বস্তু সংগ্রহের নয়।' ব্রহ্মচার্য মনোযোগের জন্য প্রয়োজনীয়।

5. শিক্ষার্থীকে ধৈর্যের মহান ক্ষমতা থাকতে হবে।

6. শিক্ষার্থীকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হওয়া উচিত। একটি ক্রমাগত সংগ্রাম, একটি ধ্রুবক যুদ্ধ, আমাদের নিম্ন প্রকৃতির সঙ্গে একটি ক্রমবর্ধমান কুয়াশা হতে হবে, উচ্চতর উচ্চতা পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে অনুভূত হয় এবং বিজয় অর্জন করা হয়।

7. ছাত্র-ছাত্রীর আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি জ্ঞানকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন।

8. গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শিক্ষার্থীর উদ্বৃত্ত হওয়া উচিত

9. শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পড়াশোনার সব বিষয়ে বিতর্ক ও উন্মুক্ত আলোচনা দ্বারা শিক্ষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

10. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে চিন্তা, বক্তৃতা ও কর্মের শুদ্ধতা একেবারে অপরিহার্য।

11. ভ্রমণ আমাদের দিগন্ত বিস্তৃত করে, এবং অন্যদের সাথে আমাদের জ্ঞান ভাগ করতে আমাদের সক্ষম করে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জনসাধারণের শিক্ষা :

বিবেকানন্দ জনগণের শিক্ষার প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'ভারতের ধ্বংসস্তূপের মূল কারণ দেশটির সমগ্র শিক্ষার একচেটিয়া অধিকার ও গৌরব ও রাজপরিবারের কর্তৃত্ব মানুষের হাতে।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'যদি আমরা আবার উঠি, তাহলে আমাদের হবে জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমেই এভাবে কাজ করা যায়। 'তিনি বিবেচনা করেন যে,' মহান জাতীয় পাপ জনগণের অবহেলা, এবং এটি আমাদের পতনের কারণগুলির একটি কারণ। ভারতে জনসমাজ একবার আর বেশি সুশৃঙ্খল, সুস্বাদু এবং ভালভাবে যত্নবান না হওয়া পর্যন্ত রাজনীতির যে কোনও পরিমাণে লাভ হবে। তারা আমাদের শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান করে, তারা আমাদের মন্দির নির্মাণ করে, কিন্তু পরিবর্তে তারা কিক পায়। তারা কার্যত আমাদের ক্রীতদাসদের হয়। যদি আমরা ভারত পুনরুজ্জীবিত করতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই তাদের জন্য কাজ করতে হবে।'

সামাজিক শিক্ষা :

সামাজিক শিক্ষার বিবেকানন্দের সবচেয়ে আধুনিক ধারণা ছিল। তিনি বলেন, 'যদি দরিদ্র ছেলে শিক্ষায় আসতে না পারে, তাহলে তাকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের দেশে হাজার হাজার একক মনস্তাত্ত্বিক, স্বাবলম্বী সন্ন্যাসী রয়েছে যা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে, ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছে। তাদের কিছু ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় শিক্ষক হিসাবে সংগঠিত করা যেতে পারে; অতএব তারা শুধু প্রচারই করে না বরং শিক্ষা দেয়। ধরুন তাদের দুইজন সন্ধ্যায় একটি গ্রামে যান একটি ক্যামেরা, একটি পৃথিবী, কিছু মানচিত্র, ইত্যাদি দিয়ে, তারা অজ্ঞাত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলকে অনেক কিছু শেখাতে পারেন। বিভিন্ন জাতির গল্প বলার মাধ্যমে, তারা গরীবদের কানের মাধ্যমে শত শত গুণ বেশি তথ্য বইয়ের মাধ্যমে জীবনকালের মধ্যে পেতে পারেন। কিন্তু এই একটি সংগঠন প্রয়োজন।'

শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা :

বিবেকানন্দ কেবল একটি শিক্ষার দ্বারা সন্তুষ্ট ছিলেন না যা কেবল মনকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। তিনি শরীরের যথাযথ যত্ন এবং একজনের শরীরের সুস্থ বিকাশের বিষয়েও উদ্বিগ্ন ছিলেন। 'শক্তিশালী, আমার তরুণ বন্ধুরা', তিনি প্রতি আহ্বান জানান, 'যে আপনি আমার পরামর্শ। আপনি "গীতা" এর চেয়ে ফুটবলের মাধ্যমে স্বর্গের কাছাকাছি হয়ে যাবেন। এই সাহসী শব্দ, কিন্তু আমি আপনাকে তাদের বলতে হবে। আমি

জানি জুতা pinches কোথায় আপনি গীতা ভাল বুঝতে পারবেন, আপনার বাইস্পেসের সাথে, আপনার পেশীগুলি সামান্য শক্তিশালী। আপনি পরাক্রমশালী প্রতিভা এবং আপনার শক্ত শক্ত রক্তের সাথে শক্তির শক্তিশালী শক্তি বুঝতে পারবেন। আপনি "উপনিষদ" ভাল এবং "আত্মার" মহিমা বুঝতে পারবেন যখন আপনার শরীর আপনার পায়ের উপর দৃঢ় থাকবে এবং আপনি নিজেকে মনে করেন পুরুষ। শক্তি, শক্তি "উপনিষদ" প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমার সাথে কথা বলে। স্বাধীনতা, শারীরিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা উপনিষদগুলির নজরদারি। 'তিনি বার বার জোর দিয়ে বলেন,' শক্তি সৌভাগ্য। দুর্বলতা পাপ।'

টিপ্পনী

ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা :

বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন 'ধর্ম উপলব্ধি করা হয়। কোন ধর্মগ্রন্থ আমাদের ধর্মীয় করতে পারে না। আমরা বিশ্বের সমস্ত বই অধ্যয়ন করতে পারি, তবে আমরা ধর্ম বা ঈশ্বরের একটি শব্দ বুঝতে পারে না । 'তাঁর একটি বাস্তব ধর্ম ছিল । তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'এটা মহান নীতির কথা শোনার জন্য নিছকই করবে না আপনি তাদের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে, তাদের ধ্রুবক অনুশীলনে পরিণত করুন। 'তাঁর মতে, গরীবদের সেবা সেরা ধর্ম ছিল।

সব ধর্মের জন্য বিবেকানন্দকে খুব সম্মান ছিল। তিনি বলেন, 'অতীতে যা ঘটেছে, তা গ্রহণ করা যাক, বর্তমানের আলোকে উপভোগ করি এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার জন্য প্রতিটা হৃদয়কে খুলে দেব।'

নারী শিক্ষা :

বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার একটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'নারীদের অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু যে কেউ যাদু শব্দ দ্বারা সমাধান করতে পারে না: শিক্ষা।' মানু, একজন কিংবদন্তি হিন্দু আইনজ্ঞ বলেছেন, 'পুত্ররা যতটা যত্ন ও মনোযোগ সহকারে মেয়েকে সমর্থন করে এবং শিক্ষিত হওয়া উচিত।' তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, 'আমাদের ভারতীয় নারীরা এটিকে পৃথিবীর মতো করে করতে সক্ষম। এটা শুধুমাত্র শিক্ষিত ও পবিত্র মায়েরাদের বাড়িতেই হয় যারা মহান পুরুষের জন্ম হয়। মহিলাদের উত্থাপন করে, তাদের সন্তানরা, তাদের উত্তম কর্ম দ্বারা, দেশের নামকে মহিমান্বিত করবে। তারপর, সংস্কৃতি, জ্ঞান, শক্তি এবং ভক্তি দেশ জাগিয়ে তুলবে। বিবেকানন্দ বলেন, নারীদের উন্নয়নে

টিপ্পনী

যেকোনো প্রচেষ্টা যদি আমাদের নারীরা সীতার আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়, তবে আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি যে তিনি ব্যর্থ।' শিক্ষিত নারীরা:-

1. ধর্ম হিসাবে ধর্মের সাথে মহিলা শিক্ষাকে প্রসারিত করা উচিত। ধর্মীয় প্রশিক্ষণ, চরিত্র গঠনের এবং বৌদ্ধবিহারের দৃষ্টিভঙ্গি- এইগুলি অনুসরণ করা উচিত।

2. শিক্ষার চরিত্র এবং চরিত্রের ব্রহ্মচারিনী শিক্ষার কাজ গ্রহণ করা উচিত। চরিত্রের এই ধরনের ধর্মপ্রাণ প্রচারকদের মাধ্যমে, দেশে একটি মহিলা শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার হবে।

3. ইতিহাস এবং 'পুরাণ', গৃহশিক্ষক এবং কলা, হোম জীবন কর্তব্য এবং চরিত্র উন্নয়নের জন্য যে নীতিগুলি শেখানো হবে।

4. সেলাই, রন্ধনসম্পর্কীয় শিল্প, গার্হস্থ্য কর্মের নিয়ম এবং বাচ্চাদের উন্নত করা উচিত।

5. পূজা এবং ধ্যান, শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ গঠন করবে।

6. অন্যান্য জিনিসগুলির সাথে, তারা বীরত্ব এবং বীরত্বের আত্মা অর্জন করা উচিত।

বিবেকানন্দ যখন পশ্চিমের চিন্তাধারা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর দেশবাসীকে তার বস্তুবাদী সাফল্যের চিত্তবিনোদনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং তার রীতিনীতি ও জীবনধারার একটি অনুকরণীয় অনুকরণের জন্য গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা যা চাই তা হলো পাশ্চাত্য বিজ্ঞানগুলি বেদান্তের সাথে যুক্ত, ব্রহ্মচার্যকে পথিকৃত করে নিজের স্বার্থে আদর্শ এবং শ্রদ্ধাও আরেকটি বিষয় যা আমরা চাই তা হল আমাদের সিস্টেমকে এমনভাবে বিলোপ করা যা আমাদের ছেলেদের শিক্ষানুসারে লক্ষ্য করা যায় যে, যে ব্যক্তি তার গাধাটি খুন করেছে, তাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তাকে ঘোড়া বানানো উচিত। যখন আমরা অন্যদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করি, তখন আমাদের নিজের পথের পর তা ছাঁচে ফেলতে হবে। অন্যদের শেখানো আমাদের স্টক যোগ করতে হবে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই মূলত আমাদের নিজস্ব কি অপরিবর্তিত রাখা সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

জাতীয় মিলন :

1899 সালে আধুনিক ভারতে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'ভুলে যান নি যে নিম্ন শ্রেণীর, অজ্ঞ, গরিব, অশিক্ষিত, কৌটার, ঝর্ণা, তোমার মাংস আর রক্ত, তোমার ভাই।

গর্বিতভাবে ঘোষণা করে "আমি একজন ভারতীয়, প্রত্যেক ভারতীয়ই আমার ভাই।" বলুন, "ভারতের মাটি আমার সর্বোচ্চ স্বর্গ, ভারতের ভালুয়া আমার ভাল"।

ডা. ভি. কে., আর. ভি. রাও. বিবেকানন্দের মতামত তুলে ধরেছেন 'শিক্ষার উপর বিবেকানন্দের ধারণার সমষ্টি করার জন্য, তার মূল ভিত্তিটি জাতীয় পুনর্জন্মের জন্য যুব সমাজে তাঁর বিশ্বাস ছিল। অতএব, তার উদ্বিগ্নতা যে তারা সঠিক ধরনের শিক্ষা পেতে এবং শিক্ষা থেকে শ্রেষ্ঠ পেতে জন্য সঠিক উপায় সম্পর্কে যেতে হবে। সঠিক শিক্ষার বিষয়ে তাঁর ধারণা সংজ্ঞায়িত করার জন্য তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "আমি কখনোই কোন কিছু নির্ধারণ করি না এখনও এটি অনুষদ একটি বিকাশ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, শব্দ একটি সংকলন না, কিন্তু ব্যক্তি একটি প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে এবং দক্ষতার জন্য হবে।

তিনি যুবকদের জন্য মানুষের তৈরি শিক্ষা চান এবং তিনি এই শিক্ষিত যুবককে অন্যদের কাছ থেকে মানুষকে বের করার জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এবং তিনি পুরুষদের কথা বলার সময়, তিনি মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

জীবন দীর্ঘ শিক্ষণ প্রক্রিয়া :

বিবেকানন্দ বলেন, 'আমাদের অন্যান্য জাতির কাছ থেকে শেখার অনেক কিছু আছে যে জাতি জানে যে এটি সবকিছু জানে তা ধ্বংসের তীরে অবস্থিত। যতদিন বাস করে ততদিন আমি শিখব।'

পাশ্চাত্য অবচয় হতে মনস্তাত্ত্বিক মনীষী :

যদিও বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রশংসা করেছেন, তবে তিনি ভারতীয়দের নিজেদের মূল্যবোধ ত্যাগ করতে চাননি। তিনি নিম্নোক্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করেন, 'অবশ্যই নতুন বিষয়গুলি শিখতে হবে, তা চালু করা এবং কাজ করা উচিত, কিন্তু পুরানো পুরনো পুরোপুরি দূর করার মাধ্যমেই কি তা পুরানো হয়?'

বিবেকানন্দের মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা ধারণা :

স্বামী বিবেকানন্দ 'দরিদ্রের আকারে' ঐশ্বিরকতাকে দেখেছিলেন যাকে তিনি দরিদ্র নারায়ণ বলেছিলেন। এটি 'মানব-নির্মাণ' শিক্ষার নির্দেশকে নির্দেশ করে। এটা বোঝায় যে শিক্ষার একটি আত্মা বিকাশ উচিত আত্মা এবং দরিদ্র এবং অভাবী নিজেকে উত্থাপন সাহায্য করা আবশ্যক।

1893 সালে শিকাগোতে সংঘটিত ধর্মসভাতে বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রণীত বিখ্যাত

টিপ্পনী

শব্দগুলির অর্থানুগ তৈরি করে মানব-তৈরি শিক্ষাও বেরিয়ে আসে। এই ছিল সাহায্য, অভ্যাস, হারমনি এবং শান্তি। সেই অনুযায়ী, শিক্ষা মানুষের মধ্যে এই গুণগুলি বিকাশ করতে হবে।

টিপ্পনী

মানুষের তৈরি শিক্ষা চরিত্র উন্নয়নের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক উন্নয়ন অন্তর্নিহিত। মানুষের তৈরি শিক্ষা একটি অত্যন্ত ব্যাপক ধারণা। মানুষের তৈরি শিক্ষা শারীরিক এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। তিনি শরীরের যথাযথ যত্ন এবং এক দেহের এর সুস্থ বিকাশ সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন ছিল।

মানুষের তৈরি ধারণা প্রধান উপাদান নিম্নলিখিত:

1. স্বামী বিবেকানন্দ বেদানাট দর্শনে বিশ্বাস করেন, যেটি বিবেচনা করে যে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য 'সৃষ্টিকর্তার সাথে একতা' অর্জন করা। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই এটি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

2. মানুষকে সেবা ঈশ্বরের নিষ্ঠা সঙ্গে সমতুল্য হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অবস্থান করেন। সুতরাং মানুষ তার সহকর্মী মানুষ যাও সেবা আত্মা বিকাশ উচিত।

3. স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের উদার ধারণা বিশ্বাস করেন। সব ধর্মের অপরিহার্য উপাদান একই। কোন ধর্ম অন্য ধর্ম থেকে নিকৃষ্ট হয়। মানুষের সমস্ত ধর্মের জন্য সম্মান একটি মনোভাব অনুসরণ করা উচিত।

4. বিবেকানন্দ প্রেমের মতে ধর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। মানুষকে সকলের জন্য ভালোবাসা এবং কারো জন্য ঘৃণা করা উচিত নয়।

5. স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটি সংশ্লেষণ করেছেন। মানুষকে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

6. স্বামী বিবেকানন্দ মানবতার নবী ছিলেন। মানুষ তার ধারণা পূর্ব এবং পশ্চিম সাংস্কৃতিক সীমান্ত অতিক্রম করে। তিনি একজন যুক্তিবাদী ছিলেন এবং একজন মানুষ জীবনের একটি যুক্তিসঙ্গত মনোভাব বিকাশ আবশ্যক।

7. বিবেকানন্দ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, দেশটি কুটিরগুলিতে বসবাস করছে এবং সেইজন্য প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের কর্তব্য হচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামে যাওয়া এবং জনগণকে তাদের বাস্তব অবস্থা বুঝতে, গ্রামে জাগিয়ে তুলতে এবং মানুষকে তাদের

বাস্তব অবস্থা বুঝতে, জাগিয়ে তুলতে। তাদের দীর্ঘ স্লিম থেকে তাদের এবং তাদের নিজস্ব দু: খজনক উন্নতি কিভাবে তাদের পরামর্শ। সামাজিক অবিচারের অসহায় শিকারের অস্থির জীবনযাত্রা শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে পুনঃস্থাপন করা হবে। তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি তাকে একটি মহাত্মা বলি, যিনি দরিদ্রের জন্য অনুভব করেন। এই মানুষগুলিকে আপনার ঈশ্বর হোন- তাদের কথা চিন্তা করুন, তাদের জন্য কাজ করুন, তাদের জন্য প্রার্থনা করুন অবিরামভাবে-প্রভু আপনাকে পথ দেখান। 'স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক অবিচারকে অপসারণের লক্ষ্য ছিল।

টিপ্পনী

8. মানুষের তৈরি শিক্ষা এমন ব্যক্তিদের গড়ে তুলতে হবে যারা নৈতিকভাবে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ধারালো, শারীরিকভাবে শক্তিশালী, ধর্মীয়ভাবে উদার, সামাজিকভাবে দক্ষ, আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত এবং পেশাগতভাবে স্ব-স্বচ্ছ।

9. স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন যা বহুবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃষ্টির কাজে জড়িত। এটি অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী এবং পঠন কক্ষ এবং হাসপাতাল ও ঔষধগুলি খোলা রেখেছে। জনসাধারণের উন্নয়নের লক্ষ্যে মিশনের শত শত নিস্বার্থ শ্রমিক কাজ করছে

1.3. শ্রী অরবিন্দ :

অরবিন্দ ঘোষ 1972 সালের 15 আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এটি একটি অসাধারণ কাকতালীয় যে, জন্মের 75 তম বৎসর পর ভারত একই দিনে স্বাধীনতা লাভ করে। যদিও একজন ভারতীয় ও হিন্দু, তাঁর পিতা ড. কৃষ্ণদন ঘোষ জীবিতের পশ্চিমা পথ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত সন্তানকে ইংরেজী ফ্যাশন ও সংস্কৃতিতে আনতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা দার্জিলিংয়ের লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে পেয়েছিলেন এবং তাঁকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আট বছর বয়সে 1885 সালে লন্ডনে তিনি সেন্ট পল এর স্কুলে পাঠান এবং পরবর্তীতে কিং কলেজে পাঠান। ইংল্যান্ডে তার চৌদ্দ বছর থাকার সময়, তিনি গ্রিক, ল্যাটিন এবং ফরাসি মত কিছু ইউরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে, ভারতীয় মজলিসের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একটি ছাত্র সংগঠন এবং ভারতীয়দের একটি গোপন বিপ্লবী সংগঠন, লোটাস এবং ডাগার, তাঁকে তাঁর দেশপ্রেম জোরদার করার যথেষ্ট সুযোগ দেয়। এটি একটি বিদ্বেষপরায়ণতা যে অরবিন্দ, যিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারত থেকে দূরে রয়েছেন, এমনকি তার জীবনের সবচেয়ে

টিপ্পনী

বিপজ্জনক বছরগুলিতেও এবং ভারতীয় ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সচেতনভাবেই যোগাযোগ করতে নিষেধ করেছেন - যাতে সে একজন ভারতীয় হতে পারে আত্মা, ভারত এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে উৎসাহী চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে, ব্রিটিশদের সঙ্গে তাঁর পিতামাতার অসন্তোষের কারণে তিনি ভারতীয় কারণের জন্য চিন্তা ও যুদ্ধ করেছিলেন। এমন সময় ছিল যখন তিনি ইংল্যান্ডে তাঁর ছেলে পাঠিয়েছিলেন, ভারতে নিপীড়িত ব্রিটিশ শাসনের বার্তা এবং সংবাদপত্র কাটা কাটা। এর আগেও অরবিন্দ এর ইতিমধ্যেই লালিত জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রসার ঘটেছিল।

তার উচ্চ গবেষণার সমাপ্তির পর, অরবিন্দ আইসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন এবং লিখিত পরীক্ষায় যোগ্য হন কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ঘোড়া অশ্বচালনা থেকে দূরে থাকেন, কারণ তিনি আইসিএস প্রতি কোন প্রবণতা ছিল না। ডেসটিনি সম্ভবত তাকে একটি স্বাধীন জাতীয়তাবাদী এবং ব্রিটিশ যুগ অধীনে একটি চাকর চেয়ে একটি আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী হতে চেয়েছিলেন। 1893 সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বারোদা কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে বরোদা রাষ্ট্রীয় চাকরিতে যোগদান করেন। অল্পকালের জন্য, তিনি তার প্রধান হিসাবেও কাজ করেছিলেন, এবং পরবর্তীতে কলকাতায় তিনি জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হন। ভারতে ফিরে আসার অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন। তিনি যুগান্তর, বন্দে মাতারম এবং কর্মযজ্ঞের মত পত্রিকা ও সাময়িকীর সাথে যুক্ত ছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি জঙ্গি জাতীয়তাবাদের গসপেল প্রচারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করতে পারেন। প্রায় বিভ্রান্ত এবং ভয়ঙ্কর, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অরবিন্দকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। 1908 সালে আলিপুর বোমার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়

কিন্তু একটি দীর্ঘ বিচারের পরে নির্মম হয়। 1910 সালের এপ্রিল মাসে তিনি পণ্ডাচেররিতে স্থানান্তরিত হন, যার ফলে ফরাসিরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে পড়েন, যারা কর্মযজ্ঞে গোপনীয় নিবন্ধ প্রকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি 1950 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকতেন এবং একজন যোগী জীবন কাটিয়েছিলেন।

শ্রী অরবিন্দ কেবল পশ্চিমা চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না, তবুও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলির অধ্যয়নের মাধ্যমে। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি ও জাতির ওপর অনেকটাই ব্যাঙ্কমির আনন্দ মঠ, কৃষ্ণ চরিত্র এবং ধর্মতত্ত্বের গবেষণা দ্বারা প্রভাবিত হয়। বঙ্কিম থেকে, তিনি নৈতিক শক্তির জন্য ত্রিগুণ সূত্র পেয়েছিলেন, যা

নিম্নরূপ:

1. উৎসাহ এবং ভক্তি

2. স্ব-শৃঙ্খলা এবং সংগঠন

3. ধর্ম এবং দেশপ্রেম

তিনি কালীভিত্তিক বোন নিবেদিতাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তিনি গীতার অধ্যয়ন শেষে তার জীবনকে আত্মতুষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে এটি পরিবর্তন করেছেন।

পন্ডিচেরিতে থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ কেবল ভারতীয় রাজনীতির সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন। যাইহোক, সক্রিয় রাজনীতি থেকে শ্রী অর্বিন্দ এর অবসান অসহায়তা বা হতাশা কোন অনুভূতি কারণে ছিল না। অরবিন্দ এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলি হল দ্য লাইফ ডিভাইন, বেদ এ, গীতা নেভিগেশন নিশান, কর্মযজ্ঞের মা এবং আদর্শ, মানব ঐক্য আদর্শ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিরক্ষা ইত্যাদি।

দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কলাপ :

অরবিন্দ ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতেন এবং যেমন তিনি পশ্চিম দর্শনের ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর, তিনি ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের গভীর অধ্যয়ন করেন। তিনি পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদের সাথে ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারণার মিলন করেছেন। অতএব, তিনি একটি আধ্যাত্মিক সংশ্লেষণ সংমিশ্রণ আত্মা এবং ব্যাপার তৈরি। কেনেথ এল ডেইলিজের মতে, 'বিপ্লব যে অরবিন্দ পশ্চাদ্ধাবন করেছিল একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব। তাঁর একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাজ ছিল। এই তাসটি তার দর্শনের তিনটি মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে- সতীদদান বা সর্বোচ্চ সত্য, সুপারমাইন্ড বা সত্য-সচেতনতা এবং বিবর্তন।

1908 সালে একটি অধস্তন রাজনৈতিক বিপ্লবী হিসেবে তাঁর আটক থাকার সময়, আরিবিন্দ কিছু রহস্যময় অভিজ্ঞতা নিয়ে আধ্যাত্মিক রূপান্তর করে যা তার মন ও চিন্তাধারার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আধ্যাত্মিক শক্তি অস্ত্রের ক্ষমতার চেয়ে উচ্চতর ছিল। অতএব, তিনি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে বৃহত্তর মাত্রার সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার আমন্ত্রণ জানানো হয়, মানবজাতির

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলি অর্জনের জন্য তাঁর একক মনস্তাত্ত্বিক নিষ্ঠারের কারণে তিনি সম্মানের সাথে সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন। এ। বি। পুরাণী যুক্তি দেন, 'ঐশ্বরিক জীবন একটি বাহু-চেয়ার দর্শন নয়, শুধু একটি একাডেমিক পণ্য নয়; এটি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি অত্যন্ত আন্তরিক ও একক অনুসন্ধানের ফলাফল। 'অরবিন্দের ধারণার মৌলিক নীতি হল আত্মা দ্বারা বস্তুর বিজয়। এইভাবে, তিনি আত্মার দ্বারা বস্তুগত শক্তির বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করার অঙ্গীকার করেন। এখনও, যে করতে সক্ষম হতে, মানুষ তার বর্তমান চেতনা অবস্থা থেকে উঠতে হবে; তিনি অতিমন ভিত্তিক যাও উঠতে হবে। শব্দের মধ্যে ডঃ গোকাক, অরবিন্দ এর এই কাজটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে যা পৃথিবীতে নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলছে।

অরবিন্দ এর জীবন দেবতা মানুষের গভীরতম প্রয়োজন সন্তুষ্ট করে - অবিচ্ছেদ্য পূর্ণতা জন্য তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা একদিকে, এটি মানবজাতির আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে সন্তুষ্ট করে এবং অন্যদিকে, এটি ভবিষ্যতের মানব সংস্কৃতিতে ভারতের একটি চরিত্র অবদান। অতএব শ্রী অরবিন্দের কাজ ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক রূপ বলে মনে করা যেতে পারে। শ্রী অরবিন্দ দেখায় যে মানুষকে চূড়ান্তভাবে চূড়ান্ত করতে হবে- সত্যিকারের চেতনা- যদি সে পূর্ণতা অর্জন করতে চায় জীবন ডিভাইন মন থেকে মানুষের বিবর্তন অনিবার্য। বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিষয়টি থেকে জীবন থেকে এবং জীবন থেকে মনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। মন, মানসিক, ট্রানজিশনাল, কারণ তিনি এখনো চেতনার উর্ধ্বে উঠে চেতনা অতিক্রম করেন না। জীবন ঐশ্বরিক একটি আধ্যাত্মিক দু: সাহসিক কাজ 'একটি কল, একটি আধ্যাত্মিক আবিষ্কারের। এটা চেতনা উচ্চতা একটি দৃষ্টি প্রবর্তন, যা প্রকৃতপক্ষে আভাস এবং পরিদর্শন করা হয়েছে কিন্তু এখনো আবিষ্কার এবং তাদের সম্পূর্ণতা মধ্যে ম্যাপ করা আছে। 'Purani বলছেন,' জীবন ডিভাইন একটি কাব্যিক স্বপ্ন, নিছক বুদ্ধি একটি বিমূর্ত বয়ন না হয়, এটা একটি আবিষ্কার যা মানুষকে জ্ঞান ও ক্ষমতার একটি নতুন উৎস প্রদান করে। '

পন্ডিচরিতে ফিরে আসার পর, অরবিন্দ পৃথিবীতে এবং ভারতে যা ঘটছে সবই ঘনিষ্ঠ নজর রাখছে। তিনি সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ যখন প্রয়োজন কিন্তু শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক বল এবং নীরব আধ্যাত্মিক কর্ম সঙ্গে। এইভাবে, অরবিন্দ আধ্যাত্মিক চেতনার ক্ষমতার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ভি.পি. ভার্মার মতে, 'দার্শনিক স্তরে, অরবিন্দ ভারতীয় ascetic, একটি মহাজাগতিক transcendental আদর্শবাদ এবং পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ

বস্তুবাদের ভিন্ন প্রবণতা মিলিত হয়েছিল। তিনি ভর এর মনের আধ্যাত্মিক elevation জন্য pleaded। তিনি লিখেছিলেন, 'আধ্যাত্মিক এবং মহাজাগতিক বোঝার মানবতার সামাজিক-রাজনৈতিক অস্তিত্ব থেকে পৃথক করা যাবে না।'

অরবিন্দ এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা :

ড. করণ সিংয়ের মতে, আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্য শ্রী অরবিন্দর অবদানের চারটি শিরোনামের অধীনে সুস্পষ্টভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে, নিম্নরূপ:

1. আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের ধারণা এবং মাতৃভূমির দেবত্ব ভারত মুক্তির আন্দোলনে একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য প্রদান করেন

2. বিদেশী শাসনের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং জাতীয় আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত, অনুপ্রেরণাদায়ক ও মৌলবাদীকরণে তাঁর ভূমিকার আদর্শ

3. বয়কট এবং প্যাসিভ প্রতিরোধের তত্ত্ব, যেমন বল প্রয়োগের প্রয়োজনে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তার অবদান

4. ভারতে বিশ্বব্যাংকের ভারসাম্য বজায় রাখার বৃহত্তর ভূমিকার তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানব ঐক্যের প্রত্যয়িত আদর্শ যা শেষ পর্যন্ত নিছক জাতীয় উন্নয়নের বাইরে চলে যাবে। ভারত তার পূর্বসূরিগত আধ্যাত্মিক ভূমিকা 'জাতির বৃহত্তর' হিসাবে যতদিন পর্যন্ত নিজেকে নিজের হাতে এবং তার মহান আত্মা আবদ্ধ এবং সংকীর্ণ ছিল না পূরণ করতে পারেনি

1.3.1 গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রের ওপর অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি :

দাদাভাই নৌরোজির মতো অরবিন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূতকরণ, ঘনত্ব এবং অধিগ্রহণের দিকে প্রবণতার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি গণতন্ত্রের পশ্চিমা ধারণার সমালোচনা করেছিলেন। তার মতে, গণতন্ত্র চারটি দুর্বলতা ভোগ করেছে। প্রথমত, যদিও প্রকৃতপক্ষে গুণমানের ধারণা জোরালোভাবে প্রচারিত হয়েছে, একটি প্রগতিশীল শ্রেণী গণতন্ত্রের নামে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, অরবিন্দ অনুভব করেছিলেন যে নিখুঁত গণতন্ত্র এখানে পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং 'সর্বত্র সম্পত্তি ও পেশাদারী

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শ্রেণী এবং বুর্জোয়ারা জনগণের নামে শাসিত হয়েছে'। তৃতীয়ত, তিনি বলেন যে গণতান্ত্রিক কাঠামোর পিছনে, প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় শক্তি ছিল একটি শক্তিশালী শাসক সংখ্যালঘু। সর্বত্র এই অভিজাত এর বৃদ্ধি প্রবণতা আছে, যা নিখুঁত গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। চতুর্থ, অরবিন্দও আধুনিক প্রতিনিধি ব্যবস্থার ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন, যেখানে বিধায়ক প্রকৃতপক্ষে ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করেন না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি থেকে বেঁচে যাওয়া হিসাবে, অরবিন্দ এটি স্বাধীনতার গ্যারান্টি হিসেবে সন্দেহজনক ছিল। এটা যে অত্যন্ত উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সঠিক, গণতন্ত্র অত্যাচার থেকে মানুষকে পুরোনো সময়ে পাওয়া গেছে বলে সুরক্ষিত করেছে। কিন্তু অরবিন্দ বলছেন, 'আজ আমরা গণতান্ত্রিকভাবে সরকারী গণমাধ্যমকে পৃথক স্বাধীনতার এমন একটি সাংবিধানিক ধবংসের দিকে দেখতে পাই, যেহেতু পুরাতন শৌখিন ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় স্বপ্ন দেখা যায়নি।'

পশ্চিমের আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সমালোচক হওয়ার পাশাপাশি অরবিন্দও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারের বেন্টহামে উপযোগবাদী নীতির বিরোধিতা করেছিলেন এবং এই ধারণাকে অবজ্ঞা করেছিলেন। অরবিন্দ বেন্থম এর গণিতকে কৃত্রিম ও অহংকারী বলে মনে করেন। এটি সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে অবহেলা করে। অরবিন্দ অনুযায়ী চূড়ান্ত বাস্তবতা, আধ্যাত্মিক হচ্ছে, এবং একজন মানুষ সমস্ত মানুষের ভাল ভাল বুঝতে তার প্রচেষ্টা নির্দেশ করা উচিত। 'আনন্দ এবং ব্যথা' এর উপযোগবাদী তত্ত্বকে সকল মানুষের ভালো কাজের নৈতিক আদর্শ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা উচিত।

তিনি সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন কারণ এটি একটি সর্বাত্মক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের উত্থানের ফলে। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র অযাচিত গুরুত্ব পেয়েছে এবং এর ফলে ক্ষমতাসীন শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। যদিও তিনি সমাজতন্ত্রের সমালোচক ছিলেন, তবুও অর্বিন্দ সমাজতান্ত্রিক সমান সুযোগের প্রতি জোর দিয়েছিলেন এবং সংগঠিত সমাজ জীবনের জন্য প্রশংসনীয় লক্ষ্য হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সর্বনিম্নের গ্যারান্টি প্রদান করেছিলেন।

রাষ্ট্রের অরবিন্দর দর্শনের সাথে এটি বলে যে তিনি হিগস, গ্রীন এবং বোসানকাত মত রাষ্ট্রের কোনও পদ্ধতিগত তত্ত্ব বিকাশ করেননি। রাষ্ট্রের তার তত্ত্ব মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনে তার ভূমিকার ভূমিকার উপর ভিত্তি করে তৈরি। তাঁর মতে, মানুষের

বিবর্তনের প্রথম স্তরটি ইনফ্রার্থিক এবং প্রবৃত্তি ও আবেগের আধিপত্য দ্বারা চিহ্নিত। দ্বিতীয়ত যুক্তিসঙ্গত রাষ্ট্র যখন সাম্প্রদায়িক মন আরও বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। তৃতীয় পর্যায়ে ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় যেখানে সুস্পষ্ট-ভিত্তিক ব্যক্তিত্বগত চেতনাতে চাপ থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে, প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, অতি-মানসিক এবং এমনকি সর্প-মনস্তাত্ত্বিক চেতনাটি ব্যক্তির সামগ্রিক পরিবর্তন এবং সমাজের ঐশ্বরিক পরিপূর্ণতার জন্য ব্যবহার করা হবে। অতএব, অরবিন্দ রাজ্যকে কোন নৈতিক বা নৈতিক চরিত্র প্রদানের বিরুদ্ধে ছিল। এই সংযোগে, তিনি বলেন, 'এটি কোন আত্মা বা শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক এক আছে। এটি সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি; কিন্তু এটি একটি সামান্য এবং অবিকৃত ডিগ্রীতে শুধুমাত্র যদি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত প্রধান ব্যবহার এটি তার অবিকৃত বুদ্ধি করে তোলে কল্পবিজ্ঞান, এবং সম্প্রতি রাষ্ট্র দর্শনশাস্ত্র, তার বিকৃত নৈতিক বিবেকের দ্বারা কষা হয়।'

টিপ্পনী

অরবিন্দ এর দর্শনশাস্ত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদ :

একটি উৎসাহী জাতীয়তাবাদী ছাড়াও, অরবিন্দ একটি মহান মানবতাবাদী এবং আন্তর্জাতিকবাদীও ছিলেন। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক দর্শন বিশ্ব ঐতিহ্য, সার্বজনীন উদ্দেশ্য এবং বিশ্ব ফেডারেশনের খাতায় প্রতিষ্ঠিত। অরবিন্দ তাঁর জাতীয়তাবাদকে নিছক নিন্দা বা সংকীর্ণ পুনরুত্থানে রূপান্তর করার অনুমতি দেননি। তিনি ভারতকে একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের দিকে নজর দিয়েছিলেন যাতে ভারত তার ভাগ্যকে মানবতার আধ্যাত্মিক গাইড হিসাবে বৃহৎ আকারে পূরণ করতে পারে। অতএব, অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকীকরণে উন্নত হয়েছে। তার সাপ্তাহিক পত্রিকা বাঁদে মাতারমতে, অরবিন্দ লিখেছেন, 'সুখী এবং সুখী জীবনযাপন করার জন্য ভারতকে স্বরাজ থাকতে হবে; তিনি বিশ্বজগতের জন্য বেঁচে থাকার জন্য স্বরাজ থাকতেই হবে, একক পুঁজ-গর্বিত ও স্বার্থপর জাতির বস্তুগত ও রাজনৈতিক সুবিধার দাস নয়, বরং মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপকারের জন্য মুক্ত মানুষ হিসেবে।'

তাঁর বই 'দ্য আইডিয়াল অব হিউম্যান ইউনিটি'তে অরবিন্দ আন্তর্জাতিকীকরণের ধারণাকে সমর্থন করেছেন। তিনি মানুষের মধ্যে অপরিমেয় বিশ্বাস আছে। তাঁর মতে, মানুষ একটি নিছক ভৌত গোষ্ঠী নয়। প্রত্যেক মানুষই একটি ঐশ্বরিক আত্মা, যা পরম বা সার্বজনীন আত্মার স্ব-প্রকাশ। সমাজ বা জাতি বিভিন্ন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি আত্মার একটি মণ্ডল। যোগব্যায়াম মানব চেতনা বা স্বতন্ত্র আত্মা সঙ্গে পৃথক আত্মা একতা

টিপ্পনী

এবং আধ্যাত্মিক পৃথক ব্যক্তি স্বাধীন । তিনি বলেছিলেন, 'ভারত গোষ্ঠীর গুরু, তার আত্মবিশ্বাসের মারাত্মক রোগে মানুষের আত্মার চিকিৎসক; তিনি বিশ্বজগতের নতুন জীবনকে নতুন করে সাজিয়েছেন এবং মানুষের আত্মার শান্তি ফিরিয়েছেন। তিনি সর্বদা মানবতার জন্য অস্তিত্ব আছে এবং নিজের জন্য নয় এবং এটি মানবতার জন্য এবং নিজের জন্য নয় যে তিনি মহান হতে হবে। 'সুতরাং, অরবিন্দ একটি সত্য আন্তর্জাতিকবাদী ছিল। দান্তে ও কান্টের মত তিনি একটি বিশ্ব সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে একটি সঠিক পুনর্মিলন খোঁজার জন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চেষ্টা করেছিলেন।

অরবিন্দ এর অবদান :

রোমান রোল্যান্ড অরুবিন্দকে 'পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির সমাপ্তি সংশ্লেষণের বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার বহির্মুখী হাতটি সৃজনশীল আবেগের নম্রতা, বৃহত্তর কালের প্রতিশ্রুতি' । ভারতীয় সংস্কৃতি এবং দার্শনিক চিন্তাধারায় অরবিন্দের অবদান অনন্য। এক প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক, যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেছিলেন, তিনি ছিলেন তরুণ বিপ্লবীদের একজন যিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি একটি নতুন ঐশ্বরিক আদেশের ভাববাদীও ছিলেন- এমন একটি আদেশ যা মানুষকে উচ্চতর চেতনা এবং ঐশ্বরিক অবস্থা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করে।

অরবিন্দ কেবল কয়েক বছর ধরেই ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে রয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে, তিনি সেই সময়ে কতগুলি জাতীয় নেতৃবৃন্দ অর্জন করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি অর্জন করেছিলেন। ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অরবিন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের ধারণা ছিল। তিনি মাতৃভূমির দেবত্বের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। এইভাবে, অরবিন্দ তাঁর দেশের জনগণকে একটি নতুন ধর্ম, জাতীয়তাবাদের ধর্ম, যা সত্যের যোগিক চেতনার স্বর্গীয় উৎস থেকে এসেছিলেন তাদের কাছে দিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কথা ছিল, 'জাতীয়তাবাদ একটি নিছক রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নয়; জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। 'ডাঃ করণ সিংয়ের মতে' অরবিন্দ একটি নতুন মাত্রা প্রদান করেছিলেন জাতীয় আন্দোলনে, এটি সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত সমতল এবং স্থাপন করার উপরে ছেড়ে দেয় এটি একটি অনুপ্রেরিত এবং অনুপ্রেরণীয় আধ্যাত্মিক ধারণা ।

অরবিন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলতে প্রথম ভারতীয় নেতা ছিলেন যে জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য বিদেশী জোত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তিনি স্বাধীনতার জন্য ভিক্ষা করবেন না বলে ঘোষণা করার সাহস তিনি করেছিলেন। বরং এটি আমাদের জন্মের স্বাধীনতা অধিকার। অরবিন্দ জাতীয়তাবাদ একটি গণ আন্দোলন এবং একটি গণ সংগঠন তৈরি। সিসির কুমার মিত্রের কথায়, 'অরবিন্দের সর্বোচ্চ অবদান ছিল যে তিনি জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন- যা ছিল এখনও পর্যন্ত প্রযোজ্য- একটি নির্দিষ্ট জাতীয় চেতনা এবং এটিকে বৈদেশিক শাসনের সর্বাত্মক অস্বীকার, যা তিনি একটি মায়া বিভ্রম বলেছিলেন; এবং এই মায়া তিনি অকপটভাবে পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে এবং ভারতের স্বাধীনতার ওপর পূর্ণ স্বাধীনতার উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। হেরোইন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অরবিন্দ দ্বারা এই নতুন আত্মার সৃষ্টির ফলে তার মুক্তির জন্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি করা হয়েছিল, তা বেরিয়ে এসেছে। একটি ঐশ্বরিক স্পর্শ প্রদান করে, অরবিন্দ জাতীয় সংগ্রামের পুরোনো উদাসীনতা এবং ভয়ানক পদ্ধতি ভেঙে দিয়েছিলেন। অরবিন্দ, ভারত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মাটির জীবন্ত মূর্তি ছিল, তিনি মহামান্য মহাত্মার শক্তি এবং আলোকে মূর্তি দিয়েছিলেন, যাকে তিনি দুর্গা বলে অভিহিত করেছিলেন এবং যার উপাসনা করতেন, তিনি বলেছিলেন যে, সমগ্র ভারত স্বাধীনতা নিয়ে আসবে।

আর. সি. মজুমদার অরবিন্দকে 'জাতীয়তাবাদের বার্তাবাহক' বলে ডাকলেন। একইভাবে এম. এহুবউদ্দীন আহমদ বলেন, 'অরবিন্দের জাতীয়তাবাদ একটি জ্বলন্ত ধার্মিক আবেগ, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, বিশ্ব হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির পুনর্বিবেচনাপ্রাপ্ত আত্মার মাধ্যমে অস্তিত্বের অজুহাতে অজস্র দাবি।' এভাবে অরবিন্দ, স্বরাজ ছিল একটি আবেগ এবং জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম। ভি.পি. ভার্মার মতে, অরবিন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ছিল মানুষের আত্মার ভিতরের স্বাধীনতা। তিনি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা জন্য অনুসন্ধান সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতা জন্য চাহিদা মেটান। তিনি বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার একটি সংশ্লেষণের কথা উল্লেখ করেন। ভি.পি. ভার্মা থেকে, 'অরবিন্দ কেবল মানবতার এক শক্তিশালী নবীর মতো নয়, ভারতের একজন নবজাগরণ ও মুক্তিযুদ্ধের নেতা হিসাবে, একজন যোগী, কবি, উপাসক ও সমালোচক হিসেবেও আদর্শবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের নেতা হিসেবে বিবেচিত হবে।'

একইভাবে, ড. করন সিং চারবছর অধীন অরবিন্দের অবদান বিশ্লেষণ করেন। তারা নিম্নরূপ:

টিপ্পনী

টিপ্পনী

1. জাতীয়তাবাদের ধারণা এবং মাতৃভূমির দেবত্ব

2. বিদেশী শাসন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিফলন

3. বয়কট এবং প্যাসিভ প্রতিরোধের তত্ত্ব তার অবদান

4 ভারতে বিশ্ব ঐতিহ্য এবং মানব ঐক্যের আদর্শের প্রতিযোগিতায় উচ্চতর ভূমিকা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি।

সমালোচকরা অভিযোগ করেন যে অরবিন্দ জেলেদের ভয় পেয়েছে এবং তাই তিনি তার গ্রেফতার সম্পর্কে জানতে এসেছেন বলে ভারত ছেড়ে চলে যান। যাইহোক, এই ভিউ সঠিক নয়। তিনি আধ্যাত্মিকতা জন্য ব্রিটিশ অঞ্চলের বাম। সক্রিয় রাজনীতি থেকে শ্রী অরবিন্দ এর অবসান অসহায়তা বা হতাশা কোন অনুভূতি কারণে ছিল না । তিনি বলেছিলেন, 'আমি চলে গিয়েছিলাম কারণ আমি আমার যোগে হস্তক্ষেপ করতে চাইনি এবং বিষয়টি সম্পর্কে আমি খুব স্বতন্ত্র আদেশ পেয়েছি। আমি সম্পূর্ণরূপে রাজনীতির সাথে আমার সংযোগ কাটিয়েছি, কিন্তু আমি আগে তাই করলাম, আমি জানতাম যে আমি যে কাজটি শুরু করেছি তা অগ্রাহ্য করার জন্য নির্ধারিত ছিল, আমি যে অনুমান করতাম, অন্যদের দ্বারা, এবং যে চূড়ান্ত আমি যে আন্দোলন শুরু করেছি তার কোনও ব্যক্তিগত পদক্ষেপ বা উপস্থিতি ছাড়াই নিশ্চিত ছিল । আমার প্রত্যাহারের পিছনে হতাশা বা নিরর্থকতার অনুভূতির অন্তত উদ্দেশ্য ছিল না । 'পণ্ডিচরণে থাকার পর তিনি ভারতীয় রাজনীতির সাথে পরোক্ষভাবে যোগাযোগ রাখেন । অরবিন্দ ভারত ও বিদেশের অনুগামীদের লিখতে এবং আকৃষ্ট করতে অব্যাহত রেখেছিলেন, যারা তাঁর মধ্যে নতুন যুগের একজন নবীর আবির্ভাব করেছিল, যেখানে পূর্ব ও পশ্চিম একটি সাধারণ বোঝার মধ্যে যোগদান করবে। অতএব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ভয়েস অবতার, ভারতের স্বাধীনতার স্বাধীনতা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'অরবিন্দ ভারতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তার বার্তা প্রকাশ করবে। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মশীহ ছিলেন।'

অরবিন্দ এর জাতীয়তাবাদ এক জাতির জন্য তীব্র ভালবাসা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বিশ্ব সংস্কৃতির একজন ভোটার এবং জাতীয়তার সাথে সর্বজনীনের একজন উপাসক ছিলেন। তিনি মানবতার বিস্তৃত স্বার্থে ভারতে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারণা চালান। তিনি লিখেছেন, 'প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে দেশপ্রেম আমাদের আদর্শের দিকে পরিচালিত করে এবং এটি জাতির ঐক্যমতের বাইরে দৃষ্টিপাত করে এবং মানবজাতির চূড়ান্ত ঐক্যকে ধারণ করে।' ফডিয়িক স্পিগেলবার্গ, একজন সুপরিচিত পণ্ডিত ন্যায়সঙ্গত অরবিন্দকে

'আমাদের পৃথিবীর পথিকৃত তারকা' আমাদের বয়সী নবী'

আজকের জগতের অন্ধকার ও দুর্দশার মাঝখানে, অরবিন্দ মানবজাতিকে আশার একটি রশ্মি প্রদান করেন। তিনি একটি নতুন মানুষ, একটি নতুন সমাজ এবং একটি নতুন সভ্যতা অনুমান। বলা হয়, 'অতীতের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে একটি বিস্ময়কর সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, বর্তমানের দৃঢ় দৃঢ়তা এবং ভবিষ্যতের একটি ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি' শ্রী অরবিন্দকে বলা হয়। ড। এস রাধাকৃষ্ণের উপসংহারে বলা হয়, 'অরবিন্দ আমাদের বয়স সর্বাধিক বুদ্ধিবৃত্তিক ছিলেন এবং আত্মার জীবনের জন্য একটি প্রধান শক্তি ছিলেন। ভারত রাজনীতি এবং দর্শনের জন্য তার সেবা ভুলে যাবে না এবং বিশ্ব কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে, দর্শনের এবং ধর্মের ক্ষেত্রে তার মূল্যবান কাজ। '

1.3.2. শ্রী অরবিন্দর দার্শনিক চিন্তাভাবনা :

তার সম্পূর্ণ চিন্তার ভিত্তিতে তার উপর নির্ভর করা হয় ঐশ্বরিক সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য যা ঐক্যবদ্ধ যোগ মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। অরবিন্দ মনে করেন যে যখন দর্শন মানবিক বুদ্ধি দ্বারা সত্যের সত্যের সন্ধান, সত্য উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা অভ্যন্তর স্ব এবং বাইরের জীবনে 'ধর্ম' শ্রীঅরবিন্দ বেদান্ত ও যোগে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংঘর্ষ বা অসঙ্গতি খোঁজার পরিবর্তে তিনি উভয় সংশ্লেষণের উদ্ভব করেন। তিনি আত্মা ও বস্তু, বিজ্ঞান ও বেদান্তের সংশ্লেষণ সৃষ্টি করেন। শ্রী অর্বিন্দ এর মতে, প্রত্যেকে তার মধ্যে ঐশ্বরিক কিছু রয়েছে, কিছুটা তার নিজের, পরিপূর্ণতা এবং শক্তি একটি সুযোগ যদিও ছোট একটি পরিমাপ। টাস্ক এটি খুঁজে পেতে, এটি বিকাশ এবং এটি ব্যবহার করা হয়। তার জীবন আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা উপর ভিত্তি করে। তিনি এই দৃষ্টিকোণটি দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর জীবিত থাকার সময় ঐশ্বরিক জীবন অর্জনের পর যা একটি প্রান্তিকভাবে চাওয়া হয়।

শ্রী অরবিন্দ মহাবিশ্বের সমস্ত ধরনের এক চেতনা একাধিক কোষ বিবেচনা করে। তিনি যোগসাধ্য উপায় হিসাবে উপায় বিবেচনা করে যার মাধ্যমে এক স্ব স্ব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারে এবং নিজের পৃথক অংশকে একত্রিত করতে পারে এবং অন্যদের মধ্যে একই ঐশ্বরিক দেখতে পারে। তার যোগব্যায়ামে, ধ্যান হিসাবে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর যোগ হয় সানজীসের মতো নয়, যিনি ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য জীবন থেকে দূরে থাকেন। অন্যদিকে, তার যোগ সাধারণ মানুষ যিনি ঈশ্বরকে বালুচর রেখেছেন, যখন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তিনি তার পার্থিব কাজে বহন করেন। শ্রোতাদের 'আনন্দ', প্রেম, চেতনা এবং শক্তি 'সর্বশ্রেষ্ঠ' অনুভব করতে হবে। পূর্ণ মনোনিবেশ এবং আত্মা দ্বারা কাজ করা আত্মসমর্পণে একজনের চেতনাকে ঐশ্বরিক নিকটবর্তী করে তোলে। জ্ঞান, কাজ, নিষ্ঠা এবং ধ্যান তাঁর সমস্ত যোগায় একত্রিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ডিভাইনের ভিতরের আকাঙ্ক্ষা । শ্রী অরবিন্দ বলিয়াছেন, 'যে ঈশ্বরকে মনোনীত করেন তিনি ঐশ্বরিক দ্বারা মনোনীত হন। হিসাবে ডিভাইন জন্য কল আরও তীব্র বৃদ্ধি, তাই তার সাহায্য আরো সহজে আসে।

অরবিন্দ বলছেন যে আমরা কেবল আভ্যন্তরীণ উপলব্ধিই নয় বরং বাইরের উপলব্ধি-লক্ষ্যমাত্রা-হৃদয়ের মধ্যেই নয়, বরং মানবিক বিষয়গুলির মধ্যে যেমন, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা লক্ষ্য করি। এবং তিনি আমাদের আশ্বাস দেন যে এটি সম্ভব।

সাধারন জীবনে যোগব্যায়াম হতে পারে যদি একটি বণিক এই যোগব্যায়াম অনুসরণ করতে চান, তার ব্যবসা নিজেই কাজ ঐশ্বরিক হিসাবে গণ্য করা হয়, এবং তিনি দুর্নীতি বা কালো বিপণন অনুশীলন করতে পারেন না। একইভাবে একজন ছাত্র উচ্চ মূল্যের সন্ধান করবে এবং অনেক বেকার এবং ক্ষতিকারক কার্যক্রম থেকে রক্ষা পাবে। ব্রহ্মচার্য (আত্মনিয়ন্ত্রণ) হল ছাত্র জীবনের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রী অরবিন্দ বলছেন, 'ব্রহ্মচার্যের অনুশীলনটি শক্তি বৃদ্ধির প্রথম এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয় শর্ত এবং এটি এমন ব্যবহারে পরিণত করা যা লাভকারী বা মানবজাতিকে উপকৃত করতে পারে। সমস্ত মানুষের শক্তি একটি শারীরিক ভিত্তি আছে জীবন এবং শক্তি উৎস উপাদান কিন্তু আধ্যাত্মিক হয় না; কিন্তু ভিত্তি বা ভিত্তি যা জীবন ও শক্তি দাঁড়ায় এবং কাজ শারীরিক প্রাচীন হিন্দুরা করণ এবং প্রতীর্থ, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। পৃথিবী বা নিখুঁত বিষয় হল প্রতাপ, ব্রহ্ম বা আত্মা করণ। শারীরিক থেকে আধ্যাত্মিক পর্যন্ত উত্থিত হয় ব্রহ্মচার্য, যে দুটি◌ের সাক্ষাৎ দ্বারা, যে শক্তি এক থেকে শুরু করে এবং অন্যটি উৎপন্ন করে তা বাড়ায় এবং নিজেই পরিপূর্ণ হয়। ব্রহ্মচার্যের দ্বারা আমরা যতটুকু করতে পারি তা তাপ, তেজ, আলোর, বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎ) এবং ওজাস (জীবন বাহিনী) এর দোকানকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারি, আমরা শরীর, হৃদয়ের কাজগুলির জন্য পূর্ণ শক্তি দিয়ে পূর্ণ করব , মন এবং আত্মা। ‘

সত্য শিক্ষার অর্থ :

সত্যিকারের শিক্ষা সত্যিই কী বোঝায়? শ্রী অর্বিন্দো বলেন যে শিক্ষা তিনটি জিনিস আছে যা শিক্ষাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে: (1) মানুষ, (2) জাতি বা মানুষ এবং (3) সার্বজনীন মানবতা। শ্রী অর্বিন্ডো'র শিক্ষাগত থিসিসের প্রশংসা করার জন্য, আমরা এই তিনজনের মধ্যে আন্তঃসম্পত্তি বোঝা উচিত, এবং উপলব্ধি করি যে জীবনের উদ্দেশ্য, জাতীয়, সার্বজনীন-আধ্যাত্মিক উন্নয়ন।

তিনি বলেন যে একটি সত্য এবং জীবিত শিক্ষা 'পূর্ণ সুবিধা নিয়ে আসতে সাহায্য করে, পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং মানব জীবনের সমস্ত জীবের জন্য প্রস্তুত করে তোলে, যা সেই ব্যক্তির মধ্যে থাকে যা একই সময়ে তাকে তার অধিকারে প্রবেশ করতে সাহায্য করে মানুষের জীবন, মন ও আত্মা যা সে সম্পত্তির এবং মহান মোট জীবন, মন এবং মানবতার আত্মা যা তিনি নিজেই একটি ইউনিট, এবং তার মানুষ বা জাতি একটি জীবন্ত, একটি পৃথক এবং অবিচ্ছিন্ন সদস্য।

শিক্ষা হল আত্মার আবিষ্কার :

আত্মার আবিষ্কারে শিক্ষার গুরুত্ব শ্রী অর্বিন্দর দ্বারা দেখানো হয়। বিভিন্ন দেশে পরিচালিত পরীক্ষায় প্রমাণিত নতুন শিক্ষাগত প্রবণতা সম্পর্কে তিনি বলছেন, 'যে শিক্ষাটি শিশুটির নিজস্ব বুদ্ধিভিত্তিক ও নৈতিক ক্ষমতাকে তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মূল্যবোধ থেকে বের করে আনতে হবে সন্তানের প্রকৃতির মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত একটি আরও সুস্থ সিস্টেমের দিকে একটি পদক্ষেপ যা এগিয়ে দেয়; কিন্তু এটি এখনও ছোট হয়ে গেছে কারণ এটি এখনও শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত এবং ছাঁচনির্মাণের একটি বস্তু হিসাবে তাকে গণ্য করেছে। কিন্তু অন্ততঃ উপলব্ধি করা যায় যে প্রতিটি মানুষই আত্ম-উন্নয়নশীল আত্মা এবং বাবা-মায়ের এবং শিক্ষক উভয়ের ব্যবসাই সক্ষম এবং সন্তানকে শিক্ষিত করা, নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, নান্দনিক বিকাশের জন্য এবং কার্যকরী ক্ষমতা এবং একটি জৈব হচ্ছে হিসাবে অবাধে হত্তয়া, একটি নিষ্ক্রিয় প্লাস্টিকের উপাদান মত kneaded এবং ফর্ম হিসাবে চাপ না। এটা এখনও এই আত্মা কি না তা বোঝা যায় না বা সত্য গোপন, কিনা শিশু বা মানুষ সঙ্গে, তার গভীর স্ব, প্রকৃত মানসিক সত্তা পাতলা খুঁজে পেতে সাহায্য করা হয়।

অত্যাবশ্যক এবং শারীরিক মানসিকতার সহিত আধ্যাত্মিক সত্তা সহ ঘনিষ্ঠ স্পর্শ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এবং তার সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে এমন চূড়ান্ত আবিষ্কারের সৃষ্টি করা উচিত যে মানুষ অভ্যন্তরে অভ্যন্তরে একটি আত্মা এবং সচেতন শক্তি এবং এই বাস্তব মানুষের মধ্যে যে উদ্দীপনাটি বিদ্যমান তা হল শিক্ষার সঠিক বস্তু এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানুষের জীবনের প্রকৃত জীবন যদি গোপন সত্য ও নিজের আইনের গভীরতম আইন অনুসারে পাওয়া যায় এবং জীবন লাভ করে।

ইন্টিগ্রাল শিক্ষা :

শিক্ষা, সম্পূর্ণ হতে হবে, মানুষের পাঁচটি প্রধান কার্যক্রম সম্পর্কিত পাঁচটি প্রধান দিক থাকতে হবে: শারীরিক, অত্যাবশ্যক, মানসিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। সাধারণত, ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষার এই পর্যায়গুলি ক্রমবর্ধমান ক্রম অনুসারে একে অপরের পক্ষে সফল হয়। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, অন্যকে অন্যের প্রতিস্থাপিত করতে হবে কিন্তু সবই অব্যাহত থাকবে, একে অপরের পরিপূরক, জীবনের শেষ পর্যন্ত।

শিক্ষার মূলনীতি :

শ্রী অর্বিন্দ শিক্ষার তিনটি নীতিমালা উল্লেখ করেছেনঃ সত্য শিক্ষার প্রথম নীতি হল যে কিছুই শেখানো যায় না। শিক্ষক একজন প্রশিক্ষকের নখ তিনি কোন একজন সাহায্যকারী এবং গাইড এর ভূমিকা পালন করবেন।

শিক্ষকদের কাজ সুপারিশ করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের মনকে আরোপ করা না। তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছাত্রের মনকে প্রশিক্ষিত করেন না, বরং তাঁর মনকে জ্ঞানের উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করেন এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাকে সবাইকে উৎসাহিত করেন। সুতরাং, তিনি জ্ঞান প্রদান করেন না, কিন্তু জ্ঞান কিভাবে অর্জিত হতে পারে তা দেখায়। জ্ঞান ছাত্রের মধ্যেই থাকে এবং শিক্ষার্থীকে তা বের করার জন্য নিজেকে সাহায্য করতে হয়, তবে তাকে সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কেউ তাকে বলবে যে কোথায় আছে এবং কিভাবে এটি 'পৃষ্ঠায় উঠতে অভ্যস্ত' হতে পারে? একা একা এই কাজ করতে পারেন শিক্ষক

দ্বিতীয় নীতি হল, মনের সাথে তার বৃদ্ধির সাথে পরামর্শ করা। পিতা বা মাতা বা শিক্ষক দ্বারা পছন্দসই হিসাবে শিশুকে আকৃষ্ট করার ধারণাটি একটি বর্বর ও অজ্ঞেয় অন্ধবিশ্বাস।

শিক্ষার তৃতীয় নীতিটি অদূরদর্শী থেকে অজানা পর্যন্ত, দূরে নিকট থেকে কাজ

করা হয়। মানুষের প্রকৃতি তার আত্মা অতীত, তার বংশগত এবং তার পরিবেশ দ্বারা ছাঁচনির্মাণ হয়। অতীতটি ভিত্তি, বর্তমান উপাদান এবং ভবিষ্যৎ হল লক্ষ্য। আমাদের প্রতিটি শিক্ষার কোনো জাতীয় সিস্টেম তার / তার কারণে এবং প্রাকৃতিক স্থান খুঁজে বের করতে হবে।

টিপ্পনী

ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা :

পরামর্শের সর্বোত্তম পদ্ধতি ব্যক্তিগত উদাহরণ, দৈনিক কথোপকথন এবং প্রতিদিনের প্রতিদিনের বইগুলি পড়ার মাধ্যমে। এই বইগুলি অল্পবয়স্ক ছাত্রের জন্য হওয়া উচিত, অতীতের উজ্জ্বল উদাহরণগুলি নৈতিক পাঠের মতো নয়, বরং মানবিক স্বার্থের বিষয়গুলির জন্য; এবং, বড় ছাত্রদের জন্য, মহান আত্মার মহান চিন্তা, সাহিত্যের অনুচ্ছেদ যা সর্বোচ্চ আবেগকে আগুন দেয় এবং সর্বোচ্চ আদর্শ ও আকাঙ্খার প্রবর্তন করে, ইতিহাস ও জীবনী-এর রেকর্ডগুলি যা ঐ মহান চিন্তাভাবনার জীবন্ত উদাহরণ, উত্তম আবেগ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী আদর্শ। এটি একটি ভাল কোম্পানী, 'সাতসঙ্গ', যা খুব কমই প্রভাব ফেলতে পারে, যতক্ষণ না সতর্ক বার্তা প্রচার করা হয়। শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন তিনি preaches মহান জিনিস দ্বারা নিজেই প্রভাবিত করবেন যার প্রভাব আছে। তবে এটাকে পূর্ণ শক্তি নাও থাকতে পারে, যতক্ষণ না যুবা জীবন সীমিত গোলকের মধ্যে একটি সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তার মধ্যে নৈতিক আবেগের সৃষ্টি হয় যা তার মধ্যে প্রবেশ করে।

স্বাধীনতা :

শ্রী অরবিন্দ সন্তানের জন্য নিখুঁত স্বাধীনতা প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, 'সন্তানের অভিজ্ঞতায় আমি যে কোন কঠিন বিষয় নিয়ে আসতে চাই না । 'তিনি শিক্ষককে অযৌক্তিক, নিপীড়িত, উদাসীন এবং অসুস্থ না হওয়া পরামর্শ দেন।

তিনি বলছেন, 'যদি শিক্ষাটি সম্পূর্ণ স্বতঃসিদ্ধের জন্য বের করা হয় তবে সেটিই একমাত্র সন্তানের মধ্যে থাকে, তবে প্রথমে আমরা সেই ব্যক্তির সবাইকে নিরাপদ হেফাজত করার নিশ্চয়তা দিতে পারি। কিছুই হারিয়ে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পাকানো বা চূর্ণ সবাই তার মধ্যে কিছু ঐশ্বরিক কিছু আছে, কিছু তার নিজের, পরিপূর্ণতা এবং শক্তি একটি সুযোগ যদিও ছোট একটি গোলক যা ঈশ্বর তাকে নিতে বা প্রত্যাখ্যান প্রস্তাব। মানুষের মধ্যে যে দেবতা অপমান করা হয় না, পরিপূর্ণতার সুযোগ হারিয়ে যেতে না হয়, শক্তি যে ঝুড়ি নির্বাপিত করা হয় না। একটি শিক্ষকের কাজ হল সন্তানকে দেবত্বের স্পর্শ অনুভব

করতে সাহায্য করা, এটি "কিছু" খুঁজে পেতে, এটি বিকাশ করতে এবং এটি ব্যবহার করা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান আত্মাকে তার মধ্যে সর্বোত্তমটি খুঁজে বের করতে এবং একটি উত্তম কারণের জন্য এটি নিখুঁত করা উচিত।'

শারীরিক শিক্ষা :

টিপ্পনী

'সম্পূর্ণতা সব সংস্কৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদি আমাদের অভিলাষের পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও, শারীরিক অংশ সরাইয়া রাখা যায় না, যেহেতু শরীর উপাদান এবং উপকরণ যা আমরা ব্যবহার করি। 'সারিরাম খল্লু ধর্মসাধনম, প্রাচীন সংস্কৃত অভিব্যক্তি বলে - শরীরটি হল ধর্ম পরিপূর্ণতা মানে, এবং ধার্মা মানে প্রত্যেক আদর্শ যা আমরা নিজেকে এবং তার কার্যকারিতা এবং তার কর্মের আইন প্রস্তাব করতে পারেন । এটা সত্য যে অতীতে আধ্যাত্মিক সাধকগণের দ্বারা দেহকে বাধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের একটি ক্ষেত্রের চেয়ে উত্তম এবং পরিত্যাগের মতো কিছু।

ইন্টিগ্রাল শিক্ষা একটি বিশ্লেষণ :

আমরা অরবিন্দ এর দ্বারা ব্যাখ্যা হিসাবে অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার অর্থ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন। অবিচ্ছেদ্য শিক্ষা বিভিন্ন মাত্রার বিশ্লেষণ করতে এখানে একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর মতে, মানুষের শরীর, মন এবং বুদ্ধি একসঙ্গে এক চমৎকার যন্ত্র তৈরি করে; আমরা একটি ভাল এটি চাই জন্য একটি মেশিন কল বিশ্বের কিন্তু এটি মানুষের দ্বারা নির্মিত অন্য কোন যন্ত্রপাতি থেকে উচ্চতর । শিক্ষা তার বাস্তব উদ্দেশ্য পরিবেশন করতে এই উপাদান সংহত করা আবশ্যক।

ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষা এর স্থিতি :

সমন্বিত শিক্ষার ভিত্তি নিম্নরূপ:

1. ব্যক্তিত্ব এক সম্পূর্ণ।

2. মানবতা এক। পূর্ব এবং পশ্চিম কোন অসঙ্গতি আছে

1. ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতা :

(ক) ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধ বিকাশ: শারীরিক, মন এবং আত্মা তাদের তাত্পর্য আছে যখন তারা সুসংহতভাবে উন্নত হয় কারণ তারা সমগ্র ব্যক্তিত্ব গঠন করে। অনুরূপভাবে

ব্যক্তির নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতি এবং তদ্বিপরীত সম্পর্ক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ অবশ্যই বিকাশ করতে হবে। অন্য কথায়, অবিচ্ছেদ্য শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমস্ত মাত্রা বিকাশ করতে হবে। শ্রী অরবিন্দ এর মতে, মানুষের ব্যক্তিত্ব-জ্ঞানীয় (জ্ঞান), পরিভাষা (দক্ষতা) এবং বিভ্রান্তিকর (মনোভাব এবং মূল্য) সকল দিকের একটি সুষম ও সুসংগত উন্নয়ন হওয়া উচিত। এইভাবে একজন ব্যক্তি একটি সমন্বিত ব্যক্তি হয়ে উঠেন।

টিপ্পনী

(খ) সামাজিক-অর্থনীতি-রাজনৈতিক ইন্টিগ্রেশন: মানুষকে একটি প্রাক-প্রাণবৈষম্য যুক্তিবিজ্ঞান প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না যাতে শিক্ষা তার মানসিক ক্ষমতাকে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে, এবং তাকে কেবল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক হিসাবে দেখা হয় না শিক্ষা তাকে সমাজের একটি উত্পাদনশীল ও নিয়মানুগ সদস্য হিসাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই, কোন সন্দেহ নেই, মানুষের পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য কিন্তু তারা বাস্তব মানুষের সমগ্র সংজ্ঞায়িত না প্রকৃত মানুষ কেবল স্বার্থপর স্বার্থের একটি পল্লী নয়, একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা, না শুধুমাত্র একটি সামাজিক হচ্ছে। তিনি আরো কিছু। শারীরিক এবং মানসিক সীমায় অতিক্রম আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব আছে। শ্রী অর্বিন্দো বললেন, 'ভারত সবসময় মনুষ্য, এক আত্মা, মন ও শরীরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন দেবত্বের একটি অংশে মানুষকে দেখে।'

(গ) 'স্ব' এর বিভিন্ন মাত্রা কিন্তু 'স্ব' এক: মানুষ সর্বজনীন আত্মা একটি সচেতন প্রকাশ। আমরা মানুষের মধ্যে তার পার্থক্য-মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, বাস্তব, নান্দনিক, শারীরিক এবং অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পার্থক্য করতে পারি- কিন্তু এই সব 'আত্ম' এর ক্ষমতা যে তাদের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এবং এখনো তারা 'আত্ম নয়'।

(ঘ) একা একা একা একাগ্রতা অপ্রতুলতা: মনের গবেষণা শিক্ষার মৌলিক। শিক্ষার যে কোনও পদ্ধতি যা শিশুর একাডেমিক পরিপূর্ণতা উপর মনোনিবেশ করে এবং মন দুর্বল হয় এটি বুদ্ধিবৃত্তিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে এবং একটি সমন্বিত মন উৎপাদন ব্যর্থ হবে।

2. মানবতার একতা :

শ্রী অরবিন্দ ও নিজেকে বেদান্ত ও যোগে নিমজ্জিত করেছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংঘর্ষ বা অসঙ্গতি খোঁজার পরিবর্তে তিনি উভয় সংশ্লেষণের উদ্ভব করেন। তিনি 'আত্মা' এবং 'মেটার', 'বিজ্ঞান' এবং 'বেদান্ত' সংশ্লেষিত করেছিলেন।

টিপ্পনী

3. একাধিক কোষ চেতনা :

শ্রী অরবিন্দ মহাবিশ্বের সমস্ত রূপকে এক চেতনা এবং যোগ হিসাবে একাধিক কোষ হিসাবে বিবেচনা করে যার মাধ্যমে একজন সত্য 'স্ব' এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং নিজের আলাদা অংশগুলিকে একত্রিত করতে পারেন এবং অন্যদের মধ্যে ঐশ্বরিক দেখতে পারেন।

4. উভয় ইনার এবং বাইরের বাস্তবায়ন :

অরবিন্দ বলছেন যে আমরা কেবল আভ্যন্তরীণ উপলব্ধিই নয় বরং বাইরের পরিচয় সম্পর্কেও লক্ষ্য রাখি, অর্থাৎ ঈশ্বরের হৃদয় ছাড়াও মানবিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ইন্টিগ্রাল শিক্ষা কার্যাবলী :

অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার কাজ কি আসলেই? শ্রী অর্বিন্দো বলেন যে শিক্ষার জন্য তিনটি বিষয় আছে যা হিসাবের মধ্যে নিতে হবে:

1. মানুষ
2. জাতি বা মানুষ
3. সর্বজনীন মানবতা

শিক্ষা এই তিনটি মধ্যে আন্ত - সম্পর্ক বুঝতে আমাদের সক্ষম করতে হবে।

পর্যায় বা ইন্টিগ্রিল শিক্ষা স্তর :

অরবিন্দ এর মতে, অবিচ্ছিন্ন শিক্ষায় মানুষের পাঁচটি প্রধান কার্যক্রম সম্পর্কিত নিম্নলিখিত দিক থাকতে হবে:

1. শারীরিক
2. গুরুত্বপূর্ণ
3. মানসিক
4. মানসিক
5. আধ্যাত্মিক

শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন যে, সাধারণত এই পর্যায় বা শিক্ষার পর্যায়গুলি

ক্রমবর্ধমান হয়। তবে, এর মানে এই নয় যে, অন্য পর্যায়টি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই এক স্তর অন্যের প্রতিস্থাপন করা উচিত, তবে সব শেষে অবশ্যই জীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত একে অপরের পরিপূরক হওয়া উচিত।

1. শারীরিক পর্যায়ে শিক্ষা এটা অন্তর্ভুক্ত: শরীরের মোট সুরেলা এবং সমন্বিত উন্নয়ন শারীরিক শৃঙ্খলা, যথা, শরীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ রোগ থেকে স্বাধীনতা।

2. শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অত্যাবশ্যক শিক্ষা দুটি উপাদান আছে: ইন্দ্রিয়ের উন্নয়ন এবং ব্যবহার সচেতন হওয়া এবং ধীরে ধীরে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সুতরাং প্রশিক্ষণের জ্ঞানগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

3. শিক্ষার মানসিক পর্যায় শব্দ 'মানসিক' অ উপাদান উপাদান সম্পর্কে সংবেদনশীলতা বোঝা সুতরাং মানসিক শিক্ষায় শিক্ষার অভাব রয়েছে যা অ-বস্তুগত মূল্যবোধের উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত। মাতার কথা, শ্রী অরবিন্দের একটি অসামান্য শিষ্য, 'এক জিনিস একেবারে অপরিহার্য, আবিষ্কার করতে হবে।' স্নাইকিক যোগব্যায়াম সম্পর্কিত।

4. শিক্ষা মানসিক পর্যায় : মানসিক শিক্ষার দিক গুলি হল, মনোযোগ এবং ঘনত্ব শক্তি উন্নয়ন, মানসিক দিগন্ত প্রসারিত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি, মানসিক দিগন্তকে সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি , একটি কেন্দ্রীয় থিম কাছাকাছি ধারণা সংগঠিত করার ক্ষমতা উন্নয়ন । যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনা গ্রহণ এবং অবাঞ্ছিতদের প্রত্যাখ্যান করার জন্য যুক্তি ক্ষমতা বৃদ্ধি। বিভিন্ন চতুর্থাংশ থেকে আসন্ন ধারণা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা উন্নয়ন। ক্ষমতার উচ্চতর অঞ্চল থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়ার জন্য ক্ষমতার উন্নয়ন।

5. শিক্ষার আধ্যাত্মিক পর্যায় : এটি শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরের। এটি 'সুপার মানসিক শিক্ষা' নামেও পরিচিত। এই শারীরিক, অত্যাবশ্যক, মানসিক এবং মানসিক উপাদান বিকাশ পরে এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মাতার মতে, 'এটি তার সমস্ত শক্তিশালী পদক্ষেপ দ্বারা, কেবলমাত্র সেই বস্তুরই নয়, যা তারা তৈরি এবং তারা পরিবেশে পরিবেশে কাজ করে।' এর জন্য গভীর ও নিবিড় অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃঢ় প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এটি 'শাশ্বত সুখ' ইন্টিগ্রাল শিক্ষা সমাপ্তির অর্জনের জন্য ব্যবস্থা।

শ্রী অরবিন্দ দ্বারা প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি অনুসরণ করা হচ্ছে:

1. শিক্ষকের ভূমিকা: অরবিন্দের মতে, 'শিক্ষক একজন প্রশিক্ষক বা টাস্কফায়ার না; তিনি একটি সাহায্যকারী এবং একটি গাইড। তার ব্যবসা সুপারিশ করা হয়।'

টিপ্পনী

টিপ্পনী

2. শিক্ষার মূলনীতি: শ্রী অরবিন্দ তিনটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন: প্রথমত শিক্ষকের কাজটি সুপারিশ করা এবং নীতিগুলি প্রয়োগ করা উচিত নয় ছাত্রদের মনে। দ্বিতীয় নীতিটি হচ্ছে, সন্তানকে বৃদ্ধির সাথে পরামর্শ করতে হবে। তৃতীয় নীতিটি নিকটবর্তী থেকে দূরে পর্যন্ত কাজ করা, যা যা হতে হবে।

3. শৃঙ্খলা: অরবিন্দ লিখেছেন, 'যদি একাডেমিক শিশুকে পূর্ণ সুবিধা প্রদান করা হয়, তাহলে আমরা প্রথমেই সেই ব্যক্তিদের মধ্যে নিরাপদ হেফাজত তৈরি করতে পারি। মানুষের মধ্যে দেবত্ব অপমান করা হয় না।'

4. নৈতিক প্রশিক্ষণ: অরবিন্দ এর মতে এটি শিক্ষকের ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে হওয়া উচিত সাধু নৈতিক প্রশিক্ষণের ভিত্তি হওয়া উচিত, এটা বাস্তব সুযোগ উপর ভিত্তি করে করা উচিত, এটি যোগ মাধ্যমে আসা উচিত।

5. সন্তানের সম্ভাব্যতার উপর অপরিমেয় বিশ্বাস: শিক্ষকের সন্তানের ক্ষমতার উপর অপরিমেয় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক।

6. শারীরিক শিক্ষা: পারফেক্ট বা অবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন হল সকল সংস্কৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। অতএব, এটির শারীরিক অংশ সরাইয়া রাখা যাবে না। শ্রী অরবিন্দ পুরাতন সংস্কৃত প্রবক্তা সরিম খলু ধার্মা ধর্মাবলম্বিকে বোঝায়- শরীর 'ধর্ম' পরিপূর্ণতার মাধ্যম।

7. ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পন্ডিচেরির পাঠ্যক্রম: এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অধ্যয়ন, একাডেমিক বিষয়, শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যেমন শিল্প, সঙ্গীত, নাটক, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

8. অবিচ্ছিন্ন শিক্ষণ ও শেখার মৌলিক নীতি: ইন্টিগ্রাল শিক্ষণ এবং শেখার প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত উপাদানগুলি জড়িত:

জ্ঞান প্রশিক্ষণ: এটা শিক্ষকের নির্দেশিকা অধীনে প্রাকৃতিক ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে উন্নত করা হয়।

তদন্তের ক্ষমতা বিকাশ: তদন্তের ক্ষমতা বিকাশে পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মেমরি এবং মন প্রশিক্ষণ: এটি সমতা এবং অস্পষ্টতা নোট ছাত্রদের equipping দ্বারা সম্পন্ন করা হয়।

সিদ্ধান্তগুলি তৈরির প্রশিক্ষণ: উপরোক্ত কার্যাবলীগুলি সিদ্ধান্তগুলি তৈরির

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

লজিক্যাল অনুষদ প্রশিক্ষণ: এটি নির্ভর করে:

(i) সত্যের সত্যতা যাচাই করা

(ii) সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা

(iii) মিথ্যা উপাদানগুলিকে নির্মূল করে ঘটনা ঘটাচ্ছে

কল্পনা প্রশিক্ষণ: এটি নিম্নলিখিত তিনটি উপাদান উপর নির্ভর করে:

সঠিক চিত্রগুলি গঠন

সৃজনশীল চিন্তাধারার ক্ষমতা বিকাশ

সব বিদ্যমান জিনিস মধ্যে সত্য, মঙ্গল এবং আত্মার সৌন্দর্য অস্তিত্ব উপলব্ধি প্রশিক্ষণ

ভাষা প্রশিক্ষণ: এটি কংক্রিট জিনিস মাধ্যমে শিক্ষণ সঠিক পদ্ধতি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

বিনামূল্যে পরিবেশ: শ্রী অরবিন্দ শিক্ষকের নির্দেশে মুক্ত পরিবেশের তাত্পর্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

শ্রী অরবিন্দ দ্বারা প্রস্তাবিত অবিচ্ছেদ্য শিক্ষার ধারণাটি বোঝার জন্য, আমাদের মানুষ, জাতির এবং সার্বজনীন মানবতার বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে আন্তঃ সম্পর্কের বিষয়টি অবশ্যই বুঝতে হবে। আমরা এই মধ্যে সংশ্লেষণ দেখতে আবশ্যক।

পণ্ডিচেরীর আশ্রম :

সমুদ্রতীরের কাছাকাছি অবস্থিত আশ্রমটি একটি বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটি ছিদ্রের বেশ কয়েকটি ছাদ রয়েছে। 800 টিরও বেশি আশ্রমের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে রয়েছে, সারা বিশ্বের কবি, সঙ্গীতশিল্পী, শিল্পী, চিকিৎসক, সার্জন এবং জনগণের জীবনের সমস্ত দিক থেকে। আশ্রমের মধ্যে কেউই উচ্চতর বা নিকৃষ্ট নয়। আশ্রম একটি শান্তি এবং সাদৃশ্য একটি পরিবেশ প্রদান উদ্দেশ্যে করা হয়। সমস্ত কয়েদীরা এক কার্যকলাপ বা অন্যটি নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত 'মানব ঐক্য আদর্শ' প্রবর্তন করার প্রচেষ্টাগুলি করা হয় শৃঙ্খলা একটি কঠোর নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হবে, যারা আশ্রম এবং দর্শকদের মধ্যে থাকা । আশ্রমের সমস্ত কার্যক্রমগুলি ডিভাইনের সেবা এবং উৎসর্গীকরণের আত্মা গ্রহণ করা হয়। লাইব্রেরী এবং রিডিং রুমটি সুসংহত।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আশ্রম স্কুল :

স্কুলটি প্রাথমিকভাবে 1 9 43 সালে শ্রী অরবিন্দের শিষ্যদের শিশুদের জন্য শুরু হয়েছিল। এটি ধীরে ধীরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে নিয়মিত ছাত্রদের পাশাপাশি নিয়মিত শিক্ষার্থী রয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ এডুকেশন :

কেন্দ্র অন্তর্গত উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হয়:

1. এটি একটি গতিশীল এবং সমাজের জন্য আদর্শ করার জন্য একটি শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

2. একটি পরিবেশ সংগঠিত করা যা ব্যক্তিত্বের পাঁচটি দিকের ব্যায়াম এবং বিকাশের জন্য অনুপ্রেরণা এবং সুবিধা প্রদান করতে পারে - শারীরিক, অত্যাবশ্যক, মানসিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক।

3. সমস্ত জ্ঞান একতা জোর দেওয়া মানবজাতির একত্বের বিকাশের জন্য।

4.একটি নতুন আন্তর্জাতিক সাদৃশ্য গঠনে ভারতে ভূমিকা রাখতে ভূমিকা আবিষ্কার এবং প্রস্তুত করা।

পাঠ্যক্রম :

এটা অন্তর্ভুক্ত:

(1) মানসিক এবং আধ্যাত্মিক গবেষণা

(2) একাডেমিক বিষয়

(3) শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

(4) সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যেমন শিল্প, সঙ্গীত, নাটক

(5) পেশাগত প্রশিক্ষণ

(6) আন্তর্জাতিক বোঝার জন্য শিক্ষা

অরোভিলে, পন্ডিচেরির নিকটবর্তী পন্ডিচেরির কাছে 'ভোর শহর' উদ্বোধন করেন 21 ফেব্রুয়ারি, 121 টি দেশের প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ দেশ থেকে মাটির নিচে একটি লম্বা আকৃতির আকৃতিতে মানবজাতির ঐক্যের প্রতীকী রূপে । আধ্যাত্মিক সচেতনতার উপর জোর দেওয়া যখন একটি আধুনিক, আত্মবিসর্জনশীল সম্প্রদায়ের

সদস্য শ্রী অরবিন্দ এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল যার সদস্যগুলি বৈজ্ঞানিক উন্নয়নগুলির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করবে।

তার চার্চের মতে, অরভিল বিশেষ কোনও ব্যক্তির নয়। এটি একটি সম্পূর্ণ হিসাবে মানবতার জন্যে। 'মানব ঐক্যমুল্য শহর' হিসেবে পরিচিত, এর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে এমন একটি স্থান থাকা উচিত যা কোনও জাতি তার একক সম্পত্তি হিসাবে দাবি করতে পারে না, এমন স্থান যেখানে সবাই বিশ্বের নাগরিক হিসেবে অবাধে বসবাস করতে পারে।

আশ্চর্য, উদ্দেশ্য বাস্তবতা থেকে দূরে। আজ, অরওভিল একটি বাড়ি যা নিজেই বিভক্ত। দুইটি প্রধান সমাজের পাশাপাশি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংখ্যক ছোট গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে আকৃষ্ট করেছে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক ফ্যাক্টর হল এই 'শহর ভোর' এর বাসিন্দাদের একটি বড় সংখ্যা ড্রাগ মাদকদ্রব্য বা মানুষ যারা কেবল জীবন থেকে দূরে চলে যায় তারা মনে করে যে যৌন বিবর্তনীয় সর্পিলের শ্রী অরবিন্দ এর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ - মানুষের উচ্চ চেতনা মধ্যে উদ্ভূত।

1.4 সংক্ষিপ্তসার:

- স্বামী বিবেকানন্দ, যার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল।
- 18 বছর বয়সে, ঐশ্বরিক জ্ঞানের জন্য তার তৃষ্ণা তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি প্রথম রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।
- মাস্টার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন আসন্ন ছয় বছর সময়, তিনি একটি আধ্যাত্মিক রূপান্তর ছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দ হিসাবে আবির্ভূত।
- 1886 সালে শ্রী রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দ সংগঠিত করেছিলেন মাস্টারের শিষ্যদের মর্যাদাপূর্ণ রামকৃষ্ণ মিশন।
- স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ধারণাকে একটি ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে তুলে ধরেছেন যা তিনি আধ্যাত্মিকতার একটি রূপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।
- তাঁর মতে ধর্মতাত্ত্বিক রীতিনীতি, সামাজিক ধর্মগ্রন্থ, খ্রিষ্টধর্মী সূত্র এবং অপ্রচলিত কাস্টমস অতিক্রম করে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- স্বামী বিবেকানন্দের মতে, জাতীয় ঐক্য একটি সাধারণ ধর্মের স্বীকৃতির মাধ্যমেই পাওয়া যায় যা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাধারণ নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করে।
- একটি ধর্মের আধ্যাত্মিকতা জাতীয়তা বাড়ে যে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি উন্নীত যা বেস।
- সার্বজনীনতা বিবেকানন্দ অনুযায়ী যে সমগ্র বিশ্ব একক সত্তা হিসাবে বিদ্যমান উপর ভিত্তি করে।
- আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব মানবজাতির আধ্যাত্মিক একতা মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।
- স্বামী বিবেকানন্দ, বলছেন যে মানুষ মুক্ত জন্মগ্রহণ করে কিন্তু জীবন তার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বিরোধীরা। এটা তাকে বিচ্ছিন্ন 'পৃথক' করে তোলে যার একমাত্র স্বার্থ ইচ্ছার অকপট অভিযান এবং লক্ষ্য।
- স্বাধীনতা ও সমতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন হিসেবে সমাজতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের রূপে এবং সমাজতন্ত্রকে সমাজতান্ত্রিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
- বিবেকানন্দ মতে, বর্ণ সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যা ভারতীয় সমাজের ভিত্তি গঠন করে।
- স্বামী বিবেকানন্দ, পশ্চিমাঞ্চলের ক্লাস সিস্টেমের সাথে বর্ণ সিস্টেমের তুলনা করেন। পশ্চিমে ভিন্ন, এখানে বর্ণবৈষম্য একটি বংশগত বর্ণের মধ্যে বিভাজিত হয়েছে, যা সামাজিক একচেটিয়া উদ্দীপনা করেছে এবং সামাজিক অগ্রগতি রোধ করেছে।
- বিবেকানন্দের মতে, গণতন্ত্র হচ্ছে জীবনের একটি উপায়, কারণ এটি স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং ইউনিয়ন।
- বিবেকানন্দ প্রতিরোধের তত্ত্বকে অবদান রাখেন। এই তত্ত্বের মধ্যে, তিনি শিক্ষা ও ধর্মীয়তার মাধ্যমে জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার পরামর্শ দেন, যা জনগণকে শক্তিশালী করবে।
- স্বামী বিবেকানন্দ, মানবতাবিরোধী ঐশ্বর্য ধারণের সমর্থক, যা দেবত্বের সাথে মানবতাকে চিহ্নিত করে।
- হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পরিত্রাণ চাওয়া যারা স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস, দ্বারা অনুপ্রাণিত আন্দোলনে ভারতীয় জনগণের জাতীয় জাগরণ পাওয়া যায়।
- মিশনটি পশ্চিমা সভ্যতার ভৌগোলিক প্রভাব থেকে ভারতীয়দের রক্ষা করার লক্ষ্য

ছিল।

- স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন, 'এটি মানুষের তৈরি ধর্ম যা আমরা চাই; এটি মানুষের তৈরি তত্ত্ব যা আমরা চাই; এটা মানুষের তৈরি শিক্ষাকে আমরা যেভাবে চাইছি তা-ই হয়। 'তিনি দরিদ্রের আকারে ঐশ্বরিক দেখেছিলেন যার নাম তিনি দরিদ্র নারায়ণ।
- বিবেকানন্দ দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:
- বেদান্ত মানবজাতির সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সূচনা করে।
- উপনিষদের শিক্ষা আমাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট শক্তি।
- মানবজাতি ঈশ্বরের অবতার হয়।
- সব ধর্মের অপরিহার্য অংশ একই।
- বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের এই দশটি শব্দগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, 'শিক্ষা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি পরিপূর্ণতার প্রকাশ।'
- বিবেকানন্দ ছাত্রের ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপর প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন
- শিক্ষক- 'গুরু গ্রীবভস'
- জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিবেকানন্দ প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, 'ভারতবর্ষের ধ্বংসাবশেষের প্রধান কারণ ছিল গোটা শিক্ষার একচেটিয়া অধিকার ও গৌরব ও রাজপরিবারের কর্তৃত্ব।'
- বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'নারী অনেক সমস্যা ও সমস্যা আছে কিন্তু কেউ যে জাদু শব্দ দ্বারা সমাধান করা যায় না: শিক্ষা।'
- স্বামী বিবেকানন্দ বেদানাট দর্শনে বিশ্বাস করেন, যা বিবেচনা করে
- যে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য 'সৃষ্টিকর্তা সঙ্গে একতা' অর্জন করা হয়
- অরবিন্দ ঘোষ 1872 সালের 15 আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ঘোষ পত্রিকা এবং যুগান্তর, বাঁদে মাতারম এবং কর্মযজ্ঞের মত সাময়িকীর সাথে যুক্ত ছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি জঙ্গি জাতীয়তাবাদের গসপেল প্রচারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমালোচনা করতে পারেন।
- কেইনথ এল। ডিউইচিউশনের মতে, অরবিন্দ যে বিপ্লবকে অনুসরণ করেছিলেন তা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ছিল একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব। তাঁর একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাজ ছিল। এই কর্মটি তার দর্শনশাস্ত্রের তিনটি মৌলিক ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে- সচিদানন্দ বা সর্বোচ্চ সত্য, সুপারমাইন্ড বা সত্য-সচেতনতা এবং বিবর্তন।

- অরবিন্দের জীবন দেবতা মানুষের গভীরতম প্রয়োজনকে সন্তুষ্ট করে- তার উচ্চাকাঙ্খা
- অবিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণতা জন্য
- দাদাভাই নওরোজির মত, অরবিন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূতকরণ, ঘনত্ব এবং অধিগ্রহণের দিকে প্রবণতার সমালোচনা করেছিলেন।
- রাষ্ট্রের অরবিন্দর দর্শনের বিষয়ে, এটা বলা হয়নি যে তিনি তা করেননি
- হেজেল, গ্রীন এবং বোসানোক মত রাষ্ট্রের কোনও পদ্ধতিগত তত্ত্ব বিকাশ।
- রাষ্ট্রের অরবিন্দের তত্ত্ব মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনে তার ভূমিকার ভূমিকার উপর ভিত্তি করে তৈরি।
- তাঁর মতে, মানুষের বিবর্তনের প্রথম রাজ্যটি ইনফ্র্যাট-যুক্তিযুক্ত এবং প্রবৃত্তি এবং আবেগের আধিপত্য দ্বারা চিহ্নিত। দ্বিতীয়ত যুক্তিসঙ্গত রাষ্ট্র যখন সাম্প্রদায়িক মন আরও বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক স্বার্থপর হয়ে ওঠে।
- একটি উৎসাহী জাতীয়তাবাদী ছাড়াও, অরবিন্দ একটি মহান মানবতাবাদী এবং আন্তর্জাতিকবাদীও ছিলেন।
- তাঁর বইয়ে, মানবিক ঐক্যের আদর্শ, অরবিন্দ আন্তর্জাতিকীকরণের ধারণাকে সমর্থন করেছেন। তিনি মানুষের মধ্যে অপরিমেয় বিশ্বাস আছে।
- রমেন রোল্যান্ড অরবিন্দকে 'পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির সমাপ্তি সংশ্লেষণের বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার বহির্মুখী হাতটি সৃজনশীল আবেগের নম্রতা, বৃহত্তর কালের প্রতিশ্রুতি'।
- তার সমগ্র চিন্তার ভিত্তিতে জীবন ঐশ্বরিক উপর তার চাপ যা ইন্টিগ্রেটেড যোগ মাধ্যমে উপলব্ধ করা যেতে পারে।
- অরবিন্দের যোগটি সানজীসের মতো নয়, যিনি ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য

জীবন থেকে দূরে থাকেন। অন্যদিকে, তার যোগ সাধারণ মানুষ যিনি ঈশ্বরকে বালুচর রেখেছেন, যখন তিনি তার পার্থিব কাজে বহন করেন।

- শ্রী অর্বিন্দো বলেন যে শিক্ষা তিনটি জিনিস আছে যা শিক্ষাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে: (1) মানুষ, (2) জাতি বা মানুষ এবং (3) সার্বজনীন মানবতা।
- শিক্ষা সম্পন্ন হতে মানুষের পাঁচটি প্রধান কর্মকান্ড সম্পর্কিত পাঁচটি প্রধান দিক থাকতে হবে: শারীরিক, অত্যাবশ্যক, মানসিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক।
- শ্রী অরবিন্দ শিক্ষার তিনটি নীতিমালা উল্লেখ করেছেন, সত্য শিক্ষার প্রথম নীতি হল যে কিছুই শেখানো যায় না। শিক্ষক একটি প্রশিক্ষক না, তিনি একটি সাহায্যকারী এবং গাইড।

টিপ্পনী

1.5. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলন :

১. স্বামীজির আধ্যাত্মিক চিন্তা ধারনায় ভারতীয় শিক্ষাভাবনার পরিচয় দিন।

২. স্বামী বিবেকানন্দ অনুযায়ী জনশিক্ষা ও নারী শিক্ষা ব্যাখ্যা দিন।

৩. 'Integral Education' কি ? এব ধারনাটি ব্যাক্ত কর।

৪. ঋষি অরবিন্দের শিক্ষায় ভারতীয় দর্শনের প্রকাশের দিকটি তুলে ধরো।

টিপ্পনী

একক- ২ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধী

টিপ্পনী

গঠন

2.0 ভূমিকা
2.1 ইউনিট উদ্দেশ্য
2.2 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
    2.2.1 ঠাকুর ও শিক্ষা
2.3 মহাত্মা গান্ধী
    2.3.1 এম. কে. গান্ধী : জীবনাদর্শ ও কার্যকলাপ
    2.3.2 গান্ধীবাদ : ধারণা এবং আদর্শ
    2.3.3 গান্ধী ও অর্থনীতি
    2.3.4 মানব ঐক্যের জীবনধারায় গান্ধী দর্শন
    2.3.5 শিক্ষার উপর গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি
2.4 সারসংক্ষেপ
2.5 প্রশ্ন এবং অনুশীলনী

2.0 সূচনা

এই একক, প্রখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতির পিতা, মহাত্মা গান্ধী এবং শিক্ষা সম্পর্কিত তাদের মতামত সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (1861-1941) মূলত , গুরুদেব নামে পরিচিত ছিলেন, ১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০ শতকের প্রথম দিকে যিনি চিন্তার পশ্চিম ও পূর্বের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি সংশ্লেষণ ভিত্তি প্রদান করেছিলেন, তিনি একজন সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং শিল্পী ছিলেন। তিনি একটি মূল প্রতিভাধর একটি ফুলের স্বরূপ। উদাহরণ, তিনি চমৎকার অনন্য এবং মূল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, যিনি পাশ্চাত্য এবং পূর্ব উভয় ঐতিহ্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, যিনি প্রথম অ-ইউরোপিয়ান ছিলেন। অনুবাদে, তাঁর কবিতাকে আধ্যাত্মিক ও মার্জিত

হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং তিনি গর্ববোধে 'বাঙালি' নামে পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গবেষণায় ভারতীয় শিল্পী ঐতিহ্যের সূত্রটি জানতে পারা যায়, একজন সাংস্কৃতিক নায়ক এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে এমন একটি মহান মানুষকে বুঝতে পারা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

টিপ্পনী

একইভাবে, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন আধুনিক ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিই শুরু করেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পদযাত্রা। তিনি তার রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্য সারা বিশ্ব তাকে সম্মান করে। তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে একটি মর্যাদাপূর্ণ শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগমূলক মাত্রায় নিয়ে যান। গান্ধী এক জন সামাজিক কর্মী ছিলেন। তিনি একজন বাস্তববাদী এবং একজন প্রগতিবাদী ছিলেন এবং মানুষের অপরিহার্য ধার্মিকতাতে বিশ্বাস করবেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলন জয় যাত্রা শুরু করেন। গান্ধী আধুনিক মেশিন-ভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের বিরোধিতা করেন কারণ তার মতে, পুরুষকে তার কর্ম থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের বেকারত্ব প্রদান করে।

2.1 ইউনিট উদ্দেশ্য :

এই ইউনিট পড়ার পরে, শিক্ষার্থিরা নিম্নের বিষয়গুলি অর্জন করতে সক্ষম হবে :

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা এবং মানবতাবাদের তার দর্শন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শিক্ষা ও বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করতে পারবে।
- শিক্ষায় আদর্শবাদ ও প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তার শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বিশ্বভারতীর পরিপ্রেক্ষিতে।
- মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবে।
- গান্ধীয় অর্থনীতির ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবে।
- গান্ধীর দেওয়া শিক্ষার অর্থ মূল্যায়ন করতে পারবে।

2.2 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ সালে ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যা তার প্রগতিশীল ও আলোকিত মতামতের জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি চতুর্দশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি ছিলেন। তার একটি প্রাথমিক শিক্ষা নিজের বাড়িতে

সম্পন্ন হয় প্রাইভেট শিক্ষকের দ্বারা। তাঁর পিতার কাছ থেকে উপনিষদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সৌন্দর্য, সঙ্গীত এবং কবিতা ভালোবাসতেন। তিনি তার অন্যান্য গবেষণার জন্য সেমিনারী এবং বেঙ্গল একাডেমিতে যোগদান করেন। যখন তিনি বড় হয়েছিলেন তখন তিনি কলকাতায় সেন্ট জাভিয়েরের স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'মৃত নিয়মিত ও বেহুদা শিক্ষাদান'য় নিজেকে সামঞ্জস্য করতে পারছিলেন না। তাঁর শিক্ষকরা বলছেন যে তিনি গবেষণার জন্য 'অযোগ্য' ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'বই-শেখার কারখানা' থেকে 'ভাগ্যবান' বলে মনে করেন। পরে তিনি মেনে নিলেন, 'আমার শিক্ষা নিয়ে অভিযুক্ত মস্তিষ্কে ও পণ্ডিতেরা অবিলম্বে কাজটি পরিত্যাগ করে ... এবং বুঝতে পেরেছিল যে এই ছেলেটি শেখার পেছনের পটভূমিতে চালিত হতে পারে না।'

১৮৭৭ সালে ১৬ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে আইন অধ্যয়ন করার জন্য ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু এই বিষয়টি তার কাছে আপীল করেনি এবং তিনি এক বছর পর ভারতে ফিরে আসেন। ইংল্যান্ডে তিনি ইংরেজিতে সাহিত্যে স্বাদ লাভ করেন এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাসের জন্য যোগদান করেন। এখনও তরুণ অবস্থায়, তিনি বাংলা পত্রিকাগুলির জন্য লেখা শুরু করেন। তাঁর কবিতার প্রথম সংগ্রহ প্রকাশিত হয় যখন তিনি ছিলেন মাত্র কুড়ি বছর।

১৯০১ সালে ঠাকুর কলকাতা থেকে ৯৩ মাইল দূরে বোলপুরের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২১ সালে এটি বিশ্বভারতীর বিখ্যাত বিশ্বব্যাপী, একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, যা পূর্ব ও পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে একটি বোঝার আনতে চায়।

১৯০৯ সালে তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত রচনা গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডে যান। গীতাঞ্জলীর ইংরেজি সংস্করণটি ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় এবং এটির প্রবর্তিত বিখ্যাত আইরিশ কবি ডব্লু। বি। ইয়েটস কর্তৃক লিখিত হয়, যারা এইটিকে 'সর্বোচ্চ সংস্কৃতির কাজ' বলে মনে করেন। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিমের জনগণের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। গীতাঞ্জলীর ইংরেজী সংস্করণটি প্রকাশের ফলে তার জীবনের একটি বাঁক ছিল। ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একটি বিশ্ব হয়ে ওঠে ইংল্যান্ডে তিনবার ভ্রমণের পাশাপাশি তিনি ইউরোপ, জাপান, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন।

১৯১৫ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাকে 'নাইট' বানিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯১২

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সালে তিনি জালিয়ানওয়ালা বাঘ, অমৃতসরের নিরীহ জনগণের গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এটি ত্যাগ করেন। শিরোনাম দেওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ ২৯ শে মে, ১৯১৯ তারিখে ভাইসরয়কে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি এই কথাগুলোতে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন, '... সময় এসেছে যখন সম্মানের ব্যাজগুলি অপমান ও অপমানের প্রসঙ্গে আমাদের লজ্জা প্রকাশ করে। আমার অংশ, আমার দেশের জনগণের পাশাপাশি সমস্ত বিশেষ পার্থক্য, যারা তাদের তথাকথিত নিরবচ্ছিন্নতার জন্য মনুষ্যদের জন্য উপযুক্ত না হওয়ায় দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য দায়ী। "১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত কবি তাঁর জীবনকে অনুগত করেছিলেন কলাভবন, চৈনা ভবনের মতো বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। শান্তি ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মহান প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1941 সালের 7 আগস্ট মারা যান।

রবীন্দ্রনাথ-ঐতিহ্যবাদী, আধুনিক, জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকবাদী :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদেব, অনেক কিছু দেখিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছাপ রয়েছে, তিনি হলেন যে তিনি প্রাচীন ঋষি ও ঋষির দীর্ঘ লাইনের মধ্যে ছিলেন, যাকে ভারত সময়মতো তৈরি করেছে। তবুও এই ঐতিহ্য সাম্প্রতিকতম একটি আধুনিক না থেকে সমগ্র বিশ্বের তার চিন্তা এবং কর্ম তার ক্ষেত্র তৈরীর থেকে তাকে সামান্যই প্রতিরোধ করা হয়নি। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি, কিন্তু এটি তাঁর একজন মহান ভারতীয় হওয়ার পথে আসেনি। তিনি একটি তীব্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তবে তার জাতীয়তাবাদ তার সর্বময় আন্তর্জাতিকতাবাদের পথে আসেনি। তিনি তার ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা বাধাগ্রস্ত করতে পারেন এবং তার বার্তাগুলি আমাদের রীতিনীতি, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের জীবনে, আমাদের সাধারণ কর্মকাণ্ডে এবং আমাদের ঐতিহ্যগুলির মধ্যে যেখানেই থাকুক না কেন তার ব্যক্তিকে সীমিত করে দেয়।

মানবতার দর্শন :

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানবিকতা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আছে সূর্যের মত এটি মেঘাচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু কখনও নির্বাপিত না। আমি স্বীকার করি যে এই সময় যখন মানব ঘোড়দৌড়ের সাথে একসাথে মিলিত হয় না আগে, মৌলিক উপাদান প্রধানত প্রদর্শিত। শক্তিশালী তাদের শিকার সংখ্যায় উচ্ছাসিত হয় তারা স্কুলের ছেলে অশ্রুবিষয়ক বিকাশের জন্য বিজ্ঞানের নাম গ্রহণ করে যে তাদের নির্দিষ্ট শাশ্বত লক্ষণগুলি তাদের শাসন করার আনুষ্ঠানিক অধিকার ইঙ্গিত করে, যেহেতু ভূমিকম্পের বিস্ফোরক বাহিনী একবারই প্রমাণ

করতে পারত যে, যথেষ্ট প্রমাণ আছে, তার উপর এর শেষপর্যন্ত প্রভাব নেই। এই পৃথিবীর ভাগ্য কিন্তু তারা তাদের পাল্লায় হতাশ হবে।'

ইউনিভার্সাল কালচার :

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানবতার সর্বোত্তম ও উত্তম উপহার দেশটির একটি বিশেষ জাতি হতে একচেটিয়া অধিকারী হতে পারে না, এর সুযোগ সীমিত নাও হতে পারে না বা কুমারের ভূগর্ভস্থ ভূগর্ভস্থ ভূগর্ভস্থ ভূখণ্ড হিসেবে গণ্য করা যায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে বিশেষ সৃষ্টি তত্ত্বটি পুরানো হয়েছে এবং একটি বিশেষ অনুকূল জাতিটির ধারণা একটি বর্বর যুগ। আমরা আধুনিক সময়ে বুঝতে পেরেছি যে সার্বজনীন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন কোনো বিশেষ সংস্কৃতিটি সত্য নয়। কেবল একটি বন্দীকে এক নির্জন ঘরে নিন্দা করা বিশ্ব থেকে আলাদা। এটা আমাদের সংস্কৃতি যাতে স্বেচ্ছায় স্বর্ণের শিকল সঙ্গে রাখতে হবে না। বয়স যখন সব সময় এসেছিল কৃত্রিম বেড়া নিচে ভাঙ্গা হয়। শুধুমাত্র যে সার্বজনীন সঙ্গে মূলত সঙ্গতিপূর্ণ যা পরিবেশন করবে।

কিন্তু আমরা বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে তুলনা করার আগে বা তাদের সাথে সহযোগিতা করার আগেই, আমাদের সকল সংস্কৃতির সংশ্লেষণের উপর আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তি থাকা দরকার।'

ঠাকুরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি :

গুরুদেব বলেন, 'আমার ধর্ম একটি কবি এর ধর্ম; আমি এটা সম্পর্কে যে সব মনে হয় দৃষ্টি থেকে এবং না জ্ঞান থেকে আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে আমি মন্দ বিষয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর বা মৃত্যুর পরে কি ঘটতে পারি তা সন্তোষজনকভাবে প্রকাশ করতে পারি না। এবং এখনও আমি নিশ্চিত যে মুহূর্তে আসা আছে যখন আমার আত্মা অসীম স্পর্শ করেছে এবং আনন্দ এর আলোকসজ্জা মাধ্যমে এটি সচেতন হযবে। আমাদের উপনিবেশে বলা হয়েছে যে আমাদের মন এবং আমাদের কথাগুলি সত্য সত্য থেকে দূরে সরে গেছে, কিন্তু তিনি জানেন যে, তাঁর নিজের আত্মার তাৎপর্যপূর্ণ আনন্দে সমস্ত সন্দেহ ও ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক একতা :

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'রাতে আমরা জিনিষের উপর হোঁচট খেয়েছি এবং আসলে তাদের পৃথক পৃথকীকরণের ব্যাপারে সচেতন হয়েছি, কিন্তু দিনটি মহান একতা প্রকাশ করে, যা তাদেরকে আলিঙ্গন করে। আর মানুষ, যার ভেতরের দৃষ্টি তার চেতনার

টিপ্পনী

আলোকসজ্জা, আধ্যাত্মিক একতা জাতি সমস্ত পার্থক্য উপর সুপ্রিম রাজত্ব উপলব্ধি, এবং তার মন আর awkwardly মানুষের বিশ্বের বিচ্ছিন্নতা পৃথক ঘটনা উপর হোঁচট খাওয়া; তাদের চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করে, তিনি উপলব্ধি করেন যে শান্তি আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য যা সত্য বাস করে, এবং কোন বাইরের সমন্বয় না, সৌন্দর্য যে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বাস্তবতা, যা আমাদের ভালবাসার প্রতিক্রিয়া তার পূর্ণতা জন্য অপেক্ষা শাশ্বত আশ্বাস বহন করে।'

টিপ্পনী

2.2.1 ঠাকুর ও শিক্ষা :

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে শিক্ষার মানবসমাজের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য-আত্মা পূর্ণতা ও স্বাধীনতা। সন্তানের কাছে, পরিবেশ তার স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপের জন্য একটি সর্বদা প্রস্তুত পটভূমি প্রদান করবে; কিশোর বয়সে, এটি বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী কৌতূহল একটি বস্তু হবে; প্রাপ্তবয়স্ক তার মাটিতে দেখতে পাবেন, যার উপর তার দেশ এবং তার মানুষ বেড়ে ওঠে, মানব অস্তিত্বের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি।

সর্বভারতীয় শিক্ষা :

রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে মন এবং শরীরের অনুষঙ্গের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ এবং অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে। অন্য সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা প্রতিটি লাভ শক্তি যদি শরীরের শিক্ষা মনের শিক্ষার সাথে এগিয়ে যায় না, তবে পরবর্তী শক্তি শক্তি সংগ্রহ করতে পারে না। আমাদের জানা উচিত যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত প্রচেষ্টার মহান কাজটি মনের শিক্ষার জন্য এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রদান করা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তার আশ্রমে প্রতিটি ছাত্রকে কিছু ধরণের হস্তশিল্প বা অন্য কোনও কাজে দক্ষ করার জন্য শেখানো উচিত। একটি বিশেষ ধরনের হাতওয়ার্ক শিখতে মূল উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, অঙ্গগুলির ব্যায়ামের মাধ্যমে মনকে শক্তিশালী করা হয়।

শিক্ষায় বাস্তববাদ

গুরুদেব বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রতিটি দিক-অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নান্দনিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়কে আবৃত করবে; এবং আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের খুবই হৃদয়গ্রাহী হওয়া উচিত, বিভিন্ন সহযোগিতার জীবিত বন্ড দ্বারা এটির সাথে সংযুক্ত। সত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হল আমাদের পদক্ষেপের সাথে কিভাবে প্রশিক্ষণের এবং জ্ঞান আমাদের জৈবিক সম্পর্কের প্রতি পদক্ষেপে উপলব্ধি করতে হয়।

শিক্ষা এবং মনের স্বাধীনতা :

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা মনের স্বাধীনতা যা কেবলমাত্র স্বাধীনতার পথের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। যদিও স্বাধীনতার স্বাধীনতা তার জীবনের ঝুঁকি ও দায়িত্ব হিসেবে স্বতন্ত্র। আমি এটি নির্দিষ্ট জন্য জানি, যদিও অধিকাংশ মানুষ এটি ভুলে যাওয়া বলে মনে হয়, যে শিশুদের জীবিত হয় জীবিতদের তুলনায় আরো জীবিত, যারা তাদের চারপাশে অভ্যাস তাদের শাঁস নির্মিত হয়েছে। অতএব, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নের জন্য একেবারে অপরিহার্য, তাদের শিক্ষার জন্য তাদের কোনও স্কুলে না থাকা উচিত, কিন্তু এমন একটি জগৎ যার নির্দেশক মনোভাব ব্যক্তিগত প্রেম। এটি একটি আশ্রম হতে হবে যেখানে মানুষ জীবনের সর্বোচ্চ শেষের জন্য জড়ো হয়। প্রকৃতির শান্তি, যেখানে জীবন নিছক ধ্যানমগ্ন নয়, যেখানে তার কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি জাগ্রত হয়, যেখানে ছেলেদের মন চিরস্থায়ীভাবে বিশ্বাস করা যায় না যে নিজেদের আদর্শ। জাতির মূর্তিপূজা তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য আদর্শ। ; যেখানে তারা ঈশ্বরের বিশ্ব হিসাবে ঈশ্বরের বিশ্ব উপলব্ধি দাওয়া হয়রাজত্ব যার নাগরিকত্ব তারা কামনা আছে; যেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত এবং নক্ষত্রের নীরব মহিমা দৈনিক উপেক্ষা করা হয় না; যেখানে ফুল ও ফলের প্রকৃতির উত্স মানুষের কাছ থেকে তাদের আনন্দের স্বীকৃতি রয়েছে; এবং যেখানে যুবক ও বৃদ্ধ, শিক্ষক ও ছাত্ররা একই টেবিলে তাদের দৈনন্দিন খাবার এবং তাদের শাশ্বত জীবনের খাবার খাওয়ার জন্য বসে আছে।'

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা :

শিক্ষার বিষয়ে এবং স্বাধীনতার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি তাদের কখনো বলেছিলাম না: এটা করবেন না, বা এটা করবেন না। আমি তাদের গাছপালা চড়ে বা তারা যেখানে পছন্দ সম্পর্কে যেতে না তাদের প্রতিরোধ। প্রথম থেকে আমি তাদের বিশ্বাস করি এবং তারা সবসময় আমার বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া। মাতাপিতা আমাকে তাদের সবচেয়ে কঠিন শিশুদের পাঠাতে চেয়েছিলেন, যারা অবিশ্বাস্য হতে অনুমিত ছিল। যখন শিশুরা স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের বায়ুমণ্ডলে নিজেদের খুঁজে পেয়েছিল, তখন তারা আমাকে কোন কষ্ট দেয়নি। ছেলেদের তাদের নিজস্ব বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য উৎসাহিত করা হয়, এবং তাদের নিজের বিচারক নির্বাচন করার জন্য, যদি কোন শাস্তি দেওয়া হয়। আমি তাদের কখনো শাস্তি দিই নি।'

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্ব-সরকার মাধ্যমে শৃঙ্খলা :

গুরুদেব শৃঙ্খলা চিহ্নের নিম্নলিখিত মতামত অনুষ্ঠিত, 'কোন বাধ্যতা ছেলেদের মধ্যে শৃঙ্খলা চালানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়, তারা তাদের নিজস্ব সমীক্ষা, উপলব্ধি করা আবশ্যক, কি সামাজিক-বিরোধী এবং কি পছন্দনীয় হয়। আবার এখানে সহযোগিতা উৎসাহিত হয় এবং যে কোন বিতর্ক দেখা দেয় ভিকরা সভায়, অথবা ন্যায়বিচারের আদালতে, যেখানে তারা স্থিরীকৃত হয় অথবা অপরাধীদের কাছে শাস্তি প্রদান করা হয়। একটি রেকর্ড এই ক্ষেত্রে রাখা হয়, অপরাধের এবং শাস্তি। যাইহোক, বিচারা সভা একটি বিরোধ নিষ্পত্তি স্থগিত নিজেকে অযোগ্য মনে করা উচিত, বিষয় বাবা যিনি হিসাবে বলা হয় শিক্ষক গ্রহণ করা হয় (বড় ভাই) এবং যারা কিভাবে বেহুদা, এবং ফলপ্রসূ কাজ থেকে বিরক্ত হয় প্রমাণের একটি সুযোগ হিসাবে।'

একটি আদর্শ স্কুল :

রবীন্দ্রনাথের মতে, 'একটি আশ্রম এমন একটি আদর্শ স্কুল হতে হবে যেখানে মানুষ জীবনের সর্বাধিক প্রান্তে প্রকৃতির শান্তির জন্য একত্রিত হয়েছে; যেখানে জীবন নিছক ধ্যানজ্ঞানহীন নয়, বরং তার কার্যকলাপে সম্পূর্ণভাবে জেগে; যেখানে ছেলেদের মন চিরস্থায়ীভাবে বিশ্বাস করতে পারে না যে, জাতির স্ব-প্রতিমা পূজা আদর্শ তাদের পক্ষে আদর্শ আদর্শ; যেখানে তারা ঈশ্বরের রাজত্ব হিসাবে মানুষ এর বিশ্বের বুঝতে যাদের নাগরিকত্ব তারা কাম্য করে। যেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত এবং নক্ষত্রের নীরব মহিমা দৈনিক উপেক্ষা করা হয় না; যেখানে প্রবাহিত ও ফলের প্রকৃতির উত্সব মানুষ থেকে তাদের আনন্দের স্বীকৃতি আছে; এবং যেখানে যুবক ও বৃদ্ধ, শিক্ষক ও ছাত্ররা একই টেবিলে তাদের দৈনন্দিন খাবার এবং তাদের শাশ্বত জীবনের খাবার খাওয়ার জন্য বসে আছে।'

মাতৃভাষা দ্বারা শেখা :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'এ কারণেই আমরা আমাদের নিজের ভাষায় শেখানো হয়েছিল যে আমাদের মন দ্রুতগতিতে চলেছে; শেখার যতটা সম্ভব খাওয়া প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত। প্রথম ধাক্কা থেকে শুরু হওয়া স্বাদ যখন এটি লোড হওয়ার আগে পেট ফাংশন থেকে জাগ্রত হয়, যাতে তার হজম রসগুলি পূর্ণ খেলা পায়। তবে এই রকম কিছুই ঘটবে না, তবে যখন বাংলা বাঙালি ইংরেজিতে শেখানো হয়।

'প্রথম ডায়াবেটিসের মতামত উভয়ই দাঁত উভয়ের মধ্যে ঢেকে যায় - যেমন

মুখে ভয়াবহ ভূমিকম্প! এবং সময় দ্বারা তিনি আবিষ্কার করেন যে মুরগির জিন পাথর নয়, কিন্তু একটি হজমযোগ্য বোনাস, অর্ধেক তার আংশিক জীবন জীবনের শেষ হয়। যদিও একটি বানান ও ব্যাকরণের উপর বিস্ফোরণ ও স্প্ল্যাটারিং হয়, তবু ভেতরে ভুগতে থাকে এবং যখন স্বাদ অনুভব হয়, তখন ক্ষুধা বিলীন হয়ে যায়।'

ইংরেজী ভাষা

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষাটি স্বীকৃতি দিতে পারে না। এটা আমাদের দৈনিক জীবনের বর্তমান চাহিদার অপরিহার্য নয় কারণ নয়, কিন্তু ইউরোপের বিজ্ঞান ও শিক্ষার জন্য আজকে সমস্ত মানবজাতির সম্মান জিতেছে। এই জাতীয় অযৌক্তিকতার অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্য মন্দকে পূর্বাভাস দেওয়া হবে। আমাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য ইংরেজী শিক্ষা আমাদের প্রয়োজনীয়তা এবং মূঢ়তা থেকে আমাদের মনকে বাঁচানোর প্রতি তার শক্তিশালী প্রভাবের জন্য প্রয়োজনীয়।'

ধর্মীয় শিক্ষা :

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সত্যিই কি প্রয়োজন হয় না মন্দির বা বহিরাগত প্রথা এবং রীতিনীতি। আমরা আশ্রম চাই যেখানে প্রকৃতির স্পষ্ট সৌন্দর্য মানুষের মনের বিশুদ্ধ চর্চা সঙ্গে মিলিত হয় উপযুক্ত প্রচেষ্টা জন্য একটি পবিত্র সাইট তৈরি করেছে। প্রকৃতি এবং মানুষের আত্মা একসাথে বিবাহিত আমাদের মন্দির গঠন করা হইবে, এবং আমাদের উপাসনা নিঃস্বার্থ ভাল কাজ ...। যেমন একটি স্পট, যদি পাওয়া যায়, ধর্মীয় শিক্ষা জন্য সত্য বায়ুমণ্ডল প্রদান করা হবে। কারণ, আমি আগেই বলেছি যে, মানব প্রকৃতির রহস্য অনুযায়ী, ধর্মীয় শিক্ষাকে কেবলমাত্র ধার্মিকতার প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্ভব; সব কৃত্রিম উপায়েই কেবল বিকৃত বা আটকানো।'

ধর্মের শিক্ষাদান :

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মের শিক্ষাকে পাঠের আকারে প্রদান করা যাবে না, সেখানে সেখানে বসবাসের ধর্ম আছে। অতএব, বন উপনিবেশ আদর্শ আধ্যাত্মিক জীবনের সত্য স্কুল হিসাবে ঈশ্বরের সন্ধানকারীদের এই যুগে এমনকি ভাল ভাল। ধর্ম একটি আপেক্ষিক বিষয় নয় যা নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক বা দৈনিক পরিশ্রমের মধ্যে ডেল করা যায় যেমন স্কুল পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে একটি। এটা আমাদের সম্পূর্ণ হচ্ছে সত্য, অসীম সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক চেতনা; এটা আমাদের জীবনের মাধ্যাকর্ষণ সত্য কেন্দ্র।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আমরা আমাদের শৈশবকালে প্রতিদিন এমন স্থানে বসবাস করতে পারি যেখানে আধ্যাত্মিক জগতের সত্য কৃত্রিম গুরুত্ব অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা একটি ভিড় দ্বারা আবৃত নয়; যেখানে জীবন সহজ, প্রশস্ত স্থান এবং বিশুদ্ধ বাতাস এবং প্রকৃতির গভীর শান্তি দ্বারা অবসর পূর্ণতা দ্বারা বেষ্টিত; এবং যেখানে মানুষ তাদের আগে অনন্ত জীবন একটি নিখুঁত বিশ্বাস সঙ্গে বাস।

সত্যিকারের সংস্কৃতি :

সংস্কৃতি একটি আত্মা এবং আত্মতৃপ্তি একটি সম্পূর্ণ হিসাবে মানুষের মানুষের স্বর্গীয়তা থেকে সিদ্ধি পূরণ করে। তার প্রভাবের অধীনে একজন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিশ্রম লাভ করে এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজের স্বার্থে জ্ঞান অর্জন এবং নিঃস্বার্থমূলক কর্মের জন্য উদ্দীপনা প্রাকৃতিক হয়। কাস্টম সংস্কৃতিটি কাস্টম এবং কনভেনশনের যান্ত্রিক রীতির তুলনায় প্রাকৃতিক সৌজন্যে বৃহত্তর সঞ্চয় করে। এটি মানবীয় লেনদেনের কার্যকরী সমাপ্তির জন্য কৃতিত্বের কৃতিত্বের জন্য উত্সাহ দেয় না। একজন সভ্য ব্যক্তি বরং নিজেকে অপমান করার চেয়ে আহত হবে। তিনি ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে parading বা স্বার্থপর পরাস্ত করতে নিজেকে পরাস্ত লজ্জা হয়। যাহা যাহাই হউক না বা মিথ্যা দোষ তাহার। তিনি শিল্প, সাহিত্য এবং ইতিহাসে সেরা যে সব সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি, কারণ সব গোলক মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান মধ্যে আনন্দে লাগে। তিনি বিচার করতে পারেন এবং ক্ষমা করতে পারেন এবং অন্যদের মতামতগুলির পার্থক্য সত্ত্বেও অন্যদের মধ্যে ভাল বক্তব্যকে প্রশংসা করতে পারেন। অন্যদের সাফল্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার জন্য নিজেকে অপমান করা।

শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবাদ :

রবীন্দ্রনাথের রচনা 'আর্বন'-তে আমাদের মনের এবং আমাদের জীবনকে তাজা বাতাস ও মুক্ত আলো দিতে এবং এই সরল ও প্রাকৃতিকের সার্বভৌমত্বকে সমর্থন ও সম্মানের জন্য প্রশংসা করে। 'তপোভান' (বন কলোনী) নামে আরেকটি প্রবন্ধ 'শিকস সামস্যে' একটি মূল্যবান সম্পূরক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এটি প্রাচীন সভ্যতার জন্মস্থান হিসাবে বনের আত্মা ব্যাখ্যা করে। ঐক্য বা সার্বজনীন চেতনা সব অস্তিত্ব মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়, এবং বন তার মহৎ উদ্ভাস হয়।

বন আমাদের কাছে শান্তি ও বিশুদ্ধতা, সুখের অনুভূতি এবং বিশুদ্ধ আনন্দ-নিরবচ্ছিন্নতা ও ত্যাগের বার্তা রয়েছে। বনের প্রকৃতি 'একটি বিশাল দৃষ্টান্ত প্রদান করে যার

বিরুদ্ধে সকল বস্তু, সকল অনুভূতি, অতিরঞ্জিত আকৃতি হ্রাস এবং যথাযথ অনুমান অনুমান করা। 'টোপোভানে' একটি নতুন ধারণা চালু করা হয়েছে। বনের বার্তা পাওয়া যায় এবং অনুভূতি সম্প্রসারণ বা আমাদের মধ্যে 'অনুভূতি' বাড়ানোর মাধ্যমে শুধুমাত্র অনুভূত হতে পারে। এটা না চোখ বা কান, না সব ইন্দ্রিয় এবং না এমনকি এমনকি এই মহৎ বার্তা পড়তে পারে যে বুদ্ধি না। এটা শুধু অনুভূতি অনুভূতির গভীরতা এবং সহানুভূতির সুযোগকে বাড়ানোর জন্য একজনকে অনুভব করতে শিখতে হবে। 'বাধার সাধনা', বা আমরা 'অনুভূতির শিক্ষা' বলতে পারি-যে সত্যিই চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, 'আমাদের অব্যাহতভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, জ্ঞানের শিক্ষা, বুদ্ধির শিক্ষা, অনুভূতির শিক্ষা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সম্মানের স্থান গ্রহণ করা উচিত নয়।' এ কারণে তিনি আমাদের সত্য শিক্ষা শুধুমাত্র বনের মধ্যে প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে এবং নিখুঁত ধর্মাচরণের মাধ্যমে সম্ভব।'

'ক কের স্কুলে' একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা যা জীবন ও শিক্ষায় প্রকৃতির স্থান দেখাচ্ছে। শিশুদের অজ্ঞানতা নবীনতা উপহার আছে তারা মানব সমাজের সাথে প্রাকৃতিক প্রকৃতির এবং মানুষের সাথে প্রাকৃতিক হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'আমাদের পরিপূর্ণতার জন্য আমাদের অত্যন্ত মারাত্মক এবং মানসিকভাবে সভ্য হতে হবে।' তবে দুঃখের বিষয় হল যে, একটি শিশুকে এমন একটি শহরে সমবেত করা হয় যেখানে মানুষ সর্বত্র বাস করে। । সন্তানদের এই দুনিয়াতে নিয়ে আসার সুখী ক্ষমতা ছিল 'জীবনের ইট-মর্টার বিন্যাসের সাথে ঘর্ষণ দ্বারা ধীরে ধীরে।' শহরের তৈরি শিক্ষা আমাদের মধ্যে অ-সভ্যতার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না, যা জীবনের আন্দোলনের জন্য রঙের জন্য তৃষ্ণার্ত, সংগীতের জন্য। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্কুলের শিশুদের 'প্রকৃতির জন্য তাদের অনুভূতির নতুনত্ব, আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটি সংবেদনশীলতা' বিকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন'।

তিনি শিশুদের মত জীবনযাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যার মন, গাছের মতো, তার আশপাশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রয়েছে। সাংস্কৃতিক বায়ুমণ্ডল ধনী জাতিগত উত্তরাধিকার, মহিমান্বিত ঐতিহ্য এবং বয়সের সন্নিহিত জ্ঞানের প্রতি সংবেদনশীল মন রাখে। স্কুল বায়ুমণ্ডল অবশ্যই আত্মার সংবেদনশীলতা বিকাশ এবং অজ্ঞতা এবং উদাসীনতা বন্ধন থেকে মনের স্বাধীনতা অনুমতি দিতে হবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের মনের স্বাধীনতা, শান্তি ও সার্বজনীন প্রেম :

এটম এবং হাইড্রোজেন বোমার দরজায়, রবীন্দ্রনাথের মনের স্বাধীনতা, শান্তি ও সার্বজনীন ভালবাসা, জীবনের পূর্ণতা এবং মানব আনুগত্য থেকে বিশ্বের অনেক কিছু শেখার আছে, যাতে করে একটি ভাল পৃথিবী সৃষ্টি করা যায় পুরানো বিশ্বের তিনি বলেন, 'যখন মন ভয়হীন হয় এবং প্রয়োজন উচ্চতর হয়, যেখানে জ্ঞান মুক্ত থাকে, যখন সংকীর্ণ অভ্যন্তর দেয়ালের দ্বারা পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যায় না যেখানে শব্দগুলি সত্যের গভীরতা থেকে বেরিয়ে আসে, যেখানে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তার বাহুর পরিপূর্ণতার দিকে, যেখানে পরিষ্কার পরিষ্কার প্রবাহ মৃত অভ্যাসের মরুভূমির মরুভূমির বালি ভেঙ্গে গেছে, যেখানে মন এগিয়ে যায় চূড়ান্ত চিন্তাধারা এবং পদক্ষেপে, স্বাধীনতার স্বর্গে, আমার পিতা, আসুন আমার দেশ জাগ্রত।'

শান্তিনিকেতন আশ্রম (শান্তি অব্যাহত) :

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন মহান শিক্ষাবিদ। তিনি একজন স্বপ্নদর্শী ছিলেন না যিনি তার নীতি ও জীবনের দর্শনের উত্তরাধিকারের পিছনে রয়েছেন। তিনি সবচেয়ে গঠনমূলক ভাবে তাদের আউট কাজ। তিনি সর্বদা একটি বায়ুমণ্ডল তৈরি করতে চেয়েছিলেন যা তিনি অনুভব করেন জীবনের শিক্ষার চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে শ্রেণীকক্ষের চারটি দেয়াল ছোট শিশুদের স্বাধীনতা সীমিত করেছে। তার কাছে ঐতিহ্যবাহী স্কুল ছিল কারাগারের মত। তিনি বলেছিলেন, 'ঘরটি মানুষের বাসস্থানের তুলনায় একটি কবুতরের তালিকায় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পুরো মানুষ ছিল বিষণ্ণ। সময় অতিবাহিত হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নষ্ট করা হয়েছে। 'তাঁর শিক্ষক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,' শিক্ষকদের মধ্যে কেবল আমার একমাত্র মনে আছে, যার ভাষা এতই অশোভন ছিল যে, তার প্রতি নিন্দা জানানোর জন্য আমি দৃঢ়ভাবে তার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলাম। 'তিনি আরও মন্তব্য করেন,' আমি আমার পাঠের তুলনায় আরো সহজে শিক্ষার প্রক্রিয়ার অন্তর্গত সকল অবিচার, উদ্বিগ্নতা, রাগ এবং পক্ষপাতহীনতা সম্পর্কে শিখেছি। 'তাঁর মতে স্কুলটি' পার্শ্ববর্তী জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং সৌন্দর্য '। এটি একটি 'কারাগারের মতো নিরন্তর দুঃস্বপ্ন' ছিল। বায়ুমণ্ডল অনুপস্থিত ছিল যেখানে কোন প্রচেষ্টা করা হয়নি 'বালক হৃদয় আকর্ষণ। পুরোটা ছিল হতাশার'।

শান্তিনিকেতন এর অবস্থান

এটি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল যে স্কুল 1901 সালে বলপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা কলকাতা থেকে প্রায় একশ মাইল দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শের বাস্তব আকৃতি প্রদানের জন্য এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কুল প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত ছিল:

1. ছাত্রদের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ প্রদান

2. শিশুদের প্রকৃতির একটি ভালবাসা চাষ সাহায্য, এবং সব জীবিত প্রাণীদের জন্য সহানুভূতি আছে

3. তাদের মাতৃভাষায় শিশুকে জ্ঞান প্রদান করা

4. স্বাধীনতা একটি বায়ুমণ্ডল প্রদান করে শিশুদের শিক্ষিত করা

5. তাদের প্রাকৃতিক আশপাশের সচেতন করে শিশুকে শিক্ষিত করার জন্য

6. শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহের পরিবেশ প্রদান করে শিশুদের শিক্ষিত করা

7. প্রাচীন তপোবনের শান্তিময় পরিবেশ প্রদানের জন্য- বন

তিনি উপনিবেশে এত পড়াশুনা করেছেন এমন বিদ্যালয়গুলি

স্কুল প্রধান বৈশিষ্ট্য :

স্কুল প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

1. এটা মনের স্বাধীনতা ধারণার উপর ভিত্তি করে।

2. এটি একটি সহ-শিক্ষাগত এবং আবাসিক প্রতিষ্ঠান।

3. এটি একটি কমিউনিটি স্কুল যেখানে জাতি ও ধর্মের কোন পার্থক্য নেই।

4. মাতৃভাষা নির্দেশের মাধ্যম।

5. সিউইচ, বই-বাঁধাই, বয়ন, কার্ফেনটিসসহ কারুশিল্পের শিক্ষা স্কুলটিতে সরবরাহ করা হয়।

6. অঙ্কন, শিল্প এবং সঙ্গীত পাঠ্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

7. ছাত্রদের তাদের শখ এবং পেশা নির্বাচন করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করা হয়।

8. এটি একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান - এটি একটি দুগ্ধ খামার, পোস্ট অফিস, হাসপাতাল এবং কর্মশালায়। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব কোর্ট ধরে রাখে।

9. এটি শিক্ষকের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্য প্রদান করে। ক্লাসে

টিপ্পনী

শিক্ষার্থীদের সংখ্যা খুব ছোট।

10. স্বাধীনতা একটি বায়ুমণ্ডল আছে - একটি বায়ুমণ্ডল যে কি এবং don'ts বিনামূল্যে হয়।

11. একটি সুসংগত লাইব্রেরি আছে।

12. এটি ম্যানুয়াল শ্রম প্রদান করে।

13. এটি প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। প্রকৃতির সৌন্দর্যের বায়ুমন্ডলে তার বিভিন্ন রঙ এবং নাচ, ফুল ও ফল, তার সকালের আনন্দ এবং তার স্টেরি রাইটের শান্তি নিয়ে তার বিভিন্ন সৌন্দর্যের সাথে রয়েছে।

টিপ্পনী

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে :

1. 'প্রথমে, আমি শান্তিনিকেতনে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি এবং এখানে প্রকৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলিতে তাদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এখানে শিশুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি আমার কাছে এসেছিল যে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে যে অদৃশ্য দুর্বলতা বিদ্যমান ছিল তা মুছে ফেলা হতো এবং সমস্ত মানুষকে বিশুদ্ধ ইউনিভার্স অফ ম্যানে মুক্তি দেওয়া হতো। আমার ভেতরের আকাঙ্ক্ষা আমার প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের ইতিহাসে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটি এই কল দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে মানুষকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয় বরং মানবজাতির মধ্যেও মুক্ত করতে হবে।

2. 'আমাদের স্কুলের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল আমাদের শিক্ষকদের এবং বহিরাগত প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের সরাসরি এবং অবিচলিত মানসিক যোগাযোগ।'

3. 'আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষত্ব হল যে আমরা আমাদের ছাত্রদের প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্য সংস্থায় আনতে চাই। আমরা কিছু বিশেষ অনুষদ এর তীব্র বিকাশ লক্ষ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য হল পরিবেশের সাথে আত্মার সুরেলা মিলনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সর্বভারতীয় উন্নয়ন আনয়ন করা।'

4. 'মানুষের শক্তি তার সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইউনিয়ন গঠনের জন্য সীমাবদ্ধ আমরা কি আমাদের সংস্থায় এই যুগের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য অর্জনে সফল হব না? আমরা কি পৃথিবীর সম্মুখে মনুষ্য ইউনিভার্সিটির আদর্শে অধিষ্ঠিত হব না?'

5. 'আমাদের সংস্কৃতি কেন্দ্র কেবল ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের কেন্দ্রই নয়, বরং তার অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্রও হতে পারে।'

6. 'পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা প্রচারের সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে এক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়াস গঠন করা হয়েছে, যা প্রয়োজনের ও দায়িত্বের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে, যা প্রত্যেকের আজকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী উপলব্ধি করতে হবে।'

7. 'এশিয়া আগে ইউরোপের সংস্কৃতির সাথে সহযোগিতা করার একটি অবস্থানের মধ্যে রয়েছে, সে তার সমস্ত সংস্কৃতির সংশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তার নিজের গঠনকে ভিত্তি করতে হবে।'

'এই বিশ্বাসে, এটিই আমার ইচ্ছা যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগকে সহজে লাইনের দ্বারা প্রসারিত করা, যতক্ষণ না এটি পূর্ব সংস্কৃতির সমগ্র শ্রেণি-আরিয়ান, সেমিটিক, মঙ্গোলিয়াল এবং অন্যান্যদের বোঝায়। এর বস্তুটি পৃথিবীর পূর্ব মন প্রকাশ করতে হবে।'

গ্রামীণ পুনর্নির্মাণের শ্রীনিকেতন কেন্দ্র :

শ্রীনিকেতনের লক্ষ্যটি জীবনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রামে ফিরিয়ে আনা, সেগুলি আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মসম্মানশীল করে তোলে, তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করে এবং তাদের উপযুক্ত করে যাতে তারা আধুনিক সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। তাদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি

ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যগুলি মূলত বিশদভাবে উল্লিখিত, নিম্নরূপ:

1. তাদের জীবন ও কল্যাণে যে সমস্ত উদ্বেগ এবং তাদের সর্বাধিক সংকটাপন্ন সমস্যা সমাধানে তাদের সহায়তা করার জন্য একটি প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা করে সত্যিকারের আগ্রহ নিয়ে গ্রামবাসী ও কৃষকদের বন্ধুত্ব ও স্নেহ জয় করতে।

2. গবেষণা এবং আলোচনা জন্য গ্রাম এবং ক্ষেত্রের শ্রেণীকক্ষ সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সমাধান জন্য পরীক্ষামূলক খামার

3. তাদের স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য উন্নত করার একটি প্রচেষ্টা গ্রামীনদের শ্রেণীকক্ষ এবং পরীক্ষামূলক খামার অর্জন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বহন; তাদের সম্পদ এবং ক্রেডিট বিকাশ; তাদের উৎপাদন বিক্রয় এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা যে তাদের সর্বোচ্চ সুবিধা দেয় কিনতে সাহায্য; ক্রমবর্ধমান ফসল এবং সবজি এবং পশুপাখি রাখার ভাল পদ্ধতি প্রদান; কলা এবং কারুশিল্প শিখতে এবং অনুশীলন করতে তাদের উৎসাহিত করতে; এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট জীবন, পারস্পরিক সহায়তা এবং সাধারণ প্রচেষ্টার ঘরে

টিপ্পনী

ঘরে আনা

4. ছেলেমেয়েদের স্কাউট আদর্শ ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার একটি সর্বাত্মক পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য, নাগরিকত্ব ও জনসাধারণের দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, যেগুলি তারা গ্রামবাসীদের প্রতি আপীল করে এবং তাদের উপায়ের মধ্যে থাকে এবং ধারণক্ষমতা

টিপ্পনী

5। কর্মীদের এবং ছাত্রদের আন্তরিক সেবা একটি আত্মা এবং স্বার্থে এবং তাদের দরিদ্র, কম শিক্ষিত এবং ব্যাপকভাবে হয়রানি প্রতিবেশীদের সাথে কমরেড হিসেবে আত্মত্যাগ করার ইচ্ছার উত্স উৎসাহিত করার জন্য গ্রামের

6. শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের স্বনির্ভর মূল্যবোধ, শারীরিক ও নৈতিক, এবং বিশেষ করে তাদের নিজেদের হাতে যা কিছু শেখার জন্য সেগুলি শেখানোর জন্য প্রশিক্ষিত করা, যা একটি গ্রামের গৃহকর্তা বা কৃষক জীবিত, সম্ভবত, আরো দক্ষতার জন্য কাজ করে

7. চাষ, ডায়রিয়াম, পশুচাষ, হাঁস পালন, কার্পেট, স্মিথিং, বয়ন, ট্যানিং, বাস্তব স্যানিটেশন কাজ এবং সহযোগিতার শিল্প এবং আত্মা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য।

8. শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব উপকার এবং তাদের সহকর্মীদের জন্য তাদের দ্বারা অর্জিত জ্ঞান মনে এবং রেকর্ড করার প্রশিক্ষণ তাদের বাস্তবিক কাজের সাথে যুক্ত বিজ্ঞানের মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা।

বিশ্বভারতী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান:

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করছে:

1. সিসু ভবনে (নার্সারি স্কুল)

2. পথ ভবন (স্কুল বিভাগ-ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা)

3.শিক্ষ ভবন (উচ্চ মাধ্যমিক)

4. বিদ্যাভবন (অধীন-গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ এবং রিসার্চ কলেজ)

5. বিনয় ভবন (শিক্ষক কলেজ)

6. কলা ভবন (ফাইন আর্টস এবং কারুশিল্পের কলেজ)

7. সঙ্গীভবন (সঙ্গীত ও নৃত্যের কলেজ)

8. শ্রীনিকেতন (গ্রামীণ পুনর্নির্মাণ বিভাগ)

9. শিক্ষাসত্র (গ্রামীণ হাই স্কুল)

10. শিল্প সদন (কলেজের শিল্প প্রশিক্ষণ)

11. চিনা ভবন (ভাষা স্কুল, যেমন, চীনা, তিব্বত, ইত্যাদি)

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের অবদান এবং প্রভাব :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন মহান ব্যবসায়ী। তিনি একটি অত্যন্ত গঠনমূলক ভাবে তার ধারণা এবং আদর্শের কাজ করেছেন। তার সব তত্ত্ব ও ধারণার পরিপূর্ণতা বিভিন্ন দিকের মতামত পাওয়া যায়। তিনি 'তাঁর সামাজিক আদর্শ বাস্তবায়ন করতে সংগ্রাম করেছেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার সংগ্রাম' করেছেন। তাঁর শিক্ষাগত আদর্শগুলি উপলব্ধি করার জন্য তিনি শান্তিনিকেতন তৈরি করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কথায়, 'তাঁর মাধ্যমে (রবীন্দ্রনাথ) ভারত মানবজাতিকে তার বার্তা দিয়েছে এবং সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য কৃতিত্ব অদ্বিতীয়ভাবে নিজের জন্য অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছে এবং ভারতের অবস্থানকে উত্থাপিত করেছে বিশ্বের মূল্যায়ন।'

ঠাকুর, বহুমুখী প্রতিভা এবং আমাদের জাতীয় সংগীত জননা মানার দানকারী, ভারতীয়দেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দেশটির ঐক্য বজায় রাখার জন্য এবং এটির প্রতি উৎসর্গীকৃত হওয়ার আহ্বান জানান।

একটি প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ, পুস্তালোজজী এবং ফোরবেল ফোস্টার ওয়াটসন এনসাইক্লোপিডিয়া এবং ডিকশনারি অফ এডুকেশন এ পর্যবেক্ষণ করেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে রুশোর আদর্শের প্রত্যাবর্তন বেশিরভাগই গ্রহণ করে, তবে মানব প্রকৃতির পাশাপাশি বহিরাগত প্রকৃতিও রয়েছে, যা মূলত উভয়ের সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে।' রুসেউ'র নেতিবাচক শিক্ষার পরিবর্তে, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা এবং ধারণাগুলির সমৃদ্ধ পরিবেশ প্রয়োজন। রুসেও এর মতাদর্শ তাত্ত্বিক রয়ে গেছে। অন্য দিকে, ঠাকুর তাঁর মতাদর্শের জন্য একটি বাস্তব আকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বাস্তববাদী। তিনি আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং ভারতবর্ষের শৃঙ্খলা, রীতিনীতি ও শিল্পের সাথে পশ্চিমা শিল্প ও বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সর্বোত্তম বিষয়গুলির সমন্বয় সাধনের জন্য কৃতিত্ব অর্জনের যোগ্য। তার মর্যাদা দুটি যুগের

ক্রস রোডের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে - ঐতিহ্যগত এবং আধুনিক; এবং দুটি বিশ্ব-পূর্ব ও পশ্চিম।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার দর্শনকে প্রভাবিত করে এমন ফ্যাক্টর

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিত ছিল:

1. হোম পরিবেশের প্রভাব

স্কুল পরিবেশের প্রভাব

3. প্রকৃতির জন্য ভালবাসা

4. তার ব্যাপক পরিদর্শন

টিপ্পনী

2.3. মহাত্মা গান্ধী :

এম কে গান্ধী (মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী) ১৮৬২ সালের ২ অক্টোবর কাতিয়াওয়াডের পোরবাণ্ডারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দেওয়ান: স্কুলে একজন ছাত্র হিসেবে তিনি ধীর, লজ্জা এবং দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। যাইহোক, সত্যের তার পালনকর্তা সত্য এবং অবিচ্ছিন্ন ছিল। 18 বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন করার পর, তাকে বারের জন্য নিজের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল। চার বছর পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন, তিনি বোম্বেতে আইন পালন করতেন কিন্তু খুব সফল ছিলেন না। 1893 সালের এপ্রিল মাসে, তিনি একটি দৃঢ় পক্ষের পেশাদার কাজের সাথে সম্পর্কিত দক্ষিণ আফ্রিকায় ডারবানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর প্রায় 20 বছর থাকার সময় ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনধারা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিল যে তিনি সত্যাগ্রহের অস্ত্রশস্ত্র (অহিংস প্রতিরোধের নীতি) অনুশীলন করেছিলেন যখন তিনি ভারতীয়দের অবমাননাকর ঘটনাগুলির অপমানজনক ঘটনা দেখেছিলেন। তিনি 1894 সালে নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সলালের টলস্টয়ে ফার্মে তাঁর শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গান্ধীর শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি আকৃষ্ট হয়। খামারটিতে তিনি নিজের পুত্র ও অন্যান্য সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ জন্য 8 ঘন্টা একটি দিন এবং শুধুমাত্র শিক্ষার বইয়ের জন্য 2 ঘন্টা উৎসাহিত ছিল। 6 থেকে 16 বছর বয়সী শিশুরা 'শিখতে শেখা' এবং 'সহযোগিতা শেখার' খুব খুশি ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জয় লাভের পর, গান্ধী 1914 সালে ভারতে এসেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে এবং পরে সাবর্মি ও সেবাদগ্রামে অল্প সময়ের জন্য তাঁর শিক্ষাগত

পরীক্ষাগুলি চালিয়ে যান, যেখানে তিনি নিজের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেবাগ্রাম অশ্রাম বর্ধমান থেকে 11 মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেই গান্ধী তাঁর নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণাকেই ভাবিনি বরং স্বাধীনতা যুদ্ধেও লড়াই করেছিলেন।

2.3.1. এম. কে. গান্ধী: জীবনী ও কার্যকলাপ

টিপ্পনী

মহাত্মা গান্ধী (1862-1948) ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভারতীয় রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আসেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং নিপীড়ন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে এবং সমগ্র জাতি দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে ভুগছিলো বলে জনগণের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার নীতিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। মডারেট নেতাদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, কিন্তু চরমপন্থী ও সন্ত্রাসীরা সমানভাবে হতাশ ও নেতাহীন ছিল। বার পিছনে চরমপন্থীদের অধিকাংশ এবং বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে সরকার কর্তৃক দমনমূলক পদক্ষেপের তীব্রতা, রাজনৈতিক চরমপন্থা গুরুতরভাবে সীমিত ছিল। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল এবং লালা লজ্জার রায়ের মতো চরমপন্থী নেতারা 1907 সালে সুরত কংগ্রেসের পরে তাদের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও কর্মসূচি পাল্টে দিয়েছিলেন। এ সময় দেখা যায়, অন্ততপক্ষে, তারা সরকারের প্রতি তাদের অসম্মানজনক মনোভাবকে স্থগিত করেছিল। অরবিন্দ ঘোষ সন্ত্রাসীদের নিন্দা করে এবং তাদের অধিকারের জন্য তাদের সংগ্রামে জোর দিয়ে বলেন, ভারতীয়রা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের জন্য ঘৃণা করবে না। তিনি তাঁর আগের বিপ্লবকে মেনেই বলেছিলেন যে তাঁর দল স্বরাজের প্রগতিশীল পদক্ষেপের ভিত্তিতে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত হবে।

বীপিন চন্দ্র পালও খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে তাঁর অসম্মানজনক অবস্থান পরিবর্তন করেন যে, প্যাসিভ প্রতিরোধের ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন করার অধিকার অস্বীকার করেনি। এটি মূলত অবাধ এবং অত্যধিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লক্ষ্য ছিল। লজ্জিত রায়ও পাঞ্জাবের জঙ্গি আন্দোলনের ফলাফল এবং হতাশাজনক সরকারের অত্যাচারের কারণে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে যান এবং তিনটি বিষয়কে তার সময় দেন- দুর্ভিক্ষের ত্রাণ, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং অচেতন।

এই সমালোচনামূলক সময়ে, দেশটি মহাত্মা গান্ধীর দৃঢ়তার এক নেতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। তার ব্যক্তিত্বে, রাজনৈতিক সংযম ও চরমপন্থার সেরা উপাদানগুলির সুসংগঠিত মিশ্রণ ছিল। মধ্যপন্থীদের মতো, তিনি ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়

টিপ্পনী

বিচার ও মেলা খেলা সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসে ছিলেন। ব্রিটেনের সংসদীয় প্রতিষ্ঠান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ জনগণের কাছে সব সাহায্যের জন্য ভারতীয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি তাঁর রাজনৈতিক 'গুরু' হিসাবে জি কেওখালকে গ্রহণ করেন এবং শত্রুদের প্রতি ভালোবাসা সহ ব্রিটিশ ও হিন্দুদের ভালবাসা ও অহিংসা নীতির প্রচার করেন। কিন্তু একই সময়ে, তিনি জানতেন যে প্রার্থনা এবং আবেদনপত্রের মধ্যপন্থী পদ্ধতিগুলি আর কোনও কাজে ব্যবহার করা হবে না। তিনি চরমপন্থী নেতাদের অজানা শক্তি এবং দৃঢ়তার সাথে কথা বলেন, এমনকি প্রেম ও অহিংসার ভাষায় ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলভাবে কথা বলার সময়ও তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অন্তরে সন্ত্রাস দমন করেন। তিনি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে তার সমস্ত গোয়েন্দা তাৎপর্য এবং চরমপন্থীদের মত প্রতীকী করেছিলেন, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ সম্মান ছিল। তিনি একজন মানবতাবাদী এবং র‍্যাডিকেল রিভিভালবাদী ছিলেন, যিনি ধর্মভিত্তিক রীতিনীতি, ধর্মীয় ঘৃণা, বর্ণবাদীতা এবং অন্যান্য প্রকার বৈষম্যপূর্ণ ভারতীয় স্বার্থের সাথে সমান শক্তি ও গতিবিধি নিয়ে লড়াই করেছিলেন।

সময়ের প্রেক্ষাপটে, গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের সাথে আরও ভ্রান্ত হয়ে পড়েন, যার মধ্যে তিনি একবার মহান আস্থা লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, গান্ধী ভারতীয়দেরকে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করার এবং স্বরাজ আদায় করার দিক থেকে সরকারের অগ্রগতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের আশা দিয়ে বঞ্চিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 1912 সালের ভারত সরকার আইন, গান্ধীর জন্য তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল।

ভারত সরকার আইন, 1919, মন্টাগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস নামে পরিচিত, প্রাদেশিক সরকারের দ্বারাইজ্যের উপন্যাস পদ্ধতি চালু করেছে। সরকারের কার্যকারিতা দুই ভাগে বিভক্ত - সংরক্ষিত এবং স্থানান্তরিত। একটি দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্র সহ গভর্নর সংরক্ষিত বিষয় নিয়ন্ত্রিত এবং তিনি স্থানান্তরিত বিষয় প্রণীত পরামর্শ দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা এর ফলে গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং সরকারের দুটি অংশে দেরী করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভারত সরকারের গভর্নরের মাধ্যমে এখনও ব্রিটিশ সংসদকে দায়ী করা হয়। এটি তখনও ছিল একটি অগণতান্ত্রিক সরকার যার হাতে ক্ষমতা দখল করে কর্মকর্তারা। সরকারের স্বৈরাচারী ও নিপীড়িত প্রকৃতির পরিবর্তন হয়নি। সরকারি দাবি বা জনকল্যাণে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সরকারের কোন ইঙ্গিত ছিল না। এই সব গান্ধীর প্রত্যাশাগুলির বিরুদ্ধে খুব বেশি ছিল।

জালিয়ানওয়ালা বাগ ট্র্যাজেডি, পাঞ্জাবের সামরিক শাসনের ঘোষণাপত্র এবং হান্টার কমিটির নিখুঁত ফলাফলের পর ব্রিটিশ সরকারের সাথে কংগ্রেসের বৃদ্ধি ঘটে। তিনি ব্রিটিশ সরকারের যথাযথ মর্যাদায় এবং ন্যায্য খেলায় সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পরে, সাধারণভাবে ভারতীয় রাজনীতি এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে, একটি ধরনের গতিবিধি ধারণ করে যা পূর্বেই জানা ছিল না। গান্ধীর নেতৃত্বে, কংগ্রেস 1 920 সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই আন্দোলনটি একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ হতে প্রস্তাবিত ছিল যা ব্রিটিশ প্রশাসনকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। তার ইতিহাসে প্রথমবার, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরাসরি কর্মকাণ্ডের নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার জন্য কংগ্রেসের বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। গান্ধী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেসের জন্য একটি গণমানুষ তৈরি করার এবং আন্দোলনে সমগ্র জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সমর্থন জোরদার না করে, ব্রিটিশদের উপর চাপ প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে প্রকৃত ভারতীয় দাবি মেনে নিতে এবং আমলাতান্ত্রিক উচ্চপদস্থ ও নিরস্ত্রতন্ত্রের নীতি অব্যাহত রাখার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

গান্ধী নিশ্চিত ছিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় বিচারে সরকার ও বিশ্বাসের সাথে সহযোগিতার পুরোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত ছিল। 1 9 20 সালের মধ্যে, ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপের বিষয়ে গান্ধীকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, মধ্যপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসে পরাজিত হয় এবং চরমপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ককে অবমাননা করা হয়েছিল এবং সেভেরদের সংবিধানের কারণে অনেক সীমাবদ্ধতা ভোগ করেছিল, যা জোটের সাথে স্বাক্ষরিত হতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবকে খুব বিরক্ত করে এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। গান্ধী খিলাফত আন্দোলনের সমর্থনে সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে কংগ্রেসের একটি অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে, ভারতের মুসলমানরা এটির সাথেও মিলিত হবে।

কলকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী নিজেই অসহযোগিতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, সেপ্টেম্বর 1 9 20 সালে লালা লাজপত রায়ের রাষ্ট্রপতি জাহাজের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যদিও অসম্মতির রেজোলিউশন সি.আর. দাস, বি।

সি পল, অ্যানি বেসান্ত, মদন মোহন মালভিয়া এবং জিন্নাহ, 1873 সালের মধ্যে গান্ধীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস করতে সক্ষম হন।

কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত অসাংবিধানী প্রস্তাবের জবাবে তিনি বলেন, যে খিলাফত প্রশ্নে ভারতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী সরকার উভয় ক্ষেত্রেই ভারতের মুসলিমদের প্রতি তাদের কর্তব্যের ক্ষেত্রে সিগন্যাল ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী তার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় দুর্যোগকে মুছে ফেলার জন্য তার প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য প্রত্যেকটি অমুসলিম ভারতীয়দের দায়িত্ব কর্তব্য। তাকে ধরে নিয়ে গেছে, এবং এ বিষয়ে যে 1919 সালের এপ্রিলের ঘটনাবলীর মধ্যে উভয় সরকারই পাঞ্জাবের নিরপরাধ জনগণকে রক্ষা করার জন্য অবহেলিত বা ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অ-সৈনিক ও বর্বর আচরণের অপরাধে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এবং স্যার মাইকেল ও'ডউইয়ারকে বহিষ্কার করা হয়েছে, যিনি নিজেও বেশিরভাগ অফিসিয়াল অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর প্রশাসনের অধীনে থাকা জনগণের দুঃখের জন্যও নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং এই বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন যে হাউস অফ কমন্সের বিতর্ক এবং বিশেষভাবে হাউস অফ লর্ডসে, ভারতের জনগণের সাথে সহানুভূতির একটি ভয়াবহ অভাবকে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসবাদ ও ভীতিজনক ভার্চুয়াল সমর্থন প্রদর্শন করে পাঞ্জাব ও সর্বশেষ উপ-রাষ্ট্রীয় বক্তব্য খিলাফত ও পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে অনুতাপের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি প্রমাণ করে, এই কংগ্রেসটি মতামত দিয়েছে যে, এই দুটি ভুলের সমাধান ছাড়াই ভারতে কোন সন্তুষ্টি থাকতে পারে না। জাতীয় সম্মান প্রমাণ করা এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করা মানে হলো স্বরাজ প্রতিষ্ঠা।'

উপরন্তু, এটি বলা হয়, 'এই কংগ্রেস মতামত আরও আছে যে, ভারতের জনগণের জন্য কোনও পথ খোলা থাকবে না, তবে প্রগতিশীল অহিংস, অসহযোগের নীতি অবলম্বন এবং অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বলেন ভুলগুলি সঠিক এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

2.3.2.গান্ধীবাদ : ধারণা এবং আদর্শ

এম. কে. গান্ধী ছিলেন একজন কর্মী, একজন বাস্তববাদী এবং একজন প্রগাম্টিবাদী। যদিও তিনি অন্যের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন, তিনি এই উপলব্ধি অর্জন করতে পেরেছিলেন, যা তাকে 'মহাত্মা' বানিয়েছিলেন। তিনি মূলত একটি ধর্মীয় মানুষ ছিল

তিনি একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না। নিজের ভাষায়, তিনি একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, বরং একজন ধর্মীয় ব্যক্তি, যিনি তার সহকর্মী মানুষের জন্য তার বড় উদ্বেগের কারণে রাজনীতিতে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি যা কিছু বলেছিলেন তা পালন করেছিলেন এবং নিজের জীবনযাপনে যা কিছু করেননি তাকে অনুসরণ করার জন্য কখনোই তাকে অনুরোধ করা হয়নি। তিনি আর্মচেয়ার থিওরিয়িং বা সিস্টেম-বিল্ডিং এ বিশ্বাস করেননি। সুতরাং, এটি যুক্তি ও ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে অন্তর্দৃষ্টি এবং কর্ম ছিল, যা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনকে চিত্রিত করে। তিনি বিদেশী শাসনের জোয়াল থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য রাজনীতিতে বিছানায় প্রবেশ করেন। অতএব, স্বরাজ ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির অগ্রগতিতে রাখেন। স্বরাজ অর্জনের জন্য, গান্ধী কিছু উপায় অবলম্বন করেছিলেন এবং এই পদ্ধতির সাহায্যে তার কর্মসূচীটি সম্পন্ন করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর অনুসারীদের নীতি অনুসরণ করে, তাদের অনুগামীরা একটি রাজনৈতিক দর্শনে পরিণত হন। গান্ধী চিন্তা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য করেননি; তার জন্য মনে হয় কাজ করতে হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রামের তাঁর উপন্যাস পদ্ধতিতে, গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে একটি গতিশীল শক্তি হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বাহিনী ব্রিটিশদের সাথে কখনো যুদ্ধ করতে পারত না, কারণ এটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চেয়েও বড় শক্তি দ্বারা দমন করা হতো। অহিংস ও সত্যহরার অস্ত্রের প্রতীকী ব্যবহার সারা দেশ জুড়ে দেশপ্রেমিক জোর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী। ব্রিটিশ এই ধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং তাদের প্রয়োজন ছিল

আত্মসমর্পণ। এই সময়ের মধ্যে, গান্ধী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠে এবং তার জীবন ও কর্মকাণ্ড জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়দের সংগ্রামের সাথে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রভাব এতটাই চমৎকার যে তার হত্যাকান্ডের পরে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান সঠিকভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে 'তিনি রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজন সাধু এবং পন্ডিতদের মধ্যে রাজনীতিবিদ' ছিলেন। গান্ধীর উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা, কর্তব্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং তিনি যে অভিলাষ করিয়াছেন

গান্ধীর চিন্তাভাবনায় প্রভাব :

গান্ধী রাজনৈতিক তত্ত্বের রাজত্ব বা রাজনৈতিক চিন্তাধারার সামান্যই পড়েন। কিন্তু তিনি যা পড়লেন তা তিনি পুরোপুরিভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি ভগবত গীতা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পড়লেন এবং এটি একটি উপন্যাস ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি এটি বহুবার পড়েন এবং এটি আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের বই হিসাবে বিবেচিত। তিনি ভগবত গীতা থেকে সত্য এবং অহিংস সম্পর্কে শিখেছেন। তিনি প্যান্টানজালির যোগসুত্র, রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি কিছু জৈন ও বৌদ্ধ রচনাবলী পড়েছিলেন এবং সত্য ও অহিংসতার নীতির উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। উপনিষদ থেকে, তিনি অশাসনের ওপর তার বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তিনি বাইবেল নিউ টেস্টামেন্ট পড়েন এবং 'মাউন্ট উপর ধর্মোপদেশ' দ্বারা প্রভাবিত ছিল। যিশুর মৃত্যুর কথা: 'পিতা তাদের ক্ষমা করে দেয়, কারণ তারা জানে না যে তারা কি করছে', সত্যজিহের সততা ও মূল্যবোধে গান্ধীর বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন।

লৌহ-তাস এবং কনফুসিয়াসের শিক্ষাগুলিও কিছুটা গুরুত্ব সহকারে গান্ধীর চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। লাও-তাস আদর্শ জীবনের অবিচ্ছিন্নতার দর্শনের শিক্ষা দেয়। কনফুসিয়াসের লেখা থেকে, গান্ধী পারস্পারিকতার নীতিগুলি শিখেছিলেন। নীতি মানে পুরুষদের নিজেদের করতে না কি তারা অন্যদের করতে হবে না।

থোরও, রাস্কিন এবং টলস্টয় মত ধর্মনিরপেক্ষ লেখক গান্ধীর নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি থোরও থেকে সিভিল অবাধ্যতার নীতি শিখেছিলেন। রাশকিন গান্ধীজুড়ে অনুপ্রাণিত, শ্রম শ্রমের শ্রদ্ধা। তলস্তয় তাঁকে দার্শনিক অরাজকতার দৃষ্টিতে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

থোরেও এবং গান্ধীর তুলনা, পয়ারাড়াল নায়ার বলেছেন, 'এই চিন্তাবিদদের মধ্যেও একটি সিস্টেম-বিল্ডার ছিল না, তবে উভয়ই গভীর চিন্তাবিদ, সত্য-অনুসন্ধানকারী ও সত্য-স্পিকার ছিলেন। উভয়ই সত্যের একটি আবেগ ছিল এবং উভয়ই কর্মের একটি দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে। উভয়ই স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের আদর্শে বিশ্বাস করে।'

রাজনৈতিক কর্মের পিছনে দর্শনশাস্ত্র: রাজনীতির আধ্যাত্মিকীকরণ

গান্ধী শব্দটির সাধারণ অর্থে একজন রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি অহিংস আন্দোলন শুরু করার সময় ব্যবহার করার পদ্ধতি ও কৌশলগুলির সাথে সাথে সময়টি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অসাধারণ কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন। এর ফলে তিনি সব রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শে পরিণত হয়েছেন, যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ছিল রাজনীতির আধ্যাত্মিকীকরণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে যদি রাজনীতি মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ এবং

অভিশাপ না হয়, তাহলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

নেতাদের আত্মত্যাগ এবং সেবা একটি অর্থে দ্বারা পরিচালিত করা আবশ্যক। গান্ধী অর্থের গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং বলেন যে সঠিক ও সঠিক পথে পৌঁছানোর জন্য সঠিক ও সঠিক অর্থ গ্রহণ করা উচিত। শুধুমাত্র সঠিক মানে, তিনি বিশ্বাস, ডান সমাপ্তি হতে পারে সুতরাং, তার অনুযায়ী শেষ এবং অর্থ একই জিনিস, বিভিন্ন পয়েন্ট দেখুন থেকে দেখেছি।

টিপ্পনী

দার্শনিক অরাজকতা :

গান্ধী মানুষের অপরিহার্য ধার্মিকতার মধ্যে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে, নিজের কাছে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া, মানুষ তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করতে পারে। একমাত্র মানুষই বিশ্বের বিস্ময়কর অর্জন অর্জন করতে সক্ষম। রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্র শোষণের একটি উপকরণ। এটা দরিদ্র এবং শোষণ দরিদ্র। রাষ্ট্রের অত্যধিক হস্তক্ষেপ ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং কর্ম হত্যা রাষ্ট্রটি মূলত সহিংস সমাজের উৎপত্তি করে, কিন্তু এমন একটি সমাজে যেখানে মানুষ অহিংস, সুশৃঙ্খল ও সুশৃঙ্খল, রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত উদ্যোগ মানুষের মধ্যে থেকেই আসবে। বাহ্যিক এজেন্সির দ্বারা জারি করা যেকোনো কিছু মন্দ, কারণ এটি মানুষের আত্মাকে উন্নত করে না। এটি মানুষের আত্মা বঞ্চিত এবং হ্রাস এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিকাশ একটি ইতিবাচক বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। আইন অমান্য উপর Thoreau এর প্রবন্ধ তার ভূমিকা সালে মহাত্মা গান্ধী (Pyarelal দ্বারা উদ্ধৃত) লিখেছেন, 'আমি কায়মনোবাক্যে নীতিবাক্য মেনে সরকার সেরা যা অন্তত ... নিয়ন্ত্রণ হয় আউট বাহিত, এটা অবশেষে এই পরিমাণ, যা আমি বিশ্বাস করি, যে সরকার সর্বোপরি কোনটিই শাসন করে না। 'এর পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে, গান্ধী ব্যক্তিগত কার্যকলাপকে পছন্দ করেন। রাষ্ট্রের যন্ত্রগুলি, শক্তি এবং জোরের মত, তার নৈতিকতার স্বতন্ত্র আচরণকে রোষান। থোরও ও গান্ধী উভয়ই রাষ্ট্রকে একটি ছাদ মেশিন হিসাবে দেখেন। গান্ধী দ্বারা অনুমানকৃত আদর্শ সমাজ একটি রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র। তাঁর কল্পনার রাজত্ব সম্পর্কে তিনি তাঁর তরুণ ইন্ডিয়ার লেখায় লিখেছেন, 'এমন একটি রাষ্ট্রে (আলোকিত অরাজকতার মধ্যে) সবাই তার নিজের শাসক। তিনি নিজেই এমনভাবে শাসন করেন যে, তিনি প্রতিবেশীকে প্রতিবন্ধকতা করেন না। অতএব, আদর্শ রাষ্ট্রে কোন রাজনৈতিক শক্তি নেই, কারণ কোন রাষ্ট্র নেই।'

টিপ্পনী

রাষ্ট্রের জন্য তাঁর অসন্তোষের সত্ত্বেও, গান্ধী তা অস্বীকার করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জনগণ জনগণের কল্যাণে কিছু ফাংশন পালন করতে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয়। তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় আরো বেশি ফাংশন স্থানান্তর, এটি সর্বনিম্ন ফাংশন অনুশীলন করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করা উচিত এবং জনসাধারণের কল্যাণে যে প্রচারণা চালানো হয় তা কেবলমাত্র যথাযথভাবে করা উচিত। তার কার্য সম্পাদন করতে, রাষ্ট্রের বস্তুটি জনগণের সেবা করা উচিত এবং সর্বনিম্ন শক্তি ব্যবহার করে এই ফাংশনগুলি সঞ্চালন করা উচিত। রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক পদ্ধতির পরিবর্তে প্রবর্তক অনুসরণ করতে হবে।

রাজ্যের কল্যাণ ধারণা

হুমায়ুন কবির মতে, গান্ধী উদারনীতির উত্তরাধিকারী ছিলেন; দার্শনিক অরাজকতার ঐতিহ্য; এবং যৌথবিস্তারের ঐতিহ্য, জীবনের ভালো জিনিস ভাগ করা উচিত। জনসাধারণের জন্য তার বড় উদ্বেগের কারণেই তিনি কল্যাণ রাষ্ট্রকে সমর্থন করবেন। গান্ধী পাঁচ বছর পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের অন্যান্য পদ্ধতি পছন্দ করতেন যদি তারা জনগণের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু সরকারের পোস্ট, পক্ষপাতিত্ব, আত্মপরিচয় এবং সুযোগ, দুর্নীতি এবং আত্নালা বৃদ্ধি করে এমন পরিকল্পনাটি স্পষ্টভাবে তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতো। তিনি বলেন, ভারী শিল্পের ঘনত্ব এবং গ্রান্ড মাল্টিপারপাস নদী উপত্যকা প্রকল্পগুলির পক্ষে নয়, যা তাদের ব্যয় করা বিপুল পরিমাণে অনুপাতে জনগণকে উপকৃত করেনি।

মানুষের দুর্বিপাক ও শোষণের জন্য তার উদ্বেগ তাকে অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটি জোরালো আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য করেছিল যেভাবে এটি বিদ্যমান হতে পারে। তিনি অস্পৃশ্যতার অনুশীলনের নিন্দা করেন এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারের মাধ্যমে এই ধরনের গোষ্ঠীর অশুচিত অভ্যাসকে ভেঙ্গে দেন। কিন্তু একই সময়ে তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম হিন্দু আদর্শ সমুন্নত, যা প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ তার বরাদ্দ কাজটি তার প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতা অনুযায়ী ছিল অনুযায়ী। গান্ধীর আদর্শ 'শ্রেণী' মার্কসীয় নয়। তিনি নিজেই একটি বীবর এবং পেশা দ্বারা কৃষক এবং খাদ্য, পোষাক, বক্তৃতা এবং অনুরূপ সম্পর্কে তাদের সাথে নিজেকে চিহ্নিত করে।

অহিংসার দর্শন :

গান্ধীর শিক্ষা ও অনুশীলনের অহিংসা অহমদের ভারতীয় মতবাদ বা অ-ক্ষতির

একটি পণ্য। তবে, এর অর্থ হচ্ছে যে কেউ ব্যথা বা কাউকে নিজের জীবন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অহমস অর্থ পৃথিবীতে কোন কিছুকে আঘাত করা, চিন্তাধারা, শব্দ ও কাজে ব্যবহার করা। এর মানে হল কঠোর শব্দ, কঠোর সিদ্ধান্ত, খারাপ ইচ্ছা, রাগ এবং নিষ্ঠুরতার পরিত্যাগ। এর মানে হল যে একজনকেও শত্রুর বিরুদ্ধে একটি নিরপেক্ষ চিন্তার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

তার ইতিবাচক দিকে, অহমাস প্রেমের খৃস্টান নীতি অনুরূপ। এটি সর্বশক্তিমান, অসীম এবং ঈশ্বর নিজেই সমার্থক। এটি একটি সর্বজনীন শাশ্বত নীতি।

গান্ধী অহিংসা ও অন্যান্য উপায়ে এই ধারণার প্রবর্তক ছিলেন না। যাইহোক, তিনি ব্যাপক স্কেল এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করার প্রথম ব্যক্তি ছিলেন।

গান্ধীর অনুসরণ ও অনুশীলন হিসাবে, অহিংসা দুর্বলভাবে শত্রু, পৈতৃকত্ব বা শান্তিচুক্তি বা বিপদ বা মন্দ মুখের মধ্যে সংলগ্ন এক হাত সঙ্গে বসা জমা দেওয়ার মানে হল না। এটা মন্দ কর্মের ইচ্ছামত জমা না। এটা আমি সংক্ষিপ্ত, সত্যগ্রাহ, যার মানে একজন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে মন্দকে প্রতিরোধ করতে পারে যা একজন ব্যক্তি আদেশ করতে পারেন। সত্যের ন্যায় বিচারে নৈতিক শক্তি বা দৃঢ়তার ব্যবহার এটি। এটি স্ব আত্মাহুতি এবং সচেতন আত্মকাহিনী জন্য দাঁড়িয়েছে। গান্ধীর নিজের ভাষায়, 'এটা মন্দ কাজকর্মের ইচ্ছার প্রতি মৃদুভাবে সমর্পণ করা মানেই নয়।' এটি ইতিবাচক, গতিশীল এবং গঠনমূলক।

সত্যগ্রহ অহিংস সংগ্রামের অস্ত্র। গান্ধীর মতে, এটি সফলভাবে অনুসরণ করা যায় যারা শারীরিক ও নৈতিকভাবে দৃঢ় কিন্তু যারা নৈতিকভাবে দুর্বল তাদের দ্বারা কখনোই নয়। পিয়েরালাল লিখেছেন, 'গান্ধীর কৌশলটি শুরু হয়েছিল যে অহিংসা দুর্বলদের শক্তি।' এটি মহিলাদের এবং শিশু এবং অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারাও ব্যবহার করা যেতে পারে, যারা সাধারণত দুর্বল বলে বিবেচিত হয়। সত্যগ্রাহের অর্থ অশুভ প্রতিরোধের অশুভ প্রতিরোধ, আরেকটি মন্দ নয় বরং ভাল দ্বারা। এটি ভাল দ্বারা মন্দ অপসরণ হয় গান্ধীর নিজের ভাষায়, 'এই নির্দেশ, আপনার শত্রুকে ভালবাসা শুধু নৃতাত্ত্বিক আদর্শবাদই নয়, এটি সবচেয়ে বাস্তবিক রাজনীতি।'

সত্যই সত্যগ্রন্থের মৌলিক নীতিটি অবশ্যই হতে হবে। অতএব, অহিংসা সত্যের জন্য সংগ্রাম। অহিংস সংগ্রামের মজুরী যারা সত্যাগ্রহী দেখুন অবশ্যই দেখতে হবে যে কারণ তিনি মারামারি সম্পূর্ণভাবে সত্য, যতদূর ঈশ্বর তাকে সত্য দেখতে সক্ষম হিসাবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যখনই তিনি জানেন যে সত্যের নীতির লঙ্ঘন আছে, তখন তিনি স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না এবং তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করবেন না। সত্যাগ্রহের জন্য, সত্য বিজয় থেকে অনেক বেশি মূল্যবান। এইভাবে, অহিংস সংগ্রাম সত্যের নীতি উপলব্ধি ছাড়া অসম্ভব। এটি একটি হালকা হৃদয় আত্মা মধ্যে গ্রহণ করা যাবে না। গান্ধীর মতে, ঈশ্বর সত্য বলে নয় বরং সত্যই ঈশ্বর। এভাবে সত্য সত্যই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়। তিনি তাঁর আদেশ তাঁর কাছ থেকে নিয়েছেন।

গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কিছু আছে এবং যেহেতু সত্যগ্রাহী মানুষের মধ্যে এই ঐশ্বরিক উপাদানকে প্রেম ও সচেতন স্বার্থপরতার মাধ্যমে আপিল করতে পারে। সত্যাগ্রহীকে নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জাগ্রত করতে হয়, যিনি প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন, ভালবাসা ও সচেতন আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে। পাশ্চাত্য নেমোলারের ভাষায়: 'দুঃখকষ্ট যারা কষ্ট ভোগ করে তাদের দুর্বলতা এবং দুর্বলতাকে শক্তিশালী করে।' সত্য যদি অহিংসার মৌলিক নীতি হয়, তবে প্রেমই বোঝায় যার দ্বারা এটি উপলব্ধি করা যায়। গান্ধী অনুযায়ী অহিংসতা 'এমনকি অত্যাচারিত হৃদয়কে' গলে যায় '। গান্ধী বল প্রয়োগ ব্যবহার বাতিল করে এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার বিরোধীদেরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এটাও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দুষ্টদের ঘৃণা না করে একজনকে ঘৃণা করতে পারে। এটি ব্রিটিশদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রমাণিত হন। তিনি বলেন, 'যদি আমার প্রেম আন্তরিক হয় তবে আমার অবিশ্বাসের কারণে আমি ইংরেজকে ভালোবাসি।' অন্য সময়, তিনি বলেন, 'আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, কিন্তু আমি ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধ করছি না। আমি ইংরেজ বা অন্য কারো সাথে লড়াই করছি না। তারা আমার বন্ধু, কিন্তু আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।'

অহিংস অনুশীলন, সত্য হল ভিত্তি এবং প্রেম অস্ত্র। গান্ধী লিখেছেন, অহিংসার প্রথাতে প্রেমের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে, 'প্রেম কখনোই দাবি করে না। এটা কখনো দেয়। গান্ধীর জন্য অহিংসা জীবনের সর্ববিষয় দর্শন ছিল, মানুষের সমগ্র জীবন জুড়ে ছিল এবং কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির জন্য প্রয়োগ করা হয়নি।

গান্ধী তাঁর সহকর্মীগণের কল্যাণে অতিশয় বিশ্বাসী ছিলেন যেমন তিনি ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মানুষের সম্ভাবনার উপর ভরসা করেছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে মানব প্রকৃতি মুক্তির বাইরেও নয়। তিনি সঠিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে

অহিংস সংগ্রামের জন্য জনগণকে সর্বদা প্রয়োজন হয় না। তাঁর মতে, 'এক ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ লোকের মতোই তা দিতে পারে।'

সত্যাগ্রহ এবং রোযা সাধারণত নৈতিক জোরদার ফর্ম হিসাবে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু গান্ধী জোর দেন যে এটা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক, মানসিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ নয়। মহাত্মা গান্ধীর জন্য রোযা ছিল প্রার্থনা তিনি বলেন যে রোযা মাংস ক্রুশবিদ্ধ এবং আত্মা উচ্চ। 'একটি জেনুইন ফাস্ট', গান্ধী 'শরীর, মন ও আত্মা পরিষ্কার করে দাবি করে এটা মাংস ক্রুশবিদ্ধ এবং, যে পরিমাণে, আত্মা মুক্ত। 'দ্রুত আহ্বান, গান্ধী বলেন, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রামের একটি মহান চুক্তি পরে, ঈশ্বরের একটি কণ্ঠ হিসাবে তাকে এসেছিলেন। তার উপবাস মানুষের নৈতিকভাবে প্রভাবিত করতে বোঝানো হয়েছিল সত্যাগ্রহ ও উপবাস সচেতন স্বার্থপরতা, এবং নৈতিক দৈত্য যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকা জাগ্রত বোঝানো হয়। এরা জনগণের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে চেয়েছিল। সত্যাগ্রহ বা উপবাস মানুষ এর কারণ এবং তার নিন্দা জ্ঞানের একটি আপিল এবং নৈতিক জোর নয়। গান্ধী অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিলেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীর নৈতিক ক্ষমতার ওপর শিশুটির মত বিশ্বাসও ছিল।

অহিংস যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সত্যাগ্রহীকে আত্মনির্ভরতা, সভ্যতা ও ভিতরের বিশুদ্ধতা দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। গান্ধী লিখেছেন যে একটি সত্যাগ্রহী দারিদ্র্য দত্তক গ্রহণ করা উচিত, সততা পালন, সত্য অনুসরণ করতে পারবে এবং নির্ভীকতা বিকাশ। সত্যজিৎকে সাহসী হতে হবে এবং কাপুরুষতার শেষ পরিণতির ছিঁড়তে হবে। নিন্দা, গান্ধী বলেছেন, নিঃস্বার্থতা থেকে বেরিয়ে আসুন। যখন একজন নিজেকে আত্মত্যাগ করেন, তখন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। গান্ধীর কথায়, 'যদি আপনি সত্যের অনুসরণ করতে চান তবে নির্ভীকতা একেবারে প্রয়োজনীয়। নির্ভীকতা আধ্যাত্মিকতার প্রথম প্রয়োজনীয়তা। কোয়ারবোর্ডগুলি নৈতিক হতে পারে না। 'নির্ভীকতা বিকাশের জন্য, সত্যাগ্রহেজীবনের বস্তুগত বিষয়গুলির প্রতি অনুধাবন করার মনোভাবকে অবশ্যই হাই-এর সাথে আবদ্ধ করতে হবে। এক জগতে থাকা উচিত কিন্তু এটির বাইরে নয়। গান্ধী মনে করেছিলেন যে, 'তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী জীবনের অনেকটাই কেবল অপরিহার্য নয় বরং মানবজাতির উজ্জ্বলতার ইতিবাচক বাধা। পরিত্যাগ আদায় করার উপায়। 'এই অ সংযুক্তি এবং ত্যাগ সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা এবং চরিত্র প্রদান করবে। সত্যগ্রাহীকে পুরোপুরি সুশৃঙ্খল হতে হবে, যার ফলে মন প্রয়োজনীয়

টিপ্পনী

প্রয়োজনীয়তা অর্জন করতে পারবে না।

অহিংসা সংগ্রামে, ফলাফলের দ্রুততার মধ্যে থাকা উচিত নয়। এটা মহান ধৈর্য এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন, কারণ মাঝে মাঝে, অহিংস পদ্ধতি ফলাফলের উৎপাদনের জন্য হিংস্র পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি সময় নেয়। ঈশ্বরের প্রতি অসীম বিশ্বাসের কারণে অহিংস যোদ্ধা কোন পরাজয়ের কথা জানে না। তবে, গান্ধী অস্থিরতা এবং প্রথাগততা নিয়ে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাথে তুলনা করেননি।

টিপ্পনী

2.3.3. গান্ধী ও অর্থনীতি :

'যখন সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস লেখার কথা,' তখন অর্থনীতিবিদ আঞ্জারিয়া (1 941-22) লিখেছিলেন, 'গান্ধীর নাম অবশ্যই এখানকার সম্মানে একটি জায়গা দখল করবে।' তবে তিনি যোগ করার জন্য ত্বরিত হলেন ' এই প্রসঙ্গে কোনও ব্যাপার না যে আমরা গান্ধীকে একজন অর্থনীতিবিদ বলি বা না বলি: যে আংশিকভাবে, কোনও হারে, শর্তগুলির একটি প্রশ্ন।

প্রকৃতপক্ষে, গান্ধী অন্যান্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের তুলনায় অর্থনীতির মূলধারার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল, যেমন রণদেব, রেলওয়ে ববনের প্লেগ বিস্তার করেছে এবং ভারতে দুর্ভিক্ষের বার্ষিক বৃদ্ধি করেছে; যন্ত্রপাতি একটি 'গ্র্যান্ড কিন্তু ভয়াবহ আবিষ্কার'; একজন ডাক্তার বা একজন আইনজীবি একজন শ্রমিক হিসাবে একই মজুরি প্রদান করা উচিত; সরবরাহ এবং চাহিদা আইন 'একটি শয়তান আইন'; ট্র্যাক্টর এবং রাসায়নিক সার ভারতকে ধ্বংস করে দেবে '; এটা এমন মতামত প্রকাশের জন্য যে, একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে গান্ধীকে স্মরণ করা হয় । এমনকি একটি সহানুভূতিশীল পাঠক তাদের মুখ মান যেমন বিবৃতি নিতে কঠিন খুঁজে পেতে পারে। এই কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে, যদিও গান্ধী বিশ্বব্যাপী আমাদের সময়ের অসামান্য রাজনৈতিক ও নৈতিক চিন্তাবিদদের এক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তবে তার অর্থনৈতিক চিন্তা এখনও সামান্য মনোযোগ আকর্ষণ করে। জড়িত পদ্ধতিগত কিছু কিছু এখানে বিবেচনা করা হবে।

গান্ধী নিজে প্রায়ই ইক্লিডের একটি সরল রেখার সংজ্ঞা অনুযায়ী তার অর্থনৈতিক মডেলটি পছন্দ করেন কিন্তু এটি কোন ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর অর্থ হতে পারে যে সরাসরি লাইনের মতো 'আঁকতে পারি না', গান্ধিয়ান মডেলটি একটি আদর্শ অর্থনৈতিক আদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেখানে আমরা এমন কোনও সমাজের লোকদের কাছ থেকে ভালভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারি, যা আমরা জানি। যাইহোক, এটিও বোঝাতে পারে

যে 'একটি সরল রেখার মতো কিছু আঁকতে পারে, এবং অর্থনীতিতে জ্যামিতি হিসাবে, পোস্টুলেশন পদ্ধতিটি চিন্তার স্বচ্ছতা অর্জনে এবং বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান করতে সহায়তা করে' আমরা কিছু করতে পারেন আগে আমরা কি চান একটি সঠিক ছবি থাকতে হবে এটা 'সমীপবর্তী উভয় সংস্করণ সত্য উপাদান রয়েছে।

গান্ধী একটি একাডেমিক ছিলেন না কিন্তু ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের চরিত্রগত নেতা ছিলেন । তিনি 'স্বরাজ' (স্ব-সরকার) এর একটি দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যার জন্য তিনি কেবল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা নয় বরং গ্রামবাসীদের দ্বারা স্বনির্ভরতা ও স্ব-স্বিকৃতি অর্জনের কথা বলেছিলেন, যারা ভারতের অধিকাংশ মানুষ । তাঁর অর্থনীতি এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি অংশ ছিল, যা ভারতের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের 'অনুকূল' পথ হিসেবে পশ্চিমা লাইনগুলিতে শিল্পায়নকে বাতিল করে দেয়।

এভাবে, গান্ধী কেবল বাস্তবায়ন করার জন্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিবর্তে চেষ্টা করার জন্য একটি অর্থনৈতিক আদর্শ বর্ণনা করার চেষ্টা করছেন। সেই পরিমাণে তার অর্থনীতি ছিল কল্পবিজ্ঞান। যাইহোক, 'ইউটোপিয়ান' কিছু 'অকার্যকর' বা এমনকি 'অসম্ভব' গান্ধীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এই অর্থে 'ইউটোপিয়ান' ছিল না। এটি বর্তমানে একটি প্রকৃত সমাজে প্রয়োগ করার জন্য ছিল, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ভারতের। এটি অন্যান্য সমাজের অবহেলা করলেও কেবল সেই সমাজের কয়েকটি নির্বাচিত দিকগুলিতে প্রয়োগ করা হবে, কিন্তু এটি সব অর্থনৈতিক মডেলের সত্য। গান্ধীয় অর্থনীতির এই 'বাস্তবিক' দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যদি আমরা তাঁর লেখাগুলির প্রেক্ষাপটটি স্মরণ করি তবে আরো সুস্পষ্ট হবে।

তাদের অধিকাংশই দৈনিক সংবাদপত্র বা সাপ্তাহিক পত্রিকা, ইয়ং ইন্ডিয়া (ইংরেজিতে), নবজীবন (গুজরাট) এবং হরিজন (হিন্দি ভাষায়) উপস্থিত ছিলেন এবং একটি গণ শ্রোতাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন যার মনোযোগ তিনি তাঁর পয়েন্ট সংক্ষিপ্ত করে ক্যাপচার করার চেষ্টা করেছিলেন ধারালো। এই, তিনি সফল এবং একটি সাংবাদিক হিসাবে, বিশেষত 1920 এবং 1930 এর দশক ধরে, তিনি উল্লেখযোগ্য প্রভাব প্রয়োগ করেন। সাংবাদিকতার সফলতা মূল্যায়নের উচ্চমূল্য ছিল। গান্ধীর রচনাগুলি রাজনৈতিক যুদ্ধের তাপে প্রকাশ ও প্রকাশ করা হয়েছিল বলেও মনে করা দরকার। এই সরলীকৃত নেতৃত্বে, কখনও কখনও উপর- সরল, সিদ্ধান্তে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তবুও এই ব্যাখ্যাটির পক্ষে আরেকটি যুক্তি হলো, অর্থনৈতিক নীতিমালার ওপর তার সিদ্ধান্তে কেবলমাত্র অস্থায়ীভাবেই গান্ধীকে বিবেচনা করা হয়েছিল। সুতরাং, হিন্দু স্বরাজের প্রেক্ষাপটে, তিনি 'খনি, কিন্তু আমার নয়' হিসাবে যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। তিনি কেবল তাদেরই মত ছিলেন যে তিনি তাদের মত অনুযায়ী কাজ করার আশা করেছিলেন। তবে, তার মতামত ভুল প্রমাণিত হলে তিনি তাদের প্রত্যাখ্যান করতে কোন দ্বিধা থাকবে না। গান্ধীর আমেরিকান লেখক লুই ফিশার গান্ধীর ধারণার এই অস্থির দিকটি নোট করেন; তিনি সর্বদা 'উচ্চৈঃস্বরে চিন্তা করতেন: তিনি একটি সমাপ্তি ফর্মের মধ্যে তাঁর ধারণা প্রকাশ করার চেষ্টা করেননি। আপনি কেবল তার কথা শোনেননি কিন্তু তার চিন্তাভাবনাও আপনি একটি উপসংহার সরানো হিসাবে, তাই, তাকে অনুসরণ করতে পারে' একই মনোভাবে তিনি স্বীকার করেন যে কিছু কিছু বিষয় যা তিনি পূর্বে নিন্দা করেছিলেন, উদাহরণস্বরূপ, রেলপথ, মোটরসাইকেল এবং যন্ত্রপাতি, কিছু কিছু পরিস্থিতিতে সুবিধা উপভোগ করতে পারে এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা উচিত নয়। তাদের ব্যবহারের যথাযথ বিধিনিষেধ সম্ভবত অপব্যবহারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

গান্ধীয় অর্থনীতিতে লেখাগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট নীতিগুলির উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে যা তিনি প্রস্তাব করেছিলেন। যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপর ভিত্তি করে আধুনিক উৎপাদন উৎপাদন বিরোধী; গ্রামের শিল্পের সমর্থন, বিশেষত কাঁটা চাকা; বৈদেশিক পণ্য বর্জন - এটি যেমন নীতির সঙ্গে যেমন গান্ধীর নাম যুক্ত করা হয়। আমাদের যুক্তিগুলির মধ্যে তার মতামতের যথার্থ বোঝার জন্য বরং ভিন্ন জোর প্রয়োজন। তাঁর আর্গুমেন্টের গঠন, তিনি যে অনুমান করেছেন, এবং যে আচরণে তিনি আপিল করেছিলেন তার নীতিগুলি কেন্দ্রীয় হিসাবে বিবেচিত হবে গুরুত্ব। এটি এই, আমরা বিশ্বাস করি, যে তার নির্দিষ্ট নীতি প্রস্তাবগুলি বোধগম্য করা, অন্য কোনও রাউন্ড নয় । এভাবে আমরা এঞ্জারিয়া নিয়ে একমত যে, 'গান্ধীজম শুধু নীতিনির্ধারণী সংহতির ধারাবাহিকতা নয়, তাত্ক্ষণিক সংস্কার ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলির একটি তালিকা' যা 'গান্ধীজ বলা হয়। শুধু একটি আদর্শের চেয়ে সমাজ ও রাজনীতির জন্য একটি স্বতন্ত্র মনোভাব; নির্দিষ্ট সূত্র বা একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।'

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূলধারার ঐতিহ্যের দিক থেকে গান্ধীর অর্থনৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য কি আসলেই ভিন্ন? অর্থনৈতিক আচরণের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

তার অসাধারণ জোর দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বিশ্বাস করেন যে অর্থনৈতিক ও নৈতিক প্রশ্নগুলি অবিচ্ছেদ্য ছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, গান্ধী লিখেছেন, 'আমি স্বীকার করি যে আমি অর্থনীতি ও নীতির মধ্যে কোন ধারনা বা কোনও পার্থক্য নই' (ইয়ং ইন্ডিয়া, ৩ অক্টোবর ১৯১২)। তারা হয়তো গান্ধীকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে পারত, যেমনটা তারা সাধারণত ছিল; কিন্তু উপসংহার প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান হতে জন্য, তারা উচিত নয়

নৈতিক এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ড অবশ্যই বৈধ হতে হবে। সত্যিকারের অর্থনীতি কখনোই সর্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ডের বিরুদ্ধে মিলিত হয় না, ঠিক যেমনটি সত্যিকারের নৈতিকতা তার নামের মূল্যমান, একই সময়ে 'ভালো অর্থনীতির' হতে হবে যেহেতু গান্ধীর নীতিমালাও ধর্মের সার্থকতা সৃষ্টি করে, তবুও উভয় অর্থনীতি ও ধর্মের মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক রয়েছে এবং অর্থনীতি ও ধর্মের মধ্যেও এটি বেশি। 'ধার্মা ও অর্থনৈতিক স্বার্থগুলি যদি মিলিত না হয় তবে ধর্মের ধারণা মিথ্যা বা অর্থনৈতিক স্বার্থ অসম্পূর্ণ স্বার্থপরতার আকার ধারণ করে এবং সমষ্টিগত কল্যাণে লক্ষ্য রাখে না।' গান্ধীর মতে, মানসম্মত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ নীতিগত বিবেচনার জন্য ব্যর্থ হয়েছে এক্ষেত্রে অর্থনীতি নিজেই বোঝার আচরণ বা নীতি নির্ধারণের জন্য মূলত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। নীতিমালা তৈরির জন্য অর্থনীতির সাধারণভাবে গৃহীত মূলনীতিগুলি কেবলই নয়, যদি তাদের উপর অভিনয় করা হয় তবে তারা ব্যক্তি ও জাতিগুলিকে অসন্তুষ্ট করবে। ' অর্থনীতিবিদরা পুরুষের আচরণকে বিবেচনায় আনেন না কিন্তু সম্পদে সমৃদ্ধি থেকে সমৃদ্ধির অনুমান করেন এবং এভাবে উপসংহারে পৌঁছান যে, জাতিগুলির সুখ তাদের সম্পদের ওপর নির্ভর করে।' সে অনুযায়ী তিনি অর্থনীতির সাথে তুলনা করেছেন যা নৈতিক ও অনুভূতিমূলক বিবেচনার পরিপন্থী 'মোমবাতি' জীবনযাত্রার মতো জীবনযাপনের মধ্যে এখনও জীবিত প্রাণীর অভাব রয়েছে'।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের তার সমস্ত অবিশ্বাসের জন্য, গান্ধী ব্যক্তি ও জাতির জীবনের জন্য অর্থনৈতিক বিবেচনার অত্যাবশ্যক গুরুত্ব প্রত্যাখ্যান করেননি, এবং এমন সম্ভাবনাও নেই যে কম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং আরো প্রাসঙ্গিক অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে। তিনি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেননি, কখনও জিজ্ঞাসা করেন না: 'আমরা কি নতুন অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারি?'

এই বিশ্বাস নীতিশাস্ত্র প্রকৃতির গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থনীতি এবং নৈতিকতা মধ্যে সম্পর্ক উভয় উপায় কাজ যদিও অর্থনৈতিক আচরণ নীতিগত

টিপ্পনী

ধারণার সাথে লাদেন ছিল, নীতিমালা মেঘ থেকে নেমে এসেছিল এবং 'ভালো অর্থনীতি' হয়ে ওঠে। নীতিশাস্ত্র, গান্ধী বলছেন, শুধু দার্শনিকদের জন্য একটি অনুশীলন নয়। এটা 'জীবনের সাধারণ ব্যবসা' সাথে সম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক যেখানে একের বিকল্পগুলি সম্পদগত সীমাবদ্ধতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। 'এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু বজায় রাখা সম্ভব হয়নি যা একটি ধ্রুব অর্থনৈতিক ক্ষতির উৎস'। চেষ্টা ক্রমাগত অর্থনৈতিক ক্ষতি জড়িত পদ্ধতি দ্বারা নৈতিকভাবে ভাল নীতিগুলি বহন করতে অসমর্থ ছিল। অর্থায়ন প্রকল্পের কার্যকর পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এই কারণ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে যে, গান্ধী, যিনি সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করার কারণের জন্য কাজ করেছেন এবং বিশেষ করে গরুগুলি, সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক লাইনগুলির উপর ট্যানারিয়ার পরিচালনার জন্য পরিকল্পনাগুলি বিবেচনা করেছেন। যে লাভজনক রপ্তানির সম্ভাবনার অন্বেষণ করে, পণ্যগুলি ব্যবহার করে এবং 'হাড়, ছিটিয়ে ও গরুর অন্ত্রগুলি ব্যবহারিক ব্যবহারের জন্য' ব্যবহার করে; এবং অনুরূপ যুক্তি ব্যাখ্যা করে কেন গান্ধী দৃঢ়ভাবে একটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন যে তুলো স্পিনারদেরও উষ্ণায় উৎসাহিত করা উচিত। 'এটা স্পষ্টভাবে দেখানো যেতে পারে যে এটি একটি অর্থনৈতিক অসুবিধা রয়েছে।' তিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক ভিত্তিতে মূলত ক্ষতিকর এমন কিছুও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই ক্ষতিকারক। অনাহুত সম্পদ ধর্মের বিরোধিতা করা যাবে না'

সমগ্র এঞ্জেলের সাথে আমরা একমত যে, 'অর্থনৈতিক চিন্তাধারার গান্ধীয় পদ্ধতিটি যথাযথভাবে বর্তমান অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা যাবে না যা নির্দিষ্ট সীমিত ধারণার উপর নির্ভর করে। এটা তাদের অনুমানের একটি চ্যালেঞ্জ। এই অর্থে, গান্ধীকে অর্থনৈতিক ঐতিহ্য থেকে একটি বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তবে, ঐতিহ্যগত সঙ্গে সাধারণ অনুষ্ঠিত যে পদ্ধতিগত অবস্থানের একটি সংখ্যা আছে, তবে আছে। এইগুলির মধ্যে, নিঃসৃত পদ্ধতি এবং পদ্ধতিগত ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর আনুগত্য বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

গান্ধী সাধারনত বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিযুক্ত পক্ষে যুক্তিযুক্ত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রযোজ্য সেটগুলির উপর নির্ভর করে। তাঁর লেখায় ইক্লিড এবং গ্যালিলিওর অনেকগুলি উল্লেখ রয়েছে, যার সমাধানের জন্য তিনি সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মডেল হিসেবে কাজ করেছেন। যদিও তিনি নৈতিক বিবেচনার বিষয়গুলি বিবেচনায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সমালোচনা করেন, তবে তিনি এটিকে বিমূর্ততার পদ্ধতির

টিপ্পনী

বিরুদ্ধে নয়, যেমন অর্থনীতির কিছু 'হোলিস্ট' সমালোচকেরা বজায় রেখেছেন যে মানুষের আচরণ এক 'জৈব' সমগ্র গঠন করে। অতএব, তারা যুক্তি দেয় যে এমনকি নীতিতেও, তার অর্থনৈতিক দিকটি অন্য সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের আচরণ শুধুমাত্র 'সম্পূর্ণ হিসাবে' পরিলক্ষিত হয় বা বোঝা যায়। কারণ বিমূর্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় না, তারপর 'অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ' হিসাবে যে কোন জিনিস হতে পারে না। গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। তিনি বিমূর্ততার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিগুলির বৈধতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। 'ইউক্লিডের সরল রেখাটি একটি ব্ল্যাকবোর্ডে টানা হতে পারে না। কিন্তু টাস্কের অসম্ভবতা এটিকে পরিবর্তন করতে পারে না '। অর্থনৈতিক মোডের সমস্যা, যেহেতু গান্ধী এটি দেখেছিলেন, তা বাস্তবতার কিছু দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না বরং বরং যে বিষয়গুলি থেকে বিচলিত ছিল সেটি কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অধীন ছিল। অর্থনৈতিক আচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাবগুলি সঠিকভাবে বিপজ্জনক বিষয়গুলি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না যে 'বিনামূল্যে খেলা খেলার অর্থনৈতিক আইন প্রতিরোধ' এটা তাদের কাছ থেকে বিমূর্ত যুক্তিসঙ্গত ছিল না এমনকি প্রথম পরিমাপ হিসাবে। তবুও, যদি আরো উপযুক্ত ধারণাগুলি কার্যকর করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে কার্যকর পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যাবে।

আবার, অর্থনীতির মতো নীতিগত নীতিতে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়ভাবে পদ্ধতিগত ব্যক্তিত্বের মধ্যে রক্ষিত । তিনি রাষ্ট্র ও সমাজ উভয় সংবিধিবদ্ধ তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। যদিও তিনি প্রায়ই তার নিজের অতীতের উচ্চ নৈতিক নীতিমালা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে ব্যর্থ হন, তবে নিয়মগুলি নিজেদের ঐতিহ্য, রীতি বা ধর্মীয় পাঠ্যাংশ থেকে সংগ্রহ করা যায় না। 'ঐতিহ্যবাহী জলের মধ্যে সাঁতার কাটানো ভাল ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে ডুবে আত্মহত্যা ছিল' যখন 'একটি ঐতিহ্যকে সম্মান করার জন্য এমনকি যখন তা অত্যাচারী হয়ে ওঠে।

জীবন বাঁচায় না কিন্তু মৃত্যু এবং এটি পরিত্যাগ করা উচিত ' এইভাবে, হিন্দুধর্মের অনেক প্রাচীন রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যার মধ্যে কিছু প্রশংসনীয় ছিল কিন্তু বাকিদের নিন্দা করা হতো। রামায়ণ এবং মহাভারতের যুক্তিগত ও বিশ্লেষণাত্মক সত্য ছিল কিন্তু আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয় এবং ঐতিহাসিক রেকর্ডের মতো আচরণও করা হয়নি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে গান্ধীর বিশ্বাসে তিনি প্রত্যেক শব্দ এবং প্রতিটি আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করেননি, এবং তিনি কোনও ব্যাখ্যা দ্বারা আবদ্ধ হতে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অস্বীকার করেছেন, যদিও এটি শিখেছে যে, এটি যদি যুক্তি বা নৈতিক ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিরূপ ছিল, এমনকি বেদেও মুক্ত ছিল না। 'যদি বৈদিক উত্সের সাথে যুক্ত করা হয় তবে ব্যাপারটা নৈতিক ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিরূপ নয় তবে এটি অবশ্যই বৈদিকের মনোভাবের বিপরীতে এবং সম্ভবত মৌলিক নীতিমালার বিপরীত হিসাবে অন্যতম।'

গান্ধী অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যেহেতু তিনি নিজের জন্য রেখেছিলেন এবং প্রায়ই বাইবেল বা কোরআন থেকে উদ্ধৃত হয়েছে একটি বিন্দু তৈরি করার জন্য। তবুও তারাও একই বিচারের অধীন ছিল, 'আমি কোন ধর্মীয় মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করি না যা নৈর্ব্যক্তির বিরোধিতা করে না।' গান্ধী প্রায়ই ধর্মীয় পরিভাষা (একটি 'ধার্মিকতা' নামে অভিহিত) ব্যবহার করতেন। বক্তৃতা ও রচনা, ধর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনামূলক, ব্যক্তিগত ও যুক্তিসম্মত প্রকৃতি কখনও কখনও মিস করা হয়। যেহেতু এটি শুধুমাত্র ব্যক্তি ছিল যারা যুক্তি দেখিয়েছিল যে নৈতিক জ্ঞান ছিল এবং নৈতিক চরিত্রের প্রয়োগ ছিল, তাদের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আপিলের চূড়ান্ত আদালত অব্যাহত ছিল। জাতি এবং সমাজ সংক্ষেপে পৃথক সদস্যদের সদস্যদের 'পূর্বে' ছিল না। বরং, একটি জাতির নৈতিকতা ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল ছিল। 'যদি কোন জাতি গঠন করে এমন ব্যক্তিরা নৈতিক নীতি পালন করে না, তাহলে জাতি কীভাবে নৈতিক হতে পারে?' একইভাবে, 'যদি গণনা করা শেষ হয়, তাহলে সমাজের কী বাকি আছে?' স্পষ্টতই, গান্ধী একটি নির্ণায়ক বিবেচনার পক্ষে সাবস্ক্রাইব করেননি মানুষের কর্ম, ঐতিহাসিক বা সমাজতান্ত্রিক ধরনের কোনও তার জন্য, 'পরিশেষে, এটিই একমাত্র ব্যক্তি।'

গান্ধী মূলধারার অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের সাথে ভাগ করে নেওয়া পছন্দ করেন যা একটি পছন্দসই পদ্ধতি। তার জন্য অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন বিকল্প কর্মসূচির ফলাফলের মূল্যায়ন সবসময় তাদের মধ্যে নির্বাচন করার জন্য যথাযথ ভিত্তি। একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে; গান্ধী সাধারণত ব্যাখ্যামূলক পরিণতিতে অর্থের চেয়ে অর্থনীতিবিদদের তুলনায় ভালো বোঝায়। গান্ধীর জন্য, তাদের মধ্যে নৈতিক ও কঠোর অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে এবং অন্যদের ওপর ও নিজের ওপর প্রভাবও রয়েছে। যাইহোক, এটি এমন ফলাফল যা তিনি যে কোনও এক অপ্রতিরোধ্য নৈতিক নীতির পরিবর্তে প্রত্যেক বিকল্পের মূল্যায়ন করতে পারেন, কারণ 'এক মহৎ নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং বিশ্রামকে নিজেই অনুসরণ করা সম্ভব নয়।' একটি পুনরাবৃত্ত থিম গান্ধীর রচনাগুলিতে জীবন এক সরল পথ নয়। 'এর মধ্যে অনেক জটিলতা আছে। এটি এমন একটি ট্রেনের মতো নয় যা একবার শুরু হয়েছিল,

চলতে চলতে থাকে। 'হিমালয়ে কোনও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারে না। একটি বহুবচন হিসাবে, তিনি বিশ্বাস করেন যে কোন প্রকৃত পছন্দে বিভিন্ন নৈতিক নীতির একটি সংখ্যা সাধারণত জড়িত হয় এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে পারে। '(কিন্তু) একজনের জীবন একমাত্র সরল রেখা নয়; এটা প্রায়ই প্রায়ই দ্বন্দ্বী কর্তব্য কর্তব্য একটি বান্ডিল হয়। এবং এককে এক কর্তব্য এবং অন্যের মধ্যে একের পছন্দ করার জন্য ক্রমাগত আহ্বান করা হয়। 'পছন্দটি প্রায়ই পরিষ্কার থেকে দূরে থাকে। 'আপেক্ষিক ধর্ম একটি সরল পথের দিকে অগ্রসর হয় না, যেমন রেলওয়ে ট্র্যাক। এটি একটি ঘন বন মাধ্যমে তার পথ তৈরি বিপরীত উপর আছে যেখানে দিক নির্দেশ এমনকি একটি ধারনা না। 'ফলাফল তাকান একটি দিক খুঁজে পেতে আমাদের সাহায্য করে।

টিপ্পনী

চর্চা আচরণ: ভয়েস এর সীমাবদ্ধতা :

'কল্যাণের সীমাবদ্ধতা' ধারণাটি তত্ত্বের কল্যাণ অর্থনীতিতে বিশেষভাবে গন্থী অবদান । এই বলে যে, একজন ব্যক্তি এর কল্যাণকে শ্রেষ্ঠ অর্জন করেন না, যেমন অর্থনৈতিক তত্ত্বটি প্রস্তাবিত, ইচ্ছার বহুমুখী সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টাকে কেবল বিদ্যমান বাজেটের সীমাবদ্ধতার জন্য নয় বরং তার ইচ্ছার প্রতিফলন এবং তাদের মধ্যে নির্বাচন করার চেষ্টা করে। দাবি, ইচ্ছা, সন্তুষ্টি, সুখ এবং কল্যাণে সম্পর্কের উপর নির্ভর করে আর্গুমেন্ট দ্বারা সমর্থিত। যদিও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রায়ই সমার্থক শব্দগুলির চেয়ে কম বা কম বলে গণ্য হয়, তবে গান্ধীর মতে এটি বেশ ভিন্ন ধারণা।

প্রথমত, সব ধরনের সুখ মানুষের কল্যাণে অবদান রাখে না। যে পানীয় বা ওষুধ কিছু সময় মানুষের জন্য খুশি করতে পারে না, উদাহরণস্বরূপ, নীতির জন্য একটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা দ্বিতীয়ত, সব ধরণের ইচ্ছা-সন্তুষ্টি সুখের ক্ষেত্রে অবদান রাখে না। প্রাথমিকভাবে এ কারণেই পণ্য ও সেবার জন্য ব্যক্তিদের ইচ্ছার একটি নির্দিষ্ট সেট তৈরি করা হয় না যেমন তাদের সন্তুষ্টিগুলি খুশি করে তোলে: 'আমরা মনে করি যে মন একটি অস্থির বিড; আরো এটি এটি চায় আরো পায় এবং এখনও অসন্তুষ্ট থাকে।

এই ফ্যাশন মধ্যে দৈনন্দিন দৈনন্দিন চায় Multiplying নিছক একটি ব্যক্তির ইচ্ছা একটি অবশেষ ক্রম একটি ক্রীতদাস তোলে এবং নিজের নিজের ইচ্ছা দাসত্ব সমতুল্য কোন দাসত্ব নেই। এই ধরনের একটি প্রক্রিয়া কোন টেকসই স্থিতিশীল রাষ্ট্র খরচ পথ একটি ব্যক্তি নেতৃত্ব না। যারা গুড়গুড়কে দ্রুতগতিতে ঢুকতে চায় তারা চায় যে, এটি তাদের প্রকৃত পদার্থে যুক্ত হবে, ভুল বোঝানো হয়। বিপরীতভাবে, স্ব-স্বচ্ছতা এবং

টিপ্পনী

অপরিহার্য গুণের কারণে একজনের বৃদ্ধি হ্রাস করতে পারে কারণ তারা সন্তুষ্টি, আত্মবিশ্বাস এবং মনকে শান্তি দান করে। এই থেকে যে এক দীর্ঘ রান সুখ পাওয়া যাবে, মুহূর্তে কি কেউ পছন্দ করে না শুধুমাত্র। একজন ব্যক্তির জন্য সত্য কি সত্য সমাজের জন্যও। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিরা কেবল নিজের ইচ্ছাই নয় বরং প্রথাগত সামাজিক নিদর্শনের দ্বারা সীমাহীনতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে, গান্ধী বলে, সংস্কৃতি বা সভ্যতার ভিত্তিটি সকলের চাহিদা মেটানোর গুণ।

যদি আপনার একটি কক্ষ থাকে তবে আপনি দুইটি কক্ষ, তিনটি কক্ষ এবং আরও অনেক কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করেন। একইভাবে, আপনি যতটা আসবাবপত্র চান যেমন আপনি আপনার বাড়ীতে রাখতে পারেন, এবং তাই অবিরামভাবে। আপনি আরো প্রতিনিধিত্ব ভাল সংস্কৃতি আপনি প্রতিনিধিত্ব বা কিছু জিনিস। গান্ধী এমন একটি সংস্কৃতিকে ভুল বলে মনে করেন।

ইচ্ছা-সন্তুষ্টি সর্বাধিক চেষ্টা করার অন্য আরেকটি কারণ একটি ব্যক্তি বা একটি সমাজকে সুখী করতে পারে না যে অনেক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করার প্রক্রিয়াটির নিজস্ব খরচ রয়েছে। এই ধরনের একটি প্রচেষ্টা যন্ত্রপাতি ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন, যা পরিবেশ দূষণ হতে পারে এবং কাজ সৃজনশীলতা ক্ষতি হতে পারে। আরেকটি স্বাভাবিক চরিত্রগত একটি 'ক্ষুধার্ত বাসনা এবং সময়, পশু appetites বৃদ্ধি এবং তাদের সন্তুষ্টি অনুসন্ধানে পৃথিবীর প্রান্ত যেতে'।

সাধারণত, এই দেশটি খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে 'ধোঁয়া এবং চিলির চিমনি ও কারখানাগুলির দানা এবং' তার রাস্তাঘাট 'অনেক লোকের সাথে ঘোরাঘুরির ইঞ্জিনকে ঘিরে ফেলে, যাদের বেশিরভাগই জানে যে তারা কি অবস্থায় আছে, যারা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে , এবং যার মর্মপীড়া অস্বস্তিকরভাবে বাক্সে sardines মত বস্তাবন্দী দ্বারা উন্নত না হয় ' পাশাপাশি, এমন একটি দেশে যেখানে সবাই আছেএকটি গাড়ী, 'হাঁটা জন্য খুব কম রুম থাকবে'।

গান্ধীকে এই বিষয়গুলি দেখিয়েছেন, বস্তুগত অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে ধরা হয় কিন্তু 'তারা আমাদের সুখের জন্য একটি পরমাণু যোগ করে না'। 'সর্বাধিক প্রচেষ্টার' মাধ্যমে বস্তুগত ইচ্ছার সীমাবদ্ধতা আরও যুক্তিসঙ্গত সমাধান প্রদান করে। সীমিত করার পক্ষে আরেকটি যুক্তি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতিকূল নৈতিক পরিণতি ঘটিয়েছে। আমরা যেমন দেখেছি, অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর প্রতি গান্ধিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি, তার বিশ্বাস, নৈতিক ও

অর্থনৈতিক বিবেচনার মধ্যে পার্থক্যগুলি অবিচ্ছেদ্য। উদ্দেশ্য অবশ্যই ব্যক্তি এবং নৈতিক কল্যাণ উভয় অর্থনৈতিক এবং উভয় সমাজের মধ্যে উন্নতি আনতে হবে। কিন্তু বস্তুগত অগ্রগতি নৈতিক মানগুলিও প্রভাবিত করতে পারে এই 'বহিরাগততা' সামগ্রিক হিসাব হিসাবের মধ্যে বিবেচনা করা আবশ্যক এবং একটি ব্যালেন্স কখনও কখনও তারা একটি ইতিবাচক ধরনের হতে পারে। এটা যখন দারিদ্র্য ব্যাপক ভরবেগ হয় ক্ষেত্রে হতে পারে 'কেউই কখনও পরামর্শ দেয় যে দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ার কারণে নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে।'

ভারতে লাখ লাখ মানুষ দিনে একমাত্র খাবার খাচ্ছে। 'তারা বলে আমরা তাদের নৈতিক কল্যাণ চিন্তা বা কথা বলতে আগে আমরা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করা উচিত এগুলি দিয়ে তারা বলে, বস্তুনিষ্ঠ অগ্রগতি নৈতিক অগ্রগতির বিকাশ ঘটিয়েছে। 'গধী' তাদের 'সাথে সম্মত; কিন্তু, তিনি যুক্তি দেন, ত্রিশ লক্ষ মানুষের সত্য কি মহাবিশ্বের অগত্যা সত্য নয় প্রকৃতপক্ষে, 'কঠোর মামলাগুলি খারাপ আইন তৈরির' জন্য এই ধরনের 'কৌতুক' 'অদ্ভুত অদ্ভুত' হবে।

'একমাত্র বিবৃতি', গান্ধীকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, 'পরীক্ষা করা উচিত কিনা তা বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের একটি আইন হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে যে, বস্তুগত অগ্রগতি অর্থাত্ নৈতিক অগ্রগতি।' তার উত্তর হল যে এটি ব্যক্তি ও স্তরের উভয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। সমাজে, বিপরীতে অনেক উদাহরণ আছে। সাধারণভাবে, গান্ধী বিশ্বাস করেন যে একটি বিন্দু অতিক্রম বস্তুগত সমৃদ্ধি না শুধুমাত্র না কিন্তু সক্রিয়ভাবে নৈতিক অগ্রগতিতে বাঁধা না গান্ধী কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না, বা কিভাবে, কোনটি ঠিক কোথায় অবস্থিত তা নির্ধারণ করতে পারে কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি বিদ্যমান। এই কারণেই, বিভিন্ন সমাজের জীবনযাপনের তুলনামূলক মান নিয়ে আলোচনাকালে, গান্ধী সবসময় নৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। নৈতিক সমর্থন ছাড়া সাক্ষরতা বা সম্পদ ছাড়াও তার 'সামাজিক নির্দেশক' হিসাবে তার জন্য কোন আকর্ষণ ছিল। সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও সাক্ষরতার মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে জাপানের কৃতিত্ব তুলে ধরার প্রতিবেদনে গান্ধী প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'জাপানের বস্তুনিষ্ঠ অগ্রগতির জন্য কেন এত আনন্দিত হচ্ছেন? আমি নৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি বস্তুটি পাশাপাশি গিয়েছিলাম কিনা তা আমি জানি না ' এখানে উল্কিনের ইকুয়েশন রয়েছে যারা এই শেষে লিখিত আছে: 'অর্জিত সম্পত্তির যে কোনও গণসংগঠন সম্পন্ন করাটা অসম্ভব অসম্ভব, তবে এর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অস্তিত্বের সত্যতার ভিত্তিতে, এটি দেশের মধ্যে ভাল বা মন্দকে নির্দেশ করে কিনা। যা এটি বিদ্যমান। এর প্রকৃত মূল্যটি নৈতিক সাইনের উপর নির্ভর করে, যেমনটি গাণিতিক পরিমাণের সাথে এটির সাথে যুক্ত গাণিতিক সাইনের উপর নির্ভর করে।

চাহিদার সীমাবদ্ধতা উপাদান অগ্রগতির প্রতিকূল প্রভাব এড়ানো একটি উপায় হতে উপস্থিত।

যে কোনও সীমাবদ্ধতার তত্ত্বের এই বিভিন্ন ন্যায়পরায়ণতাগুলির মধ্যে একটিকে প্রাথমিক হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, তাদের একের সাথে একেরকম সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং এর মানে হলো এই ধরনের সীমাবদ্ধতা নিছক তৃপ্তির গৌরব নয় বরং সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের কল্যাণে একটি অনুশীলনের মতো নয়। । এই ধরনের অবস্থান গ্রহণে গান্ধী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সাহিত্যের একটি মৌলিক থিম আশা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এক ছিল প্রথম লেখক সুস্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়ভাবে যুক্তি দেন যে কল্যাণের অ-অর্থনৈতিক দিকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং যে বস্তুগত চাহিদার সর্বাধিক সন্তুষ্টি একটি একক মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা সব সম্ভাব্য বিশ্বের সেরা হতে পারে না। এই তত্ত্বের উন্নয়নে গান্ধী রুশকিন ও টলস্টয়র দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতাদের তুলনায় তিনি আরও বেশি ইতিবাচক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন।

একটি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে, কি প্রয়োজন সীমিত করা উচিত প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উত্তর প্রদান করেন। তার প্রথম লেখার কিছু তিনি তার 'প্রাকৃতিক চাহিদা' সন্তুষ্ট কল কি নীতির আবেদন? প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সব প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হওয়া উচিত এবং আর না। এই হিসাবে ন্যূনতম, বা মৌলিক হিসাবে প্রয়োজন ভাবা হয় এক 'সবচেয়ে কম সম্ভাব্য নিবন্ধ সঙ্গে করা উচিত এবং ক্ষুদ্রতম সম্ভাব্য পরিমাণে শরীরের তার ভাড়া পরিশোধ করার জন্য একেবারে অপরিহার্য কি বেশী'। তবে, বিপণনের উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক চাহিদা এক ব্যক্তির থেকে আলাদা হবে। যদি একজন ব্যক্তির দুর্বল হজম হয় এবং তার রুটির জন্য মাত্র এক চতুর্থাংশ কাঁচা মরিচ প্রয়োজন হয় এবং অন্যটিকে একটি পাউন্ডের প্রয়োজন হয়, তবে প্রাক্তন প্রাকৃতিক স্বাভাবিকের চেয়ে কম হবে। প্রাকৃতিক চাহিদা জলবায়ু পরিবর্তিত হতে পারে। 'ব্রিটিশ উপকূলের উত্তরে উজ্জ্বল হুইস্কি একটি প্রয়োজনীয়তা হতে পারে। এটি কাজ বা সমাজের জন্য একটি ভারতীয় অযোগ্য প্রদান করে। স্কটল্যান্ডের ফার কোটগুলি অপরিহার্য, তারা ভারতে একটি অসহনশীল বোঝা হতে পারে। 'গান্ধীর মতে, কিছু প্রাকৃতিক চায়,প্রাকৃতিক

চাহিদা জলবায়ু পরিবর্তিত হতে পারে। 'ব্রিটিশ উপকূলের উত্তরে উজ্জ্বল হুইস্কি একটি প্রয়োজনীয়তা হতে পারে। এটি কাজ বা সমাজের জন্য একটি ভারতীয় অযোগ্য প্রদান করে। স্কটল্যান্ডের ফার কোটগুলি অপরিহার্য, তারা ভারতে একটি অসহনীয় বোঝা হতে পারে। 'গান্ধীর মতে, কিছু প্রাকৃতিক চায়, শুধুমাত্র ব্যক্তি, স্তরের পরিবর্তে গ্রামে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এই বিভাগে পরিবহন এবং স্যানিটেশন রয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'রাস্তায় রাস্তায় হাঁটা বা এমনকি রাস্তায় ঘুমাতেও দ্বিধাবোধহীন পথচারীদের কোটি কোটি জমির এই ভূখণ্ডে এত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। লাইনগুলিকে মাকডমাইজ করা উচিত এবং জল বের করার জন্য গেটস থাকতে হবে। মন্দির ও মসজিদগুলিকে এত সুন্দরভাবে রাখা উচিত যে দর্শকরা তাদের সম্পর্কে প্রশান্তি পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। গ্রাম যতটা সম্ভব সম্ভব, তাদের চারপাশে এবং চারপাশে ছায়াময় বৃক্ষ এবং ফলের গাছ পূর্ণ। এটি একটি ধর্মশালা, একটি স্কুল এবং একটি ছোট ডিসপেন্সারি থাকা উচিত। ওয়াশিং এবং প্রিভিউ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেন গ্রামের বায়ু, পানি এবং রাস্তাগুলি দূষিত হয় না। '

যদি কোনও বিশেষ পণ্য ভারতে তৈরি না হয়, তবে দেশপ্রেমের যুক্তি প্রয়োগের শেষ নেই।

'আমি এটির ভালো মানের স্কোরে অস্ট্রেলিয়ার গম আমদানি করতে পাপ হিসেবে বিবেচিত হব কিন্তু স্কটল্যান্ডের কাছ থেকে ওটমিল আমদানি করলে সামান্য দ্বিধা থাকা উচিত না কারণ এটি একটি নিবিড়ভাবে প্রয়োজন কারণ আমরা ভারতে ওটাকে বৃদ্ধি করি না। '(ইয়ং ইন্ডিয়া, 15 নভেম্বর 1928)

একই কারণে ইংরেজ লিভার ঘড়ি, বই বা অস্ত্রোপচারের যন্ত্রগুলিতে যুক্তিটি প্রয়োগ করা হয়নি। জাপানি লিখন কাজ, অস্ট্রিয়ান পিন এবং সুইস ঘড়ি পেন্সিল।

যদিও এই আর্গুমেন্ট সমস্ত গৃহজাত পণ্য প্রযোজ্য, গান্ধী বিশেষভাবে গ্রামের শিল্পের পণ্যগুলিকে বিশেষ মনোযোগের বাইরে রাখেন। ঐ বিভাগের মধ্যে খদ্দর স্থান গর্ব করে বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে, স্বদেশী আন্দোলন মূলত খধার পরিধানে ভোক্তাদের উৎসাহিত করার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই অনুযায়ী, বিশেষ করে কওমি, মানুষকে খালার কাপড় কিনতে মিলিলেটে কাপড়ের জন্য এবং বিদেশী কাপড়ের পুরোপুরি বয়কট করতে বলা হয়েছিল। এটি বিশেষভাবে বিদেশী কাপড় ব্যবহার করে যে গান্ধী শুধু ব্রিটিশ বস্ত্র নয়, সমস্ত বিদেশী পণ্য নয়, যা তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, তাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন, জাতিগত, বিভ্রান্তিকর এবং দুষ্ট।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গ্রামের শিল্প এবং সোয়াপ-স্পিনিং সহ সোডেসির গান্ধীর শনাক্তকরণটি দ্বিগুণ যুক্তি দিয়ে প্রণীত হয়েছিল: ভারতের শহুরে জনসংখ্যা গ্রামের প্রতি বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব ছিল, এবং এই দায়িত্বটি সবচেয়ে ভালভাবে বাজারের জন্য বিতরণ করে দেওয়া হবে। গ্রামের পণ্য এবং উপরে সব হাতের কাপড়ের। আর্গুমেন্টের প্রথম অংশ আশেপাশের নীতিগুলির একটি লজিক্যাল পরিণতি (ভারতের কয়েকটি শহর বা শহর যা গ্রামে ঘিরে ফেলা হয় না) এবং দেশপ্রেম (অধিকাংশ ভারতীয় গ্রামবাসী)। ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের আরেকটি নৈতিক নীতির প্রবর্তন করে গান্ধী আরও তা সমর্থন করতে চেয়েছিলেন। গ্রামে অর্থনৈতিক ও নৈতিক মান উভয়ই দীর্ঘ অবহেলার মাধ্যমে হ্রাস পেয়েছে। সিটি মানুষকে আংশিকভাবে দোষারোপ করা হয়েছিল। পুনর্বার করা হতে পারে। 'আমরা গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে দুঃখজনক ভুলের দাবীতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছি এবং একমাত্র উপায় যা আমরা তা খতিয়ে দেখতে পারি তাদের একটি প্রস্তুত বাজারের আশ্বাস দিয়ে তাদের হারিয়ে শিল্প ও শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উৎসাহিত করছি।' 'গ্রামীণ চিন্তা-চেতনার' শর্ত অনুযায়ী গৃহস্থালির চাহিদাগুলি যা 'আমাদের দেশের প্রকৃত অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ' ছিল। আর্গুমেন্ট দ্বিতীয় অংশ মান অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সঙ্গে কি আরও আছে।

স্পিনিং গ্রামীণ বেকারত্বের জন্য একটি সমাধান ছিল। 'খাদি সমগ্র প্রকল্পটি মনে করে যে ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ রয়েছে যারা বছরে কমপক্ষে চার মাস ধরে কোন কাজ করে না।' ভারতীয় জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের মধ্যে কৃষক যারা নিজেদের জমি চাষ করে, বিভাগের অন্তর্গত এমনকি একটি স্বাভাবিক বছরে, কারণ কৃষি কাজ ঋতুগত ছিল, তারা বছরের এক বা ততোধিক বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় ছিলেন। এই, গান্ধী বিশ্বাস, প্রধান কারণ ছিল তাদের স্থানীয় দারিদ্র্য তাদের স্বাভাবিক জীবন সীমান্ত-পরিসীমা সীমান্তে বসবাস ছিল। যদি ফসলের ব্যর্থতা বা দুর্ভিক্ষ না ঘটে, তাহলে অনৈক্যহীন বেকারত্বের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায় এবং এদের অনেকে ক্ষুধা ও রোগের কারণে মারা যায়। 'আধা-ক্ষুধিত' কিন্তু আংশিকভাবে লক্ষ লক্ষ চাকরির জন্য, কাটনা আংশিক সময়ের কর্মসংস্থান এবং দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে বীমাগুলির একটি উপায় প্রদান করে। এইভাবে, গ্রামে শিল্পীদের জন্য কর্মসংস্থানের মাধ্যম হিসেবে গান্ধী কৃষির জন্য সম্পূরক শিল্প হিসেবে কুইকিং দেখেন কেন, কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, কৃপণদের পছন্দ করে, কৃষকদের জন্য কিছু অন্যান্য সহায়ক পেশা না করে? গান্ধীর এই উত্তরটি কঠোরভাবে প্রগাচিত ছিল। অতীতে অতীতে গ্রামবাসীদের দ্বারা স্পিনিং অনুশীলন করা হতো এটি শুধুমাত্র একটি খুব

সহজ এবং কম খরচে বাস্তবায়ন এবং সামান্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা দক্ষতা প্রয়োজন। এটি সহজেই শেখা যায়, খুব বেশি মনোযোগের প্রয়োজন হয় না, অদ্ভুত মুহূর্তে করা যেতে পারে এবং এই কারণে, গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য আংশিক সময়ের কর্মসংস্থান হিসেবে উপযুক্ত। কৃষিপণ্যের সম্পূরক হিসাবে কুইকিংয়ের সম্ভাব্য বিকল্প হিসাবে প্রস্তাবিত যা গরু প্রজনন বা বয়নও নয়, এই সুবিধা উপভোগ করেন, যদিও তারা আরো উপকারী ছিল। স্পিনিং ছিল 'সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে সস্তা এবং সেরা'। আবার, 'স্বদেশী পরীক্ষাটি স্বদেশী নামে পরিচিত নিবন্ধের সর্বজনীনতা নয় বরং এই নিবন্ধের উৎপাদনে বা উৎপাদনে অংশগ্রহণের সর্বজনীনতা।' এই পরীক্ষায় বিচার করা হয়েছে, কুইকিংয়ের মাধ্যমে অন্যের তুলনায় অপ্রত্যাশিত প্রতিযোগী।

যে তুলা স্পিনিং কৃষি বেকারত্বের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিকার এছাড়াও সার্বজনীন গ্রহণের জন্য এটি সুপারিশ করা হয়নি নিহিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, উদাহরণস্বরূপ, এমন ব্যক্তিদের জন্য বোঝানো হয়েছে যারা ইতিমধ্যে বেশি লাভজনক কর্মসংস্থান পেয়েছে, যেমন টেক্সটাইল মিলগুলিতে শহুরে শ্রমিকরা এটি একটি জেলার বা অঞ্চলে কাজ করতে পারে না যার কাছে তাদের সংখ্যা নিখরচায় বেশ কয়েকজন লোক নেই যারা নিখোঁজ হয়। গান্ধী হাত কাটানোর জন্য একক, সুস্থ ও জীবনধারণের শিল্পকর্ম ত্যাগের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে না বলে পরামর্শ দেন না। এক সময়ে, তিনি দেখেছিলেন যে বেশ কয়েকটি মহিলা কাঁটা কাটিয়ে আসছে যারা জীবিকা বা জীবন যাপনের বাইরে ছিল না। 'সম্ভবত তারা আমাদের আবেদনের জবাবে স্পিন এবং কারণ তারা উপলব্ধি করে যে এটি দেশের কল্যাণের জন্য।' তবুও গান্ধী তাঁর দৃঢ় দৃঢ়তার সাথে দৃঢ় ছিলেন যে, তাদের স্পিনিং বন্ধ করা উচিত 'কারণ চরখা আন্দোলন এমন লোকদের সাথে ধারণ করা হয়নি। মনের কথা কিন্তু কেবলমাত্র নিখুঁত মানুষের জন্য যারা অলসভাবে কাজ করতে চায় ' অপারেটিভ নীতি বেশ স্পষ্ট ছিল: যদি আধা-বেকার মানুষদের কোন সংকট না থাকতো তবে কানায় চাকা জন্য কোন জায়গা থাকবে না।

গান্ধীর চাষিদের জন্য সহায়ক পেশা খুঁজে পাওয়ার প্রাক-দখলদারিত্ব সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে যদি অন্য কিছু বিবেচনা মনে রাখা হয়। প্রথমত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি যে, কৃষিতে উৎপাদনে উন্নতি আনতে পারে তা খুব সীমিত। ভারতের চাষযোগ্য জমির একটি অত্যন্ত উচ্চ শতাংশ ইতোমধ্যে চাষের অধীনে ছিল, কৃষি এলাকায় বাড়ানোর জন্য সামান্য সুযোগ ছিল। এছাড়াও, কৃষি যদি জীবিকাভিত্তিক একক মাধ্যম সরবরাহ করে থাকে, তবে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একর পরিবারের জন্য সহায়তা করার জন্য ন্যূনতম কার্যকরী এলাকা হিসেবে এক একর অনুমান করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, চাষের সম্প্রসারণ ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি কার্যকর উপায় ছিল না।

গান্ধীর নিজের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সহ অনেক জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের কাছে,

ইতোমধ্যে চাষের আওতায় জমি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে জি. কে. গোখলে একটি আশাব্যঞ্জক সমাধান বলে মনে করা হয়। এই শেষ দিকে তারা যৌথ উদ্যোগের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল, বিশেষত সরকার দ্বারা, সেচ সুবিধা প্রসারিত করতে যাতে কৃষকরা কম বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে এবং উচ্চতর ফলনশীল বীজ এবং উন্নত কৃষি পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে পারে। গান্ধী যুক্তি দিয়েই এই যুক্তিটি গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁর বিশ্বাসের কারণেই কৃষি সংস্কারের প্রস্তাবগুলি 'চিত্তাকর্ষক' ছিল এবং অবিলম্বে উপলব্ধ নয়। তিনি বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজের হাতে রাজ্যের প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করছিলাম, ততদিন পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতাম কৃষি উন্নয়নে অসম্ভব। এই উপর আমার মতামত এখন পরিবর্তন অধীন চলছে। আমি মনে করি আমরা বর্তমান অবস্থার মধ্যেও উন্নতি নিয়ে আসতে পারি, যাতে কৃষক আমার করণীয় মূল্য পরিশোধ করার পরও কিছুটা লাভ করে, ফলে কৃষিতে মনোনিবেশ করার সময় এসেছে।'

যাইহোক, গান্ধী যান্ত্রিক কৌশলগুলির ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা 'শিল্পের শিল্পব্যবস্থা' বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যা কেবল গ্রামের সমাজের বিপরীতে নয়, যা তিনি আনতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তার জন্য মাটির-উর্বরতার জন্য 'বাণিজ্য'ও বোঝাতে চেয়েছিলেন। দ্রুত ফেরত 'এর তিনি মনে করেন, এটি একটি বিপর্যয়কর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিকোণ নীতি হতে প্রমাণিত হবে যা মাটি ভার্চুয়াল হ্রাসের ফলে। এই ধরনের নতুনত্ব ছাড়াও ভারতে কৃষি উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হতে পারে কিনা তা সন্দেহজনক।

মানবাধিকারের সীমাবদ্ধতা এবং স্বদেশী উভয়ই শেষ পর্যন্ত নৈতিক পছন্দগুলির ধারণার উপর নির্ভর করে। বাজেটের আওতায় স্ব স্ব আগ্রহী ইস্যুগুলির সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কেবল মানুষকেই চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং স্বতন্ত্র সুখের এবং অন্যদের সাহায্য করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। সমস্যা হল যে মানুষের প্রকৃত পছন্দ তাদের 'নৈতিক পছন্দ' থেকে ভিন্ন হতে পারে যদি গান্ধীয় অর্থনীতি কেবলমাত্র একটি আদর্শ অর্থনৈতিক আদেশের সাথে জড়িত হয়, তবে পার্থক্যটি অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে

না। গান্ধী নিজে শহুরে ভারতীয়দের প্রকৃত পছন্দগুলির মধ্যে পার্থক্য, বিশেষত পোশাকের বিষয়ে, এবং তিনি তাদের নৈতিক প্রয়াসগুলি কি ভাবতেন তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্লেষণে সম্পূর্ণরূপে সুসংগত ছিলেন না। তার আরো আশাবাদী আন্দোলনে তিনি বিশ্বাস করেন যে খদ্দের (একটি নৈতিক অগ্রাধিকার) জন্য একটি 'সত্য এবং জাতীয়' স্বাদ ইতিমধ্যে একটি স্বতন্ত্র আকারে ছিল এবং তাই চাহিদা শুধুমাত্র সরবরাহের পিছনে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সম্ভবত ছিল। খদ্দরের ব্যবহার নিজেই 'আমাদের স্বার্থ রুপান্তর' যে সব প্রয়োজন ছিল খদ্দেরের জাতীয় স্বার্থ 'পুনরুজ্জীবিত' করা এবং আপনি প্রতি গ্রামে একটি ব্যস্ত হিপ পাবেন'। আরও প্রায়ই তিনি অনিশ্চিত বলে মনে করেন: 'খদ্দের এখনও জনপ্রিয় এবং সর্বজনীন বা এমনকি হতাশ হয়েছেন:' খাদি জনগণের অভিনব ধারণ করেনি '। প্রাথমিক পর্যায়ে হাত তুলার জন্য চাহিদা কোনও নাটকীয় বৃদ্ধি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামে হাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাপড় উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জনে দেশটির অনাহুত স্টক শুরু হয়। গান্ধীর উপসংহার ছিল খাদিকে 'প্রচারের একটি বিশাল প্রচার' প্রয়োজন। সব পরে, যে সব পণ্য বিক্রি হয় কিভাবে। টেক্সটাইল মিলস তাদের নিজস্ব অদ্ভুত সংস্থা এবং তাদের পণ্য বিজ্ঞাপন জন্য পদ্ধতি ছিল ' 1924 সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর রাষ্ট্রপতির বক্তৃতায় গান্ধী এই প্রস্তাবের সমালোচনা করেছিলেন যে, 'সরবরাহটি চাহিদা মেটাচ্ছে'। খোদার উত্সাহকে উৎসাহিত করার জন্য যথাযথ অনুসার প্রয়োজন ছিল।

খুনের পক্ষে কংগ্রেস ও তার সংস্থা কর্তৃক বিজ্ঞাপন প্রচারণা চালানো হয়েছিল কংগ্রেস সদস্যতার জন্য এটি একটি পূর্বশর্ত তৈরি করা হয়েছিল। গ্রামবাসীদের তথ্য সরবরাহের জন্য গ্রামের হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

গান্ধী গণ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং খদ্দরের পক্ষে প্রেসে লিখেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা', 'স্বরাজের সেলসমান'। শহুরে মধ্যবিত্তরা বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু ছিল। জনসংখ্যার 'চিন্তাভাবনা অংশ' একটি সীসা দিতে ছিল; 'খদ্দের যা বাজারকে খুঁজে বের করতে হবে সেগুলো প্রজ্ঞাবদ্ধ পুরুষদের মধ্যে অগ্রাধিকার দিতে হবে'। যে এখতিয়ার কৌশল অবশেষ, 'এক দিকে কেনার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং অন্য উৎপাদন দরিদ্র শ্রেণীর' সঙ্গে। উৎপাদন এবং বিপণনের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এবং পণ্যের গুণমান উন্নত করার জন্য কিছু প্রচেষ্টাও করা হয়েছিল। গান্ধীর হতাশা থেকে অনেক কিছু, এই পদক্ষেপগুলি নৈতিক অগ্রাধিকার এবং বাজারের চাহিদা মধ্যে ফাঁক কমাতে সফল হয়নি। খদ্দের গান্ধীর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রচারাভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে কুইন এলিজাবেথ এল সম্পর্কে কিছুটা বিচলিতভাবে লিখেছিলেন, যিনি হোল্যান্ডের নরম কাপড় আমদানি করতে নিষেধ করেছিলেন, যিনি নিজে নিজের প্রিয় ইংল্যান্ডে 'মোটা কাপড় পরা' এবং 'পুরো দায়বদ্ধতা সেই জাতির' গান্ধী নিজে নিজের জন্য এই ধরনের বিকল্পের আশা করেননি। সেলস টক অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল, বাহিনী কখনো ছিল না। 'আমরা জোর করে খাদি ছড়িয়ে দিতে চাই না। জনগণের মূল্যবোধ ও অভ্যাস পরিবর্তন করে আমরা আমাদের কাজ করতে চাই। 'তবে তার কারণ সফল হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট ছিল না।

প্রযুক্তি, শিল্পায়ন এবং উৎপাদনের মাত্রা :

ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তাধারার কেন্দ্রীয় উদ্বেগ, রণদেব থেকে, শিল্পায়নের সমস্যা ছিল। ভারতে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু জন্য এটি অর্থনৈতিক ড্রেন ছিল। অন্যদের প্রশিক্ষিত শ্রম, ক্রেডিট সুবিধা এবং উদ্যোক্তা ঐতিহ্যের অভাব জোর। তবুও ভারতীয়রা ভারতীয় শিল্পের জন্য উৎসাহ প্রদানের ব্যর্থতার জন্য সরকারকে দোষারোপ করে। সব সম্মত হলেও, শিল্প উন্নয়ন দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের দীর্ঘমেয়াদী সমাধান ছিল। তারা সম্মত হন যে আধুনিক ওয়েস্টার্ন লাইনের উৎপাদন শিল্পের উন্নয়ন লাভজনক ছিল। প্রকৃতপক্ষে, 19 শতকের শেষ দশকের বেশিরভাগ ভারতীয় অর্থনৈতিক লেখা এই প্রক্রিয়ার গতি বাড়ানোর বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। অন্যদিকে, গান্ধী ভারতের শিল্পোন্নতিকে একটি লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেননি যা ভারতকে গ্রহণ করা উচিত। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা গান্ধীকে তার স্বার্থের সীমাবদ্ধতা ও স্বদেশী শেখার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাকে আধুনিক শিল্প উন্নয়নের বিরোধিতা করেছিলেন। শহুরে কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি ও বড় আকারের উৎপাদন ব্যবহার, তিনি যতদূর সম্ভব এটিকে এড়িয়ে যেতে বলেছিলেন।

তাঁর মতে, যন্ত্রটির তিনটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: প্রথমত, এটি সম্পূরক বা মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিবর্তে মানুষের বা পশু শ্রম স্থানচ্যুত করে। দ্বিতীয়ত, মানুষের শ্রমশক্তির বিপরীতে তার বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের কোন সীমা নেই। তৃতীয়ত, এটি একটি নিজস্ব আইন আছে বলে মনে হয়তাঁর মতে, যন্ত্রটির তিনটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: প্রথমত, এটি সম্পূরক বা মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিবর্তে মানুষের বা পশু শ্রম স্থানচ্যুত করে। দ্বিতীয়ত, মানুষের শ্রমশক্তির বিপরীতে তার বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের কোন সীমা নেই। তৃতীয়ত, এটির নিজস্ব একটি আইন রয়েছে বলে মনে হয়, যা কেবল শ্রমই বিচ্ছিন্ন নয়

বরং এটি একটি ক্রমবর্ধমান হারে বিস্ফোরিত হয়। এটি ঘটেনি কারণ এই ধরনের স্থানচ্যুতিটি যন্ত্রের ব্যবহারকারীদের দ্বারা সামাজিকভাবে বা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বলে বিবেচিত ছিল, কিন্তু প্রযুক্তির অগ্রগতির পরিণামের ফলে এটিই ঘটেছিল।

গান্ধীর আধুনিক, মেশিন ভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের বিরোধিতা তার নিজের যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যর একটি প্রাকৃতিক পরিণতি। 'আমি মেশিনের বিরুদ্ধে, কারন তারা তাদের চাকরির পুরুষকে বঞ্চিত করে এবং তাদের চাকরিহীনতা প্রদান করে। আমি তাদের বিরোধিতা করি না কারণ তারা মেশিন, কিন্তু তারা বেকারত্ব তৈরি করে। 'প্রশ্নটি উত্তর, সময় থেকে শাস্ত্রীয় রাজনৈতিক অর্থনীতিতে আলোচনা।

রিকার্ডো এর, গান্ধী জন্য, বেকারত্ব বাড়ে বাড়ে, কিনা স্বতঃ স্পষ্ট। 'যদি এক মেশিনে শত লোকের কাজ হয়, তাহলে আমরা কোথায় সেই শত লোককে নিয়োগ করতে পারি?' এখন, কেউ বলতে পারে যে উন্নত যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের মাধ্যমে কর্মীদের নিখোঁজ শ্রমিকরা অন্যত্র কর্মসংস্থান পাবে। গান্ধী এই আর্গুমার সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। যাইহোক, তিনি এটি প্রত্যাখ্যান, প্রথমত কারণ কর্মসংস্থান সুযোগ ছিল, তার মতে, মোটামুটি সীমিত; এবং দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকদের খুব নির্দিষ্ট দক্ষতা দেখা দেয়, যার অর্থ তারা অর্থনীতির অন্য কোথাও পুনরায় নিয়োগ করতে পারে না। শ্রমিকদের চাকরি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিল গান্ধী বিশ্বাস, সাধারণ একজন যা সর্বত্র পরিচালিত হয়, কিন্তু এর পরিণতি বিশেষ করে কবরস্থানের মত একটি দেশ, যেমন ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠীর সাথে। এই সমাজে যান্ত্রিক শিল্পের বিস্তার ক্রমবর্ধমান ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাব সহ বেকারত্ব তৈরি করবে।

গান্ধীজির দ্বিতীয় প্রধান যুক্তি ছিল মেশিন ভিত্তিক উৎপাদন দ্বারা শিল্পায়নের প্রসারের বিরুদ্ধে। এটি ছিল কয়েকটি হাতে হাতে উৎপাদন এবং বন্টন। অধিকতর বিশেষভাবে, এটি গ্রামগুলিতে শহরগুলির আরো অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করবে, গ্রামের মানুষদের তুলনায় গ্রামে আরও বেশি নির্ভরশীল করে তুলতে পারে না। গান্ধীর গ্রামের স্বরাজের দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হবে না। যেহেতু শিল্প উৎপাদন কয়েকটি শহুরে কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হবে, তবে গ্রামবাসীদের জনসাধারণের ব্যয় দ্বারা শহুরে অভিজাতদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা শক্তিশালী করা হবে। তার স্বাভাবিক অর্থে ভর উৎপাদন, যে জটিল যন্ত্রপাতি সহায়তা মাধ্যমে কয়েকটি সম্ভাব্য সংখ্যা দ্বারা উত্পাদিত হয়, জনগণের স্বার্থ পরিবেশন করতে পারে না নিজেদের। গান্ধীজি এর সমাধান

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জনগণের দ্বারা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, 'এটা জনগণের নিজস্ব বাড়িগুলিতে ব্যাপক উৎপাদন। যদি আপনি ইউনিট উৎপাদন এক মিলিয়ন বার সংখ্যা এটি আপনি একটি ব্যাপক স্কেলে ভর উৎপাদন দিতে না? ডিস্ট্রিবিউশন কেবল তখনই সমান হতে পারে যখন উৎপাদন স্থানীয়করণ করা হয়, অন্য কথায়, যখন বন্টনটি একযোগে উৎপাদন করে। উপরন্তু, যখন উৎপাদন ও ব্যবহার উভয় স্থানীয়করণের জন্য নিজস্ব প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনুধাবন করে, ফলাফলগুলি নির্বিশেষে এড়িয়ে চলতে হবে; "অনির্দিষ্টকালের জন্য এবং দামে" উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কোন প্রলোভন হবে না।'

যন্ত্রপাতি ব্যবহারে গান্ধীর বিরোধিতা ছিল মোট নয় এবং সমস্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল না। একটি উপায় হিসাবে, তার আপত্তি শিল্পে যেমন ছিল, যার মধ্যে সাধারণত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার পরিবর্তে বোঝা যায়, যেমন বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'আমি এমন যন্ত্রপাতিের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু যখন এটি আমাদের কর্তৃত্ব করে তখন আমি সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করছি।' তবে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মেশিনে প্রত্যেক ব্যক্তির সাহায্য করা যায়'। একটি সহায়ক মেশিনের তাঁর প্রিয় উদাহরণ ছিল সিঙ্গারের সেলাই মেশিন যা মানব শ্রমের পরিপূরক এবং তার দক্ষতা বাড়িয়ে দেয় কিন্তু শ্রম নিজেই বন্টন করে নি। আরেকটি অস্ত্রোপচার যন্ত্র ছিল। তিনি কেবল এই ধরনের জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রগুলির অনুমোদনই করেননি, তবে এই ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত জটিল যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করেননি, এখানে এই ধরনের যন্ত্রপাতি একেবারে অপরিহার্য। তিনি বলেন, 'আমরা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াতে হাত প্রক্রিয়া চাষ করতে চাই কিন্তু যেখানে এটি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়, আমরা যেন যন্ত্রপাতি পরিচলনা না করি।' অন্য আরেকটি উদাহরণ হলো স্যানিটেশন। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, জলবিদ্যুত্ এবং আধুনিকদের যথেষ্ট পরিমাণ সরবরাহ আছে।

দরিদ্রদের কোন কষ্ট ছাড়াই স্যানিটেশন চালু করা যেতে পারে, আমি এর কোনও আপত্তি নেই, আসলে এটি সংশ্লিষ্ট শহরের স্বাস্থ্যের উন্নতির একটি উপায় হিসেবে স্বাগত জানানো উচিত। মুহূর্তে এটি শুধুমাত্র শহরে চালু করা যাবে। 'দরিদ্রদের কোন অসুবিধা ছাড়াই স্যানিটেশন চালু করা যেতে পারে, আমি এর কোনও আপত্তি নেই, আসলে এটি সম্পর্কিত শহরের স্বাস্থ্যের উন্নতির একটি উপায় হিসেবে স্বাগত জানানো উচিত। মুহূর্তে এটি শুধুমাত্র শহরে চালু করা যেতে পারে। শুধু শ্রম অব্যাহতি না কিন্তু এটি একটি ক্রমবর্ধমান

হারে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে না শুধুমাত্র বাড়ে। এটি ঘটেনি কারণ এই ধরনের স্থানচ্যুতিটি যন্ত্রের ব্যবহারকারীদের দ্বারা সামাজিকভাবে বা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বলে বিবেচিত ছিল, কিন্তু প্রযুক্তির অগ্রগতির পরিণামের ফলে এটিই ঘটেছিল।

একটি আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম হল জনসাধারণের ব্যবহার যা মানুষের শ্রম দ্বারা পরিচালিত না হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, গান্ধী যান্ত্রিক আধুনিক প্রযুক্তির অনুমোদন করবে। যাইহোক, তিনি চাইবেন যেন তারা জনসাধারণের স্বার্থে রাজ্যের মালিকানাধীন ও চালিত মূল শিল্প হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং, এই ধরনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী হিসাবে গণ্য করা হয়।

তবে, গান্ধী তার মৌলিক চাহিদার উৎপাদনের জন্য ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যাপক বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত এই অবস্থানটি বজায় রেখেছিলেন, মৃৎপাত্র, তৈরি পোশাক বা জমি চাষের জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছেন। যদি গান্ধী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হন তবে তিনি সব মেশিন চালিত ময়লা এবং ময়দা বন্ধ করে দেবেন এবং তেল দখলের কারখানাগুলির সংখ্যা সীমিত করবেন। তিনি সম্ভবত বিদ্যমান টেক্সটাইল মিলস বিট না পারে নিশ্চিতভাবে তাদের সাহায্য করবে না এবং কোনও ক্ষেত্রে নতুন সেট আপ করার অনুমতি হবে না। আদর্শ গ্রামসমূহ যা খাদ্যের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল, যা কোন একক আটার কল নেই এবং যেখানে বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজনীয় সব কয়লা বৃদ্ধি করে এবং নিজেদের কাপড় তৈরি করে, নিজের বাড়ীতে গড়া কাপড়ের মঞ্চে দাঁড় করা উচিত। , তিনি বলেন, পুরস্কার প্রদান করা এবং ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি।

কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি আসলে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিরোধিতা করতেন না কিন্তু তার অপব্যবহারের জন্যই। গান্ধী নিজেই বিভিন্ন লেখায় অভিযোগ করেন যে তাঁর যন্ত্রের বিরোধীতা ভুল বোঝাবুঝি ছিল কারণ তিনি যন্ত্রপাতি বিরোধী ছিলেন না। একইভাবে, তিনি মনে করেন যে 'মেশিন পাওয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতি মূল্যবান অবদান রাখতে পারে'। তবুও, শিল্প উন্নয়নের প্রক্রিয়াতে তিনি যাকে যন্ত্রে ব্যবহার করেছিলেন সেটি ছিল অত্যন্ত সীমিত এক। "এটা বলা যায় যে এখন ভারতকে শিল্পায়ন করা হবে। কিন্তু গ্রামের প্রতিটি গ্রামে চরখার সাথে চাঁদা দেওয়া এবং প্রতিটি গ্রামে কাপড় তৈরি করা আমার ধারণার শিল্পায়ন করা উচিত। 'মূলত এটি স্ব-নিযুক্ত গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি, খাদ্য ও বস্ত্রসহ ম্যানুয়াল দ্বারা একটি দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রম, খুব সহজ সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করে। এটি শিল্পায়ন থেকে খুব আলাদা। তিনি সত্য, সত্য স্বীকার করেন যে কিছু বড় বড়

টিপ্পনী

বেসরকারি শিল্প চলতে থাকবে, যেমন তুলা বস্ত্র উৎপাদনে। বিশ্বস্ততা তার অসুস্থ প্রভাব হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে স্বদেশী এর ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক নীতির উপরও কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে ভারত, আধুনিক শিল্পায়নের বিকল্প হিসেবে গ্রামের শিল্পকে দত্তক গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন করেনি। পরোক্ষভাবে, তবে, প্রযুক্তির বিষয়ে গান্ধীর ধারণাগুলি একটি সতর্কবাণী প্রদান করে কিছু প্রভাব ফেলেছিল যে পশ্চিমা লাইনগুলিতে যান্ত্রিকীকরণগুলি অপরিহার্যভাবে একটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান-এনডোওউমেন্টযুক্ত দেশগুলির জন্য সর্বোত্তম সমাধান হতে পারে না। পরিবর্তে, প্রচুর পরিমাণে শ্রম এবং অপেক্ষাকৃত সামান্য মূলধনযুক্ত দেশগুলি হালকা শিল্পের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং তাদের পণ্য উৎপাদনের জন্য শ্রম-নিবিড় কৌশলগুলিতে উপকৃত হতে পারে। অর্থাত্ তাঁর ধারণাগুলি বেশ আবেস্তিত কিন্তু পুঁজি-দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে মধ্যবর্তী বা 'উপযুক্ত' প্রযুক্তি বলে বিবেচিত হওয়ায় উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে কিছু অংশ খেলে থাকতে পারে।

ট্রাস্টি এবং শিল্প সম্পর্ক

গান্ধীর ট্রাস্টি বোর্ডের তত্ত্বটি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছিল (গান্ধীর লেখাগুলিতে দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়), যা 1917 সালের রাশিয়ান বিপ্লবের পর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই তত্ত্বগুলি গান্ধী লিখেছিলেন, সবার কাছে আমাদের 'ধনী' হওয়া উচিত কিসের প্রশ্ন হওয়া উচিত। তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন মূলতঃ সমৃদ্ধ সম্পত্তি - প্রিন্সিপাল, মিলিওনেয়ার, বড় শিল্পপতি ও জমিদারদের - তাদের জব্দ করা উচিত এবং তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য তাদের শ্রমিক হিসেবে কাজ করা উচিত। গান্ধী অসম্মত। ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে সঠিকভাবে আশা করা যেকোনোটি তাদের 'বিশ্বাসে' তাদের ধনসম্পদ ধরে রাখতে পারে এবং সমগ্র সমাজের সেবায় তাদের ব্যবহার করতে পারে। 'গোল্ডেন ডিম ছুঁড়ে ফেলে এমন হুড়কাটি মেরে ফেলার জন্য আরো বেশি জোর দেওয়া'।

বিশ্বস্ততার যুক্তি ছিল যে পৃথিবীতে সবকিছুই ছিল এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে ছিল। যদি একজন ব্যক্তি তার 'অনুপযুক্ত' ভাগের সম্পদ বা প্রতিভা তুলনায় বেশি থাকে, তবে সে সমগ্র ব্যক্তির জন্য সেই অংশটির একটি ট্রাস্টি হয়ে ওঠে। অতএব ধনী দেশটির জন্য তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য তাদের প্রতিভা ব্যবহার করা উচিত। বিশ্বস্ততা, এইভাবে,

টিপ্পনী

নৈতিক দায়িত্ব একটি ফর্ম ছিল কিন্তু এটি দাতব্য বা পক্ষপাতিত্বের থেকে বেশ ভিন্ন ছিল এবং একটি উপায় এটি তাদের জন্য একটি বিকল্প ছিল। 'যদি ট্রাস্টিপতি ধারণা বিশ্বপ্রেম ধরতে পারে তবে আমরা তা অদৃশ্য হয়ে যাব'।

বিশ্বস্ততা প্রকৃতির, স্বেচ্ছাসেবী। ধনীদের ট্রাস্টি হিসাবে তাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে আসা উচিত দীর্ঘমেয়াদী ট্রাস্টি বোর্ডেও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হতে পারে, যা গান্ধীকে 'বিধিবদ্ধ বিশ্বস্ততা' বলে অভিহিত করে। অ্যাট্রিস্টি তার উত্তরাধিকারীকে মনোনীত করতে সক্ষম হতে পারে, যদিও তার আইনি মালিকানা এখনও থাকবেবিশ্বস্ততা প্রকৃতির, স্বেচ্ছাসেবী। ধনীদের ট্রাস্টি হিসাবে তাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে আসা উচিত দীর্ঘমেয়াদী ট্রাস্টি বোর্ডেও প্রাতিষ্ঠানিক হতে পারে, যা কিনা গান্ধীকে 'বিধিবদ্ধ ট্রাস্টিপতি' বলে অভিহিত করে। অ্যাট্রিস্টি তার উত্তরাধিকারীকে মনোনীত করতে সক্ষম হতে পারে, তবে আইনগত মালিকানা কেবল শ্রম অব্যাহতির জন্যই নয়, বরং এটি কখনই স্থানান্তরিত হচ্ছে না -বৃদ্ধি হার এটি ঘটেনি কারণ এই ধরনের স্থানচ্যুতিটি যন্ত্রের ব্যবহারকারীদের দ্বারা সামাজিকভাবে বা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বলে বিবেচিত ছিল, কিন্তু প্রযুক্তির অগ্রগতির পরিণামের ফলে এটিই ঘটেছিল।

শিল্প সম্পর্কের বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন আনয়ন, স্বার্থের সংঘাতের উপর নির্ভর করে, ট্রাস্টি বোর্ডের ভিত্তিতে, এটি আলোকিত শিল্পপতি যারা নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল শ্রদ্ধার শত্রু হওয়ার জন্য গান্ধী নিজেই রাজধানীকে বিবেচনা করেননি এবং নীতিগতভাবে 'পুরোপুরি সম্ভব' হতে তাদের সমন্বয় সাধন করেছেন। যাইহোক, জীবনের অধিকাংশ জিনিস হিসাবে, একটি আদর্শ শুধুমাত্র প্রায় উপলব্ধ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, 'পরম ট্রাস্টিবিলিটি একটি ইক্লিডের একটি বিন্দুর সংজ্ঞা মত একটি বিমূর্ততা, এবং সমানভাবে অপ্রচলিত। কিন্তু যদি আমরা এর জন্য সংগ্রাম করি তবে আমরা অন্য কোন পদ্ধতির চেয়ে পৃথিবীতে সমতার একটি রাষ্ট্র উপলব্ধি করতে আরও এগিয়ে যাব। "জিজ্ঞাসা করা হলে, তার জীবনের শেষের দিকে, যদি তিনি কোন শিল্পপতি যিনি সম্পূর্ণরূপে বসবাস করতেন জানতেন ট্রাস্টিস্টের আদর্শ, গান্ধী জবাব দিলেন, 'না, যদিও কেউ কেউ সেই নির্দেশে সংগ্রাম করছে।' যদিও এই সাফল্যের কারণে সশস্ত্র স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভরশীল কোনও গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে কিছু শিল্পপতি কেবল আচরণের প্রত্যাখ্যান করেছেন ট্রাস্টি হিসাবে, এমনকি প্রতিটি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে পরে। পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরণের অনুমোদন প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক পথিকৃত শিল্পপতিদের তাদের উপায়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সংশোধন করার জন্য জনসাধারণের মতামত বাহিনী আনতে হয়। এই নীচ থেকে সরাসরি পদক্ষেপের দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে, গান্ধী অহিংস অসহিষ্ণুতার কথা বলেছিলেন। যদি সেও রাজধানীর মালিকদের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা শেষ পর্যন্ত 'প্রয়োজনীয় মামলার দাবি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া' প্রয়োজনীয় হতে পারে। যাইহোক, ট্রাস্টিপতির নীতিমালার মাধ্যমে এবং বৃহৎ, শান্তিপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত রূপান্তরটি আদর্শ হিসেবে থাকবে।

গান্ধী তার বিশ্বাসের সমর্থনে দুই প্রধান স্বীকার্যকে সামনে রেখেছিলেন যে ট্রাস্টিপি কমিউনিজমের তুলনায় বৈষম্য ও শোষণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার একটি ভাল উপায় ছিল। প্রথম যুক্তিটি ক্ষমতার অসম বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। গান্ধীর মতে 'যদিও আমরা সবাই সমান জন্মলাভ করি, তবে বলতে পারি, আমাদের সমান সুযোগের অধিকার আছে, তবুও আমাদের সব একই ক্ষমতা নেই'। ফলস্বরূপ, এটি স্বাভাবিক ছিল যে অন্যদের মধ্যে কেউ কেউ বস্তুগত লাভ অর্জনের চেয়ে আরো বেশি উপযুক্ত হবে। উদ্যোক্তা ক্ষমতা ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং যথাযথভাবে কাজে লাগানো সামাজিকভাবে মূল্যবান হতে পারে। যদি ধনী তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় এবং ম্যানুয়াল কর্মীদের সমাজে তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য দরিদ্র হয়ে দরিদ্র হয়ে উঠবে, কারণ এটি সম্পদ অর্জন করতে জানে এমন ব্যক্তিদের উপহার হারাবে'। এই সক্ষম মানুষদের সেবা প্রদানের দেশ দেশের স্বার্থে হবে না, বিশেষ করে যদি দেশটি দরিদ্র ও নিখুঁত হয়। অন্যদিকে ট্রাস্টিস্ট সমাজের ব্যাপক স্বার্থের জন্য তাদের ব্যবহার করার সময় এই ধরনের ক্ষমতা সংরক্ষণের চেষ্টা করে। তৎকালীন একজন প্রখ্যাত শিল্পপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র গান্ধীর পরামর্শ, যিনি একজন বন্ধু এবং রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন, তিনি ছিলেন যে, তিনি যদি ব্যবসাতে ইতিমধ্যেই জড়িত থাকতেন তবে তিনি এভাবে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি যথাযথভাবে ব্যবহার করা উচিত এবং ট্রাস্টি হতে পারেন। দ্বিতীয়ত, গান্ধী অহিংসার নীতির মাধ্যমে বিশ্বস্ততাকে সমর্থন করেন। তাদের সম্পত্তি দখল করে উৎপাদনের মাধ্যমের সম্পদশালী দখলদারিত্বের কমিউনিজম বিকল্প এই নীতি লঙ্ঘন করে। সোভিয়েতের কমিউনিস্ট ব্যবস্থা, যদিও এর কিছু ভাল লক্ষ্য ছিল, যেমন ধনীদের দ্বারা দরিদ্রদের শোষণ দূর করা, শক্তি প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে ছিল যা অনৈতিক ছিল এবং এই কারণেই তার চূড়ান্ত সাফল্যের ব্যাপারে গুরুতর সন্দেহ ছিল।

গান্ধী এই সময়ে দ্বিগুণ মানদণ্ডে অভিযুক্ত হয়েছেন, কারণ আমরা দেখেছি যে

তিনি বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যর্থ হলে শিল্পের রাষ্ট্রীয় মালিকানা অনুমোদন করেছেন।

একটি ট্রাস্টি ভূমিকা গ্রহণ। যাইহোক, অন্যত্র হিসাবে, তিনি দুটি evils কম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। ব্যক্তিগত শিল্পপতি, তিনি মনে করেন, অংশীদারিত্বের মনোভাবের সাথে শ্রম সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত এবং, একটি সুযোগ দেওয়া, সম্ভবত অনেক হবে যদি ট্রাস্টি বোর্ড একটি ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় মালিকানা না করে তবে শেষ অবলম্বন হিসেবে প্রয়োজন হবে, তবে গান্ধী, কমিউনিস্টদের মত নয়, নিজের মতই অনিবার্য বা ভাল বলে বিবেচিত হবে না। তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ আতঙ্কিত ছিলেন, যা শোষণের ক্ষুদ্রতমতা দ্বারা ভালভাবে ভালভাবে কাজ করে, ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে মানবজাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষতি করতে পারে, যা সকল প্রগতির মূল ভিত্তি। অন্যত্র তিনি রাষ্ট্রকে একটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং সংগঠিত আকারে সহিংসতার প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি বলেন যে 'ব্যক্তিটির একটি আত্মা ছিল কিন্তু রাষ্ট্রটি একটি স্বতন্ত্র মেশিন।' তার মতে, 'ব্যক্তিগত উদ্যোগের সহিংসতা রাষ্ট্রের সহিংসতার চেয়ে কম ক্ষতিকর'। রাষ্ট্র দ্বারা জবরদস্তি শুধুমাত্র একটি প্রয়োজনীয় মন্দ হতে পারে এবং বিশ্বস্ততা পছন্দের বিকল্প ছিল।

সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের এক ধরনের সম্পত্তি ছিল, যা গান্ধীকে জোরপূর্বক বিবেচনা করা হয়নি, যেমন, সম্পদ বা উত্তরাধিকার করের উচ্চ হার।

ধন এখনো যথেষ্ট কর নিযুক্ত করা হয়েছে। এই, বিশ্বের সব দেশের, দ্বারা অবাধ সম্পদ দখল সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের এক ধরনের সম্পত্তি ছিল, যা গান্ধীকে জোরপূর্বক বিবেচনা করা হয়নি, যেমন, সম্পদ বা উত্তরাধিকার করের উচ্চ হার।

ধন এখনো যথেষ্ট কর নিযুক্ত করা হয়েছে। এই, বিশ্বের সমস্ত দেশের, ব্যক্তি দ্বারা অবাধ সম্পদ দখল ভারতীয় মানবতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ হিসেবে অনুষ্ঠিত করা উচিত। ইংল্যান্ডে তারা নির্ধারিত ব্যক্তিকে অতিক্রম করে 70 শতাংশ উপার্জন করেছে। তবে গান্ধী বিশ্বাস করেন যে, তিনি যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন, সেটিই 'গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক' পদ্ধতির বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপে প্রয়োগ করে শিল্পী প্রতিভাের অভাবের উপর ভিত্তি করে যুক্তি উপস্থাপন করে।

চ্যারিটি, অবকাশ এবং কাজের সান্নিধ্য :

এই বিভাগ দাতব্য নেভিগেশন গান্ধীর মতামতের আলোচনা। আপনি যেমন দেখেছেন, তিনি দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক আচরণ হয়, বা হওয়া উচিত, স্ব স্ব আগ্রহী পছন্দগুলি দ্বারা পরিচালিত। এ কারণে তাকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের

টিপ্পনী

প্রতি অনুকূলভাবে অব্যাহতি দেওয়া হবে বলে আশা করা হতো, যা অর্থনীতিবিদরা তাদের নিয়মের ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হতো; এটি অ স্ব স্বতন্ত্র আচরণের শাস্ত্রীয় উদাহরণ। দাতব্য সম্পর্কে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি আরও জটিল, তবে

লেখার প্রথম ভাগে, গান্ধী নিউ টেস্টামেন্ট অব দ্যা বাইবেল থেকে একটি সুস্পষ্ট উত্তরণে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের চর্চা করে। গান্ধীর নিজস্ব রচনাগুলি বেশ স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সাধারণত দাতব্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয় কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে বাইবেলের উত্তরে দুটি বিশেষ বিবৃতি থেকে তার ক্যু নেওয়া হয়েছে, যা বলে যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই 'প্রকৃত দাতব্য' হিসাবে যোগ্যতা অর্জনের জন্য কিছু অন্যান্য মান পূরণ করতে হবে। 'যদিও আমি আমার সমস্ত জিনিস দরিদ্রকে দান করেছিলাম এবং যদিও আমি আমার দেহকে পুড়িয়ে দেই, আর কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান আমাকে কিছুই লাভ করে না' এবং আবার '... দাতব্য নিজেই নিজেকে রক্ষা করে না, সে নিজেকে অশান্তি দেখায় না; .... গান্ধীও, চরমপন্থীদের পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদন করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি দাতব্যকে একটি ভাল জিনিস হতে হবে না মঞ্জুর জন্য এটি গ্রহণ, 'যে দাতব্য প্রতিভা মেধাবী হয় বিশ্বাস করতে কোন কারণ নেই'। একটি নির্দিষ্ট দাতব্য ব্যবস্থা ভাল বা খারাপ এক বৃহৎ এ প্রাপক, দাতাদের এবং সমাজের জন্য তার প্রত্যাশিত পরিণাম তাকান করতে হবে কিনা তা বিচার করার জন্য। গান্ধী সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন এমন প্রভাবগুলি কাজ করার প্ররোচনাতে ছিল। এই কারণে, এর ধারণা একটি সুস্থ ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে খাবার প্রদান করে যিনি এটির জন্য কিছু সৎ উপায়ে কাজ করতেন না, বিশেষ করে তাকে ঘৃণা করতেন। দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে খাবার প্রদান দীর্ঘসময় একটি সম্মানিত হিন্দু কাস্টম ছিল। এটি সদ্দূত নামে পরিচিত ছিল, যা আক্ষরিক অর্থে 'ধ্রুবক কাজ'। কিছু ইউরোপীয় লেখক সন্দরতার প্রশংসা করে লিখেছেন যে, ভারতীয়রা গরীবদের খাওয়ানোর একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যারা স্বনির্ভর ছিল, কর্মক্ষেত্রের বিকল্প প্রদান করে।

গান্ধীজির এইরকম কিছুই নেই। এই ব্যবস্থাটি তিনি বজায় রেখেছিলেন, ভারতকে কোনও ভালো কাজ করেননি। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল একটি মন্দ কাস্টম যা দেশকে অবনত করে এবং অলসতা, ভণ্ডামি এবং অপরাধকে উৎসাহিত করে। যদি প্রচেষ্টার ছাড়া খাদ্য পাওয়া যায়, তাহলে যারা অলসভাবে অলস ছিল তারা নিষ্ক্রিয় থাকত এবং দরিদ্র হয়ে পড়ত (CW 28: 7) । সমসাময়িক ভারতের পার্লামেন্টেপিক ব্যবসায়ী যারা সন্দরতার

টিপ্পনী

অভ্যাসের মাধ্যমে ধর্মীয় মেধা অর্জনের চেষ্টা করেছিল, আসলে একটি গুরুতর ভুল করেছিল।

কলকাতায় একটি সফরের সময়, গান্ধী শত শত ক্ষুধার্ত মানুষকে একটি প্রাইভেট ডেমোক্রেট্রিস্টের মুক্ত খাবার দিয়ে আনে। এই দৃশ্যটি 'কলকাতায় ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খাবারের আয়োজন করেছিল এমন ব্যক্তিদের প্রতি উদাসীনতা বা সম্মানজনক নয়' হিসাবে দেখা যায়। সম্ভবত দাতাদের তারা কি করছেন তা জানত না কিন্তু 'তারা এই অপ্রতিরোধ্য ক্ষতির দ্বারা অজ্ঞাত ছিল যে তারা এই ভুলত্রুটি উপভোগের মাধ্যমে ভারতে গিয়েছিল'। গান্ধীর অনুপস্থিতি যেমন গুমরা, তেমনি দেশের সম্পদের কোন কিছুই যোগ করা হয় না, বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক হোক না কেন এবং দানকারীকে শুধুমাত্র যোগ্যতার অনুভূতি প্রদান করে। একই কারণেই, তিনি বৌদ্ধদের পারসি মিলিওনেয়ারকে দরিদ্রদের কাছে তাদের সমস্ত অর্থ প্রদান না করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, কারণ তারা তাদের সদ্দূতদের উপর নির্ভর করে যারা কোটি কোটি লোককে রাখতে চেয়েছিলেন, তাদের রাখতে চেয়েছিলেন।

গান্ধী সাধুতার এই নিন্দা একটি ব্যতিক্রম অনুমোদিত। লাঙ্গল, পঙ্গু ও রোগীদের অক্ষম রোগীদের জন্য এটি প্রশংসিত হয়েছিল, কারণ এইরকম লোক কাজ করতে পারেনি। এমনকি এই ক্ষেত্রেও, ক্ষুধা থেকে মুক্তির একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। মর্যাদা এবং স্ব-সম্মান রক্ষা করা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। 'এমনকি অক্ষমদেরও হাজার হাজার লোকের সাথে দেখা করা উচিত নয়। তাদের খাওয়ানোর জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা, ব্যক্তিগত এবং শান্ত হওয়া উচিত।'

যোগ্য বৌদ্ধ দরিদ্রদের কোন 'ফ্রি লাঞ্চ' থাকতে হবে। 'তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তাদের নিজের কাজ করে, তাদের জীবিকা অর্জন করতে হবে এবং তাদের পোশাকগুলি অর্জন করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনের জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করতে শেখানো উচিত নয়।' যারা সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা যেতে পারে যেখানে খাবারগুলি দেওয়া হবে। তাদের জন্য কাজ করবে পুরুষদের এবং মহিলাদের পরিষ্কার, সুস্থ পরিবেশ। আদর্শ কাজ, গান্ধী বিশ্বাস করতেন, কুইকিং করা হবে কিন্তু উপযুক্ত এবং সম্ভবপর যে কোনও কাজ নির্বাচন করার স্বাধীনতা তাদের উচিত। কিন্তু নিয়ম 'কোন শ্রম, না খাবার' হওয়া উচিত। ভিক্ষুকদের জন্য একই নীতি প্রয়োগ। তারা কাজ এবং খাদ্য দেওয়া উচিত কিন্তু যদি তারা কাজ করতে অস্বীকার, তারা খাদ্য দেওয়া উচিত নয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যাদেরকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কাজ করতে পারে না তারা ভিক্ষা করে বাঁচতে ব্যতিরেকে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেওয়া উচিত, যা শুধুমাত্র জালিয়াতিকে উৎসাহিত করে। রাস্তায় ভিক্ষুকদের বিপুল সংখ্যক নিছক পেশাদার আইডলার ছিল 'যখন তারা বেশি খারাপ হয় না', এবং যারা অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করে তাদের ভিক্ষুকদের কাছে এবং দেশটিকে টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছে

যাদেরকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কাজ করতে পারে না তারা ভিক্ষা করে বাঁচতে ব্যতিরেকে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেওয়া উচিত, যা শুধুমাত্র জালিয়াতিকে উৎসাহিত করে। রাস্তায় ভিক্ষুকদের বিপুল সংখ্যক নিখুঁত পেশাদার আইডলার ছিল 'যখন তারা আরো খারাপ হয় না', এবং যাদেরকে অর্থ প্রদান করা হয় তাদেরকে ভিক্ষুক এবং দেশের কাছে অসহায় সেবা প্রদান করে ব্যক্তি মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা উচিত। । ইংল্যান্ডে তারা নির্ধারিত ব্যক্তিকে অতিক্রম করে 70 শতাংশ উপার্জন করেছে। তবে গান্ধী বিশ্বাস করেন যে, তিনি যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন, সেটিই 'গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক' পদ্ধতির বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপে প্রয়োগ করে শিল্পী প্রতিভার অভাবের উপর ভিত্তি করে যুক্তি উপস্থাপন করে।

গান্ধীর উদ্ধৃতি :

গান্ধীর বিখ্যাত উদ্ধৃতিগুলি নিম্নরূপ:

- একটি 'না' গভীরতম দৃঢ় বিশ্বাস থেকে উচ্চারিত 'হ্যাঁ' শুধুমাত্র তুলনায় ভাল।
- দয়া করে বলুন, খারাপ বা কষ্ট এড়াতে।
- একটি কাপুরুষ প্রেম প্রদর্শনের অক্ষম; এটা সাহসীর বিশেষাধিকার।
- একজন মানুষ তার মতামত নিয়েই ভাবছেন, তিনি কি ভাবছেন, সে হয়ে যায়
- একজন মানুষ যে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল, নিজেকে অন্যদের শত্রুদের সহিত শোষণ সহকারে আত্মাহুতির প্রস্তাব দিয়েছিল, এবং বিশ্বের মুক্তিপণ হিসাবে পরিণত হয়েছিল। এটি একটি নিখুঁত কাজ ছিল।
- একটি জাতি এর সংস্কৃতি হৃদয় এবং তার মানুষের আত্মা মধ্যে বসবাস করে।
- একটি নীতি পরিবর্তন করা একটি আংশিক ধর্মভিত্তিক ধর্ম, কিন্তু এটি ভাল রাখে যখন এটি প্রচারের জন্য উদ্যোগ সঙ্গে অনুসৃত করা হয়।
- একটি নীতি পরিপূর্ণতা এর অভিব্যক্তি হয়, এবং আমাদের মত অসিদ্ধ মানুষ হিসাবে পরিপূর্ণতা অনুশীলন করতে পারে না, আমরা অভ্যাস মধ্যে তার আপস এর প্রতিটি

মুহূর্ত সীমা devise।

- একটি ধর্ম যা ব্যবহারিক বিষয়গুলির কোনও হিসাব নেয় না এবং তাদের সমাধান করতে সাহায্য করে না, কোন ধর্মই নয়।
- তাদের মিশনে একটি অযোগ্য বিশ্বাস দ্বারা বহিস্কার করা একটি স্বতন্ত্র শরীরের ইতিহাস ইতিহাস অবশ্যই পরিবর্তন করতে পারে
- একটি অঙ্গীকার একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় কাজ যা আবেগ একটি মাপসই করা যাবে না। এটা শুধুমাত্র একটি মন বিশুদ্ধ এবং গঠিত এবং ঈশ্বর সাক্ষী হিসাবে সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে।
- একটি দুর্বল মানুষ দুর্ঘটনা দ্বারা ঠিক হয়। একটি শক্তিশালী কিন্তু অহিংস মানুষ দুর্ঘটনা দ্বারা অন্যায় হয়।
- কর্মের অগ্রাধিকার প্রকাশ।
- মানব কাঠামোর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি সম্পর্কে চিন্তা করার চেয়ে কার্যটি কম নয়।
- সমস্ত আপস দিতে এবং নিতে উপর ভিত্তি করে, কিন্তু কোন দিতে এবং মৌলিক উপর নিতে পারে হতে পারে। নিছক মূলধন উপর কোন আপস একটি আত্মসমর্পণ হয়। এটা সব দিতে এবং না নিতে হয়।
- বিশ্বের সমস্ত ধর্ম, তারা অন্য উপায়ে ভিন্ন হতে পারে, একতাবদ্ধভাবে ঘোষণা যে কিছুই এই বিশ্বের বাস কিন্তু সত্য
- সর্বদা চিন্তা এবং শব্দ এবং দলিল সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ্য। সবসময় আপনার চিন্তা শুদ্ধ করার লক্ষ্য এবং সবকিছু ভাল হবে।
- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অনেক অপব্যবহারের মধ্যে, ইতিহাস এই আইনের উপর নজর রাখবে যা সমগ্র জাতির অস্ত্র থেকে বামপন্থী হিসাবে বঞ্চিত হবে।
- বহুবিধ প্রচারের কারণে একটি ত্রুটি সত্য হয়ে ওঠে না এবং সত্যটি ভুল হয়ে যায় না কারণ কেউ এটি দেখেনি।
- একটি চোখ জন্য একটি চোখ শুধুমাত্র সমগ্র বিশ্বের অন্ধ তৈরীর শেষ পর্যন্ত অনুশীলন একটি আউন্স বেশী টাকায় প্রচার বেশী মূল্যবান।
- একটি কাপুরুষ প্রেম প্রদর্শনের অক্ষম; এটা সাহসীর বিশেষাধিকার।
- একজন মানুষ তার মতামত নিয়েই ভাবছেন, তিনি কি ভাবছেন, সে হয়ে যায়
- একজন মানুষ যে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল, নিজেকে অন্যদের শত্রুদের সহিত শোষণ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সহকারে আত্মাহুতির প্রস্তাব দিয়েছিল, এবং বিশ্বের মুক্তিপণ হিসাবে পরিণত হয়েছিল। এটি একটি নিখুঁত কাজ ছিল।

- একটি জাতি এর সংস্কৃতি হৃদয় এবং তার মানুষের আত্মা মধ্যে বসবাস করে।
- একটি নীতি পরিবর্তন করা একটি আংশিক ধর্মভিত্তিক ধর্ম, কিন্তু এটি ভাল রাখে যখন এটি প্রচারের জন্য উদ্যোগ সঙ্গে অনুসর করা হয়েছে।
- একটি নীতি পরিপূর্ণতা এর অভিব্যক্তি হয়, এবং আমাদের মত অসিদ্ধ মানুষ হিসাবে পরিপূর্ণতা অনুশীলন করতে পারে না, আমরা অভ্যাস মধ্যে তার আপস এর প্রতিটি মুহূর্ত সীমা কল্পিত।
- একটি ধর্ম যা ব্যবহারিক বিষয়গুলির কোনও হিসাব নেয় না এবং তাদের সমাধান করতে সাহায্য করে না, কোন ধর্মই নয়।
- তাদের মিশনে একটি অযোগ্য বিশ্বাস দ্বারা বহিস্কার করা একটি স্বতন্ত্র শরীরের ইতিহাস ইতিহাস অবশ্যই পরিবর্তন করতে পারে
- একটি অঙ্গীকার একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় কাজ যা আবেগ একটি মাপসই করা যাবে না। এটা শুধুমাত্র একটি মন বিশুদ্ধ এবং গঠিত এবং ঈশ্বর সাক্ষী হিসাবে সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে।
- একটি দুর্বল মানুষ দুর্ঘটনা দ্বারা ঠিক হয়। একটি শক্তিশালী কিন্তু অহিংস মানুষ দুর্ঘটনা দ্বারা অন্যায় হয়।
- কর্ম অগ্রাধিকার প্রকাশ
- মানব ফ্রেমের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি সম্পর্কে চিন্তা করার চেয়ে কার্যটি কম নয়।
- সমস্ত আপস দিতে এবং নিতে উপর ভিত্তি করে, কিন্তু কোন দিতে এবং মৌলিক উপর নিতে পারে হতে পারে। নিছক মূলধন উপর কোন আপস একটি আত্মসমর্পণ হয়। এটা সব দিতে এবং না নিতে হয়।
- বিশ্বের সমস্ত ধর্ম, তারা অন্য উপায়ে ভিন্ন হতে পারে, একতাবদ্ধভাবে ঘোষণা যে কিছুই এই বিশ্বের বাস কিন্তু সত্য
- সর্বদা চিন্তা এবং শব্দ এবং দলিল সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ্য। সবসময় আপনার চিন্তা শুদ্ধ করার লক্ষ্য এবং সবকিছু ভাল হবে।
- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অনেক অপব্যবহারের মধ্যে, ইতিহাস এই আইনের উপর নজর রাখবে যা সমগ্র জাতির অস্ত্র থেকে বামপন্থী হিসাবে বঞ্চিত হবে।

- বহুবিধ প্রচারের কারণে একটি ত্রুটি সত্য হয়ে ওঠে না এবং সত্যটি ভুল হয়ে যায় না কারণ কেউ এটি দেখেনি।
- একটি চোখ জন্য একটি চোখ শুধুমাত্র সমগ্র বিশ্বের অন্ধ তৈরীর শেষ পর্যন্ত
- অনুশীলন একটি আউন্স বেশী টন প্রচার বেশী মূল্য
- ভয় এর ব্যবহার আছে কিন্তু কপর্দকশূন্য কেউ আছে
- মৃত্যুর ভয় আমাদের সাহস এবং ধর্ম উভয় বর্জিত করে তোলে। বীরত্ব চান না ধর্মীয় বিশ্বাসের চান।
- মৃত্যুর ভয় আমাদের সাহস এবং ধর্ম উভয় বর্জিত করে তোলে। বীরত্ব চান না ধর্মীয় বিশ্বাসের চান।
- প্রথম তারা আপনাকে উপেক্ষা, তারপর তারা আপনার উপর হাসা, তারপর তারা আপনাকে যুদ্ধ, তারপর আপনি জয়।
- আমার জন্য প্রত্যেক শাসক এলিয়েন যে জনমতকে অমান্য করে।
- স্বাধীনতা কোন মূল্য কোন প্রিয় হয় না। এটা জীবনের শ্বাস। একজন মানুষ কি বাঁচবে না?
- স্বাধীনতাটি যদি ভুল না হয়, তাহলে স্বাধীনতার মূল্য নেই।
- সৌভাগ্য, স্বাবলম্বী এবং উদারতার কোন এক জাতি বা ধর্মের একচেটিয়া অধিকার নেই।
- গরিব একটি এর লক্ষ্য পৌঁছানোর প্রচেষ্টা মিথ্যা এবং এটি পৌঁছানোর না।
- ঈশ্বর, যদিও সমগ্র বিশ্ব তাকে অস্বীকার করে। সত্য দাঁড়িয়েছে, এমনকি যদি কোনও পাবলিক সমর্থন না থাকে। এটি আত্মনির্ভরশীল।
- ঈশ্বর কখনও কখনও সর্বশ্রেষ্ঠ যাদের তিনি আশীর্বাদ করতে চান তাদের চেষ্টা করে
- ঈশ্বর, সত্য হিসাবে, আমার জন্য মূল্য অতিক্রম একটি ধন হয়েছে। তিনি আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাই হতে পারে
- আপনি কি মনে করেন, আপনি কি বলে, এবং আপনি যা করেন তার সাথে সুখী হওয়ার সুখ হয়।
- স্বাস্থ্যকর অসন্তোষ অগ্রগতির অগ্রগতি।
- আন্তরিক মতবিরোধ প্রায়ই অগ্রগতির একটি ভাল চিহ্ন।
- আমি মরতে প্রস্তুত, কিন্তু কোনও কারণ নেই যা আমি খুন করার জন্য প্রস্তুত।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার ব্যতীত আমি সকলের জন্য সমতা বিশ্বাস করি।
- আমি বিশ্বের সব মহান ধর্মের মৌলিক সত্য বিশ্বাস করি।
- আমি বিশ্বাস করি যে একজন মানুষ নিরস্ত্র অবস্থায় মারা যাওয়ার সাহসের জন্য শক্তিশালী সৈনিক।
- আমি দাবি করি যে, মানুষের মন বা মানব সমাজকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নামে জবরদস্তি বন্টন করা হয় না। সমস্ত কাজ এবং একে অপরের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখান।
- আমি অন্য কোন সহজাত নাজাত মত ত্রুটিপূর্ণ একটি সাধারণ ব্যক্তি দায়ী হতে দাবি তবে আমার মালিকানাধীন, আমার ত্রুটিগুলি স্বীকার করার জন্য এবং আমার পদক্ষেপগুলি পুনর্বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট নম্রতা আছে
- আমি এটা থেকে দূরে আমি শিখতে আগে আমি সব মন্দ করতে পারেন? এটা কি চুরি করতে পারার জন্য যথেষ্ট নয়? যদি না হয়, তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা এটি ভালো করার জন্য ভালভাবে মন্দকে ভালোবাসি।
- আমি ভবিষ্যতের অনুমান করতে চাই না আমি বর্তমানের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। ঈশ্বর নিম্নলিখিত মুহূর্তের উপর আমাকে কোন নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে
- আমি একটি সন্তানের উত্তরাধিকারের প্রভাব সফলভাবে শিশুদের শীর্ষে দেখা যায় যে আত্মা একটি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট হচ্ছে বিশুদ্ধতা কারণে।
- আমার কাছে বিশ্বের কোন কিছু শেখার নতুন কিছুই নেই। সত্য এবং অহিংস পাহাড় হিসাবে প্রাচীন হিসাবে প্রাচীন। আমি যা করেছি তা হল, আমি যতটা সম্ভব স্কেল হিসাবে উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেছি।
- আমি সেবা এবং আত্মাহুতি আত্মা বাসকারী মূর্তি হিসাবে মহিলার পূজা করেছি।
- আমি জানি, একজনের স্তন থেকে সম্পূর্ণরূপে রাগ নির্মূল করা একটি কঠিন কাজ। এটি বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। এটা শুধুমাত্র ঈশ্বরের করুণা দ্বারা করা সম্ভব
- আমি আপনার খ্রীষ্টকে পছন্দ করি, আমি আপনার খ্রিস্টানদের পছন্দ করি না আপনার খ্রিস্টান তাই আপনার খ্রীষ্টের অসদৃশ হয়
- আমি পুরুষদের ভাল গুণাবলী শুধুমাত্র চেহারা। নিজেকে নিখুঁত করা হচ্ছে না, আমি করব না

- অন্যদের দোষ মধ্যে তদন্ত করতে অনুমান
- আমি সহিংসতার প্রতি লক্ষ্য করি কারণ যখন এটি ভাল কাজ করা হয়, তখন ভাল অস্থায়ী হয়; এটা মন্দ হয় স্থায়ী।
- আমি কোনও ধর্মীয় মতবাদ প্রত্যাখ্যান করি না যা নৈর্ব্যক্তিকতার সাথে বিরোধে আছি না।
- আমি এক সময় বোঝানো মাংসপেশী নেতৃস্থানীয় নেতৃত্ব; কিন্তু আজ এটি মানুষের সাথে বরাবর পেয়ে মানে।
- আমি দূরে পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রজাতির একক, নারী, আমাদের করুণা বস্তু করে প্রাণী দ্বারা কম হওয়া উচিত যে চেয়ে বিলুপ্ত মানুষের জাতি দেখতে হবে।
- আমি আন্তরিকভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের ইউনিয়নকে স্বাগত জানাই, এটি প্রাণঘাতী বলের উপর নির্ভর করে না।
- যদি সহযোগিতা একটি কর্তব্য হয়, আমি ধরে রাখছি যে নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে অ-সহযোগিতা সমানভাবে দায়িত্ব। যদি আমি হাস্যরস কোন অনুভূতি ছিল, আমি অনেক আগে আত্মহত্যা করেছেন
- যদি ধৈর্য কিছু মূল্যবান হয়, তবে এটি অবশ্যই সময়ের শেষে সহ্য করতে হবে। এবং একটি জীবন্ত বিশ্বাস কালোতম ঝড়ের মাঝখানে শেষ হবে।
- যদি আমরা এই জগতে সত্যিকারের শান্তি শেখান, এবং যদি আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি বাস্তব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়, আমাদের শিশুদের সাথে শুরু করতে হবে।
- অনুকরণ হল কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
- একটি মৃদু ভাবে, আপনি বিশ্বের ঝাঁকান করতে পারবেন. বিবেক বিষয়ে, সংবিধানের কোন স্থান নেই।
- প্রার্থনা মধ্যে একটি হৃদয় ছাড়া শব্দ ছাড়া শব্দ ছাড়া একটি হৃদয় আছে ভাল।
- উপাদান আরাম বাড়ানো, এটি সাধারণত স্তরপূর্ণ করা হতে পারে, যে কোন ভাবে নৈতিক বৃদ্ধি অনুধাবন করা হয় না। অসীম মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা; এটি তার নিজস্ব পুরস্কার। সব কিছুই ঈশ্বরের হাতে।
- স্বনির্ভরতা হিসেবে মানুষের উপর নির্ভরশীল হওয়াটা একেবারে আদর্শ। মানুষ একটি সামাজিক হচ্ছে
- অসহিষ্ণুতার কারণেই বিশ্বাসের অভাব অনুপস্থিত।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- অসহিষ্ণুতা নিজেই সহিংসতা একটি ফর্ম এবং একটি সত্য গণতান্ত্রিক আত্মা বৃদ্ধির একটি বাধা।
- এটা কি চুপ করে থাকা দুষ্টতাকে কি যথেষ্ট না? যদি না হয়, তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা এটি ভালো করার জন্য ভালভাবে মন্দকে ভালোবাসি।
-
- এটা কি চুপ করে থাকা দুষ্টুকে জানতে পারে না? যদি না হয়, তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা এটি ভালো করার জন্য ভালভাবে মন্দকে ভালোবাসি।
- এটা আমার কাছে একটি রহস্য ছিল যে কিভাবে মানুষ তাদের নিজেদের আত্মীয়দের অপমান দ্বারা সম্মানিত বোধ করতে পারে।
- এটি একটি ভাঙা এবংজোড়া লাগানো মাথা সঙ্গে তারপর দাঁড়ানো দাঁড়িয়ে দাঁড়ানো ভাল কোন দিন
- এক এর পেট ক্রল, যাতে একটি মাথা বাঁচাতে সক্ষম হতে।
- নুতন আবরণ আবরণ অহিংসা ঝাঁকুনি করা থেকে তুলনায়, আমাদের অন্তরে সহিংসতা আছে, যদি এটা সহিংস করা ভাল।
- নিজের বন্ধুদের বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট সহজ। কিন্তু আপনার শত্রু হিসেবে নিজেকে সম্মান করে এমন একজনের সাথে বন্ধুত্ব করা সত্যিকারের সত্যের প্রতীক। অন্য একটি নিছক ব্যবসা।
- এটি স্বাস্থ্য যা প্রকৃত সম্পদ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য টুকরা নয়।
- এটি আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মাংস দমন করে আত্মার শক্তি অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।
- এটা আমাদের কাজের গুণ যা ঈশ্বরকে খুশি করবে এবং পরিমাণটি নয়।
- নিজের জ্ঞানের ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া মূর্খতা নয়। এটা স্মরণ করিয়ে রাখা সুস্থ হয়
- যে শক্তিশালী হতে পারে দুর্বল এবং বিজ্ঞ বিজ্ঞাপিত হতে পারে
- যেহেতু একজন মানুষ তার নিজের তুলনায় অন্য কোন জীবন্ত প্রাণীকে প্রাধান্য দিচ্ছে না, তাই অন্যান্য দেশগুলির অধীনে বসবাস করা পছন্দ করে না, তবুও উত্তম এবং মহান পরেরটি হতে পারে।
- বিচার যে প্রেম দেয় একটি আত্মসমর্পণ, ন্যায়বিচার যে আইন দেয় একটি শাস্তি।
- সবাই চেষ্টা করে দেখুন এবং প্রতিদিন দৈনিক প্রার্থনা করার ফলে তিনি তার জীবনের নতুন কিছু যোগ করেন, যার সাথে কিছুই তুলনা করা যায় না।
- শহীদ হওয়ার মৃত্যুর জন্য আমাদের সবাইকে সাহসী হতে হবে, কিন্তু শহীদ হওয়ার

কোনও কামনা করিবে না।

- আগামীকাল যদি আপনি মারা যান যেমন লাইভ বেচে থাকার জন্য শিখতে হবে.
- মানুষ তার সহকর্মী-পুরুষদের কল্যাণে কাজ করে যা ডিগ্রী মধ্যে ঠিক মহান হয়ে ওঠে।
- মানুষ কখনই একজন নারীর স্বার্থপর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না
- প্রকৃতি তাকে প্রসারিত করেছে।
- ম্যান পরিকল্পিত জীবন এবং উচ্চ চিন্তাধারা আদর্শ মুহূর্তের অনুসরণ থেকে মুহূর্তে তিনি তার দৈনিক চায় সংখ্যাবৃদ্ধি করতে চায়। মানুষের সুখ সত্যিই সন্তুষ্টি মিথ্যা।
- মানুষ তার মৃত্যুর জন্য তার প্রস্তুতির মাধ্যমেই কেবল স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে, তার ভাইয়ের হাতে, কখনও তাকে হত্যা না করে।
- ঘুমের আগে ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে মানুষ তার রাগ ভুলে যাওয়া উচিত
- মানুষের প্রকৃতি মূলত মন্দ নয়। জন্মানোর প্রকৃতি জানাতে হয়েছে
- ভালবাসার প্রভাব আপনি মানব প্রকৃতির হতাশা কখনও হবে না
- ব্যবস্থাগুলি সর্বদা প্রগতিশীল সমাজে থাকা উচিত, পুরুষদের থেকে উচ্চতর হওয়া, যারা সমস্ত অসিদ্ধ যন্ত্রের পরে, তাদের সিদ্ধি জন্য কাজ করে।
- নৈতিক কর্তৃত্বকে ধরে রাখা কোন প্রচেষ্টা দ্বারা বজায় রাখা হয় না। এটি চেষ্টা ছাড়া প্রচেষ্টা ছাড়া আসে এবং বজায় থাকে।

স্ব-নির্দেশিক সামগ্রী :

- নৈতিকতা যুদ্ধে নিষিদ্ধ
- নৈতিকতা বস্তুর ভিত্তি এবং সত্য হল সকল নৈতিকতার অবলম্বন।
- নৈতিকতা যা একজন পুরুষ বা মহিলার অসহ্যতা উপর নির্ভর করে এটি সুপারিশ অনেক না। নৈতিকতা আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধতা মূল হয়
- আমার জীবন আমার বার্তা.
- আমার ধর্ম সত্য এবং অহিংসা উপর ভিত্তি করে। সত্য আমার ঈশ্বর অহিংসা তার উপলব্ধি করার উপায়। প্রায় সব কিছুই আপনি কোন গুরুত্ব নয়, তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি এটি করেন।
- কোনও সংস্কৃতি যদি এটি একচেটিয়া হওয়ার চেষ্টা করে তবে তা বাঁচতে পারে।
- আমার অনুমতি ছাড়াই কেউ আমাকে কষ্ট দিতে পারে না।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- খারাপ সহানুভূতির সাথে সহযোগিতা হিসাবে ভাল হিসাবে দায়িত্ব।
- অহিংস এবং সত্য অবিচ্ছিন্ন এবং একে অপরের অনুমান করা হয়।
- অহিংসতা একটি জামাকাপড় হবে না যা চালু এবং বন্ধ হবে। তার আসন হৃদয় মধ্যে, এবং এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে
- অহিংস বিশ্বাসের নিবন্ধ।
- অহিংস মানবজাতির নিষ্পত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বল হয়। মানুষের তত্পরতা দ্বারা পরিকল্পিত ধ্বংসের সর্বশক্তিমান অস্ত্রের চেয়ে এটি শক্তিশালী।
- অহিংসতা একটি ডবল বিশ্বাস, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস এবং মানুষের উপর বিশ্বাসের প্রয়োজন। অহিংসা, যা হৃদয়ের মান, মস্তিষ্কের কাছে একটি আপিল আসে না।
- অহিংসা আমার বিশ্বাসের প্রথম নিবন্ধ। এটি আমার ধর্মের শেষ প্রবন্ধ।
- একজনের নিজের ধর্ম নিজের ও নিজের সৃষ্টিকর্তার মধ্যে অন্য কোন বিষয় এবং অন্য কেউ এর পরে হয় না।
- শুধুমাত্র তিনি ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের ভয় আছে যারা মহান সমাধান গ্রহণ করতে পারে।
- শান্তি তার নিজস্ব পুরস্কার।
- দারিদ্রতা হল সহিংসতা সবচেয়ে খারাপ ফর্ম।
- শক্তি দুটি ধরণের হয় এক শাস্তির ভয় এবং অপরটি প্রেমের কাজ দ্বারা প্রাপ্ত। প্রেমের উপর ভিত্তি করে শক্তি হাজার হাজার গুণ বেশি কার্যকর এবং স্থায়ী। তারপর শাস্তির ভয় থেকে উদ্ভূত।
- প্রার্থনা নিজের অযোগ্যতা এবং দুর্বলতা একটি স্বীকারোক্তি হয়।
- প্রার্থনা একটি পুরাতন মহিলার অলস পরিতৃপ্তি নয়। সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ,
- এটি কর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণ।
- প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করা হয় না। এটা আত্মা একটি আকাঙ্ক্ষা হয় এটা দুর্বলতা দৈনিক ভর্তি হয়। হৃদয় ছাড়া শব্দ ছাড়া শব্দ ছাড়া একটি হৃদয় থাকা প্রার্থনা প্রার্থনা ভাল।
- প্রার্থনা সকালে চাবি এবং সন্ধ্যায় বল্টু হয়।
- সবকিছুর জন্য প্রভিডেন্ডের নির্দিষ্ট সময় আছে আমরা ফলাফল কমান্ড না করতে পারেন, আমরা করতে পারেন

- প্রার্থনা সকালে চাবি এবং সন্ধ্যায় বল্টু হয়।
- সবকিছুর জন্য প্রভিডেন্ডের নির্দিষ্ট সময় আছে আমরা ফলাফল কমান্ড না করতে পারেন, আমরা শুধুমাত্র সংগ্রাম করতে পারেন।
- একটি সুন্দর শিক্ষা গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা এক অপরিহার্য শর্ত।
- ধর্ম হৃদয়ের একটি বিষয়। কোন শারীরিক অসুবিধা করতে পারেন
- নিজের ধর্মের পরিত্যাগ
- জীবন জীবনের তুলনায় ধর্ম বেশি মনে রাখবেন যে, তার নিজের ধর্ম হল প্রত্যেক মানুষের কাছে সত্য, এমনকি যদি তা দার্শনিক তুলনামূলক তাত্পর্যের নীচে থাকে।
- অধিকার যা ভাল কাজ থেকে প্রবাহিত না সঞ্চালিত হচ্ছে না মূল্যবান হয়।
- সন্তুষ্টি প্রচেষ্টায় মিথ্যা, অর্জন না, পূর্ণ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিজয়।
- স্ব-সম্মান কোন বিবেচনা জানে না।
- আনন্দের ব্যপারে যে সেবাটি প্রদান করা হয় তা চাকর বা পরিবেশনকারীরও সাহায্য করে না। কিন্তু অন্য সব আনন্দ এবং সম্পদ আনন্দের আত্মা মধ্যে রেন্ডার করা হয়, যা পরিষেবা আগে কিছুই নই মধ্যে ফ্যাকাশে।
- আধ্যাত্মিক সম্পর্ক শারীরিক তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান আধ্যাত্মিক থেকে বিবাহবিচ্ছেদ শারীরিক সম্পর্ক আত্মা ছাড়া শরীর।
- শক্তি শারীরিক ক্ষমতা থেকে আসে না. এটি একটি অসম্পূর্ণ ইচ্ছা থেকে আসে।
- যে পরিষেবাটি তার নিজস্ব কারণে বিকৃত হয় noblest হয়।
- নিজেকে খুঁজে বের করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল অন্যদের সেবায় নিজেরাই হারাতে হয়।
- আমরা কি এবং আমরা কি করতে সক্ষম হয় কি মধ্যে পার্থক্য
- বিশ্বের সমস্যা অধিকাংশ সমাধান করতে যথেষ্ট হবে।
- সমস্ত ধর্মের সারাংশ এক। শুধু তাদের পন্থা ভিন্ন।
- ভাল মানুষ সব জীবিত জিনিস বন্ধু হয়।
- একটি জাতি মহিমা তার প্রাণী চিকিত্সা করা হয় উপায় দ্বারা গণ্য করা যেতে পারে।
- মানুষের ভয়েস দূরত্বে পৌঁছতে পারে না যে বিবেক এর এখনও ছোট কণ্ঠ দ্বারা আবৃত।
- সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আত্মাহুতির আইন একক। কার্যকর হতে এটা দারুণ এবং সবচেয়ে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নিখুঁত এর আত্মাহুতি দাবি

- জীবনের মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস করা, সঠিকভাবে চিন্তা করা, সঠিকভাবে কাজ করা। আমরা শরীর থেকে আমাদের সব চিন্তার দিতে আত্মা দুর্ভোগ করা আবশ্যক।
- মুহূর্তে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ আছে, তিনি যা কিছু করেন
- দাড়ি হয়ে যায়
- এই জগতে আমি যে একমাত্র ত্রাণকর্তা তা গ্রহণ করছি
- সত্যের সাধনা একজনের প্রতিপক্ষের উপর সহিংসতার অনুমতি দেয় না
- মহিলার প্রকৃত অলঙ্কার তার চরিত্র, তার বিশুদ্ধতা।
- গণতন্ত্রের আত্মা ফর্মের বিলুপ্তি দ্বারা সমন্বয় করা একটি যান্ত্রিক জিনিস নয়। এটি হৃদয় পরিবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল কখনও ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমা শক্তিশালী এর বৈশিষ্ট্য।
- পৃথিবীতে মানুষ এত ক্ষুধার্ত, যে ঈশ্বর রুটি আকার ছাড়া তাদের কাছে প্রদর্শিত হতে পারে না।
- ন্যায়বিচারের আদালতের তুলনায় একটি উচ্চ আদালত আছে এবং এটি বিবেকের আদালত। এটি অন্যান্য সমস্ত আদালতগুলিকে স্থান করে নেয়।
- মানুষের প্রয়োজনের জন্য বিশ্বের একটি পর্যাপ্ততা আছে কিন্তু মানুষের লোভের জন্য নয়
- মহাবিশ্বের একটি শৃঙ্খলা আছে, সবকিছু নিয়ন্ত্রণের একটি অবিরাম আইন আছে এবং প্রত্যেকটি হচ্ছে বিদ্যমান বা জীবন। এটি কোন অন্ধ আইন নয়; কোন অন্ধ আইন জীবিতদের আচরণ পরিচালনা করতে পারে না।
- তার গতি বাড়ানোর চেয়ে জীবনের আরও আছে
- এটি সম্পূর্ণরূপে ভাল না হলে নামের মূল্য কোন নীতি নেই।
- এমন কিছু নেই যা শরীরকে উদ্বেগের মতো সংকুচিত করে তোলে এবং যার উপর ঈশ্বরের কোন ঈমান নেই সে সম্পর্কে কিছুটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।
- যারা কোন শিক্ষকের প্রয়োজন মনে করতে জানে না
- যারা বলে ধর্মের রাজনীতির সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তারা জানেন না ধর্ম কি।
- যদিও আমরা তাকে এক হাজার নাম্বার দ্বারা জানতে পারি, তিনি এক এবং আমাদের সকলের কাছে একই।

- কিছু বিশ্বাস করা, এবং এটি বাঁচতে না, হয় অসাধু।
- একজন মানুষকে তার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা এবং তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অস্বীকার করা শরীরের ক্ষুধার চেয়েও খারাপ; এটি আত্মার ক্ষুধা, শরীরের বাসিন্দা।
- একটি একক কাজ দ্বারা একক হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করার জন্য প্রার্থনায় মাথা নত করে হাজার হাজার মানুষের চেয়ে ভাল।
- সত্য প্রকৃতি দ্বারা স্বচ্ছ হয়। যত তাড়াতাড়ি আপনি এটি চারপাশে অজ্ঞান cobwebs অপসারণ, এটি পরিষ্কার উজ্জ্বল।
- সত্য কখনোই ক্ষতির কারণ নেই।
- সত্য দাঁড়িয়ে আছে, এমনকি যদি কোনও পাবলিক সমর্থন না থাকে। এটি আত্মনির্ভরশীল।
- অলঙ্কৃত অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা একটি সমৃদ্ধ অচল অভিজ্ঞতা মধ্যে বিশ্বাসের বাঁক জন্য দেওয়া আবশ্যক মূল্য।
- হিংস্র উপায় হিংস্র স্বাধীনতা দেবে এটা বিশ্বের একটি বিপদ হবে এবং ভারত নিজেকে।
- একজন মানুষকে মেরে ফেলার ইতিহাসে হিংসাত্মক লোকেরা পরিচিত হয় নি। তারা একটি বিন্দু পর্যন্ত মরে।
- আমাদের বক্তৃতা দ্বারা বা আমাদের লেখা দ্বারা পরিবর্তিত করতে হবে না। আমরা শুধু আমাদের জীবনে তাই সত্যিই করতে পারেন সবাইকে অধ্যয়ন করার জন্য আমাদের জীবন খোলা বইগুলি দিন
- আমাদের ব্যক্তিগত মতামত থাকতে পারে কিন্তু কেন তারা অন্তর সভার একটি বার হতে হবে?
- আমরা চিন্তা, শব্দ এবং দলিল মধ্যে সম্পূর্ণ অহিংস হতে যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে না। কিন্তু আমাদের অহিংসতাকে আমাদের লক্ষ্য হিসেবে পালন করতে হবে এবং এর প্রতি দৃঢ় প্রগতি তৈরি করতে হবে।
- আমরা বিশ্বের যে পরিবর্তন দেখতে চাই তা অবশ্যই হতে হবে।
- আমরা সহনশীলতা দ্বারা অপব্যবহার হওয়া উচিত। মনুষ্য প্রকৃতি তাই গঠন করা হয় যে, যদি আমরা রাগ বা অপব্যবহারের কোনও বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করি না, তবে এটির মধ্যে জড়িত ব্যক্তিটি শীঘ্রই তা ক্লান্ত হবে এবং থামবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- আমরা অন্য পক্ষের কাছে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বিচার দ্রুত বিচার করি।
- মৃত ব্যক্তিদের, এতিমদের এবং গৃহহীনদের কাছে কোন পার্থক্যটি কি পার্থক্য, সর্বনাশের নামে অথবা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের পবিত্র নামের নামে পাগল ধ্বংস করা হয়?
- পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে আমি কি ভাবছি? আমি মনে করি এটি একটি খুব ভাল ধারণা হবে।
- যদি ব্যক্তিটি হৃদয় ও প্রত্যাশাকে হারাতে প্রত্যাখ্যান করে তবে সমগ্র জাতির সত্যিকারের সত্যটি কি আগামীকাল সত্য হবে?
- আপনি যাই হোক না কেন আপনি আপনার জন্য অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, তবে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি এটি করবেন।
- যখন আমি সূর্যাস্তের অলৌকিকতা বা চাঁদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করি, তখন আমার আত্মা স্রষ্টার উপাসনায় বিস্তৃত হয়।
- নিয়ন্ত্রণ এবং সৌজন্যে শক্তি যোগ করা হয়, পরে আধুনিক হয়ে যায়।
- কোথায় প্রেম আছে, সেখানে ঈশ্বরও আছেন
- প্রেম আছে, যেখানে জীবন আছে.
- আপনি আমাকে চেইন করতে পারেন, আপনি আমাকে নির্যাতন করতে পারেন, আপনি এমনকি এই শরীরটি ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু আপনি আমার মন কারাবে না।
- আপনি বিশ্বের যে পরিবর্তনটি দেখতে চান তা অবশ্যই হতে হবে।
- আপনি মানবতার বিশ্বাস হারাবেন না। মানবতা একটি মহাসাগর; যদি সমুদ্রের কয়েকটি ড্রপগুলি নোংরা হয়, তবে মহাসাগর নোংরা হয়ে যায় না।

2.3.4 মানব ঐক্যের জীবনধারার গান্ধী দর্শন :

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল উপকারের আইন; এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য তার অনুযায়ী তার নিজের জীবন ছাঁচ করা হয়। এইভাবে, তিনি মানবিক স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রচারের ঐতিহাসিক কাজে সাহায্য করতে পারেন। যদি আমরা মনুষ্য জীবনের সনদটি ভেঙ্গে ফেলতে চাই, তাহলে আমাদের পরিবর্তনের পদ্ধতিটিও মানুষের ভ্রাতৃত্বের উচ্চ জ্ঞান এবং মানুষের মর্যাদা দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা না করলেও জনগণকে তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন অসদাচরণ করতে হবে না। মানব ঐক্যের আরো ব্যাপক জ্ঞানভিত্তিক ধারণার উপর ভিত্তি করে তারা তাদের

ধৈর্য্যশীলদের একটি নতুন আদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য ইচ্ছুক অংশীদারদের মধ্যে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা উচিত।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক মানুষটির মন, যিনি সাংস্কৃতিক ও সমৃদ্ধ কৃতিত্বের একটি বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারসূত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন, তিনি প্রাগৈতিহাসিক যুগে বসবাসকারী ব্যক্তির মনের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। অতএব, অগ্রগতি শিক্ষার ফলাফল উত্তরাধিকারের পরিবর্তে নয়। ভাবধারা এবং নবীদের এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার রয়েছে যারা মানবজাতিকে উচ্চতর থেকে উচ্চতর লক্ষ্য ও লক্ষ্যসমূহের দিকে পরিচালিত করেছে। এই ঘটনাটি নিজেই নিজেই একটি উচ্চ আইন অপারেশন প্রমাণ, যা মানবজাতির নিয়তি নিয়ম। গান্ধীর রচনাসমূহের অনেকের মধ্যে এমন একটি বিশ্বাস স্পষ্টভাবে নিহিত রয়েছে।

স্ব-শৃঙ্খলা এবং আত্ম-শোধন :

গান্ধী নিজেই দাতব্য, বিশুদ্ধতা, আত্মত্যাগ এবং সেবা উচ্চ আদর্শের মূর্ত। তিনি একজন উদ্যমী ইচ্ছা ছিল যে ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে কৃষক ও কর্মী পূর্ণ বিকাশ এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের উপায়ের সাথে প্রদান করা হবে। অহিংবস ও সত্যের মধ্যে একটি দৃঢ় বিশ্বাসী হিসাবে, গান্ধী জনগণকে সহিংসতা অবলম্বনের নির্দয়তা উপলব্ধি করতে কঠোর পরিশ্রম করে। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে তার পরামর্শটি ছিল যে আন্তর্জাতিক বিতর্কের সমাধানের জন্য সহিংসতার উপর নির্ভরতা এড়ানো উচিত। তিনি ভীতিহীন মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন এবং তারা ভারতের জন্য স্বাধীনতা দাবি করতে যথেষ্ট সাহসী হয়ে ওঠে। কারাগারের ঘর এবং ফাঁসিকাঠামো যা মানুষকে ভয় দেখিয়েছিল সেগুলিকে পবিত্র মঠগুলিতে রূপান্তরিত করা হয়। তিনি জনগণের কাছে 'স্ব-শৃঙ্খলা' এবং 'স্ব-শুদ্ধতা' এর সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষতির জন্য সংগঠিত কর্মের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি রাজনীতিতে ধর্মীয় নীতিসমূহ চালু করেন এবং কিছু সাফল্যের সাথে রাজনীতিতে আধ্যাত্মিকীকরণের কাজ সম্পর্কে সেট করেন। তিনি নিপীড়িত জনগণকে উন্নীত করেন এবং ভারতকে নিজ নিজ স্ব-স্বজাতি জাতির মধ্যে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করেন। জনসাধারণের তহবিল পরিচালনা, তিনি জোর দিয়েছিলেন, একটি বিশ্বাস ছিল যা বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয়। তিনি নিজেকে ঘন্টা ব্যয় করতে হবে, প্রয়োজন হলে, শেষ পাই জন্য অ্যাকাউন্টিং। গান্ধীর ব্যক্তিগত উদাহরণ এবং সুশৃঙ্খল জীবন দুর্নীতিবাজ ও

টিপ্পনী

দুর্নীতির থেকে দুষ্টদের ছিনিয়ে নেয়। এবং তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। ভারতীয় সমাজের নিপীড়িত অংশের কল্যাণে ভারতের বর্তমান সরকার কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপ্রাণিত বিষয়গুলি :

টিপ্পনী

গান্ধী লর্ড বুদ্ধ, লর্ড মহাবির শিক্ষা এবং উপনিষদএর যোগসুত্র, বেদ বিশার মহাভারত এবং শেষ কিন্তু কমপক্ষে ভগবত গীতা নয় এমন প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক মনোহরগুলির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। উপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম থেকে তিনি অহমসের ধারণা শিখেছিলেন। ভগবত গীতা তাকে কর্মমোজি বানানোর অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, যার অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার জন্য উৎসর্গীকৃত। গীতার কাছ থেকে শেখার যে নীতিগুলি আত্মার উপলব্ধি এবং তার কর্তব্যের নিখুঁত কর্মক্ষমতা ছিল। গান্ধী খ্রিস্টীয় ও ইসলামের শিক্ষার পাশাপাশি প্রভাবিত ছিলেন। তিনি যিশু খ্রিস্টের উত্তম ও সহজ জীবন দ্বারা খুব প্রভাবিত ছিলেন। তিনি বিশেষ করে বাইবেলের একটি চিত্তাকর্ষক বাক্য পছন্দ করেন যা 'পাপকে ঘৃণা করে, পাপীকে ঘৃণা করো না'। অহিংসার খ্রীষ্টের আনুগত্য তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া, গান্ধী খ্রিস্টীয় শিক্ষা থেকে সত্যাগ্রহের মূল্য শিখেন। তিনি বলেন, 'এটি নিউ টেস্টামেন্ট, বিশেষত মাউন্ট উপর ধর্মোপদেশ, যা সত্যিই আমাকে সত্যগ্রাহকের সঠিকতা ও মূল্যায়নের জন্য জাগিয়ে তুলেছিল।' গান্ধীর অনুপ্রেরণার আরেকটি উৎস হল টোলস্টয়ের 'ঈশ্বরের রাজত্ব তোমার মধ্যে রয়েছে'। তিনি স্বীকার করেন যে টলস্টয় তিনটি আধুনিক লেখকদের মধ্যে একজন, যিনি তাঁর জীবনের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করেছেন । রুশকিন থেকে, গান্ধী তিনটি মৌলিক নীতিমালা শিখেছিলেন: (i) মানুষের কল্যাণে সবাইকে ভালো চোখে দেখা যায়; (ii) নাবিকের কাজ একজন আইনজীবীর মতই, উভয়ই তার জীবিকা অর্জনের মাধ্যম। (iii) কৃষক, শ্রমিক বা শারীরিক শ্রম পালনকারী অন্য কোনও ব্যক্তিকে অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তিনি রস্কিন থেকে শ্রম মর্যাদা নীতি থেকে শিখেছি। হেনরি ডেভিড থোরো থেকে, একজন আমেরিকান দার্শনিক ও অরাজকতাবাদী, গান্ধী 'সভ্য অবাধ্যতার ধারণা' শিখেছিলেন। অন্য কথায়, গান্ধী শিখেছিলেনযা ভারতীয় অবস্থার সম্মতিতে উন্নত ছিল।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

তার দর্শনশাস্ত্র মূল বিষয় হিসাবে মানবতার জন্য সেবা :

মানবতার সেবা তার দর্শন মূল। তিনি ঈশ্বরের পরম পরমতার সাথে বিশ্বাস করেন

যে, তাঁর নামে আমরা যে বিভিন্ন নাম্বারকে ডাকি তা নয়, এবং এইভাবে তাঁর জীবিকা সৃষ্টির মধ্যে অপরিহার্য একতা রয়েছে। মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ঈশ্বর উপলব্ধি এবং তাঁর সব প্রচেষ্টা-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-এই প্রেক্ষাপটে পরিচালিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, 'সকল মানুষের তাত্ক্ষণিক পরিসেবা প্রচেষ্টা একটি প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেবলমাত্র ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার একমাত্র উপায় হল তাঁর সৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে এবং এটির সাথে এক হতে হবে- আমি পুরো অংশ এবং অংশ। আমি মানবজাতির বাকি অংশে তাঁকে খুঁজে পাই না। 'গান্ধীর জন্য, ঈশ্বর মানবতার মন্দিরের মধ্যে বসবাস করেন এবং মানুষ তার সহকর্মীগণের কল্যাণে কাজ করে এমন ডিগ্রীতে ঠিকঠাক হয়।

টিপ্পনী

সর্বোচ্চ ধর্ম হিসাবে সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতা :

গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন, 'ধর্ম ছাড়া জীবন, আমি ধারণ করি, নীতি ছাড়া জীবন নেই, নীতিহীন জীবন ছাড়া জাহাজের মতো কোনো পশুর মতো নয়।' শুধু একটি জাহাজের মতোই জাহাজটি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে না, তাই ধর্মবিহীন মানুষ কখনই পৌঁছবে না তার নির্ধারিত লক্ষ্য ধর্ম দ্বারা গান্ধী মানে গোঁফ বা রীতিনীতি নয়। এমন কোন ধর্ম নেই যা অতিক্রম করে এমন কিছু নেই যা 'প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, যা সত্যের মধ্যে একটি অস্তিত্বহীন সত্যকে ভিতরের বাইন্ড করে এবং যা কখনো শুদ্ধ করে'। গান্ধী ধর্মের নৈতিক ভিত্তিতে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সত্য ধর্ম ও সত্য নৈতিকতা একে অপরের সাথে বেঁচে আছে।' তিনি ধর্মনিরপেক্ষ সংসদে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক উত্থিত সর্বজনীন ধর্ম বিশ্বাস করেন। একই ধ্বনিতে গান্ধী বলেন, 'যদিও একটি বৃক্ষের একটি ট্রাঙ্ক রয়েছে, তবুও অনেক শাখা ও পাতা আছে, তাই এক সত্য ও নিখুঁত ধর্ম আছে, কিন্তু এটি অনেকেরই হয়ে ওঠে, যেহেতু এটি মানব মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যায়।' অন্য ধর্মের অন্যতম কারণ, যেহেতু এটি 'সকল ধর্মের শিলা নীচে ঐক্যের একটি উপলব্ধি দেবে এবং সার্বজনীন ও পরম সত্যের একটি আভাস দিতে পারে যা ধর্ম বিশ্বাস এবং ধর্মের ধুলো অতিক্রম করে'। আমাদের সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার মনোভাব থাকা উচিত। 'অন্য ধর্মের অধ্যয়ন ও অনুগ্রহকে নিজের নিজের ধর্মের প্রতি একটি দুর্বলতা দেখাতে হবে না; এটা অন্য ধর্মের যে সম্পর্ক এক্সটেনশন মানে'।

গান্ধীকে কি সামাজিক আদেশ দেওয়া হয়েছিল? উত্তর হচ্ছে: একটি সমাজ সত্যকে অনুসন্ধান করার জন্য একটি সহ-উদ্যোগের প্রচেষ্টাতে তার জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যটি উপলব্ধি করতে প্রত্যেক মানুষের সাহায্য করবে। একটি সহ-অপারেটিভ

টিপ্পনী

পদ্ধতিতে প্রেম এবং সহানুভূতি বোঝায় এবং ঘৃণা এবং শোষণের সব চিন্তা বাদ দেয়। এইভাবে সামাজিক আদেশ সত্য এবং অহিংস, প্রেমের অন্য নাম উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। কোনও ফর্মের শোষণ- সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয়-অদৃশ্য হয়ে গেছে কারণ এটি মানুষের ঐশ্বরিক মর্যাদা ধ্বংস করে। সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে বিকেন্দ্রীভূত শিল্প ও কৃষি নির্ভর করতে হবে। প্রত্যেকেরই একজনের অত্যাবশ্যক চাহিদার জন্য স্বাধীন হতে হবে; নির্ভরতা জন্য অসহায়তা আসে, এবং অসহায় জন্ম দেয় শোষণ। এবং একটি সমবায় জীবিত দাবি এটি একটি থেকে পরস্পর নির্ভর করা উচিত। একটি সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করার জন্য, গান্ধী একটি স্কিম প্রসূত।

অনেক পরীক্ষা এবং পরীক্ষা 40 বছরের একটি সময়ের উপর পরে শিক্ষা। সেই সময়ে শিক্ষার ওপর মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করেছিল। 1937 সালে সর্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয়, যা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর ধারণা অনুমোদন করে এবং ড। জাকির হোসেনের নেতৃত্বে নেতৃস্থানীয় শিক্ষাবিদদের একটি কমিটি গঠন করে। বরিশাল জাতীয় শিক্ষা বিভাগের বর্ধিত স্কিম হিসাবে এই কমিটির প্রতিবেদনটি অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষার অর্থ :

'শিক্ষা দ্বারা আমি সন্তান এবং মানুষের শরীর, মন ও আত্মার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আঁকা ছবি আঁকছি।' গান্ধী সত্যিকারের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, 'সর্বোচ্চ একটি সুস্পষ্ট উন্নয়ন বোঝায়। "সেরা খুঁজে বের করা" শিশুর মধ্যে coiled আপ একটি দুর্দান্ত সম্ভাবনা স্বীকার করে যা শিক্ষার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণতা উপলব্ধি এবং উন্নত করা যায়। "শরীর, মন এবং আত্মা" সমগ্র মানুষের একটি দৃষ্টি। 'প্রথম জোর শরীরের উপর এবং চূড়ান্ত বিন্দু আত্মা হয়। এটি ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে যে কেউ বুদ্ধিজীবী বিকাশ লাভ করে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন শিক্ষার শুরু বা শেষ না হয়। এটি একটি মধ্য পয়েন্ট। ব্যক্তিটি এখনও তার মধ্যে সেরা যে সব বেরিয়ে আসতে পরিপূর্ণতা চক্কর না। সব উন্নয়ন, সব ব্যক্তিগত অগ্রগতি সত্য অনুসন্ধানে হয়, যা একটি মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক উপায়ে আদায় হয়। এইভাবে, শিক্ষা শৈশব ও যুবকদেরকে সীমিত করা যায় না - এটি একটি মানুষের সমগ্র জীবনকে হিসাব করতে হবে; এবং যে 'সন্তানের এবং মানুষ সেরা' শব্দটির তাৎপর্য হয় তাই স্ব স্ব উপলব্ধি পর্যন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি পর্যন্ত শিক্ষার সম্পূর্ণ হবে না।

শিক্ষা জীবন এবং জীবনের মাধ্যমে হয়। শিক্ষাশিক্ষা জীবন এবং জীবনের মাধ্যমে হয়। শিক্ষাকে শিশুটির যত্ন নিতে হবে, যা কিনা সমগ্র মানবিক ব্যক্তিকে- শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? এটি মানব ব্যক্তিত্বের সকল দিকের সুসংগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কর্মসূচী হওয়া উচিত যাতে করে এটি তার সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে এবং সমাজকে তার সর্বোত্তমভাবে সেবা করতে পারে।

টিপ্পনী

2.3.5 শিক্ষার উপর গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি :

গান্ধী নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে শিক্ষা সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেছেন:

1. শুধু একটি সামাজিক আদেশের জন্য শিক্ষা: 'নতুন শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবল একটি সুষম ও সুসংগত ব্যক্তি নয় বরং একটি সুষম ও সুসংগঠিত সমাজ-এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে হরফ এবং আছে এবং সবাই স্বেচ্ছায় মজুরি এবং স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করেছে।'

2. শিক্ষার অর্থ: 'শিক্ষার দ্বারা, আমি বলতে চাচ্ছি একটি সর্বভারতীয় অঙ্কন আউট আউট শিশু এবং মানুষের শরীর, মন এবং আত্মা শ্রেষ্ঠ।'

3. নৈপুণ্যের মাধ্যমে শিক্ষা: 'এই প্রকল্পটির স্বতন্ত্রতা হলো' ভিলাং কারুশিল্পের মাধ্যমে 'শিক্ষা দেওয়া। বর্তমান সিলেবাসে একটি গ্রামের নৈপুণ্য যুক্ত করে শেষ পরিণতি সম্পন্ন করা যায় না।'

4. স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা : 'স্ব-স্বত্ব একটি "পূর্ব" শর্ত নয়, কিন্তু আমার কাছে এটা অ্যাসিড পরীক্ষা । এর অর্থ এই নয় যে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু থেকে শুরু থেকেই আত্মনির্ভরশীল হবে। কিন্তু সাত বছরের সমগ্র সময় ধরে, আয় এবং ব্যয় একে অপরকে দমন করতে হবে। অন্যথায়, এর মানে এই যে এই প্রশিক্ষণের শেষেও মৌলিক শিক্ষা ছাত্রটি উপযুক্ত হবে না জীবনের জন্য. এটি মৌলিক শিক্ষার অবাধ্যতা। আত্মনির্বাহী মৌলিক ছাড়া 'নয়া তালিম' (নতুন শিক্ষা) একটি মৃত দেহের মত হবে।'

5. শ্রম মর্যাদা: 'শিক্ষাকে কেবলমাত্র সাহিত্য করার অপরাধ, এবং পরে জীবনের জীবনে ম্যানুয়াল কাজের জন্য ছেলে ও মেয়েদের অযোগ্য করা। প্রকৃতপক্ষে আমি ধরে রাখছি যে আমাদের সময়ের বড় অংশ আমাদের রুটি অর্জনের জন্য শ্রমশক্তির জন্য নিবেদিত, আমাদের বাচ্চাদের তাদের শৈশব থেকে অবশ্যই শ্রমের মর্যাদা শেখানো উচিত। আমাদের সন্তানদের শ্রম ত্যাগ করতে শেখানো উচিত নয়।'

6. ধর্মীয় শিক্ষা: 'ধর্ম আমাকে সত্য এবং অহমস বা সত্যই বলছে, কারণ সত্যই

টিপ্পনী

অহমস রয়েছে, অহিংসা তার আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য মাধ্যম। অতএব, এই গুণগুলি অনুশীলন করার জন্য এমন কিছু যা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের একটি মাধ্যম এবং এটি করার সর্বোত্তম উপায়, আমার মতে, শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিদের মধ্যে এই গুণগুলি কঠোরভাবে অনুশীলন করার জন্য। ছেলেমেয়েদের সাথে এই সংগঠনটি, খেলার মাঠে বা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে, এই মৌলিক গুণাবলীগুলিতে শিক্ষার্থীদেরকে ভাল প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।'

7. আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ: 'আমি সন্তানদের কণ্ঠস্বর শুনি এবং স্তবগান পড়ি, এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বই থেকে তাদের কাছে পড়া। কিন্তু যে আমাকে পরিতৃপ্ত থেকে অনেকদূর ছিল আমি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্যে এসেছিলাম হিসাবে, আমি এটি আত্মা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে যে বই মাধ্যমে ছিল যে দেখেছি শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যেমন প্রদান করা হতো, তেমনি আত্মার অনুশীলন কেবল আত্মার প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। এবং আত্মা অনুশীলন সম্পূর্ণরূপে শিক্ষক জীবনের জীবন এবং চরিত্র নির্ভরশীল। শিক্ষক সবসময় তার পি এস এবং প্রশ্নগুলির বিষয়ে সচেতন থাকতেন কিনা সে তার ছেলেদের মধ্যে ছিল না বা না।'

8. শিক্ষা এবং চরিত্র: 'সমস্ত জ্ঞান শেষ চরিত্র নির্মাণ করা আবশ্যক। কোন চরিত্র ছাড়াই শিক্ষা এবং প্রাথমিক ব্যক্তিগত বিশুদ্ধতা ছাড়া চরিত্র কী?'

9. শিক্ষক: 'হতাশার শিক্ষক, যিনি ঠোঁট দিয়ে এক জিনিস শেখায় এবং হৃদয়ে অন্যকে বহন করে।'

10. শিক্ষার মাধ্যম: 'আমাদের ভাষা হচ্ছে নিজের প্রতিফলন এবং যদি আপনি আমাকে বলুন যে আমাদের ভাষাগুলি খুব ভাল চিন্তাধারা প্রকাশ করতে খুব গরিব নয়, তাহলে আমি বলি যে, আমাদের আগেই আমাদের পক্ষে অস্তিত্বের অস্তিত্ব হ'ল।'

11. বিদেশী মাধ্যম: 'বিদেশী মাধ্যম একটি মস্তিষ্কের ফাগা সৃষ্টি করেছে, আমাদের শিশুদের স্নায়ুতন্ত্রের উপর অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করেছে, তাদেরকে কাঁটাতারের বেড়া ও অনুকরণকারী বানিয়েছে, তাদের মূল কাজ ও চিন্তাধারায় নিরুৎসাহিত করেছে এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ নিরসন করতে অক্ষম করেছে। পরিবার বা জনসাধারণ। বিদেশী মাধ্যম আমাদের সন্তানদের নিজেদের দেশে বিদেশে বিদেশী করে তোলে।'

12. পাঠ্যক্রম এবং কাটনা: 'ভবিষ্যতের যেকোনো পাঠ্যক্রমের মধ্যে, কাটনা আবশ্যিক বিষয় অবশ্যই হতে হবে। ঠিক যেমন আমরা খাওয়া ছাড়া বাঁচতে পারি না, তেমনি আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে অসম্ভব এবং প্রাচীন ভূমি থেকে কুপন পুনরুজ্জীবিত না করে প্রাচীন ভূমি থেকে পাশ্চাত্যকে নির্মূল করা অসম্ভব।'

13. স্বাধীনতা কিন্তু শৃঙ্খলা অধীনে: 'ছাত্র উদ্যোগ আছে অবশ্যই হবে। তাদের অবশ্যই নিছক অনুকরণকারী হওয়া বন্ধ। তারা নিজেদের জন্য চিন্তা এবং কাজ শিখতে হবে এবং এখনও পুরোপুরি বাধ্য এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। সর্বাধিক স্বাধীনতা শাসনের সাথে এটি শৃঙ্খলা ও নম্রতার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বহন করে। স্বাধীনতা যে শৃঙ্খলা এবং নম্রতা থেকে আসে অস্বীকার করা যাবে না; নিখরচায় লাইসেন্সটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সহিংসতার অশুভ চিহ্ন।

14. কো-এডুকেশন: 'এই ধরনের পরীক্ষা শুরু করার আগে, একজন শিক্ষককে তার পিতামাতা ও মাতার উভয়ই থাকতে হবে এবং সকলের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র কঠোর পরিশ্রমের জন্যই তাকে নিযুক্ত করতে পারি।'

15. পাঠ্যবই: 'তাই, আমি এই উপসংহারে এসে পৌঁছলাম যে শিক্ষার জন্য বইয়ের চেয়ে শিক্ষকদের আরও বেশি প্রয়োজন। এবং প্রত্যেক শিক্ষক, যদি তিনি তার ছাত্রদের পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে হয়, তাকে উপলব্ধ উপাদান থেকে দৈনন্দিন পাঠ প্রস্তুত করতে হবে। এইও, তার ক্লাসের বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে তাকে উপযুক্ত করতে হবে।'

I6. নারীশিক্ষা: 'নারী শিক্ষার জন্য আমি নিশ্চিত নই যে পুরুষের থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত এবং কখন তা শুরু করা উচিত। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে মতামত ব্যক্ত করি নারীদেরও একই সুবিধাদি থাকা উচিত এবং প্রয়োজনে বিশেষ সুবিধাও থাকা উচিত।'

17. হস্তাক্ষর: 'হস্তাক্ষর একটি শিল্প। প্রতিটি অক্ষর সঠিকভাবে আঁকা হবে, একটি শিল্পী তার পরিসংখ্যান আঁকা হবে হিসাবে। ছেলে ও মেয়েদের প্রথমে প্রাথমিক অঙ্কন শেখানো হলে এটি কেবলই করা যেতে পারে।'

গান্ধী ও প্রকৃতিবাদ :

এম. এস. প্যাটেল উদ্ধৃত করে জন্য, 'জগতের নেতৃস্থানীয় প্রাকৃতিক শিক্ষাকর্তাদের মধ্যে স্থানান্তরিত করার জন্য গান্ধীর দৃঢ় দাবি রয়েছে। তবে তাকে চরম প্রফেসর বলা যাবে না। রুশোর মতো, তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক সংস্থা কিন্তু তিনি তার সাথে ধরে রাখেন না যে শিশুকে মানুষের ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সমাজের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে আলাদা করা উচিত। স্কুল রুমের চারটি দেয়াল থেকে শিক্ষা উদ্ধারের প্রচেষ্টায় নীরবতা পালন করা যায় না।'

নতুন শিক্ষার শিক্ষা দর্শনে নিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

(i) রাশিয়ার রাওসু এই রায়ের সাথে সম্মত হন যে সন্তানটি প্রকৃতির দ্বারা ভাল এবং তার শিক্ষার পরিকল্পনা করার সময় এই ঘটনাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

(ii) প্রকৃতিবাদীদের মতো তিনি শিশুটির জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'যদি সন্তানরা নিজেদের খুঁজে পেতে চায়, তবে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, যদি তাদের পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করতে হয়, তবে তাদের যথাযথ শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

(iii) তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকে শিক্ষার গুরুত্বের উপর প্রচুর গুরুত্ব দেন। তিনি আশা করেন 'শিক্ষকরা তাদের গ্রামে গ্রামের শিশুদেরকে শিক্ষিত করার জন্য যাতে কিছু হস্তশিল্পের মাধ্যমে তাদের সকল অনুষদ বের করতে পারেন'।

(iv) সব প্রকৃতিবাদীদের মতো তিনি পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বকে ক্ষুদ্রতম করেন। তিনি বলেন, 'আমি উপলব্ধ ছিল যে বই পাওয়া অনেক ব্যবহার করা হয়েছে মনে রাখবেন না। আমি বইয়ের পরিমাণের সঙ্গে ছেলেদের লোড করার জন্য এটি সব প্রয়োজনীয় এটি খুঁজে না। আমি সবসময় অনুভব করেছি যে ছাত্রের সত্যিকারের পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক। আমি খুব কম মনে করি যে আমার শিক্ষক বই থেকে আমাকে শেখানো, কিন্তু আমি এখনও বই থেকে স্বাধীনভাবে আমাকে শেখানো বিষয়গুলির একটি স্পষ্ট মনে আছে। শিশুরা তাদের চোখের চেয়ে আরও কান দিয়ে তাদের কান দিয়ে কম শ্রম দিয়ে থাকে। আমার ছেলের সাথে আচ্ছাদিত কোন বই পড়ার কথা মনে নেই।'

গান্ধী ও আদর্শবাদ

শ্রীমোহন প্যাটেলের কথার মতে, 'তাঁর লেখাগুলির একটি অধ্যয়নটি এই উপসংহারে পৌঁছাবে যে গান্ধী মূলের আদর্শবাদী। আদর্শবাদ তার প্রকৃতিতে গভীরভাবে পরিপূর্ণ হয় যেমন তার উচ্ছৃঙ্খল ও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে দেখা যায়।'

জীবনের লক্ষ্য আত্ম উপলব্ধি, এবং এই পার্থিব জীবন থেকে প্রত্যাহার করে কিন্তু তার প্রাণীর সেবা দ্বারা অর্জন করা হবে না। তাঁর ধর্মই আমাদের দৈনিক জীবনের শুদ্ধতার মাধ্যমে আত্মা পরিচালনা করে।

গান্ধীর আদর্শবাদটি নিম্নলিখিত ভাষায় প্রতিফলিত হয়: 'টলস্টয় ফার্মের

তরুণদের শিক্ষা গ্রহণের আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আত্মার প্রশিক্ষণ নিজেই একটা জিনিস। আত্মা বিকাশে চরিত্র গড়ে তুলতে এবং একজনকে ঈশ্বর ও স্ব-উপলব্ধি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য সক্রিয় করতে এবং আমি এই তরুণদের প্রশিক্ষণের একটি অপরিহার্য অংশ ছিল বলে ধরে নিয়েছিলাম এবং আত্মার সংস্কৃতি ব্যতীত সমস্ত প্রশিক্ষণ ছিল কোনও ব্যবহার এবং এমনকি ক্ষতিকর হতে পারে।'

টিপ্পনী

অন্যান্য সকল আদর্শবাদীদের মতো, গান্ধী ব্যক্তিত্বের সুসংহত বিকাশে বিশ্বাস করেন এবং এই শেষটি অর্জনে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংস্কৃতি ও শারীরিক কর্মকান্ড পরিচালনার পক্ষে প্রচারণা চালা

গান্ধী ও প্রগতিবাদ :

শ্রীমতি অনুযায়ী প্যাটেল, শিক্ষার প্রগতিশীল দর্শনে গান্ধীর অবদান অনন্য। শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে একটি মৌলিক নৈপুণ্যের প্রবর্তন, প্রকৃত জীবন দিয়ে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়বস্তু সমন্বয় এবং সম্পৃক্ততা, শিক্ষার পদ্ধতি, স্বতন্ত্র উদ্যোগ, সামগ্রিক দায়িত্ব অর্পণ এবং জোর দেওয়া সত্য আবিষ্কারের উপায় হিসাবে পরীক্ষাগারে গান্ধীর শিক্ষার প্রগতিশীল দর্শনের কিছু অসামান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

গান্ধীর শিক্ষা দর্শনের প্রবক্তা নিম্নলিখিত কারণে:

1. তার জীবনের প্রতি একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ছিল। গান্ধী বিশ্বাস করেন যে বাস্তবতা হচ্ছে যা যাচাই করা যেতে পারে। তিনি নিজেকে সত্যের সাথে আমার আত্মজীবনী আমার সত্যের কথা বলেন।

2. একজন প্রগাম্টিস্টের মতো গান্ধী হুকুমগুলি, যে একটি শিশু জীবনের বাস্তব পরীক্ষা থেকে শিখতে হবে।

3. প্রগমেটিস্টের প্রজেক্ট পদ্ধতি এবং গান্ধীর মৌলিক পরিকল্পনার অনেক সাধারণ পয়েন্ট রয়েছে। একটি প্রকল্প ভালো লেগেছে, একটি বেসিক নৈপুণ্য সামাজিক সম্পর্ক অংশগ্রহণ সহ একটি সামাজিক কার্যকলাপ হতে হয়।

শ্রীমতি প্যাটেলের মতে, 'গাঁধির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব', তিনি তাঁর শিক্ষা দর্শনে শিক্ষার তত্ত্বকে উত্থাপনের ফলে প্রকৃতিবাদ, আদর্শবাদ ও প্রগতিবাদের প্রবল প্রবণতাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রবণ প্রবণতা প্রদান করেন। যা দিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে এবং মানুষের আত্মার লম্বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। '

টিপ্পনী

বেসিক শিক্ষা নীতি :

মৌলিক শিক্ষার মূলনীতি নিম্নরূপ:

1. সাত বছর বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত সাত বছরের কোর্স শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে না বরং মাধ্যমিক শিক্ষাও পাবে। চৌদ্দ বছর বয়সে স্কুলটি বুদ্ধিমান নাগরিকদের তৈরি করতে সক্ষম হওয়া উচিত। তাদের কার্যকর সাক্ষরতা অর্জন করা উচিত এবং তাদের ইন্দ্রিয়ের উপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলা উচিত এবং সামাজিক অনুগ্রহ ও মনোভাবের জন্য পরিপক্ক হওয়া উচিত। শিক্ষা উভয় ম্যানুয়াল এবং বুদ্ধিজীবী হওয়া উচিত।

2. কিছু ক্র্যাফট কেন্দ্র শিক্ষা এটি উৎপাদনশীল হতে হবে, ম্যানুয়াল এবং কিছু নৈপুণ্য কেন্দ্র উচিত। এটা শিক্ষামূলক সম্ভাবনা থাকতে হবে। বিভিন্ন বিষয়গুলিকে চারপাশে গোষ্ঠীভুক্ত করা উচিত, এবং নৈপুণ্য যেমন শেখানো হয় না। এর মাধ্যমে পুরো শিক্ষা প্রদান করা হবে। মৌলিক শিক্ষায় সাহিত্যিক সংখ্যা সংখ্যা ক্রিয়েট যোগ করা হয় না একটি নৈপুণ্য অসাধারণ শিক্ষাগত সম্ভাবনার আছে।

3. পরিকল্পনার স্ব সাপোর্টিং ভিত্তি গান্ধী আমাদের জনগণের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তারা তাদের শিশুদের শিক্ষার উপর একটি একক টাকা ব্যয় করতে পারে না। রাষ্ট্রের সকল শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব রাজ্যের কর্তব্য। তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন যে সরকার ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য কোনো পরিমাণ ব্যয় করবে না। তাই তিনি শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত তহবিল পাওয়া না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে না পারলে। তাই তিনি পরামর্শ দেন যে শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত। অতএব, তিনি একটি ম্যানুয়াল উৎপাদনশীল নৈপুণ্য চালু করেন, যার বিক্রয় শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে।

4. নির্দেশের মাধ্যম গান্ধী মাতৃভাষার মতে, শুধু শিক্ষার মাধ্যমই নয়, ভাষাগুলিতে প্রথম স্থান দখল করাও নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভাবে সমস্ত অভিব্যক্তি সম্ভব। বিদেশী ভাষা জোরদার করার অর্থ শক্তি, সময় এবং অর্থের অপচয়। যারা ভাষাগত স্বাদ নয়, তাদের জন্য এটা অস্বাভাবিক নয়। এমনকি গ্র্যাজুয়েটরা নিজেদের ইংরেজিতে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। এর ফলে তারা নিজেদের ইংরেজিতে

এবং তাদের মাতৃভাষায়ও প্রকাশ করতে পারে না। যদি তারা তাদের মাতৃভাষায় নিজেদের প্রকাশ করে তবে তারা অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবে কিন্তু তারা ইংরেজিতে বা তাদের মায়েদের ভাষায় সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতে পারবে না। মৌলিক পদ্ধতিতে, মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা প্রদান করা হবে।

5. অহিংস সহিংসতা গান্ধী অহিংসায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং কিভাবে এই শিক্ষার অহিংসা থেকে অপ্রভাবিত থাকতে পারে? গান্ধী বলেন, 'আমরা এই প্রশিক্ষণ স্কুলকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি স্কুল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই এবং আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে যা প্রধানত আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কারণ। এই উদ্দেশ্যে আমরা অহিংসা উপর মনোযোগ দিতে হবে। হিটলার এবং মুসোলিনস একটি মৌলিক নীতি হিসাবে সহিংসতাকে গ্রহণ করে।

আমাদের কংগ্রেস অনুযায়ী অহিংসা। অতএব, আমাদের সব সমস্যাগুলি অহিংসভাবে সমাধান করা হয়েছে। আমাদের গাণিতিক, আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের ইতিহাস, একটি অহিংস পদ্ধতি থাকবে এবং এই বিষয়গুলির সমস্যা অহিংসা দ্বারা রঙিন হবে।'

গান্ধীর মতে, 'আমাদের গণিত সর্বদা শক্তিগত কারণগুলির বিবর্তনের গণনা কেন্দ্রের মধ্যে মানবতা বজায় রাখবে। ইতিহাস রাজাদের এবং যুদ্ধের রেকর্ড থাকবে না কিন্তু মানবতার একটি জরিপ একটি ভাল বিশ্বের জন্য সংগ্রাম আমাদের রাজনৈতিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি প্রতিযোগিতায় এবং সামরিকীকরণের থেকে সহযোগিতা ও সুরক্ষার দিকে অগ্রসর হবে। আমাদের প্রকৌশল এবং বিজ্ঞান মানুষের আনন্দ জন্য জিনিস তৈরি করবে আমরা এইভাবে, গ্রাম শিল্পের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব না, শহর শিল্পে নয়। আমাদের গ্রামের হস্তশিল্পগুলি পর্যালোচনা করতে হবে যদি আমরা সমস্ত 7,00,000 গ্রামকে জীবিত রাখি এবং কেবল তাদের একটি ভগ্নাংশ রাখতে চাই না। 'গান্ধীর চিন্তাধারার সামাজিক ব্যবস্থা ছিল কয়েকটি হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে মুক্ত হওয়া। অনেক শোষণ এই কৃতিত্বের জন্য, সমাজের রাজনীতি, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা অহিংসা, সত্য ও ন্যায় বিচারে হওয়া উচিত।

6. নাগরিকত্ব আদর্শ : নাগরিকত্বের আদর্শ মৌলিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নাগরিকত্ব আত্মা সন্তানের মধ্যে পূরণ করা উচিত।

7. জীবনের সাথে সম্পর্ক : শিক্ষা জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়া

টিপ্পনী

উচিত। ওয়ার্ড স্কিম জ্ঞান একত্রিত করে এবং প্রজ্বলিত উপবৃত্তিতে জ্ঞান ভাগ করে দেয় না। সবকিছুই সম্পর্কের নীতির মাধ্যমে শেখানো হয়। শিশুটির সম্পর্কের তিনটি কেন্দ্র- নৈপুণ্য, শারীরিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ রয়েছে। এই তিনটি সম্পর্কের কেন্দ্রগুলি পাঠ্যক্রমের নিখুঁত ইন্টিগ্রেশন অর্জন করবে।

টিপ্পনী

স্ব-ভিত্তির দৃষ্টিভঙ্গি :

গান্ধী মনে করেন, 'স্বনির্ভরতা একটি পূর্ব শর্ত নয় কিন্তু আমার কাছে এসিড পরীক্ষা। এর অর্থ এই নয় যে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু থেকে শুরু থেকেই আত্মনির্ভর হবে। তবে সাত বছরের পুরো মেয়াদে আয় এবং ব্যয় একে অপরকে দমন করতে হবে, অন্যথায় এর মানে এই যে এই প্রশিক্ষণের শেষেও মৌলিক শিক্ষা ছাত্র জীবনের জন্য উপযুক্ত হবে না। এটি মৌলিক শিক্ষার অবাধ্যতা। আত্মনির্বাহী ভিত্তি ছাড়া "নই তালিম" একটি মৃত দেহের মত হবে।

'যখন আমি শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম "স্বয়ংসম্পূর্ণ" তখন আমার অর্থ এই ছিল না যে, সমস্ত মূলধন ব্যয় এটি থেকে সংকুচিত হবে, তবে অন্তত শিক্ষকদের বেতন আমাদের ছাত্রদের দ্বারা তৈরি নিবন্ধগুলি পাওয়া যাবে। শিক্ষার মৌলিক পদ্ধতির অর্থনৈতিক দিকটি স্বতঃস্ফূর্ত।'

'তাই, আমি এটি একটি উপযোগী হস্তশিল্প শিক্ষা করে সন্তানের শিক্ষা শুরু করব এবং মুহূর্ত থেকে উৎপাদনের জন্য এটির প্রশিক্ষণ শুরু করব। এইভাবে, প্রত্যেক স্কুলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যেতে পারে, এমন অবস্থা হচ্ছে যে রাজ্যগুলি এই বিদ্যালয়ের তৈরিকৃত দ্রব্যাদি গ্রহণ করে।

'আমি তার ছাত্রদের ম্যানুয়াল শ্রমের পণ্য নিয়ে শিক্ষকের খরচ খোঁজার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী, কারণ আমি নিশ্চিত যে আমাদের বাচ্চাদের শত কোটি টাকা শিক্ষা দেওয়ার কোনো উপায় নেই।'

'প্রাথমিক শিক্ষার ফলে একটি সম্পূর্ণ হিসাবে বিবেচিত আত্মা হতে বাধ্য হয় সমর্থন যদিও প্রথম বা এমনকি দ্বিতীয় বছরের কোর্সের জন্য এটা সম্পূর্ণরূপে নাও হতে পারে।'

'আমার' নায়ী তালিম 'অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়। এই শিক্ষার চলমান খরচ শিক্ষার প্রক্রিয়া থেকে নিজেই আসা উচিত। সমালোচনা হতে পারে যাই হোক না কেন, আমি জানি যে শুধুমাত্র শিক্ষাই স্বয়ং সমর্থনকারী।'

'যদি এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় তবে সরাসরি ফলাফল হবে যে এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কিন্তু সাফল্যের পরীক্ষাটি তার আত্ম সমর্থনকারী চরিত্র নয়, কিন্তু পুরো মানুষটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হস্তশিল্প শিক্ষার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে ...। স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশটি অবশ্যই সত্যের লজিক্যাল ফলাফল হওয়া উচিত যে ছাত্র তার প্রতিটি অনুষদগুলির ব্যবহার শিখেছে।'

'আমি একটি স্কুল সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহায্য কল্পনা করতে পারেন। যদি এটি হয়ে ওঠে, বলে, একটি কাঁটাবিশেষ

এবং এটি একটি সংযুক্ত তুলো মৃত্তিকা সঙ্গে প্রতিষ্ঠান বয়ন।'

'যদি প্রতিটি স্কুলে স্পিনিং চালু করা হয়, তাহলে এটি অর্থায়ন শিক্ষা আমাদের ধারণাকে বিপ্লব করবে। আপনি প্রতিদিন ছয় ঘন্টার জন্য একটি স্কুলে কাজ করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারেন।'

'এটা সহজ যে, প্রত্যেক স্কুলকে অনেক বেশি ছাড়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যেতে পারে প্রচেষ্টা এবং জাতি তার স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিযুক্ত করতে পারেন।'

'স্বরাজ অধীনে শিক্ষা তাদের লক্ষ্য থেকে ছেলেদের স্ব-সহযোগিতা করতে লক্ষ্য রাখবে যুবক। অন্য কোনও পেশা তাদের কাছে শেখানো হতে পারে, তবে স্পিনিং বাধ্যতামূলক হবে।'

'রাষ্ট্র যদি সাত থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে সন্তানদের দায়িত্ব পালন করে, এবং উৎপাদনশীল শ্রমের মাধ্যমে তাদের দেহ ও মনকে প্রশিক্ষণ দেয়, তাহলে সরকারি স্কুলগুলো জালিয়াতি এবং শিক্ষকদের বোকা বানাতে হবে যদি তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে না পারে।'

'কিন্তু একটি জাতি হিসাবে আমরা শিক্ষার মধ্যে এতটা পিছিয়ে পড়েছি যে এই প্রজন্মের সময় এই সময়ে জাতিকে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে আমরা আশা করতে পারি না, যদি প্রোগ্রামটি অর্থের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই সাহসী হয়েছি, এমনকি শিক্ষাগত স্বার্থের জন্য সমস্ত খ্যাতি হারিয়ে ফেলার ঝুঁকিতেও থাকতে হবে, যা শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে।'

'জমি, বিল্ডিং এবং সরঞ্জামগুলি প্রযোজ্য নয় ছাত্রদের শ্রম।'

'আমরা (শিক্ষকদের) বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাংকার্স হওয়া উচিত যদি আমরা ডি না করতে পারি'আমরা (শিক্ষকদের) বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাংকার হওয়া উচিত যদি আমরা আমাদের

টিপ্পনী

শিশুদের শক্তি নির্দেশ করতে পারি না যেহেতু তাদের কাছ থেকে এক বছরের ট্রেনিং পাওয়ার পর প্রতি ঘন্টায় মার্কেটিং শ্রমের মূল্য হবে।'

প্রকল্পটির মূল্যায়ন :

টিপ্পনী

ওয়ার্ধা প্রকল্প অহিংস আন্দোলনের গান্ধীজী ধর্মীয় অনুভূতি এবং একটি সমবায় সমিতির ধারণা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে । শ্রী মহাদেব দেসয় ব্যাখ্যা করেছেন, 'অ-সহিংসতার আদর্শগত পটভূমি থেকে আত্মনির্ভরশীল শিক্ষার ধারণাটি তালাকপ্রাপ্ত হতে পারে না এবং আমরা মনে করি না যে নতুন প্রকল্পটি একটি নতুন যুগে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, যা থেকে শ্রেণি ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা দূর করা হয় এবং শোষণ অব্যাহত থাকে, আমরা এটিকে সফল করতে পারি না। 'স্ব-সমর্থিত সমাজকে তার অস্তিত্বের জন্য ঘৃণা এবং শোষণকে অব্যাহতি দিতে হবে এবং প্রেম, অহিংসতা এবং সমবায় জীবিকার আত্মা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে হবে।।

এই মহান বিপ্লবী পরীক্ষা চালানোর জন্য সাহস ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের এই মহান মানুষটির জন্য এটি স্বাভাবিক ছিল। ড। জাকির হোসেনের কমিটির বক্তব্য উদ্ধৃত করার জন্য: 'এইভাবে আমরা যে নতুন প্রকল্পটি সুপারিশ করছি তা ভবিষ্যতের নাগরিকদের ব্যক্তিগত মূল্য, মর্যাদা এবং দক্ষতার গভীর অনুভূতি প্রদানের লক্ষ্যে এবং তাদের মধ্যে স্ব-উন্নতির জন্য আকাঙ্খাকে শক্তিশালী করবে এবং একটি সমবায় সমাজে সামাজিক সেবা।'

আসলে মৌলিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত মনোভাবটি অনেকের কাছে সম্পূর্ণরূপে বোঝেনি। অধ্যাপক সাইয়িদেন বেসিক শিক্ষা (1956) অ্যাসেসমেন্ট কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষাপটে ধারণা, মনোভাব ও কৌশলগুলির সতর্কতার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন প্রকাশ করেছেন: 'অতএব, এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার, যদিও এটি অবশ্যই হতাশাজনক একটি বিষয়। যেহেতু মৌলিক পদ্ধতির পূর্ণ প্রভাব এখনো অনেক শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসকদের দ্বারা উপলব্ধি করা হয়নি। 'প্রফেসর মুজিব সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে:' মহান মানুষদের মতামত আমাদের নিজেদের চিন্তাভাবনার দায়িত্ব থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে দেয় না। তারা অনুপ্রেরণা স্মৃতি চারন যা আমাদের সত্য এবং বাস্তবতা যে তাদের ছাড়া অদৃশ্য থাকতে পারে দিক প্রকাশ করে । আমরা তাদের জন্য বা এমনকি তাদের জন্য থাকতে পারে না। আমরা কেবল নিজেদের জন্যই জীবন কাটাতে পারি, এবং আমাদের সৃষ্টির আলো এবং আলোচিত আলোকে কেবল নিজেদের মধ্যেই তাকিয়ে

থাকতে হবে। 'গান্ধী জনগণের নিজস্ব পরিকল্পনার আধিপত্যের স্বীকৃতির কথা ভাবেন না। তিনি নিজেই নিজের দর্শনের নিঃশব্দ সমালোচক ছিলেন: 'আপনার জন্য আমার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করা উচিত নয় ... এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ এবং পরিপক্ক বিবেচনার পরে গ্রহণ করা উচিত যাতে তা সামান্য সময়ের পরে ছেড়ে দেওয়া না হয়। 'যদিও গান্ধী সব বিষয়কে হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, তবে তিনি এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে এই সকল বিষয় এত শিক্ষিত হবেন না, এবং তাই 'আমরা যতটুকু সম্ভব' টাললি (স্পাইন্ডলে) বা অন্য কোন মৌলিক নৈপুণ্যের মাধ্যমে এইসব বিষয়ের অনেকটা শিখব। তিনি নৈপুণ্যের মাধ্যমে শিক্ষার মৌলিক শিক্ষাকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করবেন না। এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সত্য, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সত্য নয় 'নই তালিম' এর শিকড় গভীরতর হয়ে যায়। এটা পৃথক এবং যৌথ জীবন সত্য এবং অহিংস উপর ভিত্তি করে। মিথ্যা এবং সহিংসতা দাসত্বের দিকে পরিচালিত করে এবং শিক্ষায় কোন স্থান নেই। 'ক্র্যাফটটি নৈপুণ্যের জন্য নয় বরং সৃজনশীল স্ব-প্রকাশ, বাস্তবিক কাজ এবং শিক্ষার সুযোগের খোলার জন্য শেখানো হয়। শিল্প প্রবৃদ্ধির পথেও এটি দাঁড়ায় না, কারণ প্রশিক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং সৃজনশীল কাজের প্রশিক্ষণ অবশ্যই শিল্প প্রশিক্ষণ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য আরও ভাল প্রস্তুতি।'

আমরা অবশ্যই মনে রাখতে চাই যে গান্ধী নিজেকে স্বপ্নদর্শী ও বাস্তব মানুষ হিসেবে যুক্ত করেছেন। তিনি একজন মানুষ ছিলেন সত্যের সাথে পরীক্ষা। তাঁর চিন্তাধারা বিকাশ ও সময়ের সাথে বেড়ে ওঠে। তিনি অভিজ্ঞতা নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন: 'এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মৌলিক শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। শিক্ষা জীবন হিসাবে বিস্তৃত হতে হবে। এটি একটি নতুন সমাজের সময় এবং প্রগাঢ়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন।'

গান্ধীর মৌলিকতা :

মহাত্মা গান্ধীর সত্য শিক্ষা দর্শনশাস্ত্র গ্রন্থে এম. এস. প্যাটেল সঠিকভাবে বলেছিলেন যে, 'তাঁর (গান্ধীর) শিক্ষা দর্শনই মূলত এই অর্থে যে তিনি অন্যদের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এভাবে পৌঁছে গেছেন। এই অর্থে মূল হতে পারে না যে এটি পছন্দ কখনও ছিল না অতীতে কারো দ্বারা প্রচারিত; কিন্তু এটি লক্ষ করা উচিত যে, একটি রাষ্ট্র-বিস্তৃত স্কেলে তার উপস্থাপনা ও অভিযোজন নিঃসন্দেহে

টিপ্পনী

উপন্যাস এবং মূল। 'আচার্য ভিনোভাভের কথায়,' এটি নতুন কিছু নাও হতে পারে তবে এটি একটি নতুন আলোয় উপস্থাপিত হয়েছে। ' গান্ধী নিজেই বলেছেন: 'আমি জানি যে মধ্যবয়স বা কোন বয়সের উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষকে কারুশিল্পের মাধ্যমে বিকাশ না করে। ধারণাটি মূল। '

টিপ্পনী

গান্ধী এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদগণ :

গান্ধীর শিক্ষার দর্শনের প্রেক্ষাপটে দুইজনের মধ্যে একটি হতে পারে

প্রকার, যেমন, (i) যারা তাঁর দর্শনের সরাসরি গঠনমূলক প্রভাব প্রয়োগ করে, এবং (ii) পূর্বে এমন একাধিক বা অনুরূপ উপসংহারে পৌঁছে গিয়েছিলেন এমন একজনের অন্যতম, যদিও গান্ধী তাদের সিদ্ধান্তে স্বাধীনভাবে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত। তাদের দর্শনের উপর সরাসরি গঠনমূলক প্রভাব প্রয়োগ করে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে গুজরাট, রাস্কিন এবং টলস্টয়র রাইচন্দ্র ভাই। অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন যারা Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Dewey এবং কার্ল মার্কস হয় রুশো শুধু তার বিরুদ্ধে কুসংস্কারকে নির্মূল করার জন্য ম্যানুয়াল কাজ করার কথা বলেছিলেন। Pestalozzi জ্ঞান প্রশিক্ষণ জন্য এটি প্রস্তাবিত এবং শিল্প এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ পাশাপাশি যেতে পারে যে প্রদর্শন করার চেষ্টা। কিন্তু গান্ধী সাহসী ছিলেন সাহিত্যিককে সমগ্র শিক্ষার নিউক্লিয়াস হিসেবে এবং কোনও অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত বিষয় নয়। গান্ধী ও ফরোয়েবেল তত্ত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে যেহেতু উভয়েই স্কুল জীবনে কাজকর্ম ও গঠনমূলক কাজের ওপর জোর দেয়। গান্ধী ফরোবেলের গঠনমূলক কাজকে একটি কংক্রিট আকৃতি এবং একটি স্থানীয় বাসস্থান দিয়েছেন, যদিও তার বেশ স্বাধীনতা ছিল। গান্ধী ডিউই থেকে পৃথক ছিলেন, তবে তিনি সাহিত্যিক প্রশিক্ষণকে ম্যানুয়াল ট্রেনিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার অর্থ দেন না, বরং সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমগুলি পরিচালনা করেন। কার্ল মার্কস পরিচালিত উৎপাদনগত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু গান্ধী কোনও কারখানায় বা কর্মশালায় কোন স্কুল সংযুক্ত করেন না; তাঁর কাছে স্কুল নিজেই কর্মশালার কাজ যেখানে শিক্ষা একটি শিক্ষণীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ।

বেসিক শিক্ষা হল গান্ধীর পরীক্ষার ফলাফল এবং দীর্ঘমেয়াদে অভিজ্ঞতার ফল। এটি দূরবর্তী ফলাফল হবে এবং দূরবর্তী জমি মধ্যে তার উপায় আছে হবে। সংক্ষেপে, তাঁর নতুন শিক্ষার শিক্ষা 'নতুন', 'যুগান্তকারী,' 'আসল' এবং 'বিপ্লবী'।

2.4 সংক্ষিপ্তসার

- রবীন্দ্রনাথ 1861 সালে একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যা তার প্রগতিশীল ও আলোকিত মতামতের জন্য বিখ্যাত ছিল।
- 1901 সালে, ঠাকুর বলপুরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা কলকাতা থেকে 93 মাইল দূরে ছিল। 1921 সালে এটি বিশ্বভারতীর বিখ্যাত বিশ্বব্যাপী, একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, যা পূর্ব ও পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে একটি বোঝার আনতে চায়।
- 1909 সালে, ঠাকুরের বিশ্ব বিখ্যাত কাজ গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়েছিল।
- গীতাঞ্জলীর একটি ইংরেজি সংস্করণ 1912 সালে প্রকাশিত হয় এবং এটির প্রবর্তিত বিখ্যাত আইরিশ কবি ডব্লু। বি। ইয়েটস কর্তৃক লিখিত হয়, যিনি এই 'সর্বোচ্চ সংস্কৃতির কাজ' হিসেবে গণ্য করেছিলেন।
- তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ঠাকুরকে 1915 সালে 'নাইট'ইন বানিয়েছিলেন, কিন্তু 1912 সালে তিনি জালিয়ানওয়ালা বাঘ, অমৃতসরের নিরীহ মানুষের গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এটি ত্যাগ করেন।
- রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানবতার ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস আছে। সূর্যের মত এটি মেঘাচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু কখনও নির্বাপিত না। আমি স্বীকার করি যে এই সময় যখন মানুষের ঘোড়দৌড় একসাথে পূরণ হিসাবে কখনও কখনও হিসাবে পূরণ করা হয়, মৌলিক উপাদান প্রভাবাধীন প্রদর্শিত।'
- রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে শিক্ষার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য কম নয়
- মানুষের - আত্মা পূর্ণ বৃদ্ধি এবং স্বাধীনতা।
- রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে মন এবং শরীরের অনুষঙ্গের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ এবং অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আছে।
- রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল যে তার আশ্রমে প্রতিটি ছাত্রকে কোনও হস্তশিল্প বা অন্য কোনও অংশে মাস্টার করার জন্য শেখানো উচিত। একটি বিশেষ ধরনের হাতওয়ার্ক শিখতে মূল উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, অঙ্গগুলির ব্যায়ামের মাধ্যমে মনকে শক্তিশালী করা হয়
- Gurudeva বিশ্বাস যে শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রতিটি দিক- অর্থনৈতিক, বুদ্ধিজীবী, নান্দনিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক আবরণ উচিত; এবং আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের খুবই হৃদয়গ্রাহী হওয়া উচিত, বিভিন্ন সহযোগিতার

টিপ্পনী

জীবিত বন্ড দ্বারা এটির সাথে সংযুক্ত।

- শিক্ষার বিষয়ে এবং স্বাধীনতার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি তাদের কখনো বলেছিলাম না: এটা করবেন না, বা এটা করবেন না। আমি তাদের বৃক্ষের তীরচিহ্নগুলি থেকে বা তাদের ভালোবাসা সম্পর্কে যেতে বাধা না।'
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনা 'আর্বন'কে আমাদের মন ও আমাদের জীবনকে তাজা বাতাস এবং মুক্ত আলো দিতে এবং এই সরল ও প্রাকৃতিকের সার্বভৌমত্বকে সমর্থন ও সম্মানের জন্য অনুরোধ জানান।
- রবীন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েদের জীবনে স্কুলের বায়ুমণ্ডলের মহান তাত্পর্যটি তুলে ধরা হয়েছে, যার মন, গাছের মতো, তার আশপাশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন মহান শিক্ষাবিদ।
- শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্যটি গ্রামের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মসম্মানশীল করে তুলেছে, তাদের নিজেদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করতে এবং তাদের উপযুক্ত করতে যাতে তারা আধুনিক সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। তাদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কথায়, 'তাঁর মাধ্যমে (রবীন্দ্রনাথ) ভারত মানবজাতিকে তার বার্তা দিয়েছেন এবং সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য কৃতিত্ব নিজের জন্য অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছে এবং ভারতের অবস্থান উত্থাপিত করেছে পৃথিবীর মূল্যায়নে।'
- একটি প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ, পুস্তালোজজী এবং ফোরবেল ফস্টার ওয়াটসন এনসাইক্লোপিডিয়া এবং ডিকশনারি অফ এডুকেশন এ পর্যবেক্ষণ করেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রকৃতির ফিরে আসার রদবদলের আদর্শই যথেষ্ট, কিন্তু মানব প্রকৃতির পাশাপাশি বহিরাগত প্রকৃতিও রয়েছে, যা সর্বপ্রথম সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে।
- এম। কে। গান্ধী (মহম্মদ করম চাঁদ গান্ধী) 1862 সালের ২ অক্টোবর কাতিয়াওয়াদের পোরবাণ্ডারে জন্মগ্রহণ করেন।
- গান্ধীর শিক্ষা দর্শন তার শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা দিয়ে আকৃষ্ট করেছে
- দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সলেলে টলস্টয় ফার্মে

টিপ্পনী

- ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মহাত্মা গান্ধী (1862-1948) ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এসেছিলেন।
- গান্ধীর নেতৃত্বে, কংগ্রেস 1920 সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- এম। কে। গান্ধী ছিলেন একজন কর্মী, একজন বাস্তববাদী এবং একজন প্রগাম্টিবাদী।
- গান্ধী মানুষের অপরিহার্য ধার্মিকতাতে বিশ্বাস করেন। তার মতে, নিজের কাছে বামে, মানুষ তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করতে পারে। একমাত্র মানুষই বিশ্বের বিস্ময়কর অর্জন অর্জন করতে সক্ষম।
- সত্যাগ্রহ এবং রোযা সাধারণত নৈতিক জোরের ফর্ম হিসাবে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু গান্ধী জোর দেন যে এটা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক, মানসিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ নয়।
- গান্ধীয় অর্থনীতিতে লেখাগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট নীতিগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা তিনি প্রস্তাব করেছিলেন।
- এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল ধারার ঐতিহ্য থেকে গান্ধীজী অর্থনৈতিক বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটি কীভাবে ভিন্ন করে তুলেছে, তার অর্থনৈতিক আচরণের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অসাধারণ জোর দেওয়া হয়েছে।
- গান্ধী সাধারনত বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিযুক্ত পক্ষে যুক্তিযুক্ত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রযোজ্য সেটগুলির উপর নির্ভর করে।
- দাতব্য সম্পর্কে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিকতা সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- রবীন্দ্রনাথ একজন মহান শিক্ষাবিদ ছিলেন।
- শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্যটি গ্রামের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মসম্মানশীল করে তুলেছে, তাদের নিজেদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করতে এবং তাদের উপযুক্ত করতে যাতে তারা আধুনিক সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। তাদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কথায়, 'তাঁর মাধ্যমে (রবীন্দ্রনাথ) ভারত মানবজাতিকে তার বার্তা দিয়েছেন এবং সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য কৃতিত্ব নিজের জন্য অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছে এবং ভারতের অবস্থান

টিপ্পনী

উত্থাপিত করেছে পৃথিবীর মূল্যায়নে।'

- একটি প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ, পুস্তালোজজী এবং ফোরবেল ফস্টার ওয়াটসন এনসাইক্লোপিডিয়া এবং ডিকশনারি অফ এডুকেশন এ পর্যবেক্ষণ করেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রকৃতির ফিরে আসার রদবদলের আদর্শই যথেষ্ট, কিন্তু মানব প্রকৃতির পাশাপাশি বহিরাগত প্রকৃতিও রয়েছে, যা সর্বপ্রথম সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে।
- এম। কে। গান্ধী (মহম্মদ করম চাঁদ গান্ধী) 1862 সালের ২ অক্টোবর কাতিয়াওয়াদের পোরবাণ্ডারে জন্মগ্রহণ করেন।
- গান্ধীর শিক্ষা দর্শন তার শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা দিয়ে আকৃষ্ট করেছে
- দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সলেলে টলস্টয় ফার্মে
- ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মহাত্মা গান্ধী (1862-1948) ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এসেছিলেন।
- গান্ধীর নেতৃত্বে, কংগ্রেস 1920 সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- এম। কে। গান্ধী ছিলেন একজন কর্মী, একজন বাস্তববাদী এবং একজন প্রগাম্টিবাদী।
- গান্ধী মানুষের অপরিহার্য ধার্মিকতাতে বিশ্বাস করেন। তার মতে, নিজের কাছে বামে, মানুষ তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করতে পারে। একমাত্র মানুষই বিশ্বের বিস্ময়কর অর্জন অর্জন করতে সক্ষম।
- সত্যাগ্রহ এবং রোযা সাধারণত নৈতিক জোরের ফর্ম হিসাবে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু গান্ধী জোর দেন যে এটা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক, মানসিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ নয়।
- গান্ধীয় অর্থনীতিতে লেখাগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট নীতিগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা তিনি প্রস্তাব করেছিলেন।
- এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল ধারার ঐতিহ্য থেকে গান্ধীজী অর্থনৈতিক বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটি কীভাবে ভিন্ন করে তুলেছে, তার অর্থনৈতিক আচরণের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অসাধারণ জোর দেওয়া হয়েছে।
- গান্ধী সাধারনত বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিযুক্ত পক্ষে যুক্তিযুক্ত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রযোজ্য সেটগুলির উপর নির্ভর করে।

টিপ্পনী

- দাতব্য সম্পর্কে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিকতা সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- গান্ধী জন্য, ম্যানুয়েল এবং মানসিক শ্রম মধ্যে পার্থক্য বেশ তাত্ক্ষণিকভাবে টলস্টয় জন্য ছিল হিসাবে আঁকা ছিল, শারীরিক শ্রম জন্য, এমনকি, বুদ্ধি ব্যায়ামের সুযোগ প্রদান
- মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হল দয়ালু আইনের উপলব্ধি; এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য তার অনুযায়ী তার নিজের জীবন ছাঁচ করা হয়।
- গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক মানুষ, যিনি সাংস্কৃতিক ও সমৃদ্ধ কৃতিত্বের একটি বিশাল সংখ্যার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে গেছেন, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বসবাসকারী ব্যক্তির মনের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হবে।
- মানুষের মানবতার সেবায় তার দর্শন মূল। গান্ধী ঈশ্বরের নামের সম্পূর্ণ একত্বের মধ্যে বিশ্বাস করে না এমন কোনও নাম না রেখে যার নাম আমরা তাঁকে ডাকি, এবং এইভাবে তাঁর জীবিকা সৃষ্টির মধ্যে অপরিহার্য একতা রয়েছে।
- রুশোর মতো, গান্ধী বিশ্বাস করেন যে প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তিনি তার সাথে ধারণ করেন না যে শিশুকে মানুষ ও সমাজের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে আলাদা করা উচিত।
- শ্রীমোহন প্যাটেলের কথাতে, 'তাঁর লেখাগুলির একটি অধ্যয়নটি এই উপসংহারে পৌঁছাবে যে গান্ধী মূলের আদর্শবাদী। আদর্শবাদ তার প্রকৃতিতে গভীরভাবে পরিপূর্ণ হয় যেমন তার উচ্ছৃঙ্খল ও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে দেখা যায়।'
- নাগরিকত্বের আদর্শ মূল শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নাগরিকত্ব আত্মা সন্তানের মধ্যে পূরণ করা উচিত।
- ওয়ার্ডা স্কিম অহিংসার গান্ধীর মূলধারার সাথে প্রত্যয়ী হয়
- এবং একটি সমবায় সম্প্রদায়ের ধারণা।
- গান্ধীর শিক্ষার দর্শনের অগ্রদূত দুই ধরনের এক হতে পারে, যেমন, (i) যারা তাঁর দর্শনের সরাসরি গঠনমূলক প্রভাব প্রয়োগ করে এবং (ii) অন্য একটিও যারা আগে একই বা অনুরূপ উপসংহারে পৌঁছেছিল, যদিও গান্ধী স্বাধীনভাবে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত যা তারা শিখেছিল।

টিপ্পনী

2.5. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

১. শান্তিনিকেতনএ বনকেন্দ্রিক এবং আশ্রমিক শিক্ষাধারার যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা কর।

২. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও জীবনদর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩. গান্ধীজির জীবনাদর্শ ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪. বুনিয়াদি শিক্ষা ও গ্রামকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থায় গান্ধীজির চিন্তাভাবনা টি পরিস্ফুট করুন।

টিপ্পনী

একক ৩ : রুশো এবং ফ্রোয়েবেল

টিপ্পনী

গঠন

3.0 ভূমিকা

3.1 ইউনিট উদ্দেশ্য

3.2 জ্যান-জ্যাক রুশো

3.2.1 কারণ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

3.2.2 রুশো এবং শিক্ষা

3.3 ফ্রীড্রিক উইলহেল্ম আগস্ট ফ্রোয়েবেল

3.3.1 শিক্ষার ফরোয়েবেল এর দর্শনশাস্ত্র

3.4 সারসংক্ষেপ

3.5 প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

3.0 সূচনা

পূর্ববর্তী এককটিতে, আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী দুই বিখ্যাত চিন্তাধারার রচনা ও দর্শনের বিষয়ে পড়েছি।

এই ইউনিটটি ১৮ শতকের মহান ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ-জ্যাকস রুশোর জীবন এবং চিন্তাধারা এবং 'ফিডিখ উইলহেলম আগস্ট ফ্রোয়েবেল' (ফ্রোবেল) নামে পরিচিত, যিনি জার্মান শিক্ষাবিদ, যিনি 'কিন্ডারগার্টেন সিস্টেম' এর আবিষ্কারক হিসাবে পরিচিত।

রুশে রোম্যান্টিকালিস্টের প্রধান জিন্নাহ দার্শনিক, লেখক এবং সুরকার ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ব্যাপকভাবে ফরাসি এবং আমেরিকান বিপ্লব উভয় প্রভাবিত। আধুনিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত চিন্তাভাবনার সার্বিক উন্নয়নের উপর তাঁর প্রচুর প্রভাব রয়েছে। রুশোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সোস্যাল কন্ট্রাক্ট, যা শাস্ত্রীয় প্রজাতন্ত্রবাদ কাঠামোর মধ্যে একটি বৈধ রাজনৈতিক আদেশের ভিত্তি রূপায়ণ করে।

টিপ্পনী

1762 সালে প্রকাশিত, পশ্চিমা ঐতিহ্যের রাজনৈতিক দর্শনের সবচেয়ে প্রভাবশালী কাজগুলির মধ্যে এটি একটি। নিবন্ধটি নাটকীয় খোলার লাইন দিয়ে শুরু হয়, 'ম্যান মুক্ত জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি শৃঙ্খল মধ্যে সর্বত্র হয়। এক ব্যক্তি নিজেকে অন্যদের মাস্টার মনে করে, কিন্তু তারা একটি ক্রীতদাস বেশী তাদের তুলনায়।'

ফ্রোয়েবেল মতে, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সচেতন, চিন্তাভাবনা ও উপলব্ধি করার জন্য উৎসাহিত করা এবং নির্দেশনা দেয় যে, তিনি নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে ঐ ঐশ্বরিক অভ্যন্তরীণ আইন বিশুদ্ধ ও নিখুঁত প্রতিনিধিত্ব করেন; শিক্ষা তাকে লক্ষ্য অর্জনের উপায় এবং অর্থ দেখাতে হবে'(ফ্রেডরি ফ্রোয়েবেল, ডাই মেনসেনজারেরহেং, 1826, পিপি ২)।

3.1 ইউনিট উদ্দেশ্য

- এই ইউনিট মাধ্যমে যাওয়ার পরে, আপনি করতে সক্ষম হবে:
- জ্যান-জ্যাক রুশির জীবন ও কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- রুশো কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সমাজের সমালোচনার কথা জানতে পারবে।
- শিক্ষণ ও পাঠ্যক্রমের পদ্ধতি সম্পর্কে রুশোর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- এফ. ডব্লু. অগাস্ট ফ্রোবেলের শিক্ষার দর্শন এবং প্রধান তালিকাভুক্ত করতে পারবে।
- তার দর্শনের নীতি জানতে পারবে।
- ফ্রয়েবেল এর শিক্ষাগত নীতিগুলি মূল্যায়ন করতে পারবে।
- ফ্রয়েবেল এর 'কিন্ডারগার্টেন' সংজ্ঞায়িত করতে পারবে এবং তার উদ্দেশ্য, যোগ্যতা এবং সীমাবদ্ধতাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আধুনিক শিক্ষা উপর ফ্রয়েবেল প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

3.2 জ্যাঁ জ্যাকান রুশো

জ্যান-জ্যাক রুশোউকে ফ্রান্স সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শুধু ফ্রান্সেই নয়, সমগ্র রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাসেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। তার জীবনশৈলী খুব জাদু দ্বারা, অন্য কোন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ তার কাছাকাছি কোথাও আসতে পারে। তিনি ১৮ শতকের ফরাসি সমাজের সমালোচনায় নিখুঁত একজন প্রতিভাধর এবং গভীর জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বেশিরভাগ

বিতর্কিত চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন ছিলেন, যেমন দ্বন্দ্বমূলক, বৈপরীত্য এবং প্রায়ই বৈপরীত্য বিপরীত ব্যাখ্যা যা তাঁর ধারণার প্রকৃতি ও গুরুত্বের অস্তিত্ব থেকে স্পষ্ট হয়। তিনি ১৮ তম শতাব্দীর রোমান্টিকতাবাদের দার্শনিক, লেখক এবং সুরকার ছিলেন। ২৮ শে জুন ১৭১২ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় জেনেভা ছিলেন সুইজারল্যান্ডের একটি রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রোটেস্ট্যান্ট সহযোগী।

টিপ্পনী

রুশো গর্বিত ছিলেন যে তার মধ্যবিত্ত পরিবার, শহরের ভোটের অধিকার ছিল। তার জীবনের সর্বত্র, তিনি নিজেকে জেনেভা নাগরিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আইজাক রুশো, রুশোর বাবা একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারক, সুশিক্ষিত এবং সংগীতের প্রেমিক ছিলেন। রুশোউ লিখেছেন যে একটি জেনেভান ঘড়ি প্রস্তুতকারী, এমন একজন মানুষ যিনি কোথাও চালু করা যায়; একটি ফার্সি ঘড়ি প্রস্তুতকারক শুধুমাত্র ঘড়ি সম্পর্কে কথা বলার জন্য উপযুক্ত। রুশোর মা, সুজান্ন বার্নার্ড রুশো, যিনি ক্যালভিনিস্ট প্রচারক কন্যা ছিলেন, রুশোর জন্মের নয় দিন পরে পিউরেপারাল জ্বরের মৃত্যু হয়। তার পিতার চাচাতো সুজেন এবং তার পিতা রুশে ও তার বড় ভাই ফ্রাঙ্কোজকে নিয়ে আসেন। রুশির বাবা তার সাথে রুশোর নায়িকা নিয়ে জেনেভা থেকে বেরোন অঞ্চলে নিয়নে গিয়েছিলেন। জে। রাশেও তার মায়ের সাথে থাকতেন। তার চাচা আব্রাহাম বার্নার্ড, জেনেভা বাইরে, হেমলেটকে তার নিজের ছেলের সাথে দুই বছরের জন্য নিয়ে গেলেন। এখানে, শিশুদের বিষয় গণিত অধ্যয়ন এবং তাদের গবেষণা জন্য অঙ্কন। সেই সময়ের মধ্যে, রুশো গভীরভাবে ধর্মীয় সেবা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তার পিতা-মাতা প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন কিন্তু রুশো মাদাম ডি ওয়ারেনস (ফ্রাঙ্কোজ-লুইস ডে ওয়্যারেনস) এর প্রভাবের অধীনে ক্যাথলিকতাতে রূপান্তরিত হন। পরবর্তীতে, তিনি তার প্রেমিক হয়ে ওঠে। তার জীবন মসৃণ ছিল না এবং তিনি একটি ঝাঁকুড় জীবন নেতৃত্বে। তার বই, স্বীকারোক্তি, তিনি বলেন যে এটি অনেক বছর পরেই তিনি নিজেকে শিক্ষিত করতে শুরু করেন। তিনি গিয়েছিলেন জেনেভা থেকে প্যারিসে। প্যারিস গিয়েছিলেন যখন তিনি ৩০ বছর বয়সের ছিলেন। সেখানে তিনি ডিউইয়ের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার বন্ধু হয়ে ওঠে । রুশো এর এনসাইক্লোপিডিয়াতে সংগৃহীত সংগীতে লিপিবদ্ধ লেখাটি ডিউইয়ের লেখা।

১৭৪৩ সালে, তিনি ভেনিসে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সচিব হন। তিনি ১৭৪৫ সালে থেরেসে লে ভাসাসারের সাথে যোগাযোগে এসেছিলেন এবং তার সাথে পাঁচজন বাচ্চা ছিল যারা একটি অনাথ ছেলেকে পরিত্যাগ করেছিল। রুশো ভাসারের সাথে অনেক পরে

টিপ্পনী

বিয়ে করেছিলেন। তাঁর অদ্ভুত, অহংকারী এবং নিন্দাশীল ব্যক্তিত্ব তাকে তাঁর প্রাক্তন বন্ধুদের হুমে এবং ভলতেয়ারের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। সুতরাং, তিনি একটি বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তার জীবন খুবই জটিল ছিল। যাইহোক, তিনি তার পুরস্কার বিজয়ী প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান ও কলা নেভিগেশন বক্তৃতা' সঙ্গে খ্যাতি হয়ে ওঠে। এই প্রবন্ধে, তিনি শিল্প ও বিজ্ঞান ভিত্তিক অগ্রগতি প্রত্যাখ্যান করেন, যেমনটি তারা মানুষের নৈতিক মানকে উন্নত করেনি। তিনি বৈষম্য বৃদ্ধির এবং মানব ব্যক্তিত্বের পরিণতির পরিণাম দেখেছেন। 1761 সালে তিনি লৌ নুলেল হেলোয়েজ নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাসে, তাঁর প্রাথমিক প্রবন্ধের বিষয়গুলি পুনরায় আবির্ভূত হয়, এবং দেশের জীবন ও প্রকৃতির স্বাভাবিক সুখের জন্য তাঁর অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার মৃত্যুর পরেই তার স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অনেক কাজ সম্পন্ন করেন যা সঙ্গীত, রাজনীতি ও শিক্ষার মধ্যে দক্ষতা এবং লেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাঁর খ্যাতি মূলত তার লেখায় বিশ্রাম। তিনি কিছু অপেরাও রচনা করেছিলেন। আসা বছর জন্য Rousseau প্যারিস অপেরা এর মূল ভিত্তি রয়ে। তিনি সঙ্গীত একটি অভিধান রচনা করেছেন এবং একটি নতুন সঙ্গীত ধারণা ধারণা তৈরি। তিনি ধর্মীয় কারণে অত্যাচার ছিল। তিনি দ্য সোসাল কন্ট্রাক্ট, তার সবচেয়ে বিখ্যাত বই এবং এমিল প্যারিসে লিখেছেন। তিনি 1778 সালে মারা যান।

1743 সালে, তিনি ভেনিসে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সচিব হন । তিনি থেরেসে লে ভাসারের সাথে যোগাযোগ করেন।

3.2.1 কারণ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

রুশোর আগে প্রকৃতির রাষ্ট্রের দুটি বিখ্যাত খ্যাতি টমাস হোবস এবং জন লক তিনি আধুনিক প্রাকৃতিক আইন ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, যা মানব প্রকৃতির একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতির মাধ্যমে সন্দেহের চ্যালেঞ্জের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সর্বাধিক পুরুষের চেয়েও বেশি, রুশোও তাঁর সম্পর্কে সমাজের উপর তাঁর নিজের প্রকৃতির দ্বন্দ্ব এবং দুর্নীতির অনুমান এবং তাঁর নিজের বেদনাদায়ক সংবেদনশীলতার জন্য নোডিন চাওয়া তাঁর প্রবন্ধে 'প্রথম বক্তৃতা' বলেছিলেন যে, নৃত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে নষ্ট হয়ে গেছে। 'বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান বৃদ্ধির এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরুদ্ধে, যা আলোকায়নটি সভ্যতার একমাত্র আশা বলে বিশ্বাস করে, তিনি কৃতজ্ঞ এবং সহানুভূতিশীল অনুভূতি, শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। রুশো তার

প্রারম্ভিক যুগ থেকেই জ্ঞানেন্দ্রিক ধারণাটি সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর পুরস্কার বিজয়ী প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে বক্তৃতা' এ তিনি নৈতিকতার উপর প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞান ও শিল্পের দুর্বলতা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে নৈতিক অবনতি নিয়ে এসেছে। তিনি এই ধারণাটির সমালোচনা করেছেন যে বিজ্ঞান অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি এটি একটি বিভ্রম হিসাবে অভিহিত এটা অগ্রগতি ছিল না এবং আসলে রিগ্রেশন ছিল। বিজ্ঞান এবং আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির ফলে ব্যক্তি জীবন অসুখী হয়ে ওঠে। এটা তাকে কম ধার্মিক হিসাবে তৈরি করেছে। রুশো একটি সহজ সমাজের জন্য প্রচারণা করেছিলেন। তিনি বলেন, সৎগুণ কেবল একটি সাধারণ সমাজে প্রচলিত হতে পারে। আধুনিক উন্নত সমাজের তার সমালোচনাতে তিনি অভিযোগ করেন যে দিন দিন মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। রুশোউ হু হু হু হু হায়, যে দুনিয়াতে প্রাচুর্য ভালের চেয়েও আরও খারাপের সৃষ্টি করেছে। তার মতে, বিলাসিতা দুর্নীতির উর্বর উৎস । এটি কেবল মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না বরং জাতিগুলিকেও হ্রাস করে দেয় তিনি এথেন্সের উদাহরণ উদ্ধৃত করেন। বিলাসিতা, সম্পদ, বিজ্ঞান এবং লালিত্য আনা vices, যা দীর্ঘ সময় পতন নেতৃত্বে। তিনি রোমের উদাহরণ উদ্ধৃত করেন যতদিন রোম সহজ এবং বিলাসিতা ছিল না ততদিন পর্যন্ত এটি সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল কিন্তু যখন এটি বিলাসিতা ও সম্পদ গ্রহণ করেছিল, তখন এটি হ্রাস করতে শুরু করেছিল।

রুশো কঠোরভাবে শিল্প ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সমালোচনা করেছিলেন। তিনি যুক্তি দেন যে যুগে যুগে মানুষ এবং শিল্পের অগ্রগতির অনুপাতে মানুষের মন নষ্ট হয়েছে। রুশোর জন্য, অতিশয় নিষ্ঠুরতা, সভ্য পরিমার্জনের গৌরব এক অভিন্ন প্রবঞ্চনাশীল পর্দা ছিল 'যার মধ্যে তিনি' ঈর্ষা, সন্দেহ, ভয়, বন্যতা, জালিয়াতি এবং ঘৃণা 'দেখেছিলেন। বিজ্ঞান বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এবং জ্ঞান বিপ্লব আনা। আধ্যাত্মিকতার সমর্থক তা প্রকাশ করেন। কিন্তু রুশো, এই ধারণার বিরুদ্ধে, প্রশংসনীয় এবং সহানুভূতিশীল অনুভূতি, শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা পছন্দ করেন। তিনি অনুভূতি এবং বিবেকের পছন্দ করেন কারণ তিনি বুদ্ধি ভয়ঙ্কর ছিল কারণ এটি শ্রদ্ধা নিরস্তন। তিনি বিজ্ঞানটিকে ধ্বংসাত্মক বলে অভিহিত করেছেন কারণ এটি বিশ্বাসকে দুর্বল করেছে। কারণে তাকে খারাপ ছিল কারণ এটি নৈতকতা অচেতন প্রকৃতির রুশোর জন্য, নৈতিকতা অন্যদের চোখে নিজের চোখে দেখতে এবং যথাযথভাবে কাজ করার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি নৈতিকতার

টিপ্পনী

একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ। অন্যদের সাথে থাকতে শিখতে নৈতিকতা সারাংশ। মানুষ নৈতিকভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু জন্মের পর থেকেই সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করার মত স্বাভাবিক থাকে না। এটা যে ক্ষমতা আছে তা বিকশিত, শিক্ষিত এবং পুষ্ট হবে।

টিপ্পনী

সিভিল সোসাইটির সমালোচনা :

রুশো বলেন যে প্রকৃতির রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতা একটি মহান বর ছিল। তবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রকৃতির ধনসম্পদের হ্রাসের সাথে সাথে মানুষ স্বাভাবিক স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না। সুতরাং, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, প্রকৃতির শক্তিগুলি তাদের রক্ষা করে না যখন প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের নিজস্ব শক্তি একত্রিত করতে হবে। সুতরাং, তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য একটি সুশীল সমাজ তৈরি করুন। রুসৌয়ের মতে, সম্পত্তি এবং সম্পত্তির মধ্যে মানুষের মধ্যে পার্থক্য এবং পার্থক্য অসমতার সৃষ্টি করেছিল। ধনী ধনী হয়ে ওঠে এবং দরিদ্র দরিদ্র হয়ে দরিদ্র হয়ে ওঠে। সম্পত্তি অধিকার সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। সিভিল সোসাইটি যুদ্ধের একটি অবস্থা, চরম বৈষম্য, প্রদর্শন, চাতুর্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দাসত্বের মধ্যে পতিত হয়। আইন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ডিভাইসের মাধ্যমে, ধনী শক্তি এবং কর্তৃত্বের ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, যখন দরিদ্র দাসত্বের মধ্যে নেমে এসেছিল। সভ্য মানুষ একটি দাস জন্মগ্রহণ করেন এবং একইভাবে মারা যান।

প্রকৃতির রাজ্যে, মানুষটি ছিল 'উত্তম ব্যাক্তি'। তিনি বিচ্ছিন্নতায় বাস করতেন এবং সীমিত আকাঙ্ক্ষা করতেন। রুশোর মতে, এটি ছিল প্রচুর পরিমাণে বা অভাবের একটি শর্ত ছিল না। সমবায় জীবিত জন্য কোন দ্বন্দ্ব ছিল। ব্যক্তি কোন ভাষা বা জ্ঞান ছিল। তারা কোন শিল্প বা বিজ্ঞান কোন ধারণা ছিল। রুসেউ এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে যুক্তি দেন, মানুষ না খুশি বা অসন্তুষ্ট ছিল না। তিনি ন্যায় ও ন্যায়পরায়ণ, ভাইস এবং সততার কোন ধারণ করেননি। তিনি কারণ দ্বারা পরিচালিত হয় না, কিন্তু আত্ম প্রেম বা আত্ম সংরক্ষণের প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। প্রকৃতির এই অবস্থা বার বার নয়। ধীরে ধীরে, ব্যক্তিটি শ্রম কার্যকারিতা ও ব্যবহার আবিষ্কার করেছে। মানুষ সহযোগিতা শুরু করে এবং একটি অস্থায়ী আদেশ তৈরি করে। এটি একটি পিতৃতান্ত্রিক স্তর নেতৃত্বে যখন মানুষ নিজেদের জন্য আশ্রয় নির্মাণ শুরু

এবং পরিবার একসঙ্গে থাকুন। তিনি ভাষা এবং কারণ ব্যবহার শুরু করেন শ্রম বিভাজন মধ্যে এসেছিলেন। এটি উৎপাদনশীল অর্থনীতি থেকে উত্পাদনশীল বিকাশের একটি অর্থনীতিকে নেতৃত্ব দেয়। মানুষ ধাতুবিদ্যা শিখেছি এবং কৃষি। এটা তাকে লোহা এবং ভুট্টা দান করে এবং তাকে সভ্য করে তোলে। যাইহোক, এটি মানবতা এবং নৈতিকতা বর্জিত। কৃষি এবং শ্রম বিভাগের বৃদ্ধি সম্পত্তি ধারণা তৈরি। রুসেও উল্লেখযোগ্যভাবে বলেছিলেন যে, "প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি টুকরো জমি বেষ্টন করে পরে" নিজেকে আমার সাথে "বলার জন্য নিজেকে নিয়ে গেছেন এবং বিশ্বাসযোগ্য মানুষদের কাছে সহজেই মনে করতে পারেন যে এটি ছিল সুশীল সমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। মাননীয় এর প্রতিভা এবং দক্ষতা জনগণের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি দখল এবং সম্পদ জন্য আকাঙ্ক্ষা কিছু মানুষ নেতৃত্বে এবং দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতার নেতৃত্বে। এটা এই দ্বন্দ্ব, যা আইন এবং শান্তি নিশ্চিত করার জন্য আইন ব্যবস্থার একটি দাবি নেতৃত্বে। বিশেষ করে সমৃদ্ধ তাদের দখল ও সম্পদ সংরক্ষণ করার দাবি জানায়। সুতরাং, সমৃদ্ধদের দ্বারা পরিকল্পিত সামাজিক চুক্তি তাদের অবস্থান ও অবস্থান বজায় রাখা ছিল। এই চাহিদা এবং সামাজিক চুক্তি ফলে, বেসামরিক সমাজ ও আইন উত্পন্ন। এটা দরিদ্র এবং সমৃদ্ধদের জন্য বরদান একটি বেণি ছিল। এটি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ধ্বংস করেছে

রুশোর মতে, বেসামরিক সমাজের উত্থানের ফলে মানব সমাজের পতন ঘটে। তিনি দাবি করেন যে, স্বাভাবিক মানুষ তার ভীষণ হীনতা হারিয়েছে, একবার তিনি সমাজে বসবাস শুরু করেছিলেন। ফলস্বরূপ, তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি স্বাভাবিক স্বাধীনতা হারিয়েছিলেন কারণ তার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গিয়েছিল এবং আরামটি প্রয়োজনের মধ্যে পড়েছিল। তিনি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, যা মানুষের সম্পর্কের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে, কারণ তারা নিরর্থক এবং অবমাননাকর হয়ে ওঠে। তাদের অলসতা বিভিন্ন সামাজিক বিয়োগ আনা। ভ্যানিটি ক্ষমতাচ্যুত মানুষ এবং তার মনকে এবং সমাজের পতন ঘটায় তার কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করে রুসোও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবিক অগ্রগতিতে বিশ্বাস করে এমন জ্ঞান অর্জনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে এমিলে, রুশো বলেন যে যদিও ঈশ্বর সব কিছু ভাল করে দিয়েছেন তবে এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাদের সাথে ধৃষ্ট ছিলেন এবং তাদের খারাপ ব্যবহার করেছিলেন।

তাঁর 'অসমতার মূল উদ্দেশ্য (দ্য দ্য দ্য ডিসকোর্স)' এ তিনি তাঁর পুরস্কার বিজয়ী প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে বক্তৃতা' এর আগে প্রকাশিত তাঁর মতামত গড়ে তুলেছিলেন। এই

টিপ্পনী

কর্মে, তিনি মানুষের পতন বর্ণিত তিনি সাধারণ সমাজের উত্থানের সাথে প্রকৃতির দ্বিধান্বিত, বিকৃত এবং দূষিত কিভাবে তুলে ধরেছেন। বেসরকারি সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের উত্থানের মাধ্যমে এবং সমাজের বৈষম্যমূলক আইন দ্বারা সংগঠিত করার মাধ্যমে নাগরিক সমাজের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং, রুশো 'প্রাকৃতিক মানুষ' এবং 'সভ্য মানুষ' এর পার্থক্য অঙ্কিত তিনি স্বাভাবিক মানুষের প্রশংসা করেন এবং সুশীল সমাজের উত্থানের ফলে সৃষ্ট সভ্য মানুষকে সমালোচনা করেন।)

টিপ্পনী

সাধারণ উইল

জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবীটি তৈরির মাধ্যমে জেনারেল উইল রুশোর একটি অনন্য অবদান, যা আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেয়। সাধারণ ইচ্ছাটি রোসিয়ের তত্ত্বের কেন্দ্রীয় থিম। এটি মানুষের ইচ্ছার অন্য ধরনের থেকে পৃথক করা হয় রুশো অনুযায়ী, সাধারণ ইচ্ছা সবসময়ই সঠিক। অনেক পরে চিন্তাবিদ রুশোর বিশেষ ইচ্ছার এবং সাধারণ ইচ্ছা মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃত ইচ্ছা এবং বাস্তব ইচ্ছা মধ্যে পার্থক্য ব্যবহার করেছেন। এই দুই ধরনের ইচ্ছার অস্তিত্ব পুরুষদের মন মধ্যে সংঘাত একটি উৎস। প্রকৃত ইচ্ছা তার তাত্ক্ষণিক, স্বার্থপর আগ্রহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং প্রকৃত ইচ্ছা তার চূড়ান্ত সমষ্টিগত আগ্রহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। বাস্তবিক তার স্বাভাবিক স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবে, প্রকৃত ইচ্ছা তার ভালো আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট। তার ইচ্ছা সন্তুষ্টি তার প্রকৃত ইচ্ছা লক্ষ্য কিন্তু বাস্তব তার কারণ কারণ তাকে উৎসাহিত করবে। প্রকৃত ইচ্ছা চরিত্রগত, অস্থির এবং অসঙ্গত বলে অভিহিত হতে পারে তবে বাস্তব স্থিত স্থিতিশীল হবে, ধ্রুবক, সঙ্গতিপূর্ণ এবং determinant প্রকৃত ইচ্ছা মানব স্বাধীনতার জন্য ক্ষতিকর। এইভাবে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, ব্যক্তিদের বাস্তব ইচ্ছার নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত। প্রকৃত স্বাধীনতা বাস্তব ইচ্ছার দ্বারা প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত ইচ্ছা সম্প্রদায়ের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং স্ব-স্বার্থের অধীনস্ত। সমস্যাটি হল যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত ইচ্ছা এবং বাস্তব ইচ্ছার মধ্যে বৈষম্য করতে পারবে না। এই সমস্যাটি 'বিশেষ' থেকে 'সাধারণ' পর্যন্ত স্থানান্তর দ্বারা নির্মূল করা যাবে। সাধারণ ইচ্ছার সাথে সকলের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করা হয়। তবে, এটি একটি 'আপস' বা সর্বনিম্ন সাধারণ ফ্যাক্টর নয়। এটা প্রতিটি মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ একটি অভিব্যক্তি। এটি নাগরিকত্বের সত্যিকারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে। বিশেষভাবে ভিন্ন হবে, জেনারেল সবসময় একটি সঠিক উপায় মাধ্যমে একটি ব্যক্তি গাইড হবে।

রুশো বিশ্বাস করতেন যে একটি যৌথ সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গি দুটি কারণের জন্ম

দেবে। সর্বোপরি, তিনি কৃষক ও শিল্পীগণের সমৃদ্ধশালী সমাজের অনুকূলে ছিলেন না, যাদের সমৃদ্ধ বা দরিদ্র ছিল না (যদিও তিনি সম্পত্তি বিরুদ্ধে অভিযুক্ত, তিনি তার বিলুপ্তি ঘোষণা করেননি), একটি অবস্থা যা বজায় রাখা সার্বভৌম কর্তব্য। সব সমান এবং ফলস্বরূপ কিছু দ্বন্দ্ব আছে এবং সমাজের জন্য ভাল কি অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, একটি পরিস্থিতি যেখানে এটি সম্প্রদায়ের ভালবাসা উদ্দীপনা করা সহজ হবে। রুশোর মতে, সাধারণ আইন সকল আইনগুলির উৎস হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যদি মানুষ সত্যিই স্বাধীন হবে। রুশো জন্য নাগরিক স্বাধীনতা, অন্য ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত ইচ্ছা অনুসরণ থেকে, অন্যদের স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতার এক ধারণা এর বাধ্যতা থেকে। অবশ্যই, যদি কেউ স্বাধীন হয় তবে তার নিজের ইচ্ছার কথা মেনে চলতে হবে এবং এর অর্থ হবে যে, একজনের ইচ্ছা এবং রাষ্ট্রের বিধিবিধানের সাথে সাদৃশ্য থাকতে হবে। ফ্রি স্টেট একটি সম্মতিশীল এবং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র হবে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে জেনারেল আইনটি শুধুমাত্র সমান আইন ব্যবস্থার একটি সমাবেশে উত্থাপন করতে পারে। এটা বিদ্বেষপূর্ণ হতে পারে না। 'এক্সিকিউটিভ উইল' হতে পারে না 'জেনারেল উই'। শুধুমাত্র আইনী ইচ্ছা, সার্বভৌম ছিল, সাধারণ ইচ্ছা হতে পারে। রুশোউয়ের জন্য এটি ছিল সরাসরি গণতন্ত্র যা বিধানিক ইচ্ছার পরিমাপ করে। একজন সাধারণ সাধারণ ইচ্ছার বক্তৃতায় অংশগ্রহন করেন, নাগরিকত্বের জন্য যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ অর্জন করতে পারে সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি সমস্ত ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব না; এটি সাধারণ ভাল এবং ব্যক্তিগত চরিত্র এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার আরও সমষ্টি সম্পর্কে বিচারের সমষ্টি মধ্যে পার্থক্য ছিল। এটি সর্বদা সাধারণ আগ্রহ এবং তার সদস্যদের সাধারণ আগ্রহ এবং প্রচার করবে।

রুশো অনুযায়ী, সাধারণ জমা দিতে হবে স্বাধীনতা তৈরি করে। তিনি মোট আত্মসমর্পণ সম্পর্কে বলেন কিন্তু তৃতীয় পক্ষের নয়। হবসের বিপরীতে, তিনি রাজনৈতিক সমাজে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রুশোউ সার্বভৌমত্বের মতে ছিল অবিচ্ছিন্ন এবং অবিভাজ্য। কিন্তু এটি একটি মানুষ বা পুরুষদের একটি গ্রুপ নিহিত ছিল না। মানুষ নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য কোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে স্বশাসিতার চূড়ান্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে বা স্থানান্তর করতে পারে না। এইভাবে, তিনি জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রকাশ করেন রুশোর অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভক্ত সার্বভৌমত্বের ধারণা মানুষকে তাদের আইনী ফাঁস স্থানান্তর করার অনুমতি দেয় না, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অঙ্গগুলি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। যতদূর বিচার বিভাগীয় এবং নির্বাহী কার্যবিবরণীগুলি সংশ্লিষ্ট, তারা সরকারের বিশেষ অঙ্গ দ্বারা ব্যবহার করা উচিত, তবে সার্বভৌম জনগণের কাছে তারা সম্পূর্ণ অধস্তন। সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করা যাবে না। রুশোউ বলেন যে প্রতিনিধি পরিষদ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে উপেক্ষা করে এবং তাদের বিশেষ আগ্রহ নিয়ে প্রায়ই উদ্বিগ্ন। এই হলরুশোর জন্য, সরকার এবং সার্বভৌম ভিন্ন ছিল। তাঁর মতে, সরকার সাধারণ জনগণের এজেন্ট ছিল, যা সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত। সার্বভৌম থেকে রুশোই ছিল সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে গঠিত।

এখানে উল্লেখ করা উচিৎ যে রুশো তাঁর বই দ্য ডিসকোর্স অন পলিটিকাল ইকোনোমি-এ সর্বপ্রথম সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বইটিতে উল্লেখ করেছেন যে সাধারণভাবে প্রতিটি অংশের সমগ্র প্রান্তের সংরক্ষণ ও কল্যাণে চলবে এবং আইনগুলির উৎস হবে, একে অন্যের সাথে এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কের জন্য রাষ্ট্রের সকল সদস্যদের জন্য গঠিত। ন্যায় ও ন্যায়পরায়ণ এটি ন্যায়সঙ্গত কাজ নাগরিকদের হৃদয়ে নৈতিক মনোভাব একটি ফলাফল। এখানে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত আগ্রহ scarifies এবং জনস্বার্থে আলিঙ্গন। সাধারণ ইচ্ছা সব থেকে উত্থান এবং সব প্রয়োগ করা হয়। এটি সম্প্রদায়ের সকল সদস্যদের যুক্তিসঙ্গত ইচ্ছা রয়েছে। রুশোউ ইঙ্গিত করে যে যদি কেউ সাধারণের আনুগত্য অস্বীকার করে তবে সে তা করতে বাধ্য হতে পারে। তিনি বিখ্যাতভাবে মানুষকে স্বাধীন হতে বাধ্য হতে বাধ্য করার পক্ষে প্রচারণা চালান। যখন একজন মানুষ সাধারণের আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য হয়, তখন এটি মূলত তার মানে হল যে তার নিজের স্বার্থ অনুসরণ করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হচ্ছে কারণ এটি সাধারণ আদেশ পালন করে সে তার নৈতিক স্বাধীনতা প্রকাশ করতে পারে। সাধারণ ইচ্ছার আনুগত্য তাদের স্বাধীনতার জারা নয় কারণ সাধারণের আনুগত্য তাদের নিজ নিজ অংশে আনুগত্য নির্দেশ করে।

সংক্ষিপ্তভাবে, রুসৌ একটি নীতির পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন যা তার সদস্যদের বিশেষ আগ্রহের পরিবর্তে সাধারণের জন্য লক্ষ্যবস্তু হবে। প্রকৃতির রাজ্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অলৌকিক ক্ষমতা 'জেনারেল উই' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সঠিক ধরনের সমাজের অধীনে সম্ভব হবে। সমাজ এবং ব্যক্তি, তার তত্ত্ব সম্পূরক ছিল।

3.2.2 রুশো এবং শিক্ষা :

রুশেও তিনটি কারণ যেমন, রাষ্ট্রীয় সময়, তার জীবনের অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং তার আবেগপ্রবণ এবং মানসিক প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাঁর দর্শন

সাধারণত 'প্রাকৃতিকতাই' শব্দটি দ্বারা মনোনীত হয়। তাঁর দর্শনের মূলনীতিটি 'প্রকৃতির রাজ্য', 'প্রাকৃতিক মন' এবং 'প্রাকৃতিক সভ্যতা' থাকতে হবে। তিনি যুক্তি দেন যে সভ্যতার সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট একটি 'প্রকৃতির রাষ্ট্র' থেকে প্রস্থান করার কারণে। 'রিটার্ন অফ নেচার' তাঁর পদ্ধতি ছিল বিরাজমান এবং দুশ্চিন্তার দুনিয়া। এমিলের খোলামেলা বাক্যতে, রুশো তাঁর দর্শনকে ঢাকিয়া দেখান। 'প্রকৃতির লেখক হাত থেকে সবকিছুই ভালো; কিন্তু সবকিছু মানুষের হাতেই নিকৃষ্ট। 'আযেন রুশোউ দেখেছেন,' সভ্য মানুষ দাসত্বের একটি অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, জীবন কাটায় এবং মারা যায়। তার জন্মের সময় তিনি স্নেহপূর্ণ পোশাক পরেছিলেন; তার মৃত্যুর পর তাকে তার কফিনে রাখা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে মানুষের গঠনকে রক্ষা করে, তখন সে প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নিখুঁত হয়। তাকে একা থাকতে দাও.'

রুশো অনুযায়ী জীবন, জেনুইন ছিল। 'কারণ' বলে তিনি বলেন, 'প্রাকৃতিক সভ্যতা ও প্রাকৃতিক মানুষ উভয়ই উৎপাদনে নীতিগত নীতিমালা থাকা উচিত।' প্রকৃতির এই আদর্শটি ছিল 'একটি সাধারণ চাষি সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রকে বিদ্বেষ ছাড়া।'

স্ব-নির্দেশমূলক উপাদান

শিক্ষার তিনটি সূত্র :

রুশো মত অনুযায়ী, নিম্নলিখিত তিনটি উৎস ছিল:

1. **প্রকৃতির শিক্ষা:** 'আমাদের অঙ্গ ও অনুষদসমূহের সাংবিধানিক ধারা প্রকৃতির শিক্ষা।'

2. **পুরুষদের দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা:** 'আমাদের এই প্রচেষ্টাটি করা শেখানো হয়, পুরুষদের দ্বারা দেওয়া শিক্ষা গঠন।'

3. **পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা:** 'এবং আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত অধিগ্রহণ, আমাদের চারপাশের বস্তুর উপর, পরিস্থিতিতে থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে।'

মানুষ-তৈরি শিক্ষা:

রুশো দেখেছেন, 'আমার কাছে কিছুটা বিষয় আছে, সেনাবাহিনীর জন্য কোন ছাত্র ডিজাইন করা হবে কিনা, বার, বা মজাদার। প্রকৃতি আমাদেরকে মানব জীবনের অফিসে নিযুক্ত করেছে পেশাতে বাস করতে আমি তাকে শেখানো হবে। যখন আমি তার সাথে কাজ করেছি এটা সত্য, সে হবে না কোনও আইনজীবী, একজন সৈনিক, এবং একটি ঐশ্বরিকা। তাকে প্রথমে একজন মানুষ হতে দিন, তিনি যত তাড়াতাড়ি অন্য কোন কিছু ঘটতে হবে যে, একটি মানুষ হতে হবে, অন্য কোন ব্যক্তি যাই হোক না কেন যাই হোক না

টিপ্পনী

কেন। ভাগ্নে তাকে এক র্যাঙ্ক থেকে আরেকজনের কাছে সরিয়ে দিতে পারে, সে সবসময়ই তার জায়গায় দাঁড়াবে।

প্রকৃতি দ্বারা শিক্ষা অভাবগ্রস্ত মানুষ পুনরুদ্ধার করবে, যার একমাত্র কাজ একজন মানুষ হতে হবে। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলে, সকল পুরুষ সমান, তাদের সাধারন পেশা হচ্ছে পুরুষত্ব; এবং যে কেহ জন্য ভাল প্রশিক্ষিত হয়, এটি সঙ্গে যুক্ত কোনো পেশা পালন করতে ব্যর্থ হতে পারে না।

টিপ্পনী

প্রাকৃতিক ও নেতিবাচক শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশোর দৃষ্টিভঙ্গি বাইরে এবং প্রাকৃতিকতার বাইরে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত আদেশে তাঁর কোনও বিশ্বাস ছিল না। যখন তিনি নেতিবাচক শিক্ষার কথা বলেন, তখন তিনি বিশ্বাস করেন যে শিশুকে একটি প্রাকৃতিক আদেশের বিষয় হওয়া উচিত এবং সামাজিক আদেশ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ হচ্ছে শিশুটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়, যাতে তিনি জ্ঞান অর্জনের যন্ত্রগুলি যা তার শরীরের অঙ্গগুলি নিখুঁত করতে সক্ষম হন। এই স্বাধীন আন্দোলনটি ধার্মিকতা বা সত্য শিক্ষার অর্থ নয়, কিন্তু সমাজের মন্দ পথ থেকে সন্তানের হৃদয় রক্ষা করা।

রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরেছে:

1. বুদ্ধিমতি সময় হারান: রুশো বিবেচনা যে শৈশব একটি সময় যখন সন্তানের জানেন কিভাবে তার সময় বুদ্ধিমান হারাতে হবে। বইয়ের একটি গভীর গবেষণা জন্য সময় সংরক্ষণ করা হয় যখন এটি একটি সময় নয়। সন্তানের উচিত চালানো, লাফানো, সারা দিন খেলা করা, এইভাবে তার অঙ্গগুলি বিকাশ করে যা সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

2. বইয়ের জন্য কোন স্থান নেই: বইয়ের সাহায্যে রুশে শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে বিশ্বাস করেন না। তিনি ধারণ করেন যে পড়া একটি অভিশাপ এবং বই সন্তানের শিক্ষায় কোন জায়গা আছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে সন্তানের নিজের জন্য চিন্তা করা উচিত এবং নিজের প্রচেষ্টার সাথে শিখতে হবে।

3. কোন প্রথাগত পাঠ: রুশো ক্লাসের কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিরুদ্ধেও। তিনি বিশ্বাস করেন যে মৌখিক শিক্ষা শিশু স্মৃতির উপর নিরর্থক বোঝা এবং শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে নিছক বর্জ্য। কারণ এবং কারণ এবং প্রভাব তত্ত্বের ভিত্তিতে শিশুর ব্যাখ্যা এবং আত্মবিশ্বাসে সক্ষম হয় না, তাই এটি সহজেই ভুলে যায়।

4. কোন অভ্যাস গঠন: Rousseau এছাড়াও এই পর্যায়ে কোন অভ্যাস গঠন বিশ্বাস করে না। 'শুধুমাত্র একটি অভ্যাস যে শিশুটি গঠন করা হয় সেটি কোন অভ্যাস গড়ে তুলতে হয় না।' তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেকে তার অভ্যাসের দাস, এবং একই সন্তানের বিষয়ে সত্য হতে পারে। তিনি সব সামাজিক অভ্যাসের বিরুদ্ধে ছিল। তবে, তিনি স্বাভাবিক অভ্যাসের পক্ষে সমর্থন করেন এবং এই ধারণ করেন যে শিশুটিকে প্রাকৃতিক অভ্যাসের জন্য রেখে দেওয়া উচিত।

5. নন-নৈতিক শিক্ষা: শিশু প্রকৃতির বিশুদ্ধ জিনিস এবং তাই কোন নৈতিক শিক্ষার জন্য কোন স্থান নেই। নৈতিকতা এমন একটি বিষয় যা শিশুদের বোঝার শক্তি অতিক্রম করে। এই ধারণার পিছনে কারণ হল নৈতিকতা এবং যুক্তি একসঙ্গে না যান। অতএব, সন্তানের প্রকৃতি পাঠ থেকে শিখতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদি তিনি কোনও ভুল করেন তবে তিনি স্বাভাবিকভাবে কষ্ট ভোগ করবেন এবং শিখবেন। পোড়ানো সন্তানের ফায়ার dreads.

6. প্রকৃতিতে ফিরে: প্রকৃতির রাষ্ট্র যা দীর্ঘ আগে বসবাস করে একটি সুখী রাষ্ট্র ছিল। আধুনিক সভ্যতা মানবজাতির দুর্দশার প্রধান কারণ। মানবজাতির সামনে বিকল্প প্রকৃতির দিকে ফিরে। সভ্য সমাজের প্রথাগত পদ্ধতিগুলি দূর করা উচিত এবং প্রাকৃতিক রাষ্ট্র আবার গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার পদ্ধতির উপর রুশোর দৃষ্টিভঙ্গি

শিক্ষার পদ্ধতির উপর রুশোর মতামত নিম্নরূপ:

1. ব্যক্তিগত নির্দেশ: রুশো পৃথক নির্দেশের যথাযথ গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সন্তানের ব্যক্তিত্ব শিক্ষক দ্বারা স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং তাকে যথাযথভাবে সম্মান করা উচিত। তিনি বলেন যে যখন ছেলেটি ছেলেমেয়ে হওয়ার আগে ছেলেমেয়েদের সন্তান হয় তখন তিনি সঠিক ছিলেন।

2. কাজ করে শেখার নীতি: তিনি করছেন দ্বারা শেখার নীতির উপর চাপ দেয়। তিনি বলেন, যখনই আপনি করতে পারেন এবং শুধুমাত্র যখন শব্দগুলি শোনাচ্ছে তখনই তা পড়তে শেখান। তিনি বিশ্বাস করেন যে সন্তানের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা উচিত এবং একটি প্রাকৃতিক উপায়ে শিখতে হবে। যখন সন্তানটি নিজের হাত দিয়ে কিছু করতে চায়, তখন সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের জন্য তার ইচ্ছা সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

3. সন্তানের সরাসরি অভিজ্ঞতা: Rousseau এমিল তার নিজের অভিজ্ঞতা

টিপ্পনী

থেকে এবং বই থেকে না জানতে চাই। বই থেকে অর্জিত জ্ঞান দ্বিতীয় হাত এবং সহজেই ভুলে যায়। বিভিন্ন শিক্ষার পরিস্থিতি থেকে সরাসরি অর্জিত ব্যক্তিগত জ্ঞান, কিছু স্থায়ী, যা শিশু ভুলে যাবে না। এটি তার চরিত্রের স্থায়ী প্রকৃতি গঠন করবে।

টিপ্পনী

4. হিউরিস্টিক পদ্ধতি: রুশোউ শিক্ষার অনুষদ পদ্ধতির কথাও সমর্থন করেন। তিনি একটি আসল আবিষ্কারকের অবস্থানে সন্তানের স্থাপন করতে চান। সন্তানের স্ব-তৈরি এবং স্ব-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দিয়ে বিজ্ঞান শিখবে। একই পদ্ধতি পাঠ্যক্রমের অন্যান্য বিষয় প্রয়োগ করা হয়।

5. উদাহরণ শাস্তির চেয়ে ভাল: নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য রুসৌ নীতিতে বিশ্বাস করেন যে উদাহরণটি শাস্তির চেয়ে ভাল। তাঁর নৈতিকতার বিষয়ে বক্তৃতা নেই, নৈতিক আচরণের দৃষ্টান্ত থাকা উচিত এবং সৎকর্মের জন্য তাকে সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

6. সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক জ্ঞান: কিশোর বয়সে সন্তানটি প্রকৃতপক্ষে স্থান পরিদর্শন করে এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে সামাজিক সম্পর্ক সম্পর্কে জ্ঞান পাবে।

প্রাকৃতিক ফলাফল দ্বারা শিশু-শৃঙ্খলা স্বাধীনতা

তিনি সন্তানের স্বাধীনতা বিশ্বাস করেন। এটা শুধুমাত্র একটি বিনামূল্যে বায়ুমন্ডলে যে সন্তানের তার জন্মগত এবং স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকাশ সক্ষম হবে। তিনি ভবিষ্যতে আচরণ সংশোধন করার জন্য শিশুকে শাস্তি দিতে বিশ্বাস করেন না। রুশোউ অনুযায়ী এই ধারণার পিছনে কারণ খুব সহজ, শিশু শাসিত শাস্তি এবং তার দ্বারা সম্পন্ন অনিশ্চয়তা সংযুক্ত করতে সক্ষম হয় না। অতএব, শিশুরা তাদের দ্বারা পরিচালিত অপমানের পরিণতি ভোগ করতে একা একা থাকতে হবে। রুশো অনুযায়ী প্রকৃতি, একটি মহান শিক্ষক। যদি সন্তানরা ভুল করে এবং প্রকৃতির মূলনীতি লঙ্ঘন করে, তবে স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির শাস্তি গ্রহণের জন্য তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধারণাটি 'প্রাকৃতিক পরিণতি দ্বারা শৃঙ্খলা' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, রুশোউ এই ধারণার সাথে শুরু করেন যে সন্তানের প্রকৃতি অপরিহার্যভাবে ভাল, তাই তার নিজের কর্মে স্বাধীন হওয়া উচিত। প্রথমত, তিনি বিশ্বাস করেন যে শিশু কোন অনৈতিক আচরণ করবে না এবং দ্বিতীয়টি যদি তিনি কোনও কাজ করেন তবে তিনি স্বাভাবিক কাজকর্মের প্রাকৃতিক পরিণতি দ্বারা

নৈতিকতা শিখবেন।

শিশুদের অবহেলা

'আমি কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমাদের সন্তানদের দেখানোর শিল্প সম্পর্কে একটি তহবিলে দিতে চাই। একটি শিল্প যা আমাদের কাছে অপরিসীম মূল্যের হবে কিন্তু এর মধ্যে পিতা ও স্কুলমন্ত্রীরা এখনো প্রথম ধাপ (এমিল, পৃঃ 185) শিখেনি।

'শিক্ষকের সর্বোচ্চ ফাংশনটি এতদুভয়ের মধ্যে নেই জ্ঞান তার প্রেম এবং সাধনা মধ্যে ছাত্র উদ্দীপিত হিসাবে। " কিভাবে সুপারিশ জানা শেখার শিল্প।'

শিশুদের জন্য টেন্ডার সম্মান

'আবেগ, শাস্তি, হুমকি এবং দাসত্বের মধ্য দিয়ে আনন্দ ও গর্বের যুগ শেষ হয়। আমরা তাদের ভবিষ্যতের ভাল জন্য দরিদ্র প্রাণীর torment: এবং বুঝতে না যে মৃত্যুর হাতে, এবং জীবন জন্য এই দুঃখজনক প্রস্তুতির মধ্যে তাদের আটক করার জন্য প্রস্তুত। কে বলবে কত সন্তান শিকারীকে তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের অসহায় বোধগম্যতায় পতিত হয়েছে? এই ধরনের নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য খুশি, দুঃখকষ্টের একটি জীবন উপভোগ না করে মরতে হচ্ছে এমন দুঃখীদের কাছ থেকে পাওয়া দরিদ্র দরিদ্রদের একমাত্র সুযোগ।'

'মানুষ, মানবিক হতে! এটি প্রথম, নৈতিক দায়িত্ব প্রধান, সব মানুষের মানবতা ব্যায়াম, কি বয়স বা শর্ত এমনকি যে, যে মানুষ আপেক্ষিক হয় কি ! জ্ঞান কি মানবতার অকার্যকর? শিশুদের জন্য একটি কোমল সম্মান আছে।'

শিক্ষক কর্তৃপক্ষের স্থলে শিশু অংশ গ্রহণ :

'প্রকৃতির চেতনার দিকে আপনার ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, এবং আপনি শীঘ্রই তার কৌতূহলটি জাগিয়ে তুলবেন, কিন্তু যে কৌতূহলটি বেঁচে থাকার জন্য আপনাকে তা সন্তুষ্ট করতে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। তাকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা তার ক্ষমতা অভিযোজিত, এবং তাদের সমাধান করার জন্য তাকে ছেড়ে। তার বিশ্বাসঘাতক হইতে বিশ্বাসে কিছুই গ্রহণ করিও না, তবে নিজ অনুভূতির উপর এবং দৃঢ়তা, তিনি শিখতে হবে না, কিন্তু বিজ্ঞান উদ্ভাবন। যদি আপনি আর্গুমেন্টের জায়গায় কর্তৃত্ব নিযুক্ত করেন, তবে তিনি আর আর যুক্তি দেবেন না, তিনি পরবর্তীতে অন্যের মতামতের মধ্যে একটি শাটলকুকের মত হাতে পাবেন। '

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অবজেক্টস এবং না শব্দ :

এমন একটি ভাষাতে বাচ্চাদের কথা বলো না যা তারা বোঝে না, কোন মজার বর্ণনা ব্যবহার করে না, বক্তৃতা দেয় না ফুল, কোন গণ্ডগোল ও আখ্যান, কোন কবিতা, স্বাদ এবং অনুভূতি বর্তমানে প্রশ্নের বাইরে নেই। সরলতা, মাধ্যাকর্ষণ, এবং স্পষ্টতা এখনো প্রয়োজনীয় সব হয়; সময় আসবে কিন্তু খুব শীঘ্রই আমরা একটি ভিন্ন শৈলী অনুমান করা আবশ্যক।

বইয়ের জন্য ঘৃণা :

'আমি বই ঘৃণা করি; তারা কেবল মানুষকে শেখায় যে, তারা কি বোঝে না তা নিয়ে কথা বলবে ... যেহেতু আমাদের বই থাকতে হবে, ইতিমধ্যেই এক আছে, যা আমার মতামত, প্রাকৃতিক শিক্ষার একটি পুরোপুরি সমীক্ষা প্রদান করে। এই বই প্রথম এমিল পড়া হইবে। এই, প্রকৃতপক্ষে, একটি দীর্ঘ সময় জন্য, তার সম্পূর্ণ সাক্ষরতা গঠিত হবে, এবং এটি সবসময় অন্যদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট জায়গা রাখা হবে। এটা আমাদের পাঠ্য বহন করবে, যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বস্তুর উপর আমাদের সব কথোপকথন শুধুমাত্র একটি মন্তব্য হিসাবে পরিবেশন করবে। কারণ একটি রাষ্ট্র আমাদের অগ্রগতির সময় এটি আমাদের গাইড হিসাবে পরিবেশন করবে; এবং এমনকি পরে আমাদের ধৈর্য পরিতোষ দিতে হবে, আমাদের স্বাদ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত। আপনি অনায়াসে জিজ্ঞাসা করুন, এই বিস্ময়কর বইগুলির শিরোনাম কি? এটা কি আরিস্টল, প্লিনি, বা বফন? না। এটা রবিনসন ক্রুসো। এই রোম্যান্স, দ্বীপে তার জাহাজ ভাঙ্গা থেকে শুরু করে, এবং তাকে বহন করে যে জাহাজ আগমনের সঙ্গে শেষ, তার আবর্জনা সাফ করা হলে, এমেইল সামর্থ্য, আমরা এখন কথা বলা হয় সময়, উভয় নির্দেশ এবং আমোদপ্রমোদ একযোগে। আমি তাকে অবশ্যই গল্পের নায়ককে উচ্ছ্বসিত করতাম, এবং তার দুর্গ, তার গ্রীষ্ম এবং তার চাষের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হতে হতো, তিনি বই থেকে নয় বরং নিজেকে পরিচয় জানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এমন একটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর সাথে পরিস্থিতি যেমন পরিস্থিতি.

এই রোম্যান্স, দ্বীপে তার জাহাজ ভাঙ্গা থেকে শুরু করে, এবং তাকে বহন করে যে জাহাজ আগমনের সঙ্গে শেষ, তার আবর্জনা সাফ করা হলে, এমেইল সামর্থ্য, আমরা এখন কথা বলা হয় সময়, উভয় নির্দেশ এবং আমোদপ্রমোদ একযোগে। আমি তাকে অবশ্যই গল্পের নায়ককে উচ্ছ্বসিত করতাম, এবং তার দুর্গ, তার গ্রীষ্ম এবং তার চাষের

সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হতে হতো, তিনি বই থেকে নয় বরং নিজেকে পরিচয় জানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এমন একটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর সাথে পরিস্থিতি যেমন পরিস্থিতি ... এই অবস্থায় বা অন্য কোনও কারণে তাঁর নায়কের আচরণ পরীক্ষা করার জন্য তার ব্যবস্থা বা নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশার সময় আমি তাকে দিতাম; তিনি দেখবেন যদি তিনি কিছুই বাদ দেননি, বা আসলে কি কিছু ঘটেছে রুমনিসনের কোনও ভুলের আবিষ্কারের ভিত্তিতে, এটিকে একই মামলায় রূপান্তর করা উচিত; কারণ আমি সন্দেহ করি না কিন্তু তিনি একটি অনুরূপ নিষ্পত্তির জন্য একটি প্রকল্প গঠন করা হবে। 'শরীর এবং মন ব্যায়াম মধ্যে সত্য ব্যালেন্স' ... শিক্ষার মহান গোপন শরীরের ব্যায়াম করা এবং মন একটি হিসাবে পরিবেশন করা হয় একে অপরকে হতাশাব্যঞ্জল 'কোন ধর্মীয় শিক্ষা নয়:' ... আসুন আমরা সত্যকে প্রকাশ করার ব্যাপারে সচেতন থাকি, যারা এটি বোঝে না। কারণ এটি এর রুমে ত্রুটির প্রতিস্থাপন করার উপায়। ঈশ্বরের প্রতি কোনও ধারণার চেয়ে ভাল ছিল না, ঐশ্বরিক বস্তুর অর্থানুসারে, ক্ষতিকারক, এবং অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া ছাড়া, অজ্ঞান হওয়ার অপরাধে এটি নিকৃষ্ট অপরাধ। 'প্রকৃতি ও সমাজ: রুশোউ এর ধারণা যে সভ্য সমাজ শিশুকে দুর্নীতি করে তোলে বলে মনে হচ্ছে একতরফা এবং ওভার-বিবৃত। যাইহোক, এক তার সাথে একমত হতে ইচ্ছুক যখন তিনি যুক্তি দেন যে, মানুষের প্রকৃতি, প্লাস্টিক যদিও এটি উত্তম হয়ে ওঠে এবং রুশো এবং ফ্রোয়েবেল নাটক Rousseau এবং ফ্রোয়েবেল এটি তার নিজস্ব ভাবে বিকাশ অনুমোদিত হলে মন্তব্য উপভোগ্য। এই ধারণা বর্তমান সময়ের সমস্ত শিক্ষাগত সংস্কারের পিছনে কাজ করা বলে মনে হচ্ছে। নারীদের শিক্ষা: রুশো মনে করে যে একজন মহিলা বিশেষ করে মানুষের আনন্দে তৈরি হয় এবং যদি এই নীতিটি গ্রহণ করা হয় তবে তাকে নিজের চোখে নিজেকে খুশি করা উচিত এবং তাকে রাগিয়ে তুলতে হবে না। তার শক্তি তার কবজ মধ্যে। 'কিন্তু নারী যিনি সৎ, জ্ঞানী ও কৌতূহলী উভয়ই, তিনি একটি শব্দে, প্রেম ও সম্মানকে সম্মিলিত করেন, বিশ্বব্যাপী তার বিলিয়ারিতে যুদ্ধে, গৌরবের জন্য, এবং তার মৃত্যুতে পাঠাতে পারেন মদদে। এটি একটি চমৎকার রাজত্ব এবং জয়লাভের মূল্য। " এই ধরনের গুণাবলি গড়ে তোলার জন্য রুশোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে একজন নারীকে অবশ্যই সাবধানে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত, কিন্তু কঠোরভাবে তার স্বাদ পাল্টে যায় না। সুচির মতো মহিলা শিল্পকর্মগুলি তাকে শেখানো উচিত। তিনি বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, রান্নার, পরিষ্কারকরণ, খাদ্যের মূল্য হিসাব করে এবং সঠিকভাবে অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সমস্ত বিবরণ শিখতে হবে। তার নিজের বাড়ি পরিচালনা করতে হবে। তাকে পরিচ্ছন্নতা ভালবাসতে শেখানো উচিত। তিনি ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত এবং ভাল করতে হবে। ধর্মভীরুতা সম্পর্কে দীর্ঘ ধর্মোপদেশ পরিবর্তনের পরিবর্তে, পিতামাতারা তাদের উদাহরণ দ্বারা প্রচারিত হওয়া উচিত যা তার হৃদয়ের উপর উৎকীর্ণ হবে। তার শিক্ষা এইভাবে দেওয়া উচিত যে সে তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বিশুদ্ধ এবং ভাল থাকে।

পাঠ্যক্রমের উপর রুশোর দৃশ্য :

এমিলিতে দেওয়া হিসাবে, রুশো শিশু পর্যায় অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেন।

প্রথম পর্যায়ে পাঠ্যক্রম (এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে) এমন হবে যেমন এটি শারীরিক শক্তি বিকাশ করে। শিশুকে গ্রামাঞ্চলে অবাধে ভ্রান্ত করার অনুমতি দেওয়া উচিত। তাঁর প্লে-জিনিসগুলি খুব সহজে ফসল ও ফুলের শাখা এবং কোন দামি খেলনা নয়। 'তাকে পাম্প করা যাবে না! তাকে বঞ্চিত করা উচিত'

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম (পাঁচ থেকে বারো বছরের মধ্যে) হ'ল ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হতে। রুসৌ মনে করেন যে যদি ইন্দ্রিয় সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত না হয় তবে স্বাধীন যুক্তি এবং বিচার অসম্ভব। এমিলটি হতে হবে, শারীরিক আন্দোলনের সর্বাধিক স্বাধীনতা, সাধারণ খাদ্য এবং হালকা পোশাক দেওয়া। তার জন্য কোন মৌখিক পাঠ হবে না। তিনি ভাষা, ইতিহাস এবং ভূগোলতে নির্দেশনা পাবেন না। এমিল তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হয়। কোন নৈতিক নির্দেশনা দেওয়া হবে না। 'শরীর, অঙ্গ, ইন্দ্রিয় এবং ক্ষমতা ব্যায়াম কিন্তু যতক্ষণ আপনি করতে পারেন আত্মা অব্যাহত রাখুন। ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রশিক্ষণের অর্থ হল তাদের বিচার করার, অনুমান করা এবং তাদের মাধ্যমে যুক্তি করা। এটা তাদের নিছক ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। সব শেখার খেলা পদ্ধতি দ্বারা আসা আবশ্যক শিশুর হৃদয় দ্বারা কিছু শিখতে কোন প্রয়োজন নেই। 'ইমিলের জন্য কোন পাঠ্যক্রম নেই। তিনি কার্যকলাপ এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা শিখতে হয়েছে।

প্রাক-কিশোর (বারো থেকে পনের বছর) এর তৃতীয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রমটি কৌতূহলের চারপাশে তৈরি করা উচিত, যা জ্ঞানের প্রতি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। রুশো বলেছেন যে এই বিকাশ বিকাশের সময়কাল। এমিলের গবেষণায় দেখা যায় যে প্রকৃতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং কলা ও কারিগরি প্রকাশ। রুশো ম্যানুয়েল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস শেখার উপর জোর দিয়েছিলেন এমিলের স্বাধীনতা এবং আংশিকভাবে ম্যানুয়াল

কাজের বিরুদ্ধে তার কুসংস্কারকে পরাস্ত করার জন্য। রুশো চায় যে ছেলেটি অবশ্যই একটি পোশাকে অন্য কাউকে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং তিনি প্রত্যেকটি কাজে তার হাত চেষ্টা করতে হবে। এই ভাবে রুশে তাকে শিল্প বিনিময়, ব্যাংকিং এবং পরিবহন শেখাতে চেয়েছিলেন। রুশো বই পড়ার সুপারিশ করেন না। তিনি সুপারিশ শুধুমাত্র বই রবিনসন ক্রুশো, প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন একটি গবেষণা।

বয়ঃসন্ধি (চতুর্থ বৎসর বয়সের) চতুর্থ পর্যায়ে, হৃদয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। আগের পর্যায়ে, ছেলে ছিল আত্মনির্ভরশীলতা ও স্ব-বিকাশের জন্য একজন ব্যক্তি। এখন তাকে সামাজিক হতে হবে এবং নিজেকে অন্যদের আচরণ ও স্বার্থের সাথে তুলনা করতে হবে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস এবং ধর্মের গবেষণায় যৌথ সামাজিক সম্পর্কগুলি বোঝার জন্য তরুণদের জন্য উপযুক্ত গবেষণা। এমিলকে তার সহকর্মী পুরুষদের এবং নৈতিক গুণাবলী যেমন উদারতা, উদারতা, সেবা এবং সহানুভূতির সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া উচিত। রুশোউ প্রস্তাব করেন যে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং পেশা মাধ্যমে দেওয়া উচিত এবং না নীতিশাস্ত্রের বক্তৃতা মাধ্যমে। ইতিহাস নৈতিক নির্দেশের একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হবে। ভ্রমণ এবং প্রতিবেশী দেশগুলির বিশ্ব এবং প্রতিষ্ঠানের বুদ্ধিমানের জন্য সুপারিশ করা হয়। এই পর্যায়ে যৌন আকাঙ্ক্ষার দৃশ্যের কারণে যুবক একটি নতুন জন্ম দেয়। যৌন নিপীড়নকে নিছক নিষ্ঠাচারে উদ্ভিদ, প্রাণী ও পুরুষের জগতে সৃষ্টির রহস্যের বিশুদ্ধতা এবং একটি রহস্যের একটি সরাসরি নৈতিক উপদেশের সমন্বয় সাধন করা হয়।

সোফির শিক্ষা:

Rousseau বজায় রাখে যে নারী পুরুষদের প্রস্তুতকর্তা ছিল। তারা ছিল, 'আমাদের নৈতিক চেতনার চরম অভিভাবক এবং আমাদের জায়গা থেকে মিষ্টি নিরাপত্তা।' তাদের শিক্ষা পুরুষদের থেকে আলাদা ছিল। রুশোর বিশ্বাস ছিল যে, 'নারীকে বিশেষ করে পুরুষকে খুশি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।' তাই তিনি নরম ও মিষ্টি হতে শেখায় এবং তার স্বামীর ভুল বোঝাবুঝি সহ্য করতে শেখায়। পুরুষের প্রতি নারীর কর্তব্য হল 'শৈশবকালে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাকে নারীবাদী করে তুলতে এবং সারা জীবন তাকে পরামর্শ দেওয়া।' রুশো তার বক্তব্যে অনুমান করেন যে তার পড়াশোনাটি বাস্তবিকই হওয়া উচিত। বুদ্ধিবৃত্তিক স্বার্থ, তিনি বিশ্বাস করেন, তার প্রকৃতি ধ্বংস। তিনি বলেছিলেন, 'আমি শতগুণ একটি সাধারণ মেয়ে পছন্দ করি, যা শিগগির একটি মেয়েকে ধীরে ধীরে

টিপ্পনী

আনা হবে।'

এমিল :

এই শিক্ষার উপর রুশো এর প্রধান গ্রন্থ। আর. এস. ব্রুম্বা এবং নাথানিয়েল এম. লরেন্স এমিলে বইয়ের থিমটি চর্চা করতে চাইবে, 'একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, জীবনের শেষ দিকে আবিষ্কার করে যে তার নিজের জীবন সমাজের বৈচিত্র্য এবং অজ্ঞতা দ্বারা দূষিত হয়েছে, যাতে এটি অবহেলিত এবং মানুষের অগ্রগতির সামান্য অবদান রয়েছে, এই অতীতকে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত মুক্ত করার মাধ্যমে এই অতীতকে সংশোধন করার জন্য নির্ধারিত করে, যিনি উদাহরণস্বরূপ এবং পিতা বা মাতা তার নিজের ইচ্ছার কথা বলেছিলেন। এইভাবে তিনি ভবিষ্যতে তার প্রকৃত অসন্তোষজনক স্বের পরিবর্তে লেখকের আদর্শ স্বরূপটি বহন করবেন। কেন্দ্রীয় থিম আরও বিশেষভাবে, জাঁ জ্যাকস এর গল্প যা তিনি নিজেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর নিজের প্রাকৃতিক উন্নয়ন ভুল পথে পরিচালিত করেছিলেন, তাঁর দত্তক পুত্র এবং ছাত্রছাত্রী এমিল, তিনি যে আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন, জিন জ্যাকস হতে পারে , তার অতীতে সমস্ত সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রভাব ছিল এটি কি ছিল বিপরীত। প্যাগমিয়ামিয়ান পুরাণ এবং অতীতের পুনর্বিবেচনার প্রেক্ষাপটে এই পংক্তিটি তার নিজের জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, সম্ভবত সেই সম্ভাব্য সম্ভাব্য ব্যক্তিকে দৃঢ় প্রত্যয় প্রদান করতে পারে এবং ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে তার পিতার সন্তানকে প্রেরণ করতে পারে বরং তার দুঃখজনক উদাহরণ।'

এমিল শিক্ষার উপর একটি উপন্যাস একটি উপন্যাস আকারের মধ্যে যা তিনটি অক্ষর আছে; এমিল, যিনি একজন ছেলে এবং তার শিক্ষক, যিনি স্পষ্টত রুসু, একজন মানুষ এবং সোফি, যিনি এমিলের সঙ্গী হতে নির্ধারিত হয়েছেন, তার মধ্যে 'রুশো' হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। এমিলে লর্ড মর্লি দ্বারা 'সাহিত্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই ধরনের বইগুলির মূল্যগুলি পুরো অংশের তুলনায় কম থাকে। এটা অক্ষরের গভীর জিনিস স্পর্শ। এটা মর্যাদা একটি ধারনা সঙ্গে পিতামাতাকে পূরণ। এটি ছদ্মবেশধারী প্রগাঢ়তা এবং অস্পষ্ট রূপান্তরিত উপায়ে সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতা দূর করে, যা শিক্ষাকে অন্ধকারে আনুষ্ঠানিক চর্চা করে। এটি হালকা এবং বায়ু বন্যা শক্তভাবে বন্ধ নার্সারি এবং স্কুল কক্ষ মধ্যে ভর্তি। এটা প্রক্রিয়া বৃদ্ধির প্রতিস্থাপন প্রভাবিত ... এটা তরুণ মুক্তির সনদ ছিল।'

বই আমি শিশু সঙ্গে চুক্তি, বুক II সঙ্গে শৈশব; বারো এবং পনের বছর বয়সের

টিপ্পনী

মধ্যে preadolescent সঙ্গে বই III; বয়ঃসন্ধির সাথে বুক IV; এবং মেয়েদের শিক্ষার সাথে বই V। প্যারিস সংসদ এমিল অত্যন্ত গুরুতরভাবে সমালোচনা। এটি সার্বজনীনভাবে পোড়াবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। রুশোর গ্রেফতারের আদেশগুলি জারি করা হয়েছিল এবং তাকে ফ্রান্স থেকে সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত উড়ে যেতে হয়েছিল। প্যারিসের সর্বোচ্চ মার্গের দেবদূত দ্বারা এমিলের পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বইটি 'একটি ঘৃণাত্মক মতবাদ ধারণ করে, স্বাভাবিক আইন ভঙ্গ করার জন্য এবং খ্রিস্টীয় ধর্মের ভিত্তি ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

টিপ্পনী

যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি বজায় রাখার জন্য, তাদের সার্বভৌমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণ হতে পারে; যেহেতু বৃহত্তর সংখ্যক ফাঁকফোকর, কলুষিত, চার্চ বিরুদ্ধে ঘৃণা পূর্ণ, পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সম্মান অমান্য। ভুল, নিন্দা, নিন্দা ও বিশ্বাসঘাতক।'

১৮ শতাব্দীতে শিক্ষার চিন্তা এবং কর্মের উপর এমিল এর একটি বড় প্রভাব ছিল। এটি অবিলম্বে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল কারণ এটি শৈশব ও যুবকদের সমস্যাগুলির গভীর আগ্রহ তৈরি করেছিল। উইলিয়াম বয়েড সোসাইটির কথা অনুযায়ী, নারীরা তাদের নিজের সন্তানদের, মায়েরা এবং পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের লালন পালন করতে শুরু করে, তাদের সন্তানদের এমিলিস এবং সোফিস হিসাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে, বাকিরা তাদের ডায়েরিগুলির তুলনায় আরো উত্সাহী, যেখানে তারা তাদের ছোটো ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করে। উগ্রপন্থীরা তাদের ঘরে কর্মশালার আয়োজন করে তাদের ছেলেদের একটি নৈপুণ্যের প্রশিক্ষণ দিতে, লেখক তরুণদের জন্য একটি নতুন সাহিত্য তৈরি করেন। সাধারণ চুক্তি ছিল যে কোনও ধরণের শিক্ষাকে সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা সন্তানের প্রকৃতির বিবরণ নয়।

রুশোর দর্শনশাস্ত্রের সীমাবদ্ধতা

কোন অভ্যাস গঠন: Rousseau শিশুর কোন ধরনের অভ্যাস গঠন বিশ্বাস করে না অভ্যাসকে দ্বিতীয় প্রকৃতি বলা হয় এবং ভালো অভ্যাসের একটি সেটও ভাল চরিত্রের জন্য অপরিহার্য।

বইয়ের জন্য কোন স্থান নেই: রুশে বই থেকে কোনও শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে তাদের নিন্দা করেছেন। তবে তারা শিক্ষার অত্যন্ত মূল্যবান মিডিয়া। তারা সন্তানের মনের মধ্যে ধারণা এবং ধারণা নিবন্ধন হতে পারে এবং তাই সহজে উপেক্ষা করা যাবে না। সম্ভবত তিনি শিক্ষা পদ্ধতিতে বইয়ের ব্যবহারকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ

শিশুটির প্রকৃতি বিবেচনায় এগুলি লিখিত ছিল না।

শৃঙ্খলা ভ্রষ্ট ধারণা:

প্রাকৃতিক ফলাফল দ্বারা শৃঙ্খলা তার মতবাদ এছাড়াও সন্দেহজনক হয়। শিশু তার দূরদর্শিতা ছাড়াই দূরদর্শিতা ছাড়া, এবং তার সঠিক বোঝার উন্নয়ন ছাড়া তার আচরণ সঠিক করতে পারে না। তিনি পিতামাতা এবং শিক্ষকের পরিপক্ক ও জ্ঞানী নির্দেশিকা প্রয়োজন। যদি সন্তানটি তার নিজের রায় এবং প্রজ্ঞাতে চলে যায়, তবে তাকে একটি আঘাত হতে পারে, যা তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

টিপ্পনী

রুশোর মূল্যায়ন :

মহাদেশের ইংল্যান্ড ও পিস্তালোজজি এবং ফরোয়েবলে হারবার্ট স্পেন্সার, রুশোর বিপ্লবী কর্ম থেকে তাদের অনেক অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। রুশো একটি বিপ্লবের মধ্যে চলমান শক্তি হতে শিক্ষাকে বিবেচনা করেন যে মানবজাতির জন্য নিপীড়নকে ধ্বংস করে স্বাধীনতা আনতে হবে।

'রিটার্ন টু নেচার' তাঁর দুই শিক্ষা উপন্যাসের থিম, দ্য নিউ হোলোজ 1761 সালে প্রকাশিত এবং 1760 সালে এমিল প্রকাশিত হয়। তাঁর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট, দ্য নিউ হেলোয়েস এবং এমিল সবচেয়ে উজ্জ্বল, উত্তেজক, অগোছাল এবং শতাব্দীর জনপ্রিয় লেখাগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে পড়েন।

চার্লস ডব্লু. কুলটার এবং রিচার্ড. এস লিখেছেন:

'এটি একবচন যে এই অপবিত্র, স্নায়বিক, অনৈতিক ফরাসিম্যান থাকা উচিত রাজনীতি এবং শিক্ষা যে তিনি করেনি প্রভাবিত প্রভাব।'

তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যদিও অপ্রাত্ত্বিক, অবিশ্বস্ত, বেপরোয়া ছিলেন, তাঁর লেখায় তাঁর সময়ের রুপে এমন একটি প্রভাব ছিল যে, তাঁকে শিক্ষার একটি বাঁক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

কখনও কখনও একজন পুরুষ নিত্যসঙ্গী, র্যাঙ্ক একটি মহিলার দ্বারা, অন্য সময়ে মিথ্যাবাদী, একটি চোর, এবং তার অননুমোদিত দ্বারা বিভিন্ন অবৈধ সন্তানদের যোগাযোগহীন বাবা, তিনি তার বন্ধু এবং অনুগামীদের সত্ত্বেও অনুভূতি আকর্ষণ ছিল যে প্রতিভা এর ফ্ল্যাশ ছিল ব্যক্তিগত দুর্বলতা

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

রুশো শিশু অবহেলার ক্রম শত্রু ছিলেন তাঁর এমিল শতাব্দী জন্য কোন লেখা হিসাবে ইউরোপ সন্তানের সচেতন পরিণত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কারের একটি

অনুপ্রেরণীয় উৎস হয়ে ওঠে।

কোল্টার, চার্লস ডব্লিউ এবং রিমনস্কি, রুশো এর প্রভাবকে বর্ণনা করে বলেছেন, 'এই ফ্রেঞ্চম্যান তার শিক্ষাগত তত্ত্বের ব্যাপারে গভীরভাবে আন্তরিক ছিলেন কি না তা কখনোই জানা যাবে না, তবে তার তত্ত্ব ইউরোপকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার চিহ্নটি বজায় রেখেছিল শিক্ষার ভবিষ্যৎ যদি রুশো একটি শিক্ষানবিশ না হন, তিনি ছিলেন অন্তত একটি গাদ্দাফি যা ইউরোপকে আরো শিশু-সচেতন করে তোলে এবং আনুষ্ঠানিক ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সচেতন করে তোলে।

'রুশো'র চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব এত জটিল ছিল যে তারা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করে, এমনকি সেই ব্যক্তিও এই মুহূর্তে তার মেজাজ অনুযায়ী তার বিচারের জোর পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহী হতে পারে,' মন্তব্য এস জে কার্টিস এবং এম. ই. এ. বোল্টউড।

'তার কাজের বেশিরভাগই এর দুর্বলতা- তার অনুভূতি, ঐতিহাসিক ইন্দ্রিয়ের অভাব, তার অশোধিত মনোবিজ্ঞান, তার অতিরঞ্জিততা, এবং আন্তরিকতা-তার অপরিহার্য ধারনাগুলি শিক্ষার উপর এক অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এখনও পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করেনি বল। তার সম্পর্কে এমন কিছু শিখতে এখনও বাকি আছে যে অন্য কোন শিক্ষকের কাছ থেকে শেখা যায় না ' স্যার হেনরি মেইন প্রাচীন আইন লিখেছেন: 'আমরা কখনো আমাদের নিজের প্রজন্মের মধ্যে দেখেছি না- প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস ইতিহাসের সর্বত্র এক বা দুইবারেরও বেশি সময় দেখেনি- একটি সাহিত্য যা পুরুষদের মন উপর যেমন বিরাট প্রভাব প্রয়োগ করেছে, 1740-1762 খ্রিস্টাব্দে রাশেয় থেকে বেরিয়ে আসার মত বুদ্ধির প্রতিটি ছায়া ও ছায়াছবিতে।

রবার্ট আর. রস্ক মনে করেন: 'রুশো পুরোপুরি প্রাচীন শিক্ষায় প্লাতো হিসেবে আধুনিক শিক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছে; দ্য স্কুল অফ দ্য কালারের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম রাউসুউ থেকে একটি উদ্ধৃতি।'

পিপি কবিতা শিক্ষা একটি ছাত্র এর ইতিহাসে: 'লেখক দুর্বল এবং আক্রমণাত্মক ব্যক্তিত্ব অবহেলা, এবং অসঙ্গতি এবং কাজ নিজ নিজ দ্বন্দ্ব ভুলে, এমিল সর্বদা মহান সমৃদ্ধি, ক্ষমতা এবং অন্তর্নিহিত জ্ঞান একটি কাজের হিসেব করা হয়েছে এবং তার প্রতিবন্ধক প্রতিটি সংশ্লিষ্ট মেধার দ্বারা সমান বেশি।'

পশ্চিমা শিক্ষার ইতিহাসে উইলিয়াম বয়েড এই পর্যবেক্ষণগুলি করেছেন:

টিপ্পনী

'অদ্ভুত রকমের বৈসাদৃশ্য এবং অযৌক্তিকতার একটি উপাদান সত্ত্বেও যে কখনও কখনও এটি বিকৃত হয়ে যায়, এমিলে আঠার শতকের বেশিরভাগ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। চিন্তাভাবনা এবং কর্মের উপর প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হয় প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার উপর ভিত্তি করে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই।'

টিপ্পনী

রুশোর দর্শনশাস্ত্রের মৌলিক ধারণা :

মৌলিক ধারনা নিম্নরূপ:

1. রুশোর দর্শনশাস্ত্র: 'ঈশ্বর সব কিছু ভাল করে তোলে।'

2. শিক্ষার কার্যাবলী: 'উদ্ভিদের চাষাবাদ, শিক্ষার দ্বারা মানুষ।'

3. শিক্ষার লক্ষ্য: 'মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে শেখানো' ',' সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বৃদ্ধির অর্জন।'

4. শিক্ষার সূত্র: 'প্রকৃতি থেকে মানুষ, বা জিনিস থেকে শিক্ষা আসে।'

5. শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা: 'আপনার পণ্ডিতদের আরও যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করে শুরু করুন।' 'প্রেমের শৈশব, ক্রীড়াতে আনন্দ, তার আনন্দ, তার আনন্দদায়ক প্রবৃত্তি।'

6. কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষা: 'যখনই আপনি করতে পারেন, তা করার মাধ্যমে শিখুন, এবং যখন কাজ করছেন তখন প্রশ্নে ফিরে যান।'

7. জিনিষ মাধ্যমে শিক্ষা: 'জিনিস জন্য প্রতীক প্রতিস্থাপন না করা পর্যন্ত এটা জিনিস নিজেকে প্রকাশ করা অসম্ভব।

8. বইয়ের খুব সামান্য: 'আমি বই ঘৃণা করি তারা শুধু আমাদেরকে যে জিনিসগুলি আমরা কিছুই জানি না তার বিষয়ে কথা বলতে শিখি, " শব্দ, শব্দ, শব্দ তাদের দুর্বলতা গোপন করার জন্য শিক্ষকরা মৃত ভাষার নির্বাচন করে।'

9. জ্ঞান প্রশিক্ষণ: 'যেহেতু মানুষের মনের মধ্যে যে সবকিছু আসে সেগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলির মধ্যে প্রবেশ করে, মানুষের প্রথম কারণ হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার একটি কারণ।'

10. শিক্ষা মধ্যে প্লে- উপায়: 'কাজ বা খেলা তাকে সব এক, তার গেম তার কাজ, তিনি কোন পার্থক্য জানেন না।'

11. হিউরিস্টিক পদ্ধতি: 'তাকে বিজ্ঞান পড়ানো না যাক, তাকে এটি আবিষ্কার করুন,'

12. শিক্ষকের ভূমিকা: 'আপনার উপর কাজ করতে হবে এমন বিষয় অধ্যয়ন করুন।'

13. শৃঙ্খলা: 'তাকে একা (সন্তান) ছেড়ে দাও। শৈশবটি দেখে, চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতির উপায়, নিজের কাছে অদ্ভুত, কিছুই তাদের জন্য আমাদের উপায়ের পরিবর্তে আরো বোকা হতে পারে।'

14. বৃত্তিমূলক শিক্ষা: 'এটি পরিষ্কার এবং দরকারী (কার্পেট শিল্প), এটি বাড়িতে বহন করা হতে পারে; এটা যথেষ্ট ব্যায়াম দেয়; এটা দক্ষতা এবং শিল্পের জন্য কল, এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নিবন্ধ তৈরি করার সময়, সুবুদ্ধি এবং স্বাদ জন্য সুযোগ আছে। " বাণিজ্য বাস করতে আমি তাকে শেখাতে চান।

15. শারীরিক শিক্ষা: 'সমস্ত দুষ্টতা দুর্বলতা থেকে আসে শিশুটি হল
শুধুমাত্র দুষ্টু, কারণ তিনি দুর্বল; তাকে শক্তিশালী করুন এবং তিনি ভাল হবে।'

16. নারী শিক্ষা: 'নারী শিক্ষার প্রয়োজন, তাই মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নারী বিশেষ করে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি হয়।'

17. গ্রামীণ বা প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষা: 'শহরগুলি মানুষের প্রজাতির কবিতা।'

রুশোর অবদান :

কখনও কখনও দেখা যায় যে রুশো 'পারিবারিক বন্ধন বা সামাজিক অবস্থা ছাড়া কোন সাহিত্যিক প্রশিক্ষণ ব্যতীত একটি ঝগড়া, শিক্ষার দর্শন, তার অর্থ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম এবং সংগঠনকে মন্টনগেমের চেয়েও বেশি প্রভাবিত করেছে, তার সমস্ত জ্ঞান বা কমিনিয়াসের সাথে তার বিশ্বস্ততা বা লককে তার সমস্ত কারণ এবং সত্যের সাথে'। তার প্রধান অবদান নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:

1. শৈশব চরিত্রের 'আবিষ্কার' এবং 'স্বীকৃতি' উপর তার জোর আছে শিক্ষাবিদদের চিন্তায় বিপ্লবী পরিবর্তন আনা।

2. 'কংক্রিট' এর উপর তার চাপ 'করণীয় শেখার' সৃষ্টি করেছিল।

3. রুশো আধুনিক আধ্যাত্মিক পদ্ধতির প্রত্যাশা করেছিলেন যখন তিনি শিশুটিকে ঘোষণা করেছিলেন একটি 'আবিষ্কারক'।

4. শিক্ষককে পথ দেখান যাতে তিনি শিশুটির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করতে পারেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

5. পুরাতন আইনের পরিবর্তে রুশো প্রকৃতির বিশ্বাসের নতুন গসপেল উত্থাপিত।

6. Rousseau সমস্যা তৈরি এবং শিশুদের ইন্দ্রিয় এবং কার্যক্রম ব্যবহার অনুপ্রেরণা মান দেখিয়েছেন।

7. বর্তমান পেশা বৃত্তিমূলক শিক্ষা জোর রুশো মধ্যে তার রুট পাওয়া যায়।

8. তাঁর স্বাধীনতা, প্রবৃদ্ধি, আগ্রহ এবং কার্যকলাপের ধারণাগুলি শিক্ষাগত তত্ত্ব ও অনুশীলনে উল্লেখযোগ্য।

9. রুসিয়ের কারণে এটি শিশু শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতিতে অনুষঙ্গের প্রশিক্ষণ ও শারীরিক কর্মকান্ডে স্বীকৃত হয়েছে।

10. রুশো বিশ্বকে নৈপুণ্যের মূল্য দেখিয়েছেন।

11. রুশো প্রকৃতির আইন সম্পর্কে তথ্য এবং তদন্তের উপর তার চাপের সাথে আমাদের দেওয়া হয়েছে

আধুনিক শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক প্রবণতা জন্য ভিত্তি মন্তব্য আখেরী আমরা R. H. Quick এর কথাতে উপসংহারে আসতে পারি, 'রাশেয় ধারণা করেছিলেন যে রাজনীতিবিদরা বিশ্বব্যাপী ফরাসী বিপ্লবীদের পরে কী করেছিলেন; তিনি একটি পরিষ্কার জাল তৈরি এবং নতুনভাবে শুরু করতে চেষ্টা।'

ফ্রাইডি উইলফিল আগস্ট ফ্রোয়েবেল :

ফ্রাইডি আগস্ট ফ্রোয়েবেল ২১ শে এপ্রিল ১৭৮২ সালে দক্ষিণ জার্মানির ওবদুইয়েবিব্যাক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার যুবককে অবহেলা করেন এবং তার প্রথম দুঃখের স্মৃতিগুলি তাকে পরবর্তী জীবনে, শিশুদের সুখের প্রচারে আরও আগ্রহী করে তোলে। তিনি মাত্র নয় মাস ছিল যখন তিনি তার মা হারিয়ে। তাঁর পিতা পুনরায় বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি খুব স্নেহপূর্ণ ছিলেন না । তার পদক্ষেপের অন্যায় আচরণ মাতারশৈশবকেআরওদু: স্থ্যকরেতুলেছিলেন।পিতা বা মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত, দরিদ্র চাকরী ঈশ্বরের রহমত এ বামে ছিল। ফ্রোয়েবেল মূঢ় এবং বিষয়ী বেড়েছে তিনি স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক ঘটনা-পাহাড়, গাছপালা, ফুল ও মেঘ ইত্যাদির প্রতি পরিণত হন, সহচরতার জন্য। তার পিতা, যিনি একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ফ্রোয়েবেল এর নিজের শৈশব অবহেলা ছিল, তিনি শিশুদের জন্য একটি গভীর সহানুভূতি উন্নত এবং তাদের সুখ প্রচার তার জীবন কাটিয়েছি।

শিক্ষা:

ফ্রোয়েবেল স্কুলে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেনি যেখানে তিনি একটি ডুন হিসাবে গণ্য করা হয়। পনেরো বছর বয়সে তিনি একজন বনভূমির একজন শিক্ষানবিশ হিসেবে নিযুক্ত হন। ফ্রোয়েবেল তার সাথে দুই বছর অতিবাহিত এইভাবে উপেক্ষিত সন্তানের প্রকৃতি সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ মধ্যে এসেছিলেন। তিনি বনে একা একা তার সময় একটি ভাল চুক্তি অতিবাহিত এবং সম্ভবত এটি এখানে ছিল যে তিনি তার বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রকৃতির জন্য তার প্রেমের বৃদ্ধি। দুই কারণ তাকে অনেক প্রভাবিত। তার পিতার ধর্মীয় প্রভাব এবং প্রকৃতির সাথে যোগাযোগের ফলে সেটি রহস্যবাদ ও আদর্শবাদের আত্মা উদ্ভূত হয়। তিনি প্রকৃতির আইনগুলির অভিন্নতা ও ঐক্য আবিষ্কার করেছেন। নতুন ধারণা তার মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন জন্য একটি প্রেম উন্নত । তাই তিনি জিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন যেখানে তিনি ফিটচ এবং স্কিলিংের আদর্শবাদী দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি প্রায় দুই বছর অধ্যয়ন করতে পারেন। তার খারাপ আর্থিক অবস্থার কারণে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দরজা বন্ধ ছিল। আবার চার বছর তিনি 'কর্মজীবন' প্রলাপ '। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে রওনা হয়েছেন, বিভিন্ন পেশার ব্যবসা বেছে নিয়েছেন প্রকৃতি এবং তাদের মধ্যে miserably ব্যর্থ, অন্য এক পরে ফ্রোয়েবেল এর জীবন মধ্যে বাঁক পয়েন্ট ফ্রাঙ্কফুর্টে ফ্রোবেল আর্কিটেকচার পড়তে শুরু করেছিল। সেখানে তিনি ড। গ্রুনারের সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিলেন, যিনি মডেল স্কুলে পরিচালক ছিলেন। পরিচালক আবিষ্কার করেন যে ফ্রোবেল একজন চমৎকার শিক্ষক হতে পারেন এবং তিনি তাকে তার স্কুলে যোগ দিতে বাধ্য করেন। এই তার জীবনের একটি বাঁক পয়েন্ট চিহ্নিত। ফ্রোয়েবেল ব্যাপকভাবে সন্তুষ্ট ছিল এবং তিনি তার 'দীর্ঘ মিসজী উপাদান' পাওয়া যায় এবং খুশি' ছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'প্রথম থেকে আমি সবসময় এমন কিছু পেয়েছিলাম যা সবসময় আমার জন্য কামনা ছিল, কিন্তু সবসময় মিস করা হয়েছিল, যেন আমার জীবন শেষ সময়ে তার স্থানীয় উপাদান আবিষ্কার করেছিল, আমি পানিতে মাছ অথবা বাতাসে পাখির মতো সুখী অনুভব করেছি।'

ফ্রাঙ্কফুর্টে তিন বছর কাটানোর পর, ফ্রোবেল ইয়ভেদুনে পেস্টলজজির ইনস্টিটিউটের একটি পরিদর্শন করেন। সেখানে, ফোইবেল বিশ্লেষণ করে পস্তালোজজি এর নীতি ও পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে শিখেছেন। ফোয়েবেল পেস্তালোজির কিছু ধারণা নিয়ে মতবিরোধ করেন এবং তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিতে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি খুঁজে পান:

টিপ্পনী

টিপ্পনী

1. স্কুলটি সংস্থার অভাব ছিল।

2. পুরো কাজ কোন একতা ছিল।

3. অধ্যয়ন বিষয় একটি ইন্টিগ্রেশন অভাব।

4. শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, মায়েদের সহযোগিতা আসন্ন ছিল না।

যাইহোক, এটা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে, পিস্তলজজির সাথে এই যোগাযোগটি তার নিজের শিক্ষা সংস্কারের জন্য তাকে প্রস্তুত করেছে।

1811 খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তিনি গটটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। দুই বছর পর তিনি তার পড়াশোনা ছেড়ে পালিয়ে যান এবং নেপোলিয়নের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ফ্রোয়েবেল সামরিক প্রায় তিন বছর অতিবাহিত এবং এই পরিষেবা তাকে শৃঙ্খলা সত্য এবং সত্যতা একটি বোঝা উপলব্ধি। সেনাবাহিনী ত্যাগ করার পর তিনি বার্লিনের একটি যাদুঘরে একটি কিউরেটর হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি এই পেশার জন্য কোন পছন্দ করেননি কারণ তিনি শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন।

মানুষের শিক্ষার প্রকাশনা :

ফ্রেইয়েলেল 1816 সালে গ্রি শিমে একটি ছোট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই কেহান স্থানান্তর করা হয়েছিল। ফ্রোয়েবেল প্রাথমিক শিক্ষা তার নীতি অন্তর্ভুক্ত। অনেক vicissitudes মাধ্যমে ভ্রমন পর, এটি দশ বছর একটি সফল প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে পরিবর্তে ‘ছাপ', খেলার এবং শিল্পকর্মের মাধ্যমে 'অভিব্যক্তি' এই জায়গায় তার প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল। 1826 সালে ফরোয়েবেল তাঁর বিখ্যাত বই 'দ্য এডুকেশন অব ম্যান' প্রকাশ করেন, তিনি বলেন, 'শিক্ষার প্রকৃত পদ্ধতিতে শিশুটির মনের কথা বিবেচনা করা হয় যার মধ্যে সমস্ত অংশ একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ঐক্যের সৃষ্টি করে।' জার্মানিতে অনেক স্কুল শুরু সরকার ফ্রোয়েবেল এর বিপ্লবী ধারণা সন্দেহ এবং একটি তদন্ত পরিচালিত হয়। ইন্সপেক্টর একটি অনুকূল প্রতিবেদন দিয়েছেন। 'আমি এখানে প্রায় 60 জন সদস্যের একটি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত পরিবারকে পারস্পরিক আত্মবিশ্বাসে একত্রিত করেছিলাম এবং সমগ্র সদস্যের মঙ্গল কামনা করতাম- প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য কেবল জ্ঞান ও বিজ্ঞানই নয়, কিন্তু মন থেকে মুক্ত আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন। মধ্যে’।

রুশো এবং ফ্রোবেল তার দর্শনশাস্ত্র প্রধান মূলনীতি :

ফ্রোয়েবেল এর দর্শনের তার মত Fitche, কান্ট এবং Schelling মত জার্মান দার্শনিক মহান প্রভাব ফলাফল। তাঁর দর্শনশাস্ত্রের মূল নীতি নিম্নরূপ:

1. একতা আইন: ফ্রোয়েবেল অনুযায়ী এক শাশ্বত আইন- একতা আইন আছে - যে সব জিনিষ শাসন, পুরুষ এবং প্রকৃতি তিনি বলেছিলেন, 'সবকিছুই আছে' এবং 'এক' জীবনকে বিসর্জন দেয়, কারণ একমাত্র আল্লাহ্ই জীবন দিয়েছেন। " আল্লাহ্ সব জিনিসের এক স্থল। আল্লাহ্ সব কিছুই বোঝাচ্ছেন, সবই বজায় রাখা, জগতের অর্থ। 'সব কিছু, প্রাণবন্ত বা অজুহাত, ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত মানুষ এবং প্রকৃতি এক। তারা কেবল ঐক্যের বিভিন্ন রূপ যা ঈশ্বর। একতা মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্য ঐক্য আছে। এই প্রতিটি একটি ব্যক্তিত্ব এবং একটি ঐক্য হয়। 'সব কিছু ঐশ্বরিক ঐক্য (ঈশ্বর) থেকে এসেছে এবং ঐশ্বরিক একতা তাদের উত্স আছে। সব কিছু বাস এবং ডিভাইন ঐক্যের মাধ্যমে এবং তাদের প্রাণ আছে। 'ঐক্য তিনগুণ হয়:

(i) পদার্থের ঐক্য: একমাত্র পদার্থ যা থেকে সব কিছুই আসে।

(আ) মূল একটি ঐক্য: একটি উৎস আছে, যে ঈশ্বর, যার কাছ থেকে সব কিছু এসে আসা।

(iii) উদ্দেশ্য একতা: সবকিছুর পূর্ণতা প্রতি লক্ষ্য, যেমন, ঈশ্বর।

2. উন্নয়ন নীতি: এই নীতি প্রথম উপর ভিত্তি করে। আমরা একই ঐক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আন্দোলন ক্রমাগত এবং ঊর্ধ্বগামী। তাই সবকিছু একতাবদ্ধ, পরিবর্তিত, ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমশ একই ঐক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্রোয়েবেল, রক্ষণ বজায় রাখা যে মন মান মধ্যে থেকে সব শিশুই হতে হবে এবং হতে হবে, শুধুমাত্র অভ্যন্তর থেকে উন্নয়ন মাধ্যমে অর্জন করা যাবে। 'ডেভেলপমেন্ট'-এর মাধ্যমে, তিনি বৃহত্তর পরিমাণ বা পরিমাণে বৃদ্ধি, জটিলতা বা কাঠামোতে বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক কর্মের কার্যকারিতার ক্ষমতা, দক্ষতা ও বৈচিত্র্যে উন্নতি উল্লেখ করেছেন।

3. স্ব-নীতির নীতি: এটি শুধুমাত্র স্ব-কার্যকলাপের মাধ্যমেই বাস্তব বৃদ্ধির এবং উন্নয়ন সম্ভব। জোরপূর্বক কার্যকলাপ কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক। একটি তীব্র পর্যবেক্ষক সন্তানের কি বা কি হতে পারে কি জানতে পারেন। এই সব শিশুর মধ্যে মিথ্যা এবং ভিতর থেকে উন্নয়ন মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

4. সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে উন্নয়ন: ফ্রোয়েবেল মতে স্কুল একটি

টিপ্পনী

ক্ষুদ্র সমাজ। তিনি মন্তব্য করেন, 'কোন সম্প্রদায় অগ্রগতি লাভ করতে পারে না, যখন ব্যক্তিটি পিছনে রয়ে যায়।' তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তিটি সমাজের জীবন থেকে আলাদা নয়।

শিক্ষার অর্থ :

টিপ্পনী

শিক্ষা নেতৃস্থানীয় মানুষকে চিন্তাশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মা-সচেতনতা বৃদ্ধিতে, ঐশ্বরিক ঐক্যের ভিতরের আইনের বিশুদ্ধ ও অনিশ্চিত, সচেতন ও মুক্ত প্রতিনিধিত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে এবং শিক্ষার মাধ্যমে তার অর্থ বুঝায়।

3.3.1 শিক্ষার ফরোয়েবেল এর দর্শনশাস্ত্র :

ফ্রোয়েবেল শৈশব একটি নতুন ধারণা আবির্ভূত। শৈশব কেবল যৌবনতার জন্য প্রস্তুতি নয়, এটি নিজেই একটি মূল্য এবং এর নিজস্ব সৃজনশীলতা রয়েছে। এটি যৌতুক হিসাবে তার বসার একই অধিকার সঙ্গে ঐশ্বরিক সমগ্র অংশগ্রহণ করে, এবং সেইজন্য এটি শিক্ষক অংশে একই সম্মান দাবি করতে পারেন। বয়স্কদের নিজেদেরকে উচ্চতর মনে করার এবং শৈশবের স্বাভাবিক অবস্থার সাথে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই; বরং, তিনি ধৈর্য এবং বোঝার ক্ষমতা সহ নির্দেশিকা একত্রিত করতে হবে।

সকল শিক্ষার অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক: ফ্রোয়েবেলের ঐক্যের ধারণা থেকে প্রাপ্ত দ্বিতীয় পদের নাম হল সকল শিক্ষার ভিতরের সম্পর্ক। এর মানে হল যে শিক্ষানবিসকে এমন পরিস্থিতিতে সন্তানের নেতৃত্ব দিতে হবে যেন তাকে একে অপরের সাথে শারীরিকভাবে তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত করতে সাহায্য করতে পারে। এইভাবেই সন্তানটি তার নিজের ব্যক্তিগত একতা এবং জীবনের বিভিন্নতার মধ্যে থাকা একতা উপলব্ধি করতে পারে।

শিক্ষাগত প্রচেষ্টার সামগ্রিকতা: মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক চরিত্র এবং তার অংশকে উপলব্ধি করার জন্য, মানুষকে তার আবেগ এবং আবেগ এবং সেইসঙ্গে তার কারণগুলিও প্রয়োজন। তারা সব আত্মার উইন্ডো আছে। সুতরাং ফ্রোয়েবেল শিক্ষাগত প্রচেষ্টা সামগ্রিক জোর। এই সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে মানুষ শিক্ষা, একটি অনুচ্ছেদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুগত একটি অনুচ্ছেদ দ্বারা সচিত্র করা যায়। ধর্মীয় অনুভূতির সঠিক বিকাশের - এখানে উল্লেখ্য, পস্তালোজজি-তে ফোয়েবেলের নৈকট্য- বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে জীবিত আত্মা-একত্বের উপর নির্ভর করে, 'যা মনকে একনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করে, যা জীবনকে তার সমস্ত অপারেশন এবং ঘটনাগুলির মধ্যে একটি সম্পূর্ণরূপে সম্পূর্ণরূপে দেখায়।' শুধুমাত্র

পুরুষদের একটি প্রেমময় আলাপন এই প্রথম প্রেয়সী অনুভূতি মাধ্যমে শিশু ইউনিভার্স একটি আধ্যাত্মিক ঐক্যের একটি পরে উপলব্ধি আরোহন করতে পারেন। এই ধরনের সহজাত অভিজ্ঞতা ছাড়া তিনি সবসময় একে অপরের বিরোধিতাকারী দুটি ভিন্ন জগতে বাস করতেন, এক 'উপাদান', অন্য 'আধ্যাত্মিক'। তিনি কখনোই বুঝতে পারবেন না যে 'ঈশ্বরের পিতৃত্ব' এর ধারণার অর্থ কী। মানবজাতির ইতিহাস

খেলার ধারণা: বৈদেশিকতার সমৃদ্ধির ফ্রোয়েবেল এর ধারণা চমৎকার অভিব্যক্তি সম্ভবত খেলার তার ধারণা পাওয়া যাবে। ফ্রোয়েবেল জন্য, খেলা ব্যবধান একটি উপায় না শুধুমাত্র হয়; এটি সন্তানের স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে, কারণ এটি তাকে সুশৃঙ্খলভাবে তার সমস্ত শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী অনুশীলন করতে দেয়। প্লে মিশ্রন, স্বাধীনতা সঙ্গে উদ্দেশ্য, এবং স্বাধীনতা সঙ্গে নিয়ম সঙ্গে মনোযোগ মিলিত। বাচ্চাকে তার কাজের প্রতি নিষ্ঠাভঙ্গের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নীতিগত হিসাবে খেলতে হয়।

প্রাক স্কুলের শিশু শিক্ষা: এক সঠিকভাবে জিজ্ঞাসা কেন ফ্রোয়েবেল, জ্ঞান এবং তার দার্শনিক আগ্রহের অনেক ক্ষেত্রের তার ব্যাপক প্রশিক্ষণ সঙ্গে, অবশেষে প্রাক স্কুলের শিশু শিক্ষার উপর বিশেষ করে তার প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত। এটির দুটি কারণ আছে। এক মানসিক হয় ফ্রোয়েবেল ব্যক্তিত্বের ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য শৈশবকালের প্রথম অভিজ্ঞতার গুরুত্বের মধ্যে একটি বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করে। আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞানের এই প্রত্যাশা, যা তিনি পেস্তালোজজী ও হারবার্টের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন, তিনি প্রাক-স্কুল শিক্ষার গুরুত্ব জোরদার করতে স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অন্য কারণটি সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির। ফরোয়েবেল নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় বসবাস করতেন, তার সমস্ত ধ্বংসাত্মক প্রভাবের পরে, পরে পুঁজিবাদের প্রাথমিক যুগের এবং সামাজিক বিপ্লবের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে। তিনি দেখেছিলেন যে এই সব সংকটে কেউই শিশু হিসেবে নিখুঁত নয়। অতএব তিনি পিস্তলজজী অতিক্রম করেন, যিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার মানবজাতির পুনর্নির্মাণের জন্য মৌলিক হিসাবে বিবেচনা করেন এবং কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে।

ফ্রোয়েবেল এর শিক্ষাগত নীতিসমূহ :

ফ্রোয়েবেল এর শিক্ষাগত নীতি নিম্নরূপ হয়:

1. ফ্রোয়েবেল রক্ষণাবেক্ষণ করে যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর মনকে শব্দে গলিত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

করা নয়। তিনি লিখেছেন, 'সর্বোপরি জীবিত ঐক্যকে তুলে ধরার জন্য স্কুলটির অপরিহার্য ব্যবসায়িক বিষয়গুলি বিভিন্ন ধরণের এবং বহুবিধতার সাথে যোগাযোগ করার মতো নয়।' আবারও লিখেছেন, 'মানব শিক্ষায় জ্ঞান এবং উপলব্ধি প্রয়োজন। ধর্ম, প্রকৃতি এবং ভাষা তাদের ঘনিষ্ঠ জীবিত পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। তিনটি ঘনিষ্ঠ ঐক্যের জ্ঞান এবং উপলব্ধি ছাড়াই, স্কুল এবং আমরা নিজেদেরকে নিখুঁত, স্বার্থপর বৈচিত্র্যের ভ্রান্তিতে হারিয়ে যাচ্ছি। তাই শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে বৈচিত্র্যের ঐক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করতে হয়।

2. শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হল শিশুর নিজের কার্যকলাপ। খেলুন শিশু বৃদ্ধি একটি অপরিহার্য ফ্যাক্টর ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে এবং নির্লজ্জ প্রাকৃতিক বিকাশ খেলার মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়।

3. শিশু-কিশোরের প্রকৃতি এবং চাহিদার সাথে শিক্ষার সমৃদ্ধতা থাকা উচিত।

4. শিশুকে একটি মুক্ত পরিবেশে শিক্ষিত করা উচিত। স্বাধীনতা মানে আত্মনির্ধারিত আইনের আজ্ঞাবহ

5. শিক্ষক একটি মালী যিনি সাবধানে নার্স এবং শিশুদের রক্ষা করার জন্য তাদের পূর্ণ এবং বিনামূল্যে উন্নয়ন সবচেয়ে পছন্দসই লাইন বরাবর নিরাপদ। তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষানবিশ educand যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে যে স্তর অর্জন করার জন্য তার প্রকৃতির আইন অনুযায়ী উন্নয়নশীল সাহায্য।

6. ফ্রোয়েবেল শিক্ষার সামাজিক দিক জোর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন হোম, স্কুল, চার্চ এবং রাষ্ট্র ইত্যাদি ব্যক্তিদের উন্নয়নের সংস্থা, যেখানে তিনি বৈচিত্র্যের ঐক্য বুঝতে পারেন।

7. সন্তানের কল্পনাকে উত্তেজিত করার প্রধান উপায় হিসেবে তিনি গান, অঙ্গভঙ্গি এবং নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।

ফ্রোয়েবেল অনুযায়ী শিক্ষার কার্যকারিতা পরিমার্জিত করা যেতে পারে, 'শিক্ষাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শান্তি ও আত্মার সাথে শান্তি এবং ঈশ্বরের সাথে ঐক্যের বিষয়ে মানুষকে পরিষ্কার ও পরিচালনা করতে হবে। এটি মানুষকে ঈশ্বর ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ও পবিত্র জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। '

কিন্ডারগার্টেন এর অর্থ :

কিন্ডারগার্টেনের আকারে, ফরোয়েবেল শিক্ষার তত্ত্ব ও অনুশীলনে একটি

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি শৈশবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং 1837 সালে ব্ল্যাঙ্কেনবার্গে চার থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুদের জন্য প্রথম কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ডারগার্টেন একটি জার্মান শব্দ, যার অর্থ শিশু বাগানের বোঝা। ফ্রোয়েবেল একটি বাগান হিসাবে শিক্ষক, মালী হিসাবে শিক্ষক এবং দরুন গাছপালা হিসাবে ছাত্র কল্পনা মালী ভালো শিক্ষকদের ছোটো মানুষের উদ্ভিদের যত্ন নেওয়ার এবং তাদের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা বৃদ্ধির জন্য পানি সরবরাহ করা। একটি শিশু এবং একটি উদ্ভিদ মধ্যে ফ্রোয়েবেল খুব সাদৃশ্য আবিষ্কৃত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উদ্ভিদ ও শিশুটির বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া একই। বীজটির মধ্যে উদ্ভিদ প্রবাহিত হয়, একইভাবে শিশুটিও তার মধ্যে থেকে বেড়ে ওঠে। তিনি তার প্রবণতা এবং মনের ভিত্তির ভেতর থেকে।

টিপ্পনী

কিন্ডারগার্টেন এর উদ্দেশ্য :

ফ্রোয়েবেল শব্দের মধ্যে একটি কিন্ডারগার্টেন এর উদ্দেশ্য 'তাদের সম্পূর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে চুক্তি, শিশুদের তাদের ইন্দ্রিয়, তাদের জাগ্রত মন এবং প্রকৃতির সাথে পরিচিত তাদের সচেতন করতে তাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রবৃত্ততা বজায় রাখার জন্য শিশুদের কর্মসংস্থান দিতে হয় তাদের সহকর্মী প্রাণী এটি বিশেষভাবে হৃদয় ও অনুরাগকে সঠিকভাবে নির্দেশ করে এবং তাদের জীবনের মূল স্থানের দিকে পরিচালিত করে, নিজেদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়

কিন্ডারগার্টেন এর প্রধান বৈশিষ্ট্য :

কিন্ডারগার্টেন এর প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

1. স্ব কার্যকলাপ: ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করে যে সন্তানের একটি কার্যকলাপ যে নিখুঁত করা ছিল না বাবা বা শিক্ষক দ্বারা প্রস্তাবিত ছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে শিশুকে নিজের ইচ্ছামত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সন্তানের বৃদ্ধি তার ভিতরের বল দ্বারা পরিচালিত হয়। শিক্ষা, ফ্রোয়েবেল বলেন, 'মানুষের স্ব স্ব কার্যকলাপ এবং আত্মনির্ধারণ জন্য প্রদান করা উচিত' - ঈশ্বরের ইমেজ মধ্যে স্বাধীনতা জন্য নির্মিত হচ্ছে। তিনি স্ব - কার্যকলাপ স্বতন্ত্র একটি প্রক্রিয়া যা স্বতন্ত্র নিজের প্রকৃতি উপলব্ধি হিসাবে গণ্য এবং তার নিজের জগৎ গড়ে তোলে এবং তারপর একত্রিত হয়- এবং দুটি মিলনের। একটি পরিদর্শক এই স্ব-কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন 'মনের স্ব-কার্যকলাপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম আইন, এখানে প্রদত্ত নির্দেশনাটি তরুণ মনকে একটি শক্তিশালী বাক্সে পরিণত করে না, যা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিভিন্ন মূল্য ও মুদ্রার মুদ্রার

সম্ভাব্য মুদ্রার মতো। এখন বিশ্বের যে স্টাফ করা হয় বর্তমান, কিন্তু ধীরে ধীরে, ক্রমাগত, ধীরে ধীরে এবং সবসময় অভ্যন্তরীণভাবে যে মানুষের মন প্রকৃতি পাওয়া সংযোগ অনুযায়ী; শিক্ষার ক্রমাগতভাবে কোনও টিক চিহ্ন ছাড়াই চলে যায়, সহজ থেকে জটিল থেকে, কংক্রিট থেকে বিমূর্ত পর্যন্ত, তাই ভালভাবে বাচ্চার এবং তার প্রয়োজনগুলির সাথে অভিযোজিত হয় যে সে তার খেলার মতো সহজেই তার শিক্ষা লাভ করে।'

টিপ্পনী

নিম্নলিখিত পয়েন্ট কার্যকলাপ সম্পর্কিত উল্লেখ করা উচিত:

(i) এটি অস্পষ্ট হওয়া উচিত নয়।

(ii) এটি একটি sublimated বা নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ হওয়া উচিত।

(iii) অর্থপূর্ণ কার্যক্রমগুলি সুরক্ষিত করার জন্য সামাজিক পরিবেশ অপরিহার্য।

(iv) স্ব-কার্যকলাপের কাজটি বা খেলার ধরনটি গ্রহণ করতে পারে।

2. খেলা: ফ্রোয়েবেল মতে, 'এই পর্যায়ে মানুষ সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ ..... এটি, তাই, আনন্দ, স্বাধীনতা, সন্তুষ্টি, ভিতরের বিশ্রাম এবং বিশ্বের সাথে শান্তি দেয়। এটা যে সব ভাল উত্স ঝুলিতে 'ফ্রোয়েবেল স্বীকৃত যে খেলা নির্দিষ্ট উপাদান উপর সংগঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন যাতে এটি নিখরচায় খেলা' degenerate না হতে পারে পরিবর্তে জীবনের জন্য যারা কাজ নির্ধারিত হয়। " যুক্তিযুক্ত সচেতন নির্দেশিকা হতে হবে। ফলস্বরূপ, ফ্রোয়েবেল শিশুদের সাথে খেলতে সাত উপহার দিয়েছেন।

3. গান, অঙ্গভঙ্গি এবং নির্মাণ: ফ্রোয়েবেল গান, অঙ্গভঙ্গি এবং নির্মাণের মধ্যে একটি জৈব সম্পর্ক দেখেছি। তিনি এই তিনটি সন্তানের মধ্যে মত প্রকাশের সমন্বয় ফর্ম বিবেচনা। ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা শিখে যাওয়াটা কি প্রথম একটি গানের মধ্যে প্রকাশ করা হয়, তারপর এটি নাটকীয় বা অঙ্গভঙ্গি বা আন্দোলনে প্রকাশ করা হয় এবং শেষপর্যন্ত কিছু গঠনমূলক কাজ যেমন কাগজ বা মৃত্তিকা দ্বারা চিত্রিত করা হয়। সুতরাং, মন একটি সুষম বিকাশ, বক্তৃতা অঙ্গ এবং হাত লক্ষ্য করা হয় এই তিনটি কার্যকলাপ সন্তানের অর্থে, অঙ্গ এবং পেশীর ব্যায়াম প্রদান করে।

গানের নির্বাচন: তিনি মাতা ও নার্সারি গানের বইয়ে গান দিয়েছেন। এই পঞ্চাশ খেলা গান আছে। গানগুলি প্রবর্তনের ধারণাটি সক্রিয় করতে, শিশুটি তার ইন্দ্রিয়, অঙ্গ এবং পেশী ব্যবহার করতে এবং আশপাশের পরিবেশের সাথে তাকে পরিচিত করার জন্য। শিশু এই গানগুলি মাধ্যমে ভাষা ব্যবহার শুরু হয়। প্রতিটি গান একটি খেলা যেমন 'লুকান এবং

খোঁজা' দ্বারা অনুষঙ্গী হয়। গানের নির্বাচন শিশুর উন্নয়নের ভিত্তিতে শিক্ষক দ্বারা নির্ধারিত হয়। একটি গান তিনটি অংশ আছে। এই নিম্নরূপ হয়:

(i) মা বা শিক্ষকের নির্দেশের জন্য একটি আদর্শ

(আ) একটি আয়াত সংগীতের সাথে

(iii) গানের বর্ণনাকারীর ছবিটি ড্রিলের জন্য গান:

আমাদের আজকের দিনে একটি ড্রিল আছে, মহান অ্যারের সাথে মার্চ, এবং যে কেউ ভাল চালানোর বাকি অধিনায়ক হতে হবে, এবং আমাদের পথে আমাদের চালান

4. উপহার এবং পেশা: আমরা ইতিমধ্যে কার্যকলাপ এবং খেলা স্থান জোর। কার্যক্রম প্রদান, ফ্রোয়েবেল উপহার হিসাবে পরিচিত উপযুক্ত উপকরণ পরিকল্পিত। উপহার উপহার দ্বারা প্রস্তাবিত কার্যক্রম কিছু উপহার এবং পেশা কিছু ফর্ম প্রস্তাব প্রস্তাব। এই সাবধানে গ্রেড করা হয়েছে। তারা সব ভোগদখল খেলা জিনিস নতুনত্ব উপহারটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এটি শিশুকে কার্যক্রম থেকে বাড়ে এবং এক পর্যায় থেকে অন্যের চিন্তা করে।

প্রথম উপহার: প্রথম উপহার একটি বাক্সে থাকা ছয়টি রঙীন বল নিয়ে গঠিত। বল বিভিন্ন রং এর হয় শিশুকে খেলার মধ্যে তাদের রোল করা হয় পেশা তাদের রোলিং মধ্যে রয়েছে। বলগুলি শিক্ষার্থীদের রঙ, পদার্থ, গতি এবং দিকনির্দেশনার একটি ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি। বলের রোলিং সহগমনকারী ছন্দগুলি নিম্নরূপ:

ওহ, চমৎকার বল দেখুন

তাই বৃত্তাকার তাই নরম এবং ছোট

বল বৃত্তাকার এবং রোলস প্রতিটি উপায়,

বল শিশুর খেলার জন্য চমৎকার

দ্বিতীয় উপহার: এটি একটি গোলক, একটি ঘনক এবং কঠিন কাঠের তৈরি একটি সিলিন্ডার। এই একটি বাক্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিশু তাদের সাথে খেলা করে এবং ঘনত্বের স্থায়িত্ব এবং গোলকটির গতিশীলতার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করে। তিনি শিখেছেন যে সিলিন্ডার উভয় চলমান এবং স্থিতিশীল এবং এটি উভয় গুণের সমন্বয়।

তৃতীয় উপহার: এটি একটি বড় কাঠের ঘনবস্ত্র, আট কাঠের কাঠামোতে বিভক্ত। সন্তানের এই মাধ্যমে যোগ এবং বিয়োগ করার প্রাথমিক ধারণা থাকতে পারে।

এই উপহারগুলি শিক্ষার কার্যকর ভিত্তি হতে হবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

5. শিক্ষকের জায়গা: শিক্ষক প্যাসিভ থাকার নয়। শিশুদের শিশুদের উপহার দেওয়া হয় যখন তিনি দখল ধারণা ধারণা আছে। তিনি তাদের নির্দিষ্ট কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে হবে। তিনি উপযুক্ত ধারণা তৈরি করতে সন্তানের সাহায্য করার জন্য তিনি একটি দৃশ্যে একটি গান গেয়েছিলেন।

6. শৃঙ্খলা: একজন শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। তিনি প্রেম, সহানুভূতি, নম্রতা, সহযোগিতা এবং প্রাচীনদের প্রতি আনুগত্য মত মূল্যবোধকে অনুধাবন করতে হবে। তিনি বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ এবং শারীরিক শাস্তি এড়াতে হবে। শিশুটি যাতে বুঝতে পারে যে শৃঙ্খলা আদেশ, শুদ্ধতা এবং পারস্পরিক বোঝার জন্য তার প্রেমের উপর নির্ভর করে। ফ্রোয়েবেল জোর যে এই পর্যায়ে শিশুদের শিক্ষাদান জন্য মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

7. পাঠ্যক্রম: পাঠ্যক্রমের বিভাগ নিম্নরূপ:

(i) ম্যানুয়াল কাজ

(ii) ধর্ম এবং ধর্মীয় নির্দেশনা

(iii) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিত

(ঈ) ভাষা

(v) কলা এবং শিল্পের অবয়ব

ফ্রোয়েবেল এর কিন্ডারগার্টেন এর সুবিধা :

ফ্রোয়েবেল এর কিন্ডারগার্টেন এর যোগ্যতা নিম্নরূপ হয়:

1. ফ্রোয়েবেল প্রাক-স্কুল বা নার্সারি শিক্ষা উপর জোর রাখে।

2. তিনি প্রাথমিক শিক্ষায় খেলার গুরুত্বকে জোর দেন।

3. তিনি একটি অপরিহার্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্কুল ধারণা এবং সুযোগ বিস্তৃত। তিনি স্কুলকে ক্ষুদ্রতর সমাজ হিসেবে বিবেচনা করেন যেখানে শিশুদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহ-অনুভূতি এবং দায়িত্ব ইত্যাদির গুণাবলীগুলি শিখছে।

4. ফ্রোয়েবেল শিশুর প্রকৃতি, তার সহজাত প্রবৃত্তি এবং অধ্যয়ন প্রয়োজনীয়তা জোর

সাহিত্য।

5. কিন্ডারগার্টেনের উপহার এবং পেশাগুলি শিক্ষার একটি নতুন পদ্ধতি প্রদান

করে।

6. স্কুলে উৎপাদনমূলক কাজ অন্তর্ভুক্তি শিশু উৎপাদনকারী কর্মীদের তোলে।

7. একটি কিন্ডারগার্টেন কার্যকলাপের জন্য যথেষ্ট সুযোগ আছে।

8. বিভিন্ন উপহার পরিচায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

9. পাঠ্যক্রমের প্রকৃতির গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া শিক্ষার্থীদের মনে প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা বিকাশে সহায়তা করে।

টিপ্পনী

সীমাবদ্ধতা :

নিম্নরূপ সীমাবদ্ধতা আছে:

1. ফ্রোয়েবেল শিশুর খুব বেশী আশা উপহারের সাথে খেললে শিশুটি জৈব ঐক্যের বিমূর্ত ধারণাগুলি বুঝতে সক্ষম হয় না।

2. কিন্ডারগার্টেনের মধ্যে, এখানকার উন্নয়ন থেকে অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। পরিবেশের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নি।

3. তার দ্বারা প্রদত্ত গানগুলি শেষ হয়ে গেছে। এই প্রতিটি স্কুলে ব্যবহার করা যাবে না।

4. ফ্রোয়েবেল উপহার প্রকৃতির আনুষ্ঠানিক। উপহার উপস্থাপনা এর আদেশ নির্বিচারে হয়। তারা জ্ঞান প্রশিক্ষণ একটি উদ্দেশ্য অনেক পরিবেশন না।

5. ফ্রোয়েবেল এর কিন্ডারগার্টেন পৃথক শিশু অধ্যয়ন জন্য প্রদান করে না।

6. বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার মধ্যে সামান্য পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।

7. শিক্ষায় খেলার উপর তার অত্যধিক গুরুত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ এটি শিশুকে গুরুতর শিক্ষা থেকে বিভ্রান্ত করবে।

আধুনিক শিক্ষার উপর ফ্রোয়েবেল এর প্রভাব :

ফ্রোয়েবেল আমাদের শিশুদের জন্য বাস করতে এবং তাদের ভালবাসা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয় আর জেলে নেই এবং সন্তানরা আর বেশি প্যাসিভ শিক্ষার্থী নয়। কোন সন্দেহ নেই যে আধুনিক শিক্ষাগত চিন্তাধারা ও অনুশীলনের সমস্ত প্রবণতা ফ্রোয়েবেল এর ধারণায় তাদের শিকড় খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি খুব অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য সমাজকে সচেতন করার জন্য সাহায্য করেছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা প্রভাবিত যা প্রধান ক্ষেত্র নিম্নরূপ হয়:

1. প্রাক প্রাথমিক বা প্রাক মৌলিক শিক্ষা উপর জোর: বর্তমান শিক্ষক

সম্পূর্ণভাবে প্রাথমিক বছরের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে। আজ আমরা এই ধরনের শিশুদের প্রয়োজন মেটানো একটি বড় সংখ্যা স্কুলের। ফ্রোয়েবেল এছাড়াও উপলব্ধ ছিল যে যতক্ষণ না নার্সারি বছর শিক্ষা সংস্কার ছিল, কিছুই কঠিন এবং যোগ্য অর্জন করা যায়নি।

2. স্কুলে নতুন ধারণা: হাইইস বলেছেন, 'তাঁর কিন্ডারগার্টেন স্কুলটি একটি সামান্য দুনিয়া ছিল যেখানে দায়িত্ব সকলের দ্বারা ভাগ করা হয়েছিল, সকলের সম্মানিত স্বতন্ত্র অধিকার, ভ্রাতৃপ্রতি সহানুভূতি এবং স্বেচ্ছাসেবী সহযোগিতার দ্বারা পরিচালিত।' তাঁর স্কুল ছিল একটি সমাজ ক্ষুদ্র।

শিক্ষার বর্তমান প্রবণতা স্কুলে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমাজ হিসেবে বিবেচনা করে। ডেভি স্কুলে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেন। বর্তমান স্কুলে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

3. সন্তানের ব্যক্তিত্বের সম্মান: শিশুদের জন্য শিশুদের জন্য ফরোয়েবেল বসবাস করে, শিশুদের জন্য কাজ করে এবং শিশুদের জন্য মারা যায়। তিনি শিশুদের জন্য গভীর প্রেম এবং সহানুভূতি ছিল।

4. সন্তানের অধ্যয়নের উপর চাপ: ফ্রোয়েবেল সন্তানের প্রকৃতির গবেষণা, তার প্রবৃত্তি এবং impulses প্রয়োজন জোর। আধুনিক শিক্ষাগুলি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে দেখাতে হয় যে শিশুদের আবেগ ও প্রবৃত্তির বিনামূল্যে খেলার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়।

5. খেলার মাধ্যমে শিক্ষা: ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করে যে খেলা আত্ম উন্নয়নের সর্বোচ্চ ধাপ। তিনি স্কুল কার্যক্রমের মধ্যে খেলা চালানো। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা খেলা পদ্ধতির নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা ছেলেমেয়েদের গান, আন্দোলন, অঙ্গভঙ্গি, নাট্যায়ন, হাতের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে থাকি।

6. জ্ঞান প্রশিক্ষণ: ফ্রোয়েবেল শিশুদের অজ্ঞান প্রশিক্ষণ জন্য উপহার দেওয়া; এই উপহারের সাহায্যে তিনি আকৃতি, ফর্ম, রঙ, আকার এবং সংখ্যাটির ধারণা দিতে চেয়েছিলেন। প্রত্যেক আধুনিক স্কুলগুলিতে, ঐসব কার্যক্রমগুলি চালু করা হয় যা ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণে সহায়তা করে। অডিও-ভিজ্যুয়াল এডুকেস বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

7. শিক্ষার কাজে: ফরোয়েবেল শিক্ষার ভিত্তি স্ব-কার্যকলাপের জন্য প্রথম শিক্ষক ছিলেন। 'করণ দ্বারা শেখা' হল দিনের স্লোগান। বর্তমান স্কুল শিশুদের জন্য

টিপ্পনী

কার্যকলাপ এবং আনন্দ একটি জায়গা হয়ে গেছে। আমরা ছাত্রদের কার্যক্রম প্রদান করি যাতে তারা নির্মাণ, ম্যানিপুলেশন, কৌতূহল এবং অর্জনের প্রবৃত্তি পূরণ করতে পারে।

8. শিক্ষায় প্রকৃতির গবেষণা: ফরোয়েবেলের জন্য, প্রকৃতির গবেষণায় ঈশ্বরকে নিকটবর্তী শিশুটিকে আনয়ন করার একটি মাধ্যম ছিল। তিনি প্রকৃতি অধ্যয়নের একটি পাঠ্যক্রমের পক্ষে প্রচারণা চালান যাতে শিশুটি সারা পৃথিবীকে বুঝতে পারে এবং সেগুলি পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। এই ধারণাটি আজকের এই দুর্গটি গ্রহণ করেছে যে প্রকৃতির গবেষণার জন্য এটি প্রদান না করলে আমরা তার নামের উপযুক্ত কোন স্কুলকে সম্মান করি না।

9. নার্সারি পর্যায়ে মহিলা শিক্ষক: এটা ফ্রোয়েবেল প্রভাব কারণে আমরা বিবেচনা করা হয় যে মহিলা শিক্ষকদের প্রাক প্রাথমিক বা প্রাক মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা নিহিত একটি প্রবণতা খুঁজে বের করা হয় যে কারণে বলতে ভুল হবে না এই পর্যায়ে নির্দেশের এই কাজের জন্য আরো উপযুক্ত হবে।

10। শিক্ষকের ভূমিকা: শিক্ষক মৃন্ময়ীর ভূমিকা পালন করে, যিনি টেন্ডার উদ্ভিদের পর দেখেন। তিনি জীবনের একটি পরিবেশ এবং স্বাধীনতা প্রদান করে। তিনি তার কাজ খুব সাবধানে পরিকল্পনা করেন এবং খেলার-গতির কার্যকলাপটি প্রদর্শন করেন। তিনি সর্বদা প্রধান উদ্দেশ্য মনে রাখবেন যা উপহার এবং গানগুলি পরিবেশন করা উচিত।

3.4. সংক্ষিপ্তসার

- জ্যান জ্যাকস রুসিয়ো ফ্রান্সের সর্বকালের সেরা উৎপাদনকারী হিসাবে বিবেচিত হয়।
- রুশোর জন্ম 28 শে জুন 1721-এ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- রুশির বাবা-মা ছিল বিক্ষোভকারী, কিন্তু তিনি ক্যাথলিকবাদে রূপান্তরিত হন
- ম্যাডাম ডি ওয়ারেনস (ফ্রানসোজ-লুইস ডে ওয়ারেনস) এর প্রভাব
- রুশোউ তার পুরস্কার বিজয়ী প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান ও কলা নেভিগেশন বক্তৃতা' সঙ্গে খ্যাতি বেড়েছে'।
- রুসো এই ধারণাটি সমালোচনা করেছেন যে বিজ্ঞান অগ্রগতি নিয়ে এসেছে তিনি এটি একটি বিভ্রম হিসাবে অভিহিত।
- রুশোর জন্য, নৈতিকতা অন্যদের চোখে নিজের চোখে দেখতে এবং উপযুক্তভাবে কাজ করার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়।
- রুশোর মতে, পুরুষরা তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য একটি সুশীল সমাজ তৈরি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

করে।

- সাধারণ ইচ্ছাতে এটি অধিষ্ঠিত করে জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের সৃষ্টি রুশো একটি অনন্য অবদান যা আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেয়।
- প্রকৃত ইচ্ছা মানুষের স্বাধীনতার জন্য ক্ষতিকর। এইভাবে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, ব্যক্তিদের বাস্তব ইচ্ছার নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত। প্রকৃত স্বাধীনতা বাস্তব ইচ্ছার দ্বারা প্রতিফলিত হয়।
- রুশো, তাঁর বই দ্য ডিসকোর্স অন পলিটিকাল ইকোনোমি, প্রথমবারের মতো জেনারেল উইলটি গৌণ করেছেন।
- সমস্ত সাধারণ থেকে উত্পন্ন হয় এবং সব থেকে প্রয়োগ করা হয় এটি সম্প্রদায়ের সকল সদস্যদের যুক্তিসঙ্গত ইচ্ছা রয়েছে।
- রুশোও তিনটি বিষয় যেমন, রাষ্ট্রের সময়, তার জীবনের অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং তার আবেগপ্রবণ এবং মানসিক প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাঁর দর্শন সাধারণত 'প্রাকৃতিকতাই' শব্দটি দ্বারা মনোনীত হয়।
- রুশো অনুযায়ী জীবন প্রকৃত ছিল। ‘কারণ', তিনি বলেন 'প্রাকৃতিক সভ্যতা ও প্রাকৃতিক মানুষ উভয় উৎপাদনের নীতিগত নীতি হওয়া উচিত।'
- রুশোউ মনে করেন যে শৈশব একটি নির্দিষ্ট সময়কাল যখন শিশুকে জানা উচিত যে তার সময় কীভাবে হতাশ হবেন। বইয়ের একটি গভীর গবেষণা জন্য সময় সংরক্ষণ করা হয় যখন এটি একটি সময় নয়।
- রুশো শিশুর স্বাধীনতা বিশ্বাস করে। এটা শুধুমাত্র একটি বিনামূল্যে বায়ুমন্ডলে যে সন্তানের তার জন্মগত এবং স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকাশ সক্ষম হবে।
- এমিলে দেওয়া হিসাবে, রুশো শিশু পর্যায় অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেন।
- রুশো প্রকৃতির আইনসমূহের ঘটনা এবং তদন্তের উপর তার চাপের সাথে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে
- আধুনিক শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক প্রবণতা জন্য ভিত্তি
- ফ্রেডরিশ আগস্ট ফরোয়েবেল 1782 সালের ২1 এপ্রিল দক্ষিণ জার্মানিের ওবদুইয়েব্যাক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ফরোয়েবেল তার যুবকালে উপেক্ষিত ছিল এবং তার প্রথম দুঃখের স্মৃতিগুলি তাকে পরবর্তী জীবনে জীবনযাপনের সুখের প্রচারে আরো বেশি আগ্রহী করে তোলে।

- ফ্রোয়েবেল পিতা এবং প্রকৃতি সঙ্গে যোগাযোগের ধর্মীয় প্রভাব তাকে আধ্যাত্মিকতা এবং আদর্শবাদ একটি আত্মা চাষ। তিনি প্রকৃতির আইনগুলির অভিন্নতা ও ঐক্য আবিষ্কার করেছেন।
- ফ্রেইয়েলেল 1816 সালে গ্রি শিমে একটি ছোট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই কেহান স্থানান্তর করা হয়েছিল।
- ফ্রোবেলের দর্শন জার্মানির মহান প্রভাবের ফলাফল
- ফিৎচ, কান্ট এবং স্কিলিং মত দার্শনিক।
- ফ্রোয়েবেল অনুযায়ী এক ঐতিহ্য আইন-একতা আইন আছে - যে শাসন
- সব কিছুই, পুরুষ এবং প্রকৃতি।
- ফরোয়েবেল শৈশব একটি নতুন ধারণা ধারণ করে। শৈশব কেবল যৌবনতার জন্য প্রস্তুতি নয়, এটি নিজেই একটি মূল্য এবং এর নিজস্ব সৃজনশীলতা রয়েছে।
- শৈশব যুগোপযোগী হিসাবে নিজেই একই অধিকার সঙ্গে ঐশ্বরিক পূর্ণ অংশগ্রহণ করে, এবং সেইজন্য এটি শিক্ষকের অংশ একই সম্মান দাবি করতে পারেন।
- ফ্রোয়েবেল রক্ষণাবেক্ষণ করে যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর মন একটি শব্দ গম্ভীর করা করা হয় না।
- ফরোয়েব লিখেছেন, 'সবকিছুর মধ্যে থাকা চিরকালের ঐক্যকে তুলে ধরার জন্য স্কুলটির অপরিহার্য ব্যবসায়িক বিষয়গুলি বিভিন্ন ধরণের এবং বহু গুণের সাথে যোগাযোগ করার মতো নয়।'
- কিন্ডারগার্টেনের আকারে, ফ্রোয়েবেল শিক্ষা তত্ত্ব এবং অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান করেছে।
- ফ্রোয়েবেল শৈশবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব উপলব্ধি এবং প্রথম কিন্ডারগার্টেন, 4 থেকে 6 বছর বয়সী শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান Blankenberg এ 1837 সালে একটি প্রতিষ্ঠান খোলা।
- ফ্রোয়েবেল গান, অঙ্গভঙ্গি এবং নির্মাণের মধ্যে একটি জৈব সম্পর্ক দেখেছি। তিনি এই শিশুর মধ্যে অভিব্যক্তি তিনটি সমন্বয় ফর্ম হিসাবে গণ্য।
- ফরোয়েবেল প্রাক-স্কুল বা নার্সারি শিক্ষা উপর জোর দেওয়া।
- ফ্রোয়েবেল একটি অপরিহার্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্কুল ধারণা এবং সুযোগ বিস্তৃত। তিনি স্কুলকে ক্ষুদ্রতর সমাজ হিসেবে বিবেচনা করেন যেখানে শিশুদের

টিপ্পনী

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

2.5. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

১. রুশোর এমিল গ্রন্থের ভিত্তিতে নারী শিক্ষা ও পুরুষের শিক্ষা কাঠামোটি বর্ণনা কর।

২. রুশোর মতে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও নীতিবাচক শিক্ষার ধারনা প্রদান করুন।

টিপ্পনী

৩. প্রকৃতিবাদী দর্শনের সমর্থক হিসাবে রুশোর শিক্ষাদর্শনের অবদানের তাৎপর্যটি আলোচনা করুন।

৪. আধুনিক শিক্ষায়, শিশু শিক্ষায় অবদানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেল এবং তার শিক্ষাচিন্তার গুরুত্ব আলোচনা করুণ।

৫. আধুনিক যুগের ভিত্তিতে ফ্রয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতি সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।

একক ৪ : ডিউই এবং মন্তেসরি

গঠন

4.0 ভূমিকা

4.1 ইউনিট উদ্দেশ্য

4.2 জন ডিউই

4.2.1 শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ডিউই -এর দৃষ্টিভঙ্গি

4.2.2 শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারা এবং ডিউই এর অবদান

4.3 ম্যাডাম মারিয়া মন্তেসরি

4.3.1 তার দর্শনশাস্ত্র অন্তর্গত শিক্ষাগত নীতিসমূহ

4.3.2 মন্তেসরি মেথটস ও তাঁর পদ্ধতি

4.3.3 সমতাবিন্দু: মন্তেসরি এবং ফ্রয়েবেল

4.4 সংক্ষিপ্তসার

4.5 প্রশ্ন এবং অনুশীলনী

4.0 সূচনা

পূর্ববর্তী ইউনিটটিতে আপনি জাঁ-জ্যাক রুশো এবং এফ. ডব্লু. আগস্ট ফ্রয়েবেলের জীবন এবং কাজ সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অবদান।

একইভাবে, এই ইউনিটটি অন্য দুটি বিশিষ্ট পরিসংখ্যানের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে যারা তরুণ শিক্ষার্থীদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে এবং সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করে। এই ইউনিট মেনেসসির পদ্ধতিতে শিক্ষার দর্শনের জন্য পরিচিত একটি ইতালীয় চিকিৎসক এবং শিক্ষক, মাদাম মারিয়া মন্তেসরি (১৮৭০ -১৯৫২), জন ডিউই (১৮৫২-১৯৫২), একটি আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ, শিক্ষার উপর তৈরি।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

4.1 ইউনিট উদ্দেশ্যসমূহ

এই ইউনিট মাধ্যমে যাওয়ার পরে, আপনি করতে সক্ষম হবে:

- জন ডিউই-এর দর্শন এবং শিক্ষা সম্পর্কে তার মতামত নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।
- ডিউইয়ের দেওয়া স্কুল পাঠ্যক্রমের মূল বৈশিষ্ট্য এবং নীতিগুলির বর্ণনা জানতে পারবে।
- শিক্ষাগত চিন্তা ও অনুশীলনে ডিউইয়ের অবদানের মূল্যায়ন করতে পারবে।
- ডিউই এর দর্শনের সীমাবদ্ধতা পরীক্ষা করতে পারবে।
- ম্যাডাম মারিয়া মন্তেসরি এর অন্তর্নিহিত শিক্ষার নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।
- মন্তেসোরি কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষকের কাজগুলি ব্যাখ্যা করুন এবং মন্তেসরি পদ্ধতির যোগ্যতার বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- মন্তেসরি এবং তার পদ্ধতির সাথে ফরোয়েবেল এবং তার কিন্ডারগার্টেনের সাথে তুলনা করতে পারবে।

4.2 জন ডিউই

জন ডিউই 1859 সালে জন্মগ্রহণ করেন। 1879 সালে ভার্ম্যান্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর, তিনি একটি স্কুল শিক্ষক হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেন এবং একটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর দর্শন কেবল অনুমানমূলক নয়, কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রকৃত অভিজ্ঞতাগুলির উপর ভিত্তি করে। ১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জার্নাল অফ স্পটলিয়াল ফিলোসপিতে তাঁর প্রথম নিবন্ধটির শিরোনাম 'দ্য মেটাফিজিক্যাল অ্যাস্পমেন্ট অফ ট্যাটরিজিজম' লিখেছিলেন।

স্কুল শিক্ষক হিসাবে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর, ডিইয়ান জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে যোগদান করেন এবং ১৮৮৪ সালে দর্শনশাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি মিনেসোটা, মিশিগান ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন।

এটি ১৮৯৬ সালে শিকাগোতে ছিল যে ডিউই আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলটি বিশ্বব্যাপী শিক্ষাবিদদের কাছে এখনও অজানা তথ্যাবলী ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার হিসেবে কাজ করে। এটি ছিল এখানে যে তিনি পরীক্ষার, সংশোধন এবং তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা স্কুল পরিস্থিতিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা পরে স্পষ্ট।

তিনি দর্শন ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য পেইচিং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তুরস্কের সরকার তাকে তুরস্কের জাতীয় স্কুলগুলির পুনর্গঠন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বলেছিল।

ডিউই - এর দর্শনশাস্ত্র

ডিউই - এর দর্শন ও প্রোগ্রামকে বিভিন্নভাবে 'পরীক্ষামূলক', 'কার্যকারিতা', 'যন্ত্রণা', 'অপারেশনালিজম', 'প্রগতিশীলতা', 'প্র্যাকটিসালিজম' এবং সর্বোপরি 'প্রগতিসম্মত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সমস্ত জীবনের গতিশীল এবং কখনও পরিবর্তিত চরিত্রের উপর তার জোর নির্দেশ করে। ডিউই যেভাবে কাজ করে বা তার পরিণতির দ্বারা প্রতিটি হাইপোথিসিস বা বিশ্বাস বা নীতি পরীক্ষা করে। তিনি যে কোনও পরম মূল্যবোধ বা চূড়ান্ত নৈতিক নীতির অস্তিত্বের মধ্যে বিশ্বাস করেন না যা 'অবিচ্ছিন্ন এবং অগ্রহণযোগ্য'। তিনি বলেন যে কোন নির্দিষ্ট বিশ্বাস আছে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে বুদ্ধি কার্যকরী শেষের অধীন। 'ইউটিলিটি' ছিল প্রতিটি মান স্পর্শ স্টেশন। প্রগতিমতি শিক্ষা দেয় যা যা দরকারী, একটি বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজ কি সত্য; কি কাজ না হয় মিথ্যা। সত্য, এইভাবে, একটি 'স্থায়ী', 'শাশ্বত' জিনিস না হয়, কিন্তু কিছু বিষয় যা পরিবর্তন সাপেক্ষে। প্রগতিবাদ অনুযায়ী আজকের সত্য কি আজ মিথ্যা হতে পারে।

ডিউই -এর দ্বারা জোর দেওয়া পাঁচটি মান নিম্নরূপ:

1. নান্দনিক স্বাদ বা ক্ষমতা
2. সুবুদ্ধি
3. দক্ষতা
4. বৈজ্ঞানিক আত্মা
5. সুসংবদ্ধতা এবং সামাজিক দক্ষতা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতি

ডিউই ব্যাখ্যা করে যে, যেখানে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেখানে জীবন্ত হচ্ছে। রুপকথার দৃষ্টিতে, অভিজ্ঞতা প্রাথমিকভাবে একটি জ্ঞান ব্যাপার হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু চোখ প্রাচীন চশমা মাধ্যমে খুঁজছেন না, এটা নিশ্চিতভাবে সংক্রামক একটি ব্যাপার হিসাবে প্রদর্শিত হবে তার শারীরিক ও সামাজিক পরিবেশের সাথে বসবাস অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে আমরা কি জিনিস এবং আমরা উপভোগ বা জিনিষ থেকে ভোগে মধ্যে একটি পশ্চাদপদ এবং ফরোয়ার্ড সংযোগ করা হয়।

'শিক্ষার নতুন দর্শন একটি পরীক্ষামূলক দর্শন। সব অভিজ্ঞতা শিক্ষানুরাগী হতে পারে না। ঐতিহ্যগত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা প্রদান করে কিন্তু সঠিক প্রকারের নয়। শিক্ষকের ব্যবসাটি এমন একটি অভিজ্ঞতা স্থাপন করা হয়, যেটি যখন আনন্দদায়ক হচ্ছে তখন ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একজন শিক্ষকের কেন্দ্রীয় সমস্যা হচ্ছে পরবর্তী অভিজ্ঞতাগুলি যেগুলি পরবর্তী অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে ফলপ্রসূ এবং সৃজনশীলভাবে চলতে হবে তা নির্বাচন করা। অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকতা শিক্ষার দর্শনের হয়। অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এটা অনুষ্ঠিত হয় যে শিক্ষার মধ্যে একটি উন্নয়ন, দ্বারা, এবং অভিজ্ঞতা জন্য দ্বারা শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, এবং জন্য অভিজ্ঞতা.... সুতরাং একটি পূর্ণ সমন্বিত ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান যখনই ক্রমাগত অভিজ্ঞতা হয় ইন্টিগ্রেটেড। 'পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত যোগ্যতা রয়েছে :

1. পরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি প্রত্যেক বিশ্বাসের শত্রু, যা অভ্যাসকে অনুমোদন করে এবং আবিষ্কার ও আবিষ্কারকে আয়ত্ত করতে চায় এবং যাচাইযোগ্য সত্যের উপর আধিপত্য করার জন্য সিস্টেম তৈরি করে। পরীক্ষামূলক পুনর্বিবেচনা পরীক্ষামূলক পরীক্ষা কাজ।

2. পরীক্ষামূলক পদ্ধতিগত গাত্রতত্ত্বের জন্য মারাত্মক কারণ এটি দেখায় যে সমস্ত ধারণা, ধারণা, তত্ত্ব, যদিও তারা ব্যাপক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তারা সুন্দরভাবে আকর্ষণীয়, তারা তাদের উপর অভিনয় দ্বারা পরীক্ষা করা হয় পর্যন্ত অস্থায়ী বিনোদন করা হবে।

3. পরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি শুধু চারপাশে নড়বড়ে হয় না এবং এরকম একটি সামান্য কাজ করে না এবং আশা করা যায় যে সবকিছু উন্নত হবে। শুধু শারীরিক বিজ্ঞান হিসাবে, এটি ধারণা একটি সুসঙ্গত শরীর বোঝা, একটি তত্ত্ব, যে প্রচেষ্টা দিক নির্দেশ দেয়

অভিজ্ঞতার মধ্যে নির্বাচন:

আমার কার্যকলাপ অভিজ্ঞতা না। অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা একটি প্রবাহ প্রদান করা হবে। ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেই ধরনের বর্তমান অভিজ্ঞতাটি নির্বাচন করা উচিত এবং জোর দেওয়া উচিত।

টিপ্পনী

শিক্ষার প্রসার:

ডিউইয়ের শিক্ষার প্রবৃদ্ধি এবং দিকনির্দেশনা হিসাবে একটি ধারণা প্রচলিত। জীবন ক্রমবর্ধমান এবং শিক্ষার এই ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। ডিউইয়ের জন্য অত্যাবশ্যক তাৎপর্য কি বর্তমান জীবন এবং তার সম্ভাবনার হয়। তিনি কিছু দূরবর্তী ভবিষ্যতের লক্ষ্য উপলব্ধি করার জন্য 'প্রস্তুতি' হিসাবে শিক্ষার ধারণার সমালোচনা করেন। এটা অবিলম্বে পরিস্থিতি যে অত্যাবশ্যক এমন একটি অর্থপূর্ণ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা উচিত যে এটি ছাত্রদের প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগিতার সর্বাধিক উদ্দীপক এবং তাদের শক্তিগুলি ব্যবহার করতে পারে।

শিক্ষা, একটি নৈতিক প্রক্রিয়া, ডিউইয়ের মতে, 'শৃঙ্খলা, সংস্কৃতি, সামাজিক দক্ষতা, ব্যক্তিগত পরিচলন, চরিত্রের উন্নতি কিন্তু এই ধরনের সুষম অভিজ্ঞতার মধ্যে ভাগাভাগি করার ক্ষমতা বৃদ্ধির পর্যায়। এবং শিক্ষা এমন একটি জীবনের একটি নিছক উপায় নয়। এই ধরনের শিক্ষার ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য নৈতিকতার অবদান রয়েছে।'

4.2.1 শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ডিউই - এর দৃষ্টিভঙ্গি

ডিউই মনে করেন যে শিক্ষার সমন্বয় একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া, প্রতিটি পর্যায়ে তার লক্ষ্য হিসাবে বৃদ্ধির একটি যোগ ক্ষমতা হিসাবে।

শিক্ষণীয় প্রক্রিয়ার দুটি দিক- মানসিক ও সামাজিক: ডিউই - এর মতে, শিক্ষাগত প্রক্রিয়ার দুটি দিক রয়েছে- এক মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক, এবং অন্য কোনও ক্ষেত্রে তাগিদ করা যায় না বা অবহেলিত হতে পারে না।

শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি:

প্রফেসর ডিউই স্কুলে এবং সমাজে শিক্ষার সামাজিক কর্মকাণ্ডের কথা বলেছেন, 'সবচেয়ে ভাল ও বুদ্ধিমান পিতা বা মাতা তার নিজের সন্তানের জন্য যা চায়, সেটি অবশ্যই

সমাজের সকলের জন্য চাই। আমাদের স্কুলের জন্য অন্য কোন আদর্শ সংকীর্ণ এবং কুরূপ; উপর অভিনয়, এটি আমাদের গণতন্ত্র ধ্বংস। যে সমস্ত সমাজ নিজের জন্য সম্পন্ন করেছে সেগুলি স্কুলটির এজেন্সির মাধ্যমে ভবিষ্যতের সদস্যদের পরিচালনা করে দেওয়া হয়।'

টিপ্পনী

প্রতিযোগিতার সামাজিক চেতনাতে ব্যক্তির অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ:

ডিউই বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিযোগিতার সামাজিক চেতনাতে ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষা লাভ। এই প্রক্রিয়া প্রায় অজ্ঞানভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমাগত ব্যক্তির ক্ষমতার প্রতিফলন শুরু করে, তার চেতনাকে প্রশমিত করে, তার অভ্যাস গঠন করে, তার ধারণাগুলি প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার অনুভূতি ও আবেগকে উত্তেজিত করে। এই অজ্ঞান শিক্ষা মাধ্যমে ব্যক্তি ধীরে ধীরে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক সম্পদ যা মানবতার একসঙ্গে পাওয়ার সফল হয়েছে ভাগ করতে আসে। তিনি সভ্যতার ফান্ডেড পুঁজির উত্তরাধিকারী হন। বিশ্বের সবচেয়ে আনুষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এই সাধারণ প্রক্রিয়া থেকে নিরাপদে প্রস্থান করতে পারে না। এটি শুধুমাত্র এটি সংগঠিত করতে পারে বা এটি কোন নির্দিষ্ট দিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। ডিউই বিশ্বাস করে যে, সত্যিকারের শিক্ষা সামাজিক অবস্থার চাহিদাগুলির দ্বারা সন্তানের ক্ষমতার উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আসে যা সে নিজেকে খুঁজে পায়।

বিদ্যালয়: একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান

'আমি বিশ্বাস করি যে স্কুল প্রাথমিকভাবে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হচ্ছে, স্কুল কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের জীবনধারা যা সমস্ত সংস্থাগুলি কেন্দ্রীভূত করা হয় যে সন্তানকে জাতিগত উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পৃক্ত সম্পদগুলিতে ভাগ করার জন্য এবং সামাজিক সঙ্কটের জন্য নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সবচেয়ে কার্যকর হবে । "আমি বিশ্বাস করি যে স্কুলটি বর্তমান জীবন-জীবনকে শিশুকে বাস্তব এবং অত্যাবশ্যক হিসাবে উপস্থাপন করবে যেমনটি তিনি বাড়িতে, আশেপাশে, বা খেলার মাঠে বহন করেন। '

স্কুল সম্প্রদায়ের নৈতিক প্রশিক্ষণ:

ডিউই - এর মতে, দুইটি নীতিগত নীতিমালা থাকতে পারে না, এক স্কুলে

জীবনের জন্য এবং অন্যটি স্কুলের বাইরে জীবনের জন্য। আচরণ হিসাবে এক, তাই আচরণের নীতি এক। স্কুলে নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করার প্রবণতা যেমন স্কুল নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান ছিল ততটা দুর্ভাগ্যজনক। স্কুলের নৈতিক দায়িত্ব এবং এটি পরিচালনা করে যারা, সমাজে হয়। স্কুল মৌলিকভাবে একটি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য সমাজ দ্বারা উত্থাপিত একটি প্রতিষ্ঠান, জীবন বজায় রাখা এবং সমাজের কল্যাণে অগ্রগতি একটি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ফাংশন ব্যায়াম। শিক্ষার ব্যবস্থা যা এই ঘটনাকে এটিকে একটি নৈতিক দায়বদ্ধতার উপর জোর দিচ্ছে না তা নিঃশেষিত এবং দোষী।

টিপ্পনী

বিদ্যালয়ে কাজ :

স্কুল প্রথম অফিস একটি সরল পরিবেশ প্রদান করা হয়। এটি এমন বৈশিষ্ট্যগুলি নির্বাচন করা উচিত যা তরুণদের দ্বারা মোটামুটি মৌলিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল হতে সক্ষম। তারপর এটি একটি প্রগতিশীল আদেশ স্থাপন করা উচিত, আরও জটিল কি অন্তর্দৃষ্টি লাভের উপায় হিসাবে অর্জিত প্রথম কারণ ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় স্থানে, এটি স্কুলে পরিবেশের ব্যবসা হওয়া উচিত, যতদূর সম্ভব, বিদ্যমান পরিবেশের অযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি । এটি কর্মের একটি শুদ্ধ মাধ্যম স্থাপন করা উচিত। নির্বাচন কেবল সরলীকরণই নয় বরং অবাঞ্ছিত কি তা দূর করার জন্য লক্ষ্য করা উচিত । স্কুলটি পরিবেশের যা কিছু সরবরাহ করে তা থেকে ক্ষণিকের জিনিসগুলি বাদ দেয়ার দায়িত্ব আছে, এবং এর ফলে সাধারন সামাজিক পরিবেশে তাদের প্রভাব মোকাবেলা করতে পারে । তার একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য সেরা নির্বাচন করে, এটি এই শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা শক্তি জোর প্রচেষ্টা করা উচিত । একটি সমাজ হিসাবে আরো আলোকিত হয়ে ওঠে, এটি উপলব্ধি করে যে এটি তার বর্তমান কৃতিত্বকে প্রেরণ এবং সংরক্ষণের জন্য দায়ী নয়, তবে কেবল একটি ভালো ভবিষ্যতের সমাজের জন্যই তৈরি। এই শেষ সমাপ্তির জন্য স্কুলটি তার প্রধান সংস্থা।

তৃতীয় স্থানে, এটি সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য করার জন্য স্কুলে পরিবেশের কার্যালয় এবং এটি দেখার জন্য যে প্রতিটি ব্যক্তি সামাজিক গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় যার মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং একটি বৃহত্তর পরিবেশের সাথে বসবাসের যোগাযোগের মধ্যে আসা।

টিপ্পনী

ল্যাবরেটরি স্কুল :

১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আদর্শ স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ডিউই - এর দর্শনটি তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ডিউই জানতেন যে, স্কুলে পণ্ডিতদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত যেন সেগুলি আজকের সামাজিক বিশ্বের একটি সম্পূর্ণ জীবনধারণের জন্য সক্ষম হতে পারে। ডিউই নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি উত্থাপন করেন এবং তাদের সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেন:

1. কীভাবে স্কুল জীবনের বাড়িতে এবং পার্শ্ববর্তী জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আনতে হবে?

2. কীভাবে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ক বিষয়কে ইতিবাচক দিক তুলে ধরতে হবে সন্তানের জীবনে মূল্য এবং বাস্তব তাৎপর্য?

3. কিভাবে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং পেশা সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নির্দেশ সহকর্মী?

4. কিভাবে পৃথক ক্ষমতা এবং প্রয়োজন পূরণের?

বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ধর্মগ্রন্থ :

বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত পেশার প্রবর্তনে ডিউই-কে উপরে উল্লিখিত সমস্যার উত্তর পাওয়া গেছে:

1. কাঠ এবং সরঞ্জাম সঙ্গে দোকান কাজ

2. রান্না কাজ

3. বস্ত্র (সেলাই এবং বয়ন) সঙ্গে কাজ

একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য বিষয়গুলি আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবিক কার্যক্রমের সহায়ক হিসাবে গণ্য করা হয়। ল্যাবরেটরি স্কুলে, 'ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলির ফাইবারগুলি, কাঁচামাল উৎপাদিত হয় এমন পরিবেশ, উৎপাদনের মহান কেন্দ্র এবং উৎপাদনের যন্ত্রপাতিগুলিতে জড়িত পদার্থের গবেষণায় বিজ্ঞান প্রয়োজনীয়।' 'আপনি পারেন কাপড় মধ্যে শূকর তুলো এবং উল ফাইবার বিবর্তন মধ্যে সব মানবজাতির ইতিহাস মনোনিবেশ করা। ছেলেমেয়েদের রান্নার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সারাদেশে কাজ এবং জ্যামিতিক নীতিমালা, এবং বায়ু এবং কাটনাতে তাদের

তাত্ত্বিক কাজের সাথে ভৌগোলিক উপাদানের একটি ভাল চুক্তি পাওয়া যায়। এবং ইতিহাস বিভিন্ন উদ্ভাবন এবং সামাজিক জীবনে তাদের প্রভাবের উৎস এবং বৃদ্ধি নিয়ে আসে।'

শিক্ষণীয় প্রক্রিয়ার প্রধান হিসাবে শিশু :

টিপ্পনী

ডিউই বলেন, 'সন্তানের ক্ষমতায়, আগ্রহ এবং অভ্যাসগুলির মধ্যে একটি মানসিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষাকে অবশ্যই শুরু করতে হবে। এই ক্ষমতা, স্বার্থ এবং অভ্যাসকে ক্রমাগত ব্যাখ্যা করা উচিত, আমরা তাদের অর্থ কী তা বোঝা উচিত। তারা তাদের সামাজিক সমতুল্য পদগুলির মধ্যে অনুবাদ করা উচিত-পদে যা তারা সমাজসেবা পদ্ধতিতে সক্ষম। '(আমার পেডাগগিক ধর্মমত)।

শিশু স্বার্থ পর্যবেক্ষণ :

ডিউই আমাদের বলে যে শৈশবের স্বার্থসমূহের ক্রমাগত এবং সহানুভূতিশীল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই শিক্ষক সন্তানের জীবনে প্রবেশ করতে পারেন এবং দেখতে পারেন যে এটি কি জন্য প্রস্তুত এবং কী উপাদানগুলি এটি সবচেয়ে সহজেই এবং ফলপ্রসূ কাজ করতে পারে।

'আরো একজন শিক্ষক ছাত্রের অতীতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন, তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রধান স্বার্থের চেয়ে ভাল, তিনি কর্মের উপর শক্তিগুলিকে বোঝাবেন যা প্রতিফলিত অভ্যাস গঠনের জন্য পরিচালিত ও ব্যবহার করতে হবে।' মনে)।

স্কুলের পাঠ্যক্রম :

সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি এবং আগ্রহের উন্নয়ন: এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা, চাহিদার এবং পণ্যগুলির সাথে অনেকগুলি শিক্ষাগত পর্যায়ে এত সংখ্যক শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার কাজটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন। একটি বৈচিত্রপূর্ণ স্কুল জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির সাথে, ডিউই কর্তৃক বৃহত্তর পাঠ্যসূচী প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক এবং একাডেমিক হিসাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ব্যক্তিটির মোট উন্নয়নে জোর দেওয়া উচিত। এই ধরনের পাঠ্যক্রম স্বীকার করে যে শিক্ষার সামাজিক দায়িত্বগুলি এমন পরিস্থিতিতে উপস্থাপন করা উচিত যেখানে সমস্যা একসঙ্গে বসবাসের বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুদ বিকাশের জন্য পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য যেখানে

হিসাব করা হয়।

ডিউই -এর সামাজিক জীবনের মতে জ্ঞান টুকরা করা যায় না। পাঠ্যক্রমের অধ্যক্ষ এবং অধ্যয়নের ধারাবাহিক উত্তরাধিকারের কার্যক্রমের একটি ইলাস্টিক প্রোগ্রাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে হবে।

টিপ্পনী

সামাজিক চাহিদাগুলির উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূগোল, গণিত এবং ব্যাকরণ বিষয়ক বিষয় বিদ্যালয়গুলির পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া উচিত।

পাঠ্যক্রমটি সন্তানের স্বার্থ, অভিজ্ঞতা, আবেগের এবং এর বাইরে বৃদ্ধি করতে হবে চাহিদা। পাঠ্যক্রম শিশু-কেন্দ্রিক হতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে স্কুল বিষয় সন্তানের কার্যক্রম প্রায় বোনা করা উচিত। পাঠ, সামাজিক বিষয় যেমন খাদ্য, আশ্রয়, যোগাযোগের মাধ্যম, বক্তৃতা, পড়া, অঙ্কন, মডেলিং শুরু করা উচিত। শিশুদের চাহিদার উপর চাপ দেবার সময়, ডিউইস এছাড়াও সম্প্রদায়ের যা শিশুদের বসবাসের প্রয়োজন বিবেচনা করা।

পাঠ্যক্রমের মূল বৈশিষ্ট্য এবং নীতিসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে :

1. পাঠ্যক্রম সামাজিক জীবন এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রতিফলিত করা উচিত। এটি ব্যবহার করা উচিত।

2. এটি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যা সহ জ্ঞান প্রগতিশীল সংগঠনের নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

3. নতুন অভিজ্ঞতা এবং সমস্যাগুলি পুরাতনদের থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

4. অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল হতে হবে সন্তানের স্বার্থ এবং শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত।

5. শিক্ষার পদ্ধতি: ডিউই বলেন, 'সকল শিক্ষা কর্মের দ্বারা ও নিজের স্বার্থে' হিসাবে আসা আবশ্যক। এই পর্যবেক্ষণ এবং সরাসরি অভিজ্ঞতা তার ধারণা প্রকাশ করে.এর মতে, একটি শিশু বিভিন্ন কার্যক্রম অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখতে। তিনি 'করছেন শেখা' এবং 'জীবিত শেখার' পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি প্রকল্প পদ্ধতি সুপারিশ করেন যা শিক্ষার্থীদের সমস্যার, কার্যক্রম, পরীক্ষা এবং আগ্রহের উপর ভিত্তি করে করা হয়।

ডিউই তার বইগুলিতে শিক্ষার প্রজেক্ট পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে আমরা

চিন্তা করি এবং শিক্ষায় আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা হিসাবে, 'প্রক্রিয়াকরণের দ্বারা ব্যক্তিটির মন উদ্দেশ্য বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদ এবং স্ব কার্যকলাপ বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য ' এটি একটি পদ্ধতি যা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত যা প্রবর্তন এবং হ্রাসের পূর্ববর্তী। ডিউই নির্দেশের নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্তভাবে সুপারিশ করেছে:

(i) করণ দ্বারা শেখা।

(ii) ইন্টিগ্রেশন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা শেখা।

(iii) উৎপাদনশীল এবং সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শেখা।

টিপ্পনী

6. শৃঙ্খলা রীতি: ডিউই এই ধারণ করেন যে, শিশুটির প্রাকৃতিক অনুভূতিগুলি স্কুলের সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত এবং সুশৃঙ্খল হবে। 'ফলাফলগুলি তৈরি করা, এবং সামাজিক ও সহকারী পদ্ধতিতে কাজ করার বাইরে, তার নিজস্ব ধরনের এবং টাইপের একটি শৃঙ্খলা জন্ম নেয়' । ডিউই বিশ্বাস করতেন যে সন্তানের কার্যক্রম-বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, নৈতিক ও শারীরিক-তাদের সাথে নিয়মানুবর্তিতায় যদি তাদের সহকর্মী হয়।

7. শিক্ষকের ভূমিকা: শিক্ষক কেবলমাত্র ব্যক্তি প্রশিক্ষণে নিযুক্ত নয়, তবে সঠিক সামাজিক জীবন গঠনের ক্ষেত্রে।

প্রত্যেক শিক্ষককে তার আহ্বানের মর্যাদা উপলব্ধি করা উচিত; যে তিনি একটি সামাজিক চাকর সঠিক সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঠিক সামাজিক বিকাশ সুরক্ষিত জন্য পৃথক পৃথক।

এইভাবে শিক্ষক সবসময়ই সত্য ঈশ্বরের 'নবী' এবং ঈশ্বরের সত্য রাজ্যের সহকারী হয়। তিনি বলেন, 'শিক্ষক একজন গাইড এবং পরিচালক; তিনি নৌকা চালক মাত্র, কিন্তু যে শক্তি চালিত এটি আবশ্যক যারা শিখছেন তাদের কাছ থেকে আসা। অধিকতর একজন শিক্ষক ছাত্রদের অতীতের অভিজ্ঞতা, তাদের আশা, ইচ্ছা, প্রধান স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন, তিনি কর্মের উপর বাহিনীগুলিকে বোঝাবেন, যেগুলি প্রতিফলিত অভ্যাস গঠনের জন্য পরিচালিত এবং ব্যবহার করা প্রয়োজন।

8. গণতন্ত্র ও শিক্ষার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা: ডিউই বলেছেন যে গণতন্ত্র শিক্ষার রাজনৈতিক ও নৈতিক দর্শন। 'যদি শিক্ষা বাস্তব জীবনধারার সমতুল্য হয় তবে গণতন্ত্র

টিপ্পনী

শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি। শিক্ষা সারাংশ অর্থপূর্ণ কর্মের ভাগ এলাকায় এক্সটেনশন এবং এটি গণতন্ত্রের সারাংশও।'

স্কুল 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রায় গণতান্ত্রিক সমাজ' হিসেবে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য স্কুলে কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত এবং অন্যদিকে এটি শিশুর অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও আগ্রহের তাৎপর্য বুঝতে হবে।

গণতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার পূর্ণ স্বাধীনতা যাচাই করে এবং তাদের সমাধান করে। অনুরূপভাবে স্কুলগুলিকে শিক্ষামূলক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। আলোচনা স্বাধীনভাবে অনুমতি দেওয়া উচিত।

স্কুলগুলি একাডেমিক স্বাধীনতার অভিভাবক হওয়া উচিত। বুদ্ধিবৃত্তিক বা নৈতিক স্বাধীনতা হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

স্কুলগুলো তদন্তের স্বাধীনতা, পরীক্ষা এবং বুদ্ধিমান যোগাযোগের অভ্যাসের জীবন্ত উদাহরণ হয়ে উঠবে।

অত্যধিক ভারী রুটিন এবং নিয়ম ও সামাজিক শৃঙ্খলাগুলির জন্য উপযোগী নয়।

ডিউই এডভোকেস করে বলেন যে শিক্ষককে 'নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং স্কুল যা তিনি একটি অংশ' গঠনের অংশগ্রহন করার সুযোগ দেওয়া উচিত'।

সংকলন করার জন্য, ডিউই চায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়, গনতন্ত্র এবং অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি ও অনুশীলনের প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

ডিউই - এর শৃঙ্খলার ধারণা

ডিউই বিশ্বস্তভাবে কর্মের অংশ নিরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের প্রতি আকর্ষন করে শৃঙ্খলা বিকাশ করতে চায়। এটি শিক্ষার কর্মসূচিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের সাথে সাথে অবিলম্বে বাস্তবায়ন এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যের সাথে গর্ভবতী নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগিতার অনুরোধকে নির্দেশ করে।

4.2.2 শিক্ষাগত চিন্তাধারায় ডিউই-এর অবদান এবং অনুশীলন:

শিক্ষাগত চিন্তা ও অনুশীলনে ডিউই অবদান নিম্নরূপ আলোচনা করা হয়েছে:

টিপ্পনী

1. আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নে ডিউইই' র শিক্ষার সামাজিক তত্ত্ব পরীক্ষামূলক পদ্ধতির যুক্তি দিয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়েছে।

2. সন্তানের অভিজ্ঞতা মূল্যের স্বীকৃতি সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হয়েছে। শিশুকে বহির্মুখী তথ্য প্রবর্তনের জন্য কোন প্যাসিভ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, তবে এটি একটি সক্রিয় জীবন্ত বলে বিবেচিত হয় যার স্বার্থ সামাজিকভাবে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতাগুলিতে অংশগ্রহণের দ্বারা উদ্দীপিত করা হয়। এই ধরনের অংশগ্রহণ, যদি বুদ্ধিমান এবং নিখুঁতভাবে জড়িত, এটি একটি নৈতিক অভিজ্ঞতা। এইভাবে বিষয়গত বিষয়ে যান্ত্রিক স্মৃতিচিহ্নের উপর পুরাতন গুরুত্বের পরিবর্তে, শিক্ষার প্রক্রিয়ার অর্থপূর্ণ মাত্রাগুলির উপর জোর দেওয়া অত্যাবশ্যক।

3. ডিউই শিক্ষার প্রক্রিয়ায় আরো মানুষের স্পর্শ প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছেন যারা উল্লেখযোগ্য নেতাদের এক হয়েছে।

4. সামাজিক প্রক্রিয়ার অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য তিনি যদি অবিলম্বে অভিজ্ঞতার তাৎপর্য এবং সন্তানের বর্তমান সুযোগগুলি উপলব্ধির জন্য স্কুলটিকে একটি সম্প্রদায় হিসেবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে।

5. স্কুলগুলিতে বিভিন্ন ধরণের কর্মকাণ্ডের ওপর তাঁর আস্থাও তার সামাজিক শিক্ষার অন্যতম দিক।

6. বাদ্যযন্ত্রের প্রচলিত প্রগম্যাটিক পদ্ধতি সকল ধরনের রহস্যবাদ, ট্রান্সেন্ডেন্ডালিজম এবং স্বতন্ত্রতাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেয়।

7. শিক্ষার দর্শনে ডিউই - এর সর্বোচ্চ বৈষম্য বৈজ্ঞানিক গণতান্ত্রিক মানবতার তত্ত্ব।

8. শিক্ষায় বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক পদ্ধতির বিস্তৃত ব্যবহারের জন্য ডিউই যথেষ্ট অধিকারী।

টিপ্পনী

ডিউই - এর দর্শনশাস্ত্রের সীমাবদ্ধতা :

ডিউই - এর শিক্ষা গ্রন্থের খুব সমৃদ্ধি কিছু বিভ্রান্তি হতে পারে। ধারণাগুলির তার সমস্ত নিয়মানুগ এক্সপোশনের জন্য, তিনি একটি সিস্টেমের লেখক নন। শুধুমাত্র বিস্তৃত রূপরেখা তৈরি করা যেতে পারে এবং এমনকি ডিউইয়ের মতবিরোধের বিভিন্ন বিষয় যেমন, বিরোধের বিরোধিতা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করা যায় এবং একটি আঁচড় দেওয়া ছবি দিতে পারে।

ডিউই লেখাগুলি অস্পষ্টতা থেকে নিজেদেরকে ধার দেয়। ডিউই - এর শিক্ষা দর্শনের আরেকটি সমস্যা রয়েছে। তথাকথিত 'প্রগতিশীল শিক্ষা' এর উদ্ভবের সাথে তাঁর রচনাগুলি মিলিত হয়। এইভাবে জনপ্রিয় মন এবং পেশাদার মনের মধ্যে, জন ডিউই - এর নাম এবং প্রগতিশীল শিক্ষার নামটি খুব দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত।

এটি বৈজ্ঞানিক অবজেক্টিভ যাচাই করা এবং গণতন্ত্রের সাথে মিলন করা খুবই কঠিন যে, অনুশীলনটি সংখ্যাসূচক সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে মনে করে। ধর্মীয় শিক্ষার ডিউইর অবহেলা মানবতাবাদী মূল্যবোধ এবং সামাজিক নীতির মূলনীতির ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

শিক্ষাগত চিন্তাধারা এবং অভ্যাসের জন্য ডিউই - এর অবদান মূল্যায়ন :

ডিউই সেইসব উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে অন্যতম, যার ধারণাগুলি কেবল মানুষের চিন্তাধারাই নয় বরং শক্তিমানভাবে চটকানো অনুশীলনকে প্রভাবিত করেছে। প্রফেসর ভি। পি। ভার্মা মনে করেন, 'ডিউই'র শক্তি জীবনের বাস্তবতার অভাবের মধ্যে রয়েছে। তিনি না

নিখুঁত আধ্যাত্মিক হচ্ছে এর অন্নতৎক্ষ অঞ্চলে কিন্তু তার উভয় পা দৃঢ়ভাবে দিনের চাপের পরিস্থিতিতে রোপণ করা হয়।

একই লেখক মনে করেন, 'তিনটি লক্ষ্য-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, মানবতাবাদী নীতিশাস্ত্র এবং গণতান্ত্রিক তত্ত্বের সন্ধান- শিক্ষাগত তত্ত্বের জন্য ডিউই - এর বিশাল অবদানকে প্রতিনিধিত্ব করে'।

তার বই আমেরিকান আইডিয়াস অ্যান্ড এডুকেশন, ফ্রেডরিক মেয়ারের মতে, 'ডিউই এ অগ্রগামী কণ্ঠস্বর, সংস্কারক এর উদ্দীপ্ত শক্তি, বিজ্ঞানের রোগীর পদ্ধতি এবং

শিক্ষকের বিশ্বাস এক নতুন শিক্ষার সন্ধানে একত্রিত হয় যার মাধ্যমে মানুষ এক অশুভ যুগে বেঁচে থাকতে পারে । হোয়াইটহেডের দাম ডেমির পরিষেবাগুলি আমেরিকার সভ্যতার অনুরূপ বেকার, ডেকার্টস, লোকে এবং কম্টের আধুনিক বিশ্বের।

রুশ মনে করেন, 'শিক্ষায় আমরা পুরোনো "স্ট্যাটিক স্টোরেজ ডিজিটাল স্টাডিজি" চ্যালেঞ্জ করার জন্য ডিউইকে কৃতজ্ঞতার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারছি না এবং আজকের জীবনধর্মের সাথে আরও শিক্ষার আওতায় আছি।

ইরিউইন এডমান জন ডুইকে 'আমেরিকান ঐতিহ্য নির্মাতাদের একজন' হিসেবে সম্মান করেন।

ইরিউইন এডম্যান ড্যুয়ে উদ্ধৃত করার জন্য ... সমাজের ফাংশন হিসেবে শিক্ষার পুনরুজ্জীবন, বৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতার একটি অভিজ্ঞতা হিসাবে শেখা ... যেমন একজনের মূল ভাষ্য গ্রহণ - একটি পারস্পরিক যোগাযোগ, একটি সহযোগিতা। স্কুল পর্যায়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি পুরানো মার্শাল আর্টের শৃঙ্খলা ও রীতি দ্বারা শেখার ঐতিহ্যকে রুপান্তরিত করতে সাহায্য করেছিল। আরও উন্নত স্তরের এ "সাধারণ শিক্ষা" এবং নতুন সামাজিক অধ্যয়নের প্রচলিত ব্যাপক প্রচারের উৎস ছিল যা এই দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সমাজ থেকে স্কুল লঙ্ঘন, গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে বইয়ের শিক্ষা, ব্যক্তিগত পরিবেশের পরিবেশ থেকে-স্কুল ও কলেজগুলি যে বিচ্ছিন্নতাগুলি সরিয়ে দিয়েছিল তা থেকে ডিউইয়ের চিন্তাভাবনার পুনর্নির্মাণের সরাসরি প্রভাবের পরিমাপ।' (জন ডিউইর প্রবর্তনে, 1955)

জাভা ব্রুকার, ফিফটিফার্স এডুকেশন অফ দ্য ন্যাশনাল সোসাইটিজ ফর দ্য স্টাডি অফ এডুকেশন, ডুই সম্পর্কে বলেছেন: 'জন ডিউইর উত্থানের জন্য এবং সমসাময়িক শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর প্রগতিবাদের ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ ছাড়া, এটা অসম্ভাব্য যে শিক্ষাগত দর্শন এই শতাব্দীতে এটি হয়েছে বিশিষ্টের জন্য উত্থান কাছাকাছি যে কোন জায়গায় আছে। তাঁর রচনাগুলি কেবল অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা নয় যারা একই শিরাতে লিখেছিলেন কিন্তু পেশাদার সাহিত্যে সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতির জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ, তিনি ঐতিহ্যগত বা রক্ষণশীল শিক্ষার প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক প্রতিরক্ষার জন্য স্পষ্টতই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছিলেন। কেবলমাত্র এই মুহূর্তে নিখুঁত।'

এফ. জি. গারফ্রথ লিখেছেন, "ডিকশনারী বা শিক্ষাবিদ হিসাবে যে কোনও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সমালোচনা তাকে সমর্পণ করা যেতে পারে, মানুষটির মর্যাদা এমন কিছু যা অস্বীকার করা যাবে না"। শিক্ষার বর্তমান শিক্ষার্থীও তার নিজের দেশে এবং সারা পৃথিবীতে শিক্ষার অনুশীলন সম্পর্কে তাঁর অসীম ও সভ্যতার প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারে না। উপরন্তু, তার মহানতা সত্ত্বেও তিনি মূলত একটি সাধারণ মানুষ, রোগী, নম্র, এবং সাহসী রয়ে,তার জীবন এবং চরিত্র প্রদর্শন করে যে সততা যে এমনকি তার সমালোচকদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে তার চিন্তার অন্তর্গত।'

অধ্যাপক ইউলচ শিক্ষাগত চিন্তাধারার ইতিহাসে বলেছেন, 'ডারি তার শিক্ষা দর্শনের চরিত্রের কর্ম ও আগ্রহের ধারণার মাধ্যমে দ্যুয়িকে আমেরিকার স্কুলে পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর পরিচালনা পদ্ধতিতে চ্যালেঞ্জ করে।'

আবার তিনি লিখেছেন, 'আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে ডিউই সবচেয়ে বুদ্ধিমান এক, যদি না সবচেয়ে আশ্চর্য্য, তবে মানুষের দর্শন এবং মানবজীবনের গুণগত মান ও লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁর কাজ এমন একটি সমাজের মধ্যে মানুষের মনের কার্যকারিতা বোঝার সবচেয়ে সহায়ক মাধ্যমগুলির একটি প্রস্তাব করে, যারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে চায় এবং নিজেদের সংরক্ষণ করতে চায়। ডিউই - এর কাজ একটি পরীক্ষামূলক ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব উত্সাহ দেয়; এটা কেবল আমাদের এবং আমাদের ভাবমূর্তি ও ধারণাগুলির উপর নির্ভর করে আমাদের বাধা দেয় কারণ আমরা তাদের ঐতিহ্য রক্ষার্থে খুঁজে পাই; এটি দেখায় যে, পুরুষ যদি তাদের কারণ এবং সাহসের উপর নির্ভর করে তবে তাদের কুসংস্কারের উপর নির্ভর করে; এটি মানুষের জন্য সহনশীলতা এবং শ্রদ্ধা শেখায় নিখুঁতভাবে তাকে শিক্ষাপ্রদ ছাড়া, এটি একটি মিথ্যা মতাদর্শ এবং সক্রিয়, মর্যাদাপূর্ণ গুণের দিকে একটি গাইড হিসাবে ভাল সংশোধনকারী।

রুশ মনে করে, 'শিক্ষায় আমরা পুরোপুরি' স্ট্যাটিস্টিক কস্ট স্টোরেজ আদর্শের জ্ঞান'কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এবং বর্তমানের জীবনের বাস্তবতার সাথে আরও শিক্ষার আওতায় আনার জন্য ডিউইয়ের কৃতজ্ঞতার জন্য কৃতজ্ঞ হতে পারি না। তার দর্শন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগসমূহের অন্তর্গত সাধারণ নীতিটি দেখা যায় যে দর্শন এবং শিক্ষা উভয় সমসাময়িক চিন্তার প্রধান স্রোতকে প্রতিফলিত করা উচিত এবং সেই পদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা আধুনিক শিল্প ও সামাজিক অগ্রগতিতে সাইন ইন করা হয়েছে।

জো পার্ক শিক্ষা দর্শনের দিকে লক্ষ্য করেন: 'একজন প্রগতিবাদী হিসাবে ড্যুয়ে

শিক্ষার কর্তৃত্ববাদী ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতির প্রত্যাখ্যান করে, যা তিনি চিন্তা করেন যে, বস্তুগত কাজগুলি করার পরিবর্তে জিনিসগুলি সম্পর্কে কথা বলার ক্ষমতা জোর দেয়। তিনি একটি জীববিজ্ঞান ভিত্তিক তার দর্শনের সৃষ্টি করেছেন, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ পরিবেশে জীবন্ত, একটি পরিবেশ যা মানুষকে আকৃতির সাহায্য করে, কিন্তু যা মানুষ দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। ডিউই চিন্তা করে তাদের মূল এবং ফাংশন এর মাধ্যমে বোঝা যায়। তাঁর কাছে মানুষের জন্য একমাত্র বাস্তবতা ছিল; শিক্ষার ব্যবসা মানুষের অভিজ্ঞতা ছিল অভিজ্ঞতা গুণমান উন্নত ছিল। এভাবে তিনি অভিজ্ঞতা প্রকৃতির মূল্যবোধকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তার মূল্য নির্ধারণের জন্য মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পন্ন করার আশা রাখেন।'

টিপ্পনী

একটি কর্মের প্রোগ্রাম হিসাবে ডিউই এর দর্শনশাস্ত্র :

'ডিউই - এর দর্শনে কর্মের একটি কর্মসূচী। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত জন ডিউইশনের লেখায় সিং-নেয়ান-ফেন লিখেছেন, তাঁর দর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং অনুপযুক্ত কার্যকরী পরিণতির সন্ধান পাওয়া যায় এবং কখনও কখনও নরম লজিক্যাল সামঞ্জস্য বা তাত্ত্বিক সমবয়সী সমৃদ্ধ হবে না। 'তাঁর দর্শন সমস্যা-ভিত্তিক এবং তাঁর সমস্যা এই বিশ্বের সমস্যা হয়, যেমন দার্শনিক সমস্যা নয়, অন্য সমস্যার সমস্যা নয়। উপরন্তু, একটি দার্শনিক হিসাবে, ড্যুই শুধু একটি সমস্যা নয়- সূত্রানুসারী, কিন্তু একটি সমস্যা সমাধানকারী। 'এইজন্য, একটি দার্শনিক হিসাবে, ডয়ি শিক্ষা এবং অনুশীলন উভয় ক্ষেত্রে খুব আগ্রহী ছিল।

একটি গ্রেট শিক্ষক এবং একটি এনসাইক্লোপিডিয়া রিডার :

চার্লস ডব্লু কোল্টর এবং রিচার্ড এস । রিমনোস্কি তাঁর অবদানের কথা বর্ণনা করেছেন, 'জন ডিউই, একজন মহান শিক্ষক, একটি এনসাইক্লোপিডিয়া রিডার, আমেরিকান এবং পাশাপাশি প্যাডাগজির ইউরোপীয় ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে পুরোপুরি পরিচিত, তত্ত্ব ও অনুশীলনে বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন শিক্ষার, না শুধুমাত্র আমেরিকা কিন্তু সারা বিশ্বে।'

'ডিউইসিজমের নতুনত্বটি মূলত ২০ শতকের আমেরিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতিতে পুনর্নির্মাণ, পুনর্বিন্যাসন, এবং পূর্বে নির্ধারিত ধারণা ও পদ্ধতি (বিশেষ করে রোসো, পেস্তালোজী এবং ফোরবেল) নির্বাচনকে সমন্বিত করে।'

টিপ্পনী

রবার্ট এস ব্রুম্বা এবং নাথানুল এম. লরেন্স তাদের গবেষণাপত্রের দার্শনিক ডিউইয়ের কাজকে মূল্যায়ন করেন, "ডিউই একজন দার্শনিক, দর্শনে ও শিক্ষাগত তত্ত্ব একেবারে আলাদা আলাদা আলাদা। কোন দার্শনিক তাই শিক্ষার উপর ব্যাপকভাবে লেখা হয়েছে। সভ্য দেশে দুটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তিনি কেবলমাত্র পশ্চিম গোলার্ধেই নয় বরং তুরস্ক, চীন ও জাপানকেও সর্বত্রই তার চিহ্ন ত্যাগ করেন। এমনকি রাশিয়ায়, স্টিভিনের বিরুদ্ধে ট্রটস্কির বিরুদ্ধে তার প্রমাণের মেয়াদ পর্যন্ত ডিউই ভালভাবে স্বীকৃতি পায়। প্লেটো একা শৈশবকালীন সমসাময়িক সভ্যতার শিক্ষার জন্য ডিউই - এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; এবং প্লেটো এর প্রভাব অ্যারিস্টটল দিয়ে শুরু সংশোধনের ধারা দ্বারা আসে।

4.3. মাদাম মারিয়া মন্তেসোরি

মন্তেসরি মেথডের প্রযোজক মারিয়া মন্তেসোরি 1870 সালে ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার যিনি পরে বিশ্বের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের একজন হয়ে ওঠে। তার প্রথম ইচ্ছা ছিল অভিনেত্রী হয়ে ওঠে এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি আসলে একটি নাটক স্কুলে যোগদান করেন। তবে খুব শীঘ্রই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জীবনের তার মিশনটি ভিন্ন ছিল এবং তিনি একজন ডাক্তার হবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেই সময়ে মহিলাদের জন্য মেডিক্যাল কলেজগুলির দরজা কার্যত বন্ধ ছিল। ভর্তির জন্য তার আগে একটি বড় সমস্যা ছিল। তিনি একটি কৌতুক চেষ্টা এবং ভর্তি পাওয়াতে সফল।

তিনি নিজেকে এম। মন্তেসরি 'যখন তিনি ভর্তির জন্য আবেদন করেন কর্তৃপক্ষ মনে করতে পারে না যে একজন ভদ্রমহিলা তাই আবেদন করতে পারে। তারা তাকে একটি মানুষ হতে চিন্তা তার স্বীকার। ওষুধের ডাক্তারের ডিগ্রী অর্জনের জন্য তিনি প্রথম ইতালীয় নারী হলেন।

১৯০০ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত সাত বছর তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথ্রোপলজি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। সেখানে, তিনি শিশুদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পেয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজের সাথে সংযুক্ত হাসপাতালের মানসিকভাবে দুর্বল শিশুদের একটি ওয়ার্ড ছিল। তিনি এই শিশুদের তত্ত্বাবধান করার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি এই ধরনের শিশুদের গবেষণা এবং তাদের শিক্ষার মধ্যে একটি গভীর আগ্রহ নিয়েছেন। তিনি নিম্নলিখিত পয়েন্ট আবিষ্কার:

1. ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতার কারণে মানসিক অভাব দেখা দেয়।

2. তাদের শিক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জনের জন্য জ্ঞান প্রশিক্ষণ ছিল সেরা পদ্ধতি।

3. যদি জ্ঞান শিক্ষার একই পদ্ধতিতে স্বাভাবিক শিশুকে শিক্ষিত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়, তবে ভাল ফলাফল অর্জন করা সম্ভব।

টিপ্পনী

১৯০৭ সালে তিনি বাড়ির কিছু স্কুলে নজরদারির জন্য রোমান অ্যাসোসিয়েশন ফর গুড ইণ্ডিজিসের পরিচালক থেকে একটি প্রস্তাব পান। তিন থেকে সাত বছর বয়সী শিশুরা যাদের বাবা-মা বেশিরভাগ কাজ করেন এবং তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের অবহেলার শিকার হন এবং এই ধরনের স্কুলগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। এই নতুন বিদ্যালয়গুলির প্রথমটি 1907 সালে খোলা হয়েছিল এবং তার নাম 'চিলড্রেন হাউস'। এখানে, তিনি জ্ঞান প্রশিক্ষণ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদান একটি উপন্যাস পদ্ধতি উন্নত। সত্যিকারের একজন বিজ্ঞানীর মতো, তিনি শিশু উন্নয়নের প্রকৃত ঘটনাগুলি লক্ষ্য করেছেন।

তিনি ১৯২২ সালে ইতালিতে সরকার কর্তৃক শিশু বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি চাকরির পাশাপাশি তার আবিষ্কৃত নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

মুসোলিনি ইতালির ক্ষমতায় আসেন এবং তিনি ফ্যাসিবাদী একনায়ক ছিলেন। তিনি যুদ্ধের জন্য শিশুদেরকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। মন্তেসরি যিনি শিশু স্বাধীনতার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, তিনি এই শাসনব্যবস্থায় কাজ করতে পারতেন না। তাই তিনি সেখানে থেকে দূরে পালা বাধিত ছিল এবং তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা যেখানে হল্যান্ড এগিয়ে।

তিনি ১৯৩৯ সালে ভারতে এসেছিলেন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এখানে রয়েছেন। তিনি মাদ্রাজে তার পদ্ধতি অনুযায়ী ছোট শিশুদের জন্য তার নতুন পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের প্রচারে তার সময় ব্যয় করেছেন। তিনি ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। তিনি ১৯৫১ সালে হল্যান্ডে ফিরে এসে ১৯৫২ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'শিশুটি এমন একটি দেহ যা বৃদ্ধি পায় এবং একটি আত্মা যা বিকাশ করে- এই দুইটি

ফর্ম শারীরিক ও মানসিক, এক শাশ্বত ফ্রন্ট, জীবন নিজেই।' এটি তখনই অনুসরণ করে যে, 'আমরা এই দুটো ফর্মের মধ্যে থাকা রহস্যময় শক্তিকে মারামারি করতে পারি না। কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে যা প্রতীয়মান করেছিলাম তা একে অপরের পক্ষে সফল হতে হবে।'

টিপ্পনী

4.3.1 তাঁর দর্শনশাস্ত্র অন্তর্গত শিক্ষাগত নীতিসমূহ

তার দর্শনের অন্তর্গত শিক্ষা নীতি নিম্নরূপ:

1. এর মধ্য থেকে উন্নয়ন: ফ্রয়েবেল এর মতো, তিনি বিশ্বাস করেন যে একটি শিশুর শিক্ষার ভিতর থেকে। 'যদি কোনও শিক্ষাগত কাজটি কার্যকর হয়, তাহলে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিরই হবে যা সন্তানের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রসারের দিকে সাহায্য করে। শিশুটির একটি দেহ আছে যা বৃদ্ধি পায় এবং একটি আত্মা যা বিকাশ করে। 'তিনি মত পোষণ করেন যে শিশুর পূর্ণাঙ্গতা, শিশুটির ব্যক্তিত্বের শিক্ষাকে অবশ্যই সহায়তা করা উচিত। উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা উচিত যাতে শিশুটি তার মধ্যে থাকা সম্ভাবনাগুলি বৃদ্ধি ও বিকাশ করতে পারে।

2. স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার মতবাদ: এই মতবাদ শিক্ষার ধারণার বিকাশের ফলাফল। তার বিশ্বাস হল যে কোন বাচ্চার বৃদ্ধি বা উন্নয়নের পথে কোন বাধা বা হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম অধিকার এবং তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা মাধ্যমে সন্তানের স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়ন অঙ্গীকার। তিনি বলছেন যে এইগুলি 'সন্তানের স্বাভাবিক ক্ষমতা মার বা মারামারি করতে পারে' বলে মনে করে না। সে বলে, 'যদি একজন বিজ্ঞানীকে পড়াশোনা করতে হয় তবে তার সন্তানকে বিনামূল্যে, প্রাকৃতিক প্রকাশের অনুমতি দেওয়া উচিত। পদ্ধতিতে।'

3. কোন উপাদান পুরস্কার এবং শাস্তি: তার মতে, এই প্রণোদনা অস্বাভাবিক বা বাধ্যতামূলক এবং তাদের সাহায্যের সাথে আসা উন্নয়নও অস্বাভাবিক হবে। তিনি লিখেছেন, 'জকি তার ঘোড়াটির এক টুকরা অফার করে যে, তিনি লিন্ডস দ্বারা প্রদত্ত লক্ষণগুলির প্রতি সাড়া দিতে পারেন, এবং এইরকম কোনও সমভূমি সমভূমির মুক্ত ঘোড়া হিসাবে এত রান করে না।'

4. ব্যক্তিগত উন্নয়নের নীতিমালা: জন অ্যাডামসের কথার মধ্যে ডাঃ

মন্তেসরি 'শ্রেণীবিন্যাস শিক্ষার ছিদ্র করেছেন।' তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি শিশু নিজের কাছে অদ্ভুত এবং তিনি নিজের গতি ও হার এবং শিক্ষার যৌথ পদ্ধতিতে অগ্রসর হন। তার ব্যক্তিত্ব চূর্ণ। তিনি প্রতিটি সন্তানের আলাদা ব্যক্তি হিসেবে আচরণ করেন এবং পরামর্শ দেন যে তিনি তার যথাযথ প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে তাকে সহায়তা করে এমন একটি পদ্ধতিতে সাহায্য ও পরিচালিত হওয়া উচিত। শিক্ষক তার মানসিক এবং তার শারীরবৃত্তীয় বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট।

টিপ্পনী

5. আত্মশাস্ত্র বা স্ব-শিক্ষার নীতি: মন্তেসরি শিক্ষার শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে স্ব - শিক্ষা বা অটো-শিক্ষা একমাত্র সত্যিকার শিক্ষা। তিনি সমর্থন করেন যে শিশুটি প্রাপ্তবয়স্কদের হস্তক্ষেপ দ্বারা অচলাবস্থা থাকা উচিত। তিনি শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন যা শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যস্ত রাখে, তাদের আন্দোলনের ক্ষমতা, পড়া, লেখা এবং গণিত ইত্যাদি শিখতে সাহায্য করে।

6. ইন্দোনেশিয়ার ট্রেনিংয়ের নীতি: মন্তেসোরি দাবি করে যে আমাদের জ্ঞান জ্ঞানের গেটওয়ে এবং তাই তাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে সারা জীবন জ্ঞান অর্জনের উপর নির্ভর করে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি তিন থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যে খুব সক্রিয় এবং এই সময়কালে অনেক শিক্ষণ ঘটে। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মূল চাবিকাঠি জ্ঞানের দিক নির্দেশনা দেন।

7. মোটর দক্ষতা বা পেশীবহুল প্রশিক্ষণ নীতি: তিনি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা একটি অংশ হিসাবে পেশী প্রশিক্ষণ গুরুত্ব সংযুক্ত করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে পেশীবহুল প্রশিক্ষণ অন্যান্য রচনা যেমন লিখন, অঙ্কন, বক্তৃতা ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করে। তিনি পেশীবহুল কার্যকলাপকে কেবলমাত্র চরিত্রের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে শারীরবৃত্ত হিসাবে পরিচালনা করেন। তিনি বলেন যে চলমান, হাঁটা ইত্যাদি সব পেশীবহুল প্রশিক্ষণ উপর নির্ভর করে।

8. পরিচালক হিসাবে শিক্ষক: তিনি 'পরিচালক' শব্দটি 'শিক্ষক' শব্দটির পরিবর্তে শব্দটি পরিবর্তিত করেন, কারণ তিনি মনে করেন যে শিক্ষকের কর্ম পরিচালনা করা এবং শেখান নয়। তার নীতিমালা হওয়া উচিত, 'আমি তোমাকে বাড়িয়ে তুলতে চাই।'

9. পরীদের গল্পের জন্য কোন জায়গা নেই: সেগুলি ছোট শিশুদের পাঠ্যক্রম

থেকে 'পরী গল্প' বিলোপ করতে চায়, যেহেতু এইগুলি শিশুদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং বাস্তব জগতে নিজেকে সামঞ্জস্যের প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়।

ডাঃ মন্তেসরি কর্তৃক প্রচারিত নীতিগুলি শিক্ষার বিষয়ে আমাদের ঐতিহ্যগত ধারণার পরিবর্তন করেছে। তিনি একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভূতি দেখানো হয়েছে। তিনি একটি উচ্চ আদেশ একটি চিন্তাবিদ। বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচিত তিনি যেসব উপায় ও নীতিমালা তুলে ধরেছেন তা সম্পন্ন করার জন্য কাজ করতে হবে।

টিপ্পনী

শিক্ষকের কাজ :

'শিক্ষাবিদ', মন্তেসরি বলছেন, অবশ্যই একজন গভীর 'জীবনের উপাসনা' দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া আবশ্যক।

মালী হিসেবে শিক্ষক:

তিনি মনে করেন যে একজন শিক্ষক শিশুটির যত্ন নেবেন যেমন একটি মালী যিনি উদ্ভিদকে যত্নবান করে রাখেন যাতে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।

প্রতিটি সন্তানের জ্ঞান:

প্রতিটি ব্যক্তির মন এবং চরিত্রের শিক্ষককে একটি ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকতে হবে। তিনি প্রতিটি সন্তানের উন্নয়নের শারীরবৃত্তীয় রেকর্ড রাখা উচিত: তার ওজন, উচ্চতা এবং অন্যান্য পরিমাপ।

পরিচালক এবং না শিক্ষক:

ডঃ মন্তেসরি শব্দ 'নির্দেশক' শব্দ 'শিক্ষক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং তিনি মনে করেন যে কর্তৃত্বের ব্যক্তিদের প্রধান দায়িত্ব সরাসরি নির্দেশ করা এবং শেখান নয়। তিনি জোর দেন যে পরিচালককে মনোবিজ্ঞান এবং ল্যাবরেটরি কৌশল সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকতে হবে।

ডক্টর-কাম-সায়েন্টিস্ট-কাম-মিশনারি:

মন্তেসরির কথাতে, পরিচালককে আংশিকভাবে ডাক্তার, আংশিক বিজ্ঞানী এবং সম্পূর্ণ ধর্মীয় হতে হবে। একজন ডাক্তারের মতো তিনি রোগীর ঠাট্টা বা দমন করা উচিত

এবং তাকে তার স্বাস্থ্য পুনঃস্থাপন করতে হবে। একজন বিজ্ঞানীের মত তিনি ফলাফলের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং তার উপাদানগুলির সাথে পরীক্ষা করা উচিত। একটি ধর্মীয় ভদ্রমহিলার মত তিনি সন্তানের পরিবেশন করা উচিত।

সন্তানের ব্যক্তিত্বের বিশ্বাস:

তিনি সন্তানের নিজের ভেতরের আইন অনুযায়ী বৃদ্ধি করতে দেওয়া উচিত। তার ব্যবসা উপযুক্ত পরিবেশের জন্য প্রদান করা হয়। তিনি নিজেকে উপযুক্ত মনে করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ দিয়ে শিশুদের প্রদান করা উচিত।

নৈতিক গুণাবলী:

'নৈতিকতা ও ধার্মিকতা' শব্দগুচ্ছ মূলনীতির প্রধান যোগ্যতা। তিনি নৈতিক সতর্কতা, ধৈর্য, প্রেম এবং নম্রতা অর্জন করতে হবে। তিনি একটি মহান পাপ যারা নির্মূল করা উচিত এবং যা সন্তানের বোঝার থেকে বাধা দেয়। সন্তানের আত্মা, যা বিশুদ্ধ এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল, তার সবচেয়ে সূক্ষ্ম যত্ন প্রয়োজন। তার নীতিবাক্য হওয়া উচিত 'আপনাকে বাড়তে দেওয়া উচিত।'

শিশুদের ঘর :

'চিলড্রেন হাউস' নামের একটি স্কুলে ড. মন্তেসরির দেওয়া হয়। এই ঘরটি একটি ভাল 'পারিবারিক বাড়িতে' সব প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে। বস্তুত, এটি একটি স্কুল, একটি কর্মশালা এবং একটি বাড়িতে সব গুণাবলী আছে। বাচ্চাদের বাড়ির অনেক কক্ষ রয়েছে। বিল্ডিংয়ের প্রধান রুম হল একটি স্টাডি রুম। ছোট কক্ষ- সাধারণ রুম, লঞ্চ রুমে, বিশ্রাম কক্ষ, পারস্পরিক কাজের জন্য ঘর, একটি জিমন্যাশিয়াম, একটি গৃহসজ্জা বা একটি বাচ্চাদের বাথরুম- এই প্রধান রুমের সাথে সংযুক্ত। কক্ষগুলি মন্তেসোরি পদ্ধতির শিশুদের এবং আত্মার চাহিদা অনুসারে সজ্জিত। টেবিল, চেয়ার, ইত্যাদি শিশুদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। তারা এক স্থান থেকে অন্য জায়গায় আন্দোলন সহজতর। বিভিন্ন আকার এবং দীর্ঘ সারি cupboards এর সোফা এছাড়াও প্রদান করা হয়। শিশুরা আলাদা আলাদা আলাদা আলাদা ড্রয়ারে আলমারি এবং তাদের জিনিসগুলির মধ্যে তাদের নিরীক্ষণীয় যন্ত্রপাতি রাখে। তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী শিশুদের বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকতে বা বাছাই করে দেওয়ালে কালো-বোর্ডগুলি ঠিক করা হয়। ছাত্র ফুল, খেলনা, ছবি,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গৃহমধ্যস্থ গেম ইত্যাদির সাথে সরবরাহ করা হয়। লাঞ্চের ঘরটিতে কম টেবিল, চেয়ার, চামচ, ছুরি, বাটি ইত্যাদি রয়েছে।

বাথরুমের শিশুরা তাদের নিজের ছোট্ট বালুচর দিয়ে দেওয়া হয় যেখানে তারা সাবান এবং টুয়েলকে ধোয়ার জন্য রাখে। একটি ছোট বাগানও রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের দ্বারা দেখা যায়। আশ্রয়স্থলগুলি বাগানে সরবরাহ করা হয় যাতে তারা খোলা বায়ু উপভোগ করতে পারে, সেখানে খেলতে ও সেখানে কাজ করতে পারে, বিশ্রাম নিতে পারে বা ঘুমাতে পারে। তারা তাদের লাঞ্চ সেখানে থাকতে পারে যদি তারা তাই দয়া করে উচ্চতা পরিমাপ করতে প্যাডোমিটার এবং ঝাঁকনি মেশিনও রয়েছে শিশুদের উচ্চতা এবং ছাত্রদের উচ্চতা রেকর্ড রাখা শিশুদের বাড়িতে। শিশু স্কুলের মধ্যে তিন ধরনের ব্যায়াম প্রদান করা হয়।

- বাস্তব জীবনে ব্যায়াম
- জ্ঞান প্রশিক্ষণ ব্যায়াম
- ভাষা এবং গাণিতিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পনামূলক অনুশীলন

1. বাস্তব জীবনে ব্যায়াম:

ডঃ মন্তেসারির মতে, এই ব্যায়ামগুলি ' বাস্তব জীবনে ব্যায়াম' বলে অভিহিত করা হয় কারণ শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব জীবনে এটি করা হয় যা সমস্ত বাড়ির কাজ ছোটদের, যারা ভক্তি ও নির্ভুলতার সাথে চালিত হয় তাদের গার্হস্থ্য কর্তব্য, singularly শান্ত এবং সম্মানিত হয়ে উঠছে। ছাত্রদের তাদের কক্ষ, ধূলিকণা পরিষ্কার এবং আসবাবপত্র পরিষ্কার করা এবং তাদের পছন্দ হিসাবে এটি সাজানোর প্রয়োজন। তারা পোশাক পরিধান করা এবং তা খুলে নিজেকে ধোয়া শিখতে। তারা তাদের কাপড়চোপড় ধীরে ধীরে স্তম্ভিত বলে আশা করা হচ্ছে। তারা তাদের টেবিল রাখা শিশুদের বিভিন্ন গৃহকর্মের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং প্রক্রিয়াতে তাদের সমস্যাগুলি জয় করার জন্য অনুকরণের মাধ্যমে শিখতে হয়। 'উদ্যম এবং আনন্দ, সহানুভূতি এবং পারস্পরিক সহায়তা শিশুরা চাকরি শিখছে।' শিক্ষার্থীরা তাদের হাত কীভাবে ধুতে হয় তা শিখছে। তারা ধূমপান কিভাবে ছোট দ্রোনী এবং উপত্যকা সঙ্গে ব্যবহার করে শিখতে। শিশুরা নিজ নিজ সাবান এবং তোয়ালে ব্যবহার করা শেখে। তারা শিখতে শিখতে তাদের চুল, নখ কাটা এবং দাঁত ব্রাশ করা। প্রধান উদ্দেশ্য হল আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতা এবং এমনকি স্বাধীন হতে শিশুদের প্রশিক্ষণ

দেওয়া।

মোটর শিক্ষা: এই পেশাগত জীবন অনুশীলন মোটর শিক্ষার জন্য খুব সহায়ক বলে মনে করা হয়। বস্তুগুলি হাঁটা, বসা এবং ধরে রাখার আন্দোলনের সঙ্গে পেশীতে পেশী শিক্ষা প্রদান করা হয়। বাচ্চার নিজের শরীরের যত্ন, পারিবারিক বিষয়গুলি পরিচালনা, বাগান এবং ম্যানুয়াল কাজ এবং ছন্দমুখী আন্দোলনগুলি মোটর শিক্ষা প্রদান করে। ছেলেমেয়েদের শিখতে হয় যে কিভাবে সোজা লাইনের মধ্যে হাঁটতে হয় এবং নিজেদের সঠিকভাবে বজায় রাখতে হয়।

টিপ্পনী

2. ইন্দ্রিয় শিক্ষা:

শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতি মাদাম মন্তেসোরির মাধ্যমে, রুশেও, পেস্তালোজজী এবং ফরোবেলের মত যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের গেটওয়ে হয়। এমনকি যুক্তি এবং চিন্তাধারার তুলনায় তিনি সন্ন্যাসী প্রশিক্ষণকে আরো গুরুত্ব দেন। বিভিন্ন উপকরণ সংবেদী প্রশিক্ষণ বিকাশ নিযুক্ত করা হয়। নিম্নলিখিত সেন্সরীয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবে।

কর্মস্থল পদ্ধতিতে তিনটি ধাপ রয়েছে:

(i) নামের সঙ্গে সংবেদী যুক্তকরণ, 'এই লাল হয়'।

(ii) বস্তুটির স্বীকৃতি, 'আমাকে লাল রঙ দাও।'

(iii) বস্তুটির নাম পুনর্বিবেচনা করা, 'এটা কী?'

3. ভাষা এবং গাণিতিক শিক্ষার জন্য নেতিবাচক যন্ত্রপাতি:

মাদ্রাজ মন্তেসোরী মনে করেন শিশুদের মধ্যে পেশীবহস্ত দক্ষতা খুব সহজে বিকশিত হয় এবং সেইজন্য, লেখার শিক্ষা পাঠের শিক্ষার পূর্বে হওয়া উচিত, তার মতে, লেখার একটি বিশুদ্ধরূপে একটি যান্ত্রিক কার্যকলাপ এবং আংশিক বুদ্ধিজীবী পড়া।

লেখার শিক্ষা: লেখার সাথে জড়িত তিনটি বিষয় নিম্নরূপঃ

আন্দোলন যা অক্ষরের আকার পুনরুৎপাদন করতে সাহায্য করে

কলম ম্যানিপুলেশন

লেখালেখিতে লিখিত শব্দগুলির ফোনেটিক বিশ্লেষণ

বর্ণমালার অক্ষর স্যান্ডের কাগজ মধ্যে কাটা হয়, এবং কার্ড বোর্ড আটকানো হয়।

ছাত্রদের তাদের উপর তাদের আঙ্গুলের পাস বলা হয়। ছাত্ররা চিঠিগুলির পেশী মূর্তিগুলি স্থাপন করতে শিখছে। একই সময়ে, ফোনেটিক শব্দগুলি তিনটি পর্যায়েও শেখানো হয়- সমিতি, স্বীকৃতি এবং স্মরণ কয়েকটি ব্যায়াম আছে যার মাধ্যমে ছাত্ররা কলম পরিচালনা করতে শেখে।

টিপ্পনী

পড়ার শিক্ষা:

মন্তেসরি বাক্যটি জোরে জোরে পড়ার পক্ষে নয়। সন্তানের একটি কার্ড হস্তান্তর করা হয় যার উপর পরিচিত বস্তুর নামগুলি লেখা এবং আটকানো হয়। সন্তানের লেখা ধীরে ধীরে শব্দগুলির অনুবাদ করতে বলা হয় এবং তারপর তাকে দ্রুত পড়তে বলা হয়। কিছু অনুশীলনের পর শিশুটি শব্দটির সঠিক উচ্চারণ শিখছে। তারপর শিশুটি সেখানে থাকা বস্তুর সাথে কার্ড সংযুক্ত করার জন্য বলা হয়।

সংখ্যাগুলি শিক্ষাদান:

সংখ্যাগুলি শিক্ষার জন্য একটি 'দীর্ঘ সিঁড়ি' ব্যবহার করা হয়। এটি ১ থেকে ১০ সংখ্যা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত রডগুলির একটি সেট গঠিত। এটি একত্রে লাল এবং নীল বর্ণিত অংশে বিভক্ত করা হয়। শিশুটি প্রথমে আকারের চৌম্বক ব্যবস্থার ব্যবস্থা করে এবং তারপর তিনি লাল ও নীল বিভাগের সংখ্যা গণনা করেন এবং এক, দুই, তিনটি ইত্যাদির মত রডের নাম উল্লেখ করেন। সংখ্যাগুলির লক্ষণগুলি রেডি কাগজ এবং তিনটি পর্যায়ে একই পদ্ধতিতে কাটা হয়- সমিতি, স্বীকৃতি এবং রিকল অনুসরণ করা হয়।

শিশুশ্রমের শৃঙ্খলা :

শৃঙ্খলা স্বতঃস্ফূর্ত কাজ কার্যকলাপ উন্নয়নশীল দ্বারা, একটি পরোক্ষ রুট দ্বারা আসে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় এবং শান্ত, নীরব কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে আগ্রহী, যা কোনও বহিরাগত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হয় না, তবে আমাদের অভ্যন্তরীণ শিখাটি যা আমাদের জীবন নির্ভর করে তা জাগ্রত রাখার অর্থ। মন্তেসোরি লিখেছেন, 'সত্য,' ভালো 'এমন ব্যক্তি, যারা তাদের নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা ধার্মিকতার দিকে অগ্রসর হয়।' এই ধরনের শৃঙ্খলা কখনো কোনও নিয়মনীতির পদ্ধতি দ্বারা, আদেশ দ্বারা, আদেশ দ্বারা অর্জিত হতে পারে না। সর্বজনীন পরিচিত।

'চিলড্রেন হাউস'-এর ডিরেক্টর: তিনি ধীরে ধীরে এবং সিল্লাইলে চলে যান। তিনি যেমন

একটি উপায় তার তত্ত্বাবধানে যে একবার তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। যারা তার প্রয়োজন নেই তাদের অস্তিত্ব না লক্ষ্য করে না।

4.3.2 মন্তেসরি মেথটস ও তাঁর পদ্ধতি :

টিপ্পনী

মাদাম মন্তেসরির গভীর ভালবাসা এবং স্নেহ, গভীর সংবেদনশীলতা, শৈল্পিক কল্পনা এবং শিশুদের জন্য ব্যতিক্রমী সহানুভূতি শিক্ষার তত্ত্ব ও নীতির একটি নতুন স্পর্শ প্রদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বাল্যশিক্ষার একটি নতুন যুগে এবং নার্সারি পর্যায়ে বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। মন্তেসরি পদ্ধতির প্রধান যোগ্যতা নিম্নরূপ:

ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা:

মাদাম মন্তেসোরীর কাছে 'শিশু ছিলেন ঈশ্বর'। তার স্কুলটি ছিল মন্দিরের দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছিল শৈশবকালের সারাংশ। তিনি আরও লিখেছেন, 'আজকের দিনে এক জরুরি প্রয়োজন- শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতির সংস্কার, এবং এই প্রয়াসে সংগ্রামকারী ব্যক্তিটি মানুষের পুনর্জন্মের জন্য সংগ্রাম করছে।' মন্তেসরি কর্তৃক প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয় সন্তান।

পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি:

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপর ভিত্তি করে পদ্ধতি। মাদাম মন্তেসরি একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তিনি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক নীতিমালা প্রয়োগ করেন এবং প্রগাডিসমূহের উপর নির্ভর করেন না।

ব্যক্তিগত শিক্ষণ:

ব্যক্তিগততা মন্তেসরি পদ্ধতির কী-নোট । তার পদ্ধতি যৌথ শিক্ষার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া।

শিশুদের জন্য স্বাধীনতা:

তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার একটি পরিবেশে শিক্ষা দিতে চান সর্বোচ্চ শিক্ষকদের মধ্যে স্থান। তার পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা হল আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্ব-নির্দেশিত কার্যকলাপ।

টিপ্পনী

জ্ঞান প্রশিক্ষণ:

মেনেসসির পদ্ধতি জ্ঞান প্রশিক্ষণ দ্বারা শিশুদের শিক্ষাদান করার লক্ষ্য। এটি 'কংক্রিট থেকে বিমূর্ত থেকে এগিয়ে' উপর ভিত্তি করে, 'সাধারণ থেকে বিমূর্ত' পর্যন্ত।

পড়ার এবং লেখার অনন্য পদ্ধতি :

লেখালেখি শেখার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পদ্ধতিতে। তিনি লেখার প্রক্রিয়া পেশীর আন্দোলন বিবেচনায় নিয়েছেন। পড়া এবং লেখার জন্য যথাযথভাবে শ্রেণিবদ্ধ এবং সম্পৃক্ত ব্যায়াম প্রদান করা হয়।

জীবনযাত্রার মাধ্যমে শিখুন:

তিনি তার স্কুলে বাস্তবিক অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছেন যা শিশুরা পরিচ্ছন্নতা ও আদেশের ভাল অভ্যাস শিখতে সক্ষম। ছাত্ররা নিজেদের প্রয়োজনে শ্রম ও স্বার্থপরতার মর্যাদার শিক্ষা শিখতে নিজেদের প্রয়োজনে অংশগ্রহণ করে। অনেক বাস্তব পাঠ প্রদান করা হয়।

পদ্ধতি সামাজিক মূল্য :

যদিও তার পদ্ধতি প্রকৃতিগতভাবে স্বতন্ত্র, তবে এটি সামাজিক মূল্যবোধের সাথে পরিপূর্ণ। টেবিল এ পরিবেশন এবং একসঙ্গে lunching এবং পরিষ্কারের প্লেট সামাজিক মূল্য সন্দেহের বাইরে। ছাত্ররা অনেক অন্যান্য কার্যক্রম সমবয়সীভাবে পরিচালনা করে।

মন্তেসরি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

মন্তেসরি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ:

যাযাবর যন্ত্রের মেকানিক্যাল এবং কৃত্রিম প্রকৃতি:

তাত্ত্বিক উপায়ে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সমালোচকেরা যুক্তি দেন যে যন্ত্রটি শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই হস্তক্ষেপ করে। শিক্ষার্থীকে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করার আশা করা হয় এবং শিক্ষককেও শিক্ষাগত যন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হয় যাতে শিশুদের মুক্ত অভিব্যক্তি সীমিত হয় এবং শিক্ষকের কাজও সীমিত। যন্ত্রপাতি অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক।

জৈবিক দিকের উপর জোর দেওয়া এবং মনস্তাত্ত্বিকের উপর কম:

এই সিস্টেমে শিক্ষক প্রতিটি উচ্চতা, মাথার খুলি এবং প্রতিটি শিশুর অঙ্গগুলির রেকর্ড রাখার বিশেষ যত্ন নেয়। তিনি খুব কমই মেজাজ এবং অন্যান্য মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখেন।

প্রশিক্ষণ স্থানান্তর বিশ্বাস:

মন্তেসরি পদ্ধতিতে জ্ঞান প্রশিক্ষণ ধারণা ইন্দোনেশিয়ার আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পুরানো তত্ত্ব উপর ভিত্তি করে। তিনি মনে করেন যে বিশেষ অনুষদ মাধ্যমে বিশেষ অনুষদ প্রশিক্ষণ দ্বারা এটি কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্র থেকে প্রশিক্ষণের হস্তান্তর মাধ্যমে অন্যান্য জীবনের পরিস্থিতিতে যে প্রশিক্ষণ সুবিধা পেতে সম্ভব হবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই ধারণা অমান্য

কল্পনাশক্তি প্রশিক্ষণ নেতিবাচক:

মন্তেসরি সিস্টেমে পরী কাহিনীগুলির জন্য কোন স্থান নেই। কল্পবিজ্ঞানের বিকাশে শিশুদের সাহিত্য প্রশিক্ষণের একটি যথাযথ উপায়ে ফর্ম এবং ফৈনী কাহিনীগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

উপযুক্ত শিক্ষকদের অভাব:

মন্তেসরি সিস্টেমের সফল কর্মনীতি শিক্ষকদের উপর নির্ভর করে যারা শিশুর মনোবিজ্ঞান এবং ল্যাবরেটরি পদ্ধতির অধিগ্রহণের ব্যাপক জ্ঞান রাখে। এই ধরনের শিক্ষকদের যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রকল্প এবং সমঝোতার জন্য সামান্য সুযোগ:

বর্তমান প্রজেক্ট হল প্রকল্পগুলির সাথে সাথে সমস্ত বিষয় একত্রিত করা। শেখার মাধ্যমে শেখার বর্তমান পদ্ধতির কী-নোট হচ্ছে। মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিশুদেরকে যান্ত্রিক যন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয়।

অত্যন্ত ব্যয়বহুল:

ডাঃ মন্তেসরি দ্বারা প্রস্তাবিত লাইনের উপর স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটি অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বহন করা সম্ভব হলে এটি খুব সন্দেহজনক।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

4.3.3 সমতাবিন্দু: মন্তেসরি এবং ফ্রয়েবেল :

মন্তেসরি এবং ফ্রেবিলের মধ্যে মিলের মতন নিম্নরূপ:

নার্সারি শিক্ষা গুরুত্ব স্বীকার:

ফ্রেবিল এবং মন্তেসরি হিসাবে আমাদের শিশু শিক্ষিত একটি পদ্ধতি দেওয়া আছে। তারা প্রাক-স্কুল যুগে শিক্ষার ধারণার বিপ্লবী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

শিক্ষার ভিতর থেকে বিকাশ:

শিক্ষাবিদ উভয় শিক্ষা শিশুকে ভেতরের প্রকৃতির উন্নয়নের জন্য বিবেচনা করে। তারা নির্দেশ করে যে শিক্ষানবিশের ফাংশনটি ভিতরের বাইরে বের করতে হয়।

উনঘোনী পরিবেশ:

শিক্ষক উভয় একটি উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব যেখানে শিশুর ভেতরের প্রকৃতির একটি উপযুক্ত পদ্ধতিতে সঞ্চালিত উচিত।

সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্নেহ:

ফ্রয়েবেল এবং মন্তেসরি হিসাবে ব্যাপকভাবে জোর আছে যে সন্তানের জন্য প্রেম এবং স্নেহের পরিবেশ হওয়া উচিত; তার ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃত এবং এমনকি উপাসনা করা উচিত।

জ্ঞান প্রশিক্ষণ উপর চাপ:

ফ্রয়েবেল পাশাপাশি মাদ্রিদ মন্তেশোরি সন্তানের অজ্ঞান প্রশিক্ষণ জন্য যন্ত্রপাতি পরিকল্পনা আছে

4.4 সংক্ষিপ্তসার

- জন ডিউই1852 সালে জন্মগ্রহণ করেন।
- ডিউই এর দর্শন ও প্রোগ্রামকে বিভিন্নভাবে 'পরীক্ষামূলক', 'কার্যকারিতা', 'যন্ত্রণা', 'অপারেশনলিবিলিটি', 'প্রগতিশীলতা', 'প্র্যাকটিসিটিজম' এবং সকল 'প্রগতিসম্মত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সবগুলি গতিশীল এবং সর্বদা জীবনের পরিবর্তনশীল চরিত্র

- ডিউইয়ে কোনও পরম মান বা চূড়ান্ত অস্তিত্বের মধ্যে বিশ্বাস করে না
- নৈতিক মূলনীতিগুলি 'অবিচ্ছিন্ন এবং অ-সামঞ্জস্যপূর্ণ'।
- 'ইউটিলিটি' ছিল প্রতিটি মূল্যের স্পষ্ট পাথর। প্রগতিমতি শিক্ষা দেয় যা যা দরকারী, একটি বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজ কি সত্য; কি কাজ না হয় মিথ্যা।
- পরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি প্রতিটি বিশ্বাসের শত্রু যে অভ্যাসের অনুমতি দেয় এবং উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের উপর কর্তৃত্ব করতে চায় এবং যাচাইযোগ্য সত্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য সিস্টেম তৈরি করে। পরীক্ষামূলক পুনর্বিবেচনা পরীক্ষামূলক পরীক্ষা কাজ।
- পরীক্ষামূলক পদ্ধতিগত গাত্রতত্ত্বের জন্য মারাত্মক কারণ এটি দেখায় যে সমস্ত ধারণা, ধারণা, তত্ত্ব, যদিও তারা ব্যাপক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নান্দনিকভাবে তারা আকর্ষণীয় হতে পারে, তারা তাদের উপর অভিনয় দ্বারা পরীক্ষা করা হয় পর্যন্ত অস্থায়ী বিনোদন করা হবে।
- ডিভি মনে করে যে শিক্ষার সমন্বয় একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া, প্রতিটি পর্যায়ে তার লক্ষ্য বৃদ্ধির একটি যোগ ক্ষমতা হিসাবে থাকার।
- ডিউইয়ের মতে, শিক্ষামূলক প্রক্রিয়াটির দুটি দিক রয়েছে- এক মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক, এবং অন্য কোনও ক্ষেত্রে এটির অধীন হতে পারে না বা অবহেলিত হতে পারে না।
- ডিভি বিশ্বাস করে যে, জাতিগত সামাজিক চেতনাতে ব্যক্তির অংশগ্রহণ দ্বারা সকল শিক্ষার প্রবাহ।
- ডিউইয়ের মতে, নৈতিক নীতির দুইটি সেট হতে পারে না, স্কুলে জীবনের জন্য এক এবং স্কুল থেকে বাইরে জীবনের জন্য অন্য।
- স্কুলটি মূলত একটি প্রতিষ্ঠান যা সমাজের কল্যাণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য একটি বিশেষ নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য সমাজের দ্বারা উত্থাপিত হয় এবং জীবনকে বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ফাংশন ব্যবহার করে।
- ডিউই এর দর্শনের একটি আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তার পরীক্ষার বাইরে বেরিয়ে আসেন-

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- 1896 সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল।
- একটি বৈচিত্রপূর্ণ স্কুলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে, ডউই এডভোকেটকে বৃহত্তর পাঠ্যক্রমের প্রোগ্রামগুলির প্রয়োজন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক এবং একাডেমিক হিসাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ব্যক্তিটির মোট উন্নয়নে জোর দেওয়া উচিত।
- গণতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার পূর্ণ স্বাধীনতা যাচাই করে এবং তাদের সমাধান করে। অনুরূপভাবে স্কুলগুলিকে শিক্ষাগত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তদন্তের একটি অনুপ্রেরণা প্রদান করা উচিত। আলোচনা স্বাধীনভাবে অনুমতি দেওয়া উচিত।
- জো পার্ক শিক্ষা দর্শনশাস্ত্রে পর্যবেক্ষণ করেন: 'একজন প্রগতিবাদী হিসাবে, ডিউই শিক্ষার কর্তৃত্ববাদী ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে, যা তিনি চিন্তা করেন বস্তুগত দক্ষতার পরিবর্তে জিনিসগুলি সম্পর্কে কথা বলার ক্ষমতা জোর দেন।'
- মন্তেসরি মেথডের প্রযোজক মারিয়া মন্তেসোরি 1870 সালে ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন।
- 1900 থেকে 1907 সালের সাত বছর পর্যন্ত, মারিয়া রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক হিসেবে কাজ করে।
- মুসোলিনি ইতালির ক্ষমতায় আসেন এবং তিনি ফ্যাসিবাদী একনায়ক ছিলেন। তিনি যুদ্ধের জন্য শিশুদেরকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন
- মন্তেসরি যিনি সন্তানের স্বাধীনতার উত্সাহী সমর্থক ছিলেন, তিনি এমন শাসনের অধীনে কাজ করতে পারেন নি। তাই তিনি সেখানে থেকে দূরে পালা obliged ছিল এবং তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা যেখানে হল্যান্ড এগিয়ে।
- ফরোয়েবেল মত, মারিয়া বিশ্বাস করেন যে একটি শিশুর শিক্ষার ভিতর থেকে
- 'যদি কোনো শিক্ষা আইন ফলপ্রসূ হতে হয়, তবে এটিই হবে যা সন্তানের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রসারের দিকে সাহায্য করতে সহায়তা করে। সন্তানের একটি শরীর যা বৃদ্ধি এবং একটি আত্মা যা বিকাশ আছে।
- মন্তেসরি শেখার জন্য শিক্ষার উপর জোর স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে আত্ম শিক্ষা বা স্ব-শিক্ষাই একমাত্র সত্যিকার শিক্ষা। তিনি সমর্থন করেন যে শিশুটি প্রাপ্তবয়স্কদের হস্তক্ষেপ দ্বারা অচলাবস্থা থাকা উচিত।

- মারিয়া "শিক্ষক" শব্দটির পরিবর্তে "শিক্ষক" শব্দটিকে প্রতিস্থাপন করে, কারণ তিনি মনে করেন যে শিক্ষকের কার্য পরিচালনা করা এবং শেখার জন্য নয়। তার নীতিমালা হওয়া উচিত, 'আমি তোমাকে বাড়িয়ে তুলতে চাই।'
- 'চিলড্রেন হাউস' নামের একটি স্কুলে ড। মন্তেসোরির দেওয়া হয়। এই ঘরটি একটি ভাল 'পারিবারিক বাড়িতে' সব প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে।
- তিন ধরনের ব্যায়াম যা শিশুদের স্কুলে প্রদান করা হয়। এই নিম্নরূপ হয়:

  (ক) বাস্তব জীবনে ব্যায়াম

  (খ) জ্ঞান প্রশিক্ষণ ব্যায়াম

  (গ) ভাষা এবং গাণিতিক শিক্ষার জন্য বক্তৃতা অনুশীলন
- ম্যাডাম মন্তেসরি মনে করেন শিশুদের মধ্যে পেশীবহস্ত দক্ষতা খুব সহজেই বিকশিত হয় এবং সেইজন্য, লেখার শিক্ষা পাঠের শিক্ষার পূর্বে হওয়া উচিত।
- মাদাম মন্তেসরির গভীর ভালবাসা এবং স্নেহ, গভীর সংবেদনশীলতা, শৈল্পিক কল্পনা এবং শিশুদের জন্য ব্যতিক্রমী সহানুভূতি শিক্ষার তত্ত্ব ও নীতির একটি নতুন স্পর্শ প্রদান করেছে।

টিপ্পনী

2.5. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

১. প্রয়োগবাদী শিক্ষার অনন্নপদ্ধতিতে ও আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জন ডিউই এর অবদান আলোচনা করুন।

২. শিক্ষা, সমাজ ও শিক্ষার্থী - এই তিন সম্পর্ক এবং কার্যগত ভূমিকা জন ডীউয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করুন।

৩. মন্তেসরির শিক্ষাদর্শন এবং তাঁর শিক্ষা ধারনার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।

৪. মন্তেসরির জীবনদর্শনের অতীব সত্যভাবের পরিচয় দিন।

Class Note

টিপ্পনী